কার্ল মার্কস : জীবন ও শিক্ষা

অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১বি, বিধান সরণি, কলি-৬

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৬০

প্রকাশক
সুনীলকুমার ঘোষ এম. এ
পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১ বি, বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০০০৬

মুদ্রাকর
শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী
ক্যালকাটা সিটি প্রেস
৯এ, মনমোহন বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ শিল্পী
অনির্বাণ দত্ত

প্রয়াত জননেতা ও মার্কসবাদী তাত্ত্বিক
প্রমোদ দাশগুপ্তের স্মৃতির উদ্দেশে

লেখকের কথা

বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী কার্ল মার্কসের জীবনাবসানের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। তাঁর জন্মশতবর্ষ অভিনন্দিত হয়েছিল রুশ বিপ্লবের বিজয়ে, আর মৃত্যু শতবর্ষ গৌরবান্বিত হয়েছে বিশ্বব্যাপী এক বিশাল সুদৃঢ় সমাজতান্ত্রিক শিবির স্থাপনে। মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ আজকের পৃথিবীর মুক্তি সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শনরূপে তর্কাতীতভাবে স্বীকৃত। দেশে দেশে চলছে এতকালের অবহেলিত বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সংগ্রাম, বিপ্লবের সাধনা। এই বিপ্লবের মন্ত্র মার্কসবাদ, নতুন সাম্যবাদী সমাজগঠনের মতবাদ। মার্কসবাদ ঘুম কেড়ে নিয়েছে সমগ্র বিশ্বের অর্থলোলুপ, রক্ত লোলুপ, সাম্রাজ্যলোলুপ শক্তিগুলির। মার্কসবাদ শিখিয়েছে কেমন করে স্বর্গের সুখ স্বপ্নকে মর্তে রূপায়িত করতে হয়, কেমন করে সমস্ত অশুভ শক্তি থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করতে হয়। মার্কসবাদ তাই শুধু দিক দিশারী নয়, কর্ম পথের চালিকাশক্তি। মার্কসবাদ বিজ্ঞান, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর গবেষণালয়ে সত্যে প্রমাণিত বিজ্ঞান। মার্কসবাদের সাধনা ও প্রয়োগ তপস্যা সর্বকালের দার্শনিক অনুধ্যানের মধ্যে সবচেয়ে কঠোর কঠিন কাজ। এ সাধনা যেমন ব্যক্তিকে ঘিরে তেমনি সমস্ত জাতি, সমস্ত দেশ, সমগ্র পৃথিবীকে নিয়ে। এ সাধনায় মন্ত্র জানা জরুরী, আচার, প্রয়োগ-কৌশল শিক্ষা অনিবার্য। মার্কসীয় পুঁথিপাঠ যেমন একান্ত আবশ্যকীয় তেমনি অধীত বিদ্যার ব্যবহার আয়ত্ত করাও অলংঘনীয়।

মার্কসবাদের বিজয় বার্ত্তা আজ বিশ্বের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের রক্তে ঘামে স্বপ্নে আজ তার সতত উপস্থিতি। এক তৃতীয়াংশ ধরিত্রী শোষণ মুক্ত, কলুষ মুক্ত, বাকী অংশে তা বাস্তব হতে চলেছে। এই সংগ্রাম হয়তো আরও বহুদিন চলবে। ইতিমধ্যে অসুর শক্তির আয়োজনও বড় কম নয়, বিশ্বব্যাপী চূড়ান্ত লড়াই ছোট বড় বিভিন্ন রণক্ষেত্রে চলছে চলবে। বিজয় সম্পর্কে মানুষের আত্মবিশ্বাস অনমনীয় কেননা মার্কসবাদ বিজ্ঞান, মার্কসবাদ সত্য। সত্যের জন্য আত্মত্যাগ, শৌর্যবীর্যের পরিচয় দান মানব জীবনের সহজাত ধর্ম। সেই ধর্ম পালনে দেশে দেশে কোটি কোটি মানুষের নিয়ত প্রস্তুতি চলছে। আবার অপর দিকে মানুষকে সেই পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য মার্কসবাদ দূষণ প্রচেষ্টারও ক্ষান্তি নেই। এ এক নিরন্তর যুদ্ধ। এ যুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষ জয়লাভ করবেই।

জয়লাভের জন্য প্রয়োজন শুধু কঠোর কঠিন সাধনা, রণনীতি ও রণকৌশলের

অনুশীলন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা। এই পবিত্র লক্ষ্য নিয়েই মহান কার্লমার্কসের জীবন ও শিক্ষা ভিত্তিক এই গ্রন্থ। বাংলা তথা ভারতে মার্কসবাদের চর্চা ও প্রয়োগ-প্রয়াস অর্ধশতবর্ষ অতিক্রম করেছে। এদেশের কোটি কোটি মানুষের ধমনীতে মার্কসীয় শিক্ষা ঢেউ তুলেছে। তবুও অনেক পথ এখনও অতিক্রম করতে হবে সেই সঞ্জীবনী শক্তি নিয়ে। সে কাজে অনেক মার্কসবাদীর সশ্রদ্ধ অনুশীলন গ্রন্থাকারে পাঠকের সামনে, বিপ্লবী সেনানীদের হাতে পৌঁছেছে। এই গ্রন্থটিও সমকালের সংগ্রামী মানুষের হাতে তুলে দিলাম।

এ গ্রন্থ বিশেষজ্ঞদের জন্য নয়। ব্যাপকতম সংখ্যক কর্মীরা যাতে সরলভাবে মার্কসের কর্মময় জীবন ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার মধ্যে প্রাথমিক ভাবে প্রবেশ করতে পারেন তারই বিনম্র প্রয়াস এই গ্রন্থ। স্বল্প পরিসরে মার্কসের জীবন ও কর্মের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। শেষের দুটি পরিচ্ছেদে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু পাঠককে বিষয় ভিত্তিক সন্ধানসূত্র দেওয়ার চেষ্টা করেছি। বলাবাহুল্য এই প্রয়াস সম্পূর্ণ বা ত্রুটিমুক্ত নয়। পাঠকের সমাদর ও আনুকূল্য পেলে ভবিষ্যতে সম্পূর্ণতা দানে সচেষ্ট হব।

মুদ্রণ প্রমাদ কিছু রয়ে গেছে। কয়েকটি নামের উচ্চারণে পূর্বাপর সঙ্গতি থাকে নি। এসব ত্রুটি মার্জনীয় নয়, তবে সামগ্রিক বিচারে মার্জনা পাব আশা করি। এ গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ পেয়েছি মার্কসবাদ থেকে, আদর্শ হিসেবে স্মরণে রেখেছি এবিশ্বের কোটি কোটি শ্রমজীবী সংগ্রামী মানুষকে। সাহায্য পেয়েছি অনেকের কাছ থেকে। তাঁরা সবাই আমার আদর্শের সাথী, আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক তাঁদের সঙ্গে নয়। তবুও শ্যামসুন্দর দে, সুধীর ঘোষ, অচিন চক্রবর্তী, অনুপম ঘটক প্রমুখের সাহায্য ও উৎসাহ আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির দাবী রাখে। অনুজ কবি অনির্বান দত্ত যত্ন নিয়ে প্রচ্ছদ এঁকেছেন, তাঁর প্রতি আমার ভালবাসা রইল। একালের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীর মৃত্যু শতবর্ষে এই সশ্রদ্ধ নিবেদন যদি বিন্দুমাত্র প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয় তাহলে পাঠক সমাজের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমকালীন জার্মানীর রাজনৈতিক সামাজিক পরিবেশ

১

বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের প্রতিষ্ঠাতা কার্লমার্কস মানবেতিহাসের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের মধ্যে বিশিষ্টতম। তাঁর নামাঙ্কিত সমাজতত্ত্ব 'মার্কসবাদ' আধুনিক বিশ্বের বহুলাংশ জয় করে বিশ্ববিজয়ে অগ্রসরমান। সভ্যতার ইতিহাসে অনেক পয়গম্বর, মুনি, ঋষি, জন্মগ্রহন করেছেন এবং মানবিকতা ও ধর্মের বাণী নিয়ে মানুষের দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্য নিরসনের জন্য তাঁরা ঐকান্তিক প্রয়াসও করেছেন। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, হজরত, চৈতন্য প্রমুখ স্বনামধন্য পুরুষের ধর্মমতের আশ্রয়ে মানবজাতি পার্থিব দুঃখ যন্ত্রণার আঘাত থেকে মুক্তির সন্ধানও করেছেন। আজও দেশে দেশে পীর, পয়গম্বর, গুরুর অভাব নেই; নতুন নতুন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। সমগ্র বিশ্বে সনাতনী গীর্জা, মন্দির, মসজিদের পাশাপাশি অসংখ্য গুরুবাদী প্রতিষ্ঠান জন্ম নিচ্ছে। কিন্তু বঞ্চিত, অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষের জীবনের প্রকৃত মুক্তির পথানুসন্ধান কেউই দিতে পারেন নি। সভ্যতার ইতিহাস শ্রমের ইতিহাস। অনিবার্যভাবেই মুনিঋষিদের ভাববাদী মুক্তিদর্শনের বিপরীতে যুক্তিবাদী দর্শনের দ্বন্দ্ব চলেছে। তাই লক্ষ্য করা গেছে যুক্তিবাদ ও ভাববাদী দর্শনের মধ্যে সমন্বয়ের পথে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মৌলিক দ্বন্দ্বকে আড়াল করার চেষ্টা। পুরাণকাহিনীর প্রমিথিউস চেয়েছিলেন ঈশ্বরের কাছ থেকে শক্তি চুরি করে মানবজাতিকে অন্ধকার, শীত ও ক্ষুধা থেকে মুক্তি দিতে। আর মার্কস চেয়েছেন মানবজাতিকে সমস্ত শোষণ নিপীড়ন থেকে চিরতরে মুক্তি দিতে। কার্ল মার্কস হলেন প্রথম পুরুষ যিনি ইতিহাসের নিপুণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রচলিত সমস্ত দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার অসারতা প্রমাণ করে, মৌলিক দ্বন্দ্বের চরিত্র ব্যাখ্যা করে সভ্যতার কারিগর অথচ বঞ্চনার শিকার শ্রমজীবী ব্যাপক জনগণের মুক্তির পথের নিশানা নির্দেশ করে দিয়েছেন। আর মার্কসের সেই তত্ত্ব 'মার্কসবাদ' আজ শুধু বাস্তব নয়, একমাত্র বাস্তব পথ বলে স্বীকৃত।

কার্লমার্কস ঈশ্বর প্রেরিত কোন দূত নন বা মার্কসবাদ দেবদূত মুখনিসৃত কোন বেদ বা বাইবেল নয়। সমাজেতিহাসের স্তর পরম্পরার বিশ্লেষণের গর্ভ থেকে মার্কসবাদের উদ্ভব, তাই মার্কসবাদ পরীক্ষিত সত্য, একালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফলিত সমাজ বিজ্ঞান। মার্কসবাদ এক অখণ্ড বিশ্ববীক্ষা। মানবজাতি যতখানি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এতকাল অর্জন করেছে তার সারবস্তু বিবৃত হয়েছে মার্কসবাদে। লেনিন বলেছেন, "মানবজাতির শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের চিন্তায় ইতিমধ্যেই যে প্রশ্নগুলি সবচেয়ে বেশী আলোড়িত

হয়েছিল, সেগুলির সমাধান দিয়েছিলেন মার্কস এবং ঠিক এখানেই মার্কসের প্রতিভা।"[১] অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর তিনটি সর্বাগ্রগণ্য মতাদর্শগত ভাবধারাকে গ্রহণ ও বর্জনের ভিত্তিতে আত্মস্থ করে মৌলিক রূপান্তর সাধন করেছিলেন কার্ল মার্কস। এই তিনটি ভাবধারা হচ্ছে : ক্ল্যাসিক্যাল জার্মান দর্শন, ব্রিটিশ রাজনৈতিক অর্থনীতি ও ফরাসী সমাজতন্ত্র। ইতিহাসের স্তর-পরম্পরা অনুশীলন করে তিনি আনলেন এক মহা-ঐতিহাসিক চিন্তা বিপ্লব। তিনি সূত্রপাত করলেন ভাববাদের প্রভাবমুক্ত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, কার্যতঃ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, আর এই তত্ত্বই হল বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা এবং দুনিয়াকে জানার ও পরিবর্তন করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

কার্লমার্কসের কৃতিত্ব হল মানব-সমাজের বিকাশের নিয়মগুলি বিশেষ করে পুঁজিবাদের উদ্ভব, বিকাশ ও অবসানের নিয়মগুলির বিশ্লেষণ ও সূত্রায়ন। এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই তিনি শোষণমূলক ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও নতুন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ প্রদর্শন করলেন। সাম্যপন্থী সমাজের এতকালের কল্পনাবিলাস বৈজ্ঞানিক সত্যের রূপ নিল কার্লমার্কসের হাতে। মার্কস শুধু একজন অসামান্য প্রতিভাধর তাত্ত্বিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন কর্মযোগী, এক মহান বিপ্লবী। জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংগ্রামে তিনি সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন 'প্রথম আন্তর্জাতিকের' প্রতিষ্ঠাতা। মার্কসবাদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক হল তত্ত্ব ও কর্মের ঐক্য এবং তিনি ছিলেন এই ঐক্যের মূর্ত প্রতীক।

মার্কসের আগে কোন কোন দার্শনিকের দৃষ্টিতে শ্রেণী সংগ্রামের অস্তিত্ব ধরা পড়েছিল। সুতরাং সমাজে শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের অস্তিত্ব মার্কসের আবিষ্কার নয়। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামই যে ভবিষ্যৎ উন্নত সমাজ গঠনের অনিবার্য নিয়ম তা অনুধাবন করতে পূর্বসূরীরা ব্যর্থ হয়েছেন। মার্কসই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, যে সমাজে দ্বন্দ্বমান শ্রেণীগুলির অবস্থান রয়েছে, শ্রেণী সংগ্রামই সেই সমাজের বিকাশের নিয়ম এবং তিনিই সর্বপ্রথম শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে পুঁজিবাদী সমাজের রূপান্তর সম্পর্কে তত্ত্বগত ও কর্মগত নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করেন। তাঁর পূর্বসূরীদের ধারণা ছিল সমাজ কতকগুলি আকস্মিক ঘটনার অভিঘাতে এবং 'বিশেষ প্রতিভাধর ব্যক্তিবিশেষের' ইচ্ছায় সংস্কৃত হয়। "এই ধারণা ও তত্ত্বের মূলে সর্বপ্রথম মারাত্মক আঘাত হানেন কার্লমার্কস। তিনিই তুলে দেন সর্বপ্রথম আমাদের হাতে সেই চাবিকাঠি অর্থাৎ শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব, যার সাহায্যে আপাতদৃষ্টিতে যা গোলকধাঁধা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করছে যে নিয়ম, তা আমরা আবিষ্কার করতে পারি।" (লেনিন)

১ থ্রি সোর্সেস এণ্ড থ্রি কম্পোনেন্ট পার্টস অব মার্কসইজম. পৃঃ ৭৭

নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে কার্ল মার্কস বলেছেন : "......আমার কথা এইটুকু বলতে পারি যে, বর্তমান সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব এবং তাদের মধ্যে সংগ্রাম, এ এ আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমার নয়।...নতুন যেটুকু আমি করেছি তা হচ্ছে এটা প্রমাণ করা যে (ক) শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব শুধু উৎপাদনের বিকাশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্তরগুলির সঙ্গে জড়িত ; (খ) শ্রেণীসংগ্রাম থেকে স্বাভাবিকভাবেই সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব আসে ; (গ) এবং এই একনায়কত্বই সমস্ত শ্রেণীর বিলুপ্তি এবং একটি শ্রেণীহীন সমাজে উত্তরণ ছাড়া কিছুই নয়।[১] মার্কস দেখিয়েছেন, মানবসমাজ এক সময় শ্রেণীহীন ছিল। আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পর থেকেই সমাজে পরস্পর দ্বন্দ্বেলিপ্ত শ্রেণীগুলির উদ্ভব হয়। পরস্পর বিরোধী স্বার্থের কারণেই এই অনিবার্য দ্বন্দ্ব, আর এই স্বার্থদ্বন্দ্ব সমঝাওতার অতীত। শ্রেণীদ্বন্দ্ব বিদ্যমান এমন সমস্ত সমাজের চালিকাশক্তি হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রাম। আদিম সাম্যবাদী সমাজ বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকে মানব সমাজের ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। "উৎপীড়ক ও উৎপীড়িতেরা সর্বক্ষণ পরস্পর বিরোধিতায় লিপ্ত, কখনও অপ্রকাশ্যে কখন প্রকাশ্যে অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে লড়াই, যা প্রতিবারই শেষ হয়েছে, হয় সাধারণভাবে সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের মধ্যে অথবা বিদ্যমান সমস্ত শ্রেণীরই একযোগে ধ্বংসের মধ্যে।"[২] যখন সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্র জয়যুক্ত হবে একমাত্র তখনই দ্বন্দ্বমান শ্রেণীগুলি থাকবে না। শ্রেণী সংগ্রামের অবলুপ্তি ঘটবে ধাপে ধাপে।

সমকালীন পুঁজিবাদী সমাজের প্রতি মার্কসের দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ হয়। তিনি দেখলেন পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণী অবস্থান সরল হয়ে গেছে এবং সমাজ সুস্পষ্টভাবে দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে এবং সেই সর্বহারা শ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণী পরস্পরের সঙ্গে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। মার্কস দেখিয়েছেন শ্রমিকশ্রেণী এমন এক সামাজিক শক্তি যার উপর বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসন উৎখাত করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে এবং একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই অন্যান্য সহযোগীদের নিয়ে এই কাজ করতে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণে সক্ষম। মার্কসের শিক্ষা হল বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্বমূলক রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস করে শ্রমিকশ্রেণীকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বমূলক রাষ্ট্রযন্ত্র স্থাপন করতে হবে এবং সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের পথে এই শক্তি ব্যবহার করতে হবে।

সুতরাং এতক্ষণের আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হল আজকের প্রবাদপুরুষ কার্লমার্কস কোন অলৌকিক ব্যক্তিত্ব নয় বা মার্কসবাদ কোন স্বয়ম্ভু দর্শন নয়। দ্বন্দ্বমান

১. নির্বাচিত রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫২

২. কমিউনিস্ট ইস্তাহার পৃঃ ৩৩

সমাজ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অনুশীলনের গর্ভ থেকে মার্কসবাদের উদ্ভব। তাই মার্কস কেমনভাবে আজকের মানবমুক্তির দিকদর্শক হলেন এবং মার্কসবাদ কিভাবে অনিবার্য বিশ্বজয়ী বিজ্ঞানে পরিণত হল তার ইতিহাস নির্ণয় পূর্বসূরীদের অনুধ্যান ও মার্কসের জন্মপরিবেশ বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। সংক্ষেপে হলেও আমাদের তাই মার্কসের জন্মের অনতিপূর্ব জার্মানী ও ইয়োরোপের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পরিবেশ অনুসরণ করতে হবে যা কার্ল মার্কসের আবির্ভাব সম্ভব করে তুলেছিল।

২

ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী জার্মানী তুলনামূলকভাবে বেশ অনুন্নত ছিল, সবেমাত্র কিছু কিছু শিল্প তখন গড়ে উঠছিল। জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশ ছিল কৃষিনির্ভর। মার্কসের জন্মস্থান রাইনল্যাণ্ড অবশ্য ছিল জার্মানীর সর্বাপেক্ষা শিল্পসমৃদ্ধ প্রদেশ। অষ্টাদশ শতকের বুর্জোয়া ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব এই অঞ্চলের উপরই সমধিক পড়েছিল। তাছাড়া রাইন উপত্যকা অঞ্চলে বিপ্লবীবাহিনীর সংগ্রাম, কৃষক অভ্যুত্থান এবং সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ নিয়ে জাকোবিনপন্থী জার্মান গণতন্ত্রীদের কর্মকাণ্ড বেশ জমজমাট ছিল। ১৮১৫ সালের ভিয়েনা কংগ্রেসের ডিক্রী অনুসারে রাইনল্যাণ্ড জার্মানীর সর্ববৃহৎ রাজ্য হিসেবে প্রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রধানতঃ কৃষিনির্ভর প্রুশিয়ার প্রাচীন ভূমিব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে তিনটি সংস্কার আইনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে নতুন রূপ ধারণ করে। ১৮০৭ সালের অক্টোবর মাসে তৃতীয় উইলিয়ামের মন্ত্রীসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যারন ফন স্টেইন এক আদেশে জমির কেনাবেচার উপর প্রচলিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন এবং ভূমিদাসদের অবস্থার আরও অবনমন ঘটান। ১৮১১ সালে প্রুশিয়ার মন্ত্রী হার্ডেনবার্গ আরেক দফা আদেশ জারী করেন যার ফলে বৃহৎ জমিদারদের করালগ্রাসে পড়ে কৃষকরা আরও জমি হারাতে বাধ্য হয়। ১৮২১ সালের আইন অনুযায়ী কৃষকরা জমিদারদের সমস্ত ঋণ নিঃশেষে পরিশোধ করতে বাধ্য হয় এবং সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। প্রুশিয়ার সমাজ-অর্থ নৈতিক কাঠামোয় এই সব সংস্কারের ফলাফল সুদূরপ্রসারী হয়। জমির মালিকানা শতকরা চল্লিশভাগ কমে গিয়ে বৃহদাকার জমিদারীর রূপ পরিগ্রহ করে। চাষের পদ্ধতি এবং জমির ব্যবহারের ক্ষেত্রে বুর্জোয়ানীতির অনুসরণ লক্ষ্য করা যায় এবং অর্থ নৈতিক শোষণের চরিত্রেরও পরিবর্তন ঘটে। কৃষক ও ভাগচাষীরা ক্রমশ জমি হারিয়ে ক্ষেত মজুর হয় বা শহরাঞ্চলে মজুরীর অন্বেষণে বেরিয়ে পড়তে থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় জার্মানীতে টেক্সটাইল শিল্পের ব্যাপক প্রসার

ঘটেছিল। নেপোলিয়ানের যুদ্ধের সময় বিদেশীদ্রব্য আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় দেশীয় সুতীবস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অচিরেই এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ায় ইংলণ্ডের দ্রব্যসামগ্রীতে জার্মানীর বাজার ছেয়ে যায়। ফলে জার্মানীর শিল্পে নিদারুণ আঘাত নেমে আসে। কিন্তু কার্লমার্কসের জন্মস্থান রাইনল্যাণ্ড ১৭৯৫ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত ফরাসীর সঙ্গে যুক্ত থাকায় অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন সংস্কারের সুযোগ লাভ করে। জমি থেকে উৎখাত হওয়া মজুর ও সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির আনুকূল্যে এই প্রদেশে টেক্সটাইল শিল্প এত উন্নত হয় যে তৎকালীন ইয়োরোপের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য বলেও দাবী করা হয়। উন্নত ফরাসী অর্থনীতি, প্রশাসন ও রাজনৈতিক চেতনার সংস্পর্শে এসে রাইন প্রদেশের মানুষের মনে ফরাসীদের সম্পর্কে একধরনের দুর্বলতাও দেখা দেয়। ফলে ১৮১৫ সালে প্রুশিয়ার মতো যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের সঙ্গে রাইনল্যাণ্ডের পুনর্যুক্তি সে দেশের মানুষ পছন্দ করেনি। এই বিরূপ মনোভাব পরিবর্তন হতে সময় লেগেছিল। ১৮৩০ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রুশিয়া অর্থনৈতিক দিক থেকে খানিকটা পুনরুজ্জীবিত হয়।

১৮৩০ সালের মধ্যে সমগ্র জার্মানীর ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য শিল্পোন্নয়ন ঘটে। খনিজ উৎপাদন শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বৃদ্ধি পায়। বাষ্পচালিত যন্ত্র ও ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন শুরু হতে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ১৮৩৫ থেকে ১৮৪৭ সালের মধ্যে ২৫০০ কিলোমিটার রেল লাইন প্রসারিত হয়। এই শিল্পোন্নয়ন দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটালেও সমকালীন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের তুলনায় অনেক পশ্চাদ্‌পদ থেকে যায়। অন্য দিকে সংকট গভীরতর হয় জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি ও গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে কর্মানুসন্ধানী মানুষের ভীড়ের ফলে। আর এই চাপ বেশী পড়ে অপেক্ষাকৃত বেশী শিল্পোন্নত রাইন প্রদেশের উপর।

সামাজিক কাঠামোতেও ধীরে ধীরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতে থাকে। সনাতন সামন্তব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও বৃহৎ ভূস্বামীদের শোষণ বহাল তবিয়তেই অব্যাহত থাকে প্রচলিত আইনের আশ্রয়ে। বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধাও তারা ভোগ করতে থাকে। সম্পদকর থেকে অব্যাহতি তার মধ্যে অন্যতম। নিজস্ব পুলিশ, ছোটখাট অপরাধের বিচার ব্যবস্থা, প্রাদেশিক আইনসভার উপর কর্তৃত্ব এসবই তাদের ক্ষমতার পরিচায়ক। সরকারী প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীর মধ্যেও তাদের প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। শিল্পোন্নয়নের ফলশ্রুতিতে উপকৃত হয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী—বহু ব্যবসায়ী ক্রমে শিল্পপতি হয়ে ওঠে। গ্রাম্য আর্টিজানরা ক্রমশ

বড় কলকারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পর্যুদস্ত হয়ে বুর্জোয়াদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ১৮০০ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় সাতগুণ। এর মধ্যে নারী ও শিশু শ্রমিকের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। কাজের সময়ও ছিল দীর্ঘায়ত। জমি থেকে উৎখাত কৃষক ও কর্মহীন আর্টিজানদের কাজের সুযোগ শিল্পোন্নয়নের ফলে বৃদ্ধি পেলেও মজুরীর হার সন্তোষজনক ছিল না এবং এই মজুরীর হার ক্রমশঃ নিম্নগামী হতে থাকে। ১৮০০ সালের সূচক হিসেবে ১০০ ধরলে ১৮৩০ সালে তা ৮৬ এবং ১৮৪৮ সালের মধ্যে তা ৭৪-এ নেমে আসে। পর্যালোচনায় দেখা যায় অধিকাংশ শিল্পশ্রমিক ন্যূনতম মজুরী-হারের নীচে জীবন ধারণ করতে বাধ্য হয়।

এই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাজনৈতিক চেতনা তৎকালীন জার্মানীতে সুলভ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তখনও জার্মানীতে কোন রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে নি। এমনকি বেশীর ভাগ রাষ্ট্রের—যেমন প্রুশিয়ার কোনও সংবিধানও ছিল না। তাসত্ত্বেও সমকালীন রাজনৈতিক চিন্তাধারা মোটামুটি পাঁচটি ধারায় চিহ্নিত করা যায়। যথা : রক্ষণশীলতা, রাজনৈতিক ক্যাথলিসিজম, উদারনীতিবাদ, র‍্যাডিক্যালিজম ও সমাজবাদী চিন্তার অঙ্কুরাবস্থা।

জার্মান রক্ষণশীল সমাজ সমস্ত রকম উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক-শক্তির বিরোধী হলেও ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অভিজাতদের মত সংগঠিত ছিল না। তাদের কোন রাজনৈতিক দল ছিল না বরং তারা বিভিন্ন ধর্মধ্বজী আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। রক্ষণশীল ধ্যানধারণার প্রবক্তাদের মধ্যে গারলাচ ভ্রাতারা, রাজনৈতিক দার্শনিক স্তাহাল, ঐতিহাসিক লিও প্রমুখ ছিলেন অগ্রগণ্য। কোনরকমের সংস্কারের এঁরা পক্ষপাতী ছিলেন না, ফলে রাজতন্ত্র ও প্রাচীন অবক্ষয়ী সমাজব্যবস্থার জয়গানে এঁরা ছিলেন মুখর। 'খৃষ্টীয় রাষ্ট্র'-র মতবাদ এঁদের একান্ত পছন্দ। তাসত্ত্বেও ভিক্টর হুবার ও লরেনজ ফন স্টেইনের মতো রক্ষণশীলরা মানবিকতাবোধে বা ভবিষ্যৎ পরিবর্তন রোধ করার উদ্দেশ্যে দরিদ্রদের সাহায্য করার উপদেশ অভিজাতদের প্রতি প্রদান করেন। রাঙ্কে, রাদোভিজ প্রমুখ উদারনৈতিক রক্ষণশীলরা কালক্রমে জার্মানীর ঐক্য ও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

১৮৩৭ সাল পর্যন্ত প্রটেস্টান্ট ও ক্যাথলিকদের রাজনৈতিক মতামতের মধ্যে কোন লক্ষণীয় পার্থক্য ছিল না। ১৮৩৭ সালের কোলোনের ঘটনাবলী ক্যাথলিকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। কোলোনের নতুন আর্চবিশপের ফরমান ১৮২৫ সালের রাজকীয় আইনের পরিপন্থী হওয়ায় রাজার পক্ষে আর্চবিশপকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া উপায় ছিল না। এর ফলে ১৮৪০ সালে আর্চবিশপের মুক্তি না

হওয়া পর্যন্ত ক্যাথলিকরা ব্যাপক আন্দোলন চালিয়ে যায়। এই ক্যাথলিকরা কিন্তু গণতান্ত্রিক মতামতে বিশ্বাসী ছিল না। গীর্জা, ঈশ্বরের সৃষ্টি, সুতরাং রাজার অধীন নয়, স্বশাসিত—এই মতের প্রতিষ্ঠাই ছিল ক্যাথলিকদের লক্ষ্য।

ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে কিছু কিছু উদারনৈতিক মতবাদও গড়ে ওঠে। উদারনীতিবাদীদের একটি ধারার প্রবক্তা ফালম্যান। তিনি একটি লিখিত সংবিধানের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে ভারসাম্য আনার দাবী জানান। তাঁর অনুগামী উদারনীতিবাদীরা খানিকটা ইংলণ্ডের ধাঁচে রাজতন্ত্র ও নির্বাচিত সংসদের সহ-অবস্থান কল্পনা করেন। তাঁদের মতে প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকবে রাজার নিযুক্ত মন্ত্রীদের উপর এবং মন্ত্রীরা নির্ভরশীল না হলেও সংসদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। উত্তর জার্মানীর উদারনৈতিক হেগেলপন্থী স্ট্রস, রোজেনক্রান্‌জ প্রমুখ এই চিন্তাধারাকে সমর্থন জানান। রাইনল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীদের এক প্রভাবশালী মহল আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমানাধিকারের দাবী এবং প্রুশিয়ার ধর্মীয় ও আধাসামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। কৃষিপণ্যের বাজার সংকোচনে বিক্ষুব্ধ পূর্বপ্রুশিয়ার একদল গ্রামীণ অভিজাতও উদারনীতিবাদের সমর্থক হয়ে ওঠেন। ফরাসী উদারনীতিবাদী বেন্‌জামিন কনস্টাণ্টের অনুসরণে এবং ফরাসী বিপ্লবের দাবীপত্রের সূত্র ধরে আরও একদল উদারনীতিবাদী মাথা তুলে দাঁড়ান। তাঁরা রুশো ও মন্তেস্কোর চিন্তাধারার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের বুর্জোয়া-রাজতন্ত্রও আদর্শ হিসেবে তাঁদের সামনে ছিল।

এইসব বিভিন্ন উদারনৈতিক চিন্তাধারা দেশের অভ্যন্তরে পরোক্ষ হলেও বেশ গণসমর্থন অর্জন করেছিল। এরই পাশাপাশি ছিলেন গণসমর্থনহীন একদল বুদ্ধিজীবী যাঁরা মৌলিক সংস্কারপন্থী বা র‍্যাডিক্যালিস্ট। তরুণ হেগেলিয়ানরা এই দলের পুরোভাগে ছিলেন। হফম্যান, ফ্রেলগ্রাথ ও হেরওয়েগ প্রমুখের কাব্যের মধ্য দিয়ে এই মতের কিছুটা প্রচার ঘটলেও ব্যাপক জনসমর্থন এর পিছনে কখনই ছিল না। উদারনীতিবাদীরা কখনই নিয়মতন্ত্রের বাইরে গিয়ে সরকারবিরোধী আন্দোলন নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগঠিত করেন নি এবং তাঁদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিপ্রতীপ মতামতও ছিল।

কিন্তু মৌলিক সংস্কারপন্থীরা সার্বভৌমত্ব, সার্বজনীন ভোটাধিকার এমনকি প্রজাতন্ত্রের আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে কোন সমঝোওতা করতে চান নি। এঁরা রাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধিতা করে রুশোর মতাদর্শে গণভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। যেহেতু মানুষের মত একটাই সেহেতু এক কক্ষবিশিষ্ট সংসদের

নির্বাচনের দাবীতে তাঁরা সোচ্চার হন। তাঁদের মতে সরকার হবে সংসদের কার্যকরী কমিটির মতো এবং সংসদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। নাগরিকের অধিকারের ক্ষেত্রে কোন নিয়ন্ত্রন ও ভারসাম্য রক্ষার তাঁরা বিরোধী ছিলেন। উদারপন্থী রোটেক যেখানে সাম্য বলতে প্রতিভা, নৈতিক যোগ্যতা ও সম্পদের তারতম্যসাপেক্ষ মনে করতেন মৌলিক সংস্কারপন্থীরা সেখানে শ্রেণী-নিরপেক্ষ সাম্যের নীতি প্রচার করেন। এই সাম্য রাজনৈতিক অধিকার ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের সমতা দ্বারা অর্জন করা সম্ভব বলে তাঁরা মনে করতেন।

উদারনীতিবাদ থেকে বিমুক্ত এই আমূল সংস্কারপন্থা ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে জার্মানীতে একটি শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হয় এবং ১৮৩১ সালে গোটিসনেন অঞ্চলে ক্ষণস্থায়ী অভ্যুত্থান, ১৮৩২ সালে স্বাধীন সংবাদপত্রের দাবীতে জোহান উইথের নেতৃত্বে তিরিশ হাজার মানুষের মিছিল সমাবেশের মাধ্যমে অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। এই ধরনের বিক্ষিপ্ত আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দেখা যায় মেটারনিখ সরকার সংবাদপত্র ও বিভিন্ন প্রকাশনের উপর সেন্সরশিপ সহ নানা ধরনের বাধা নিষেধ আরোপ করে। ফলে আমূল সংস্কারপন্থীদের আন্দোলন ধীরে ধীরে প্রকাশ্য পথ এড়িয়ে সাহিত্য ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। সাহিত্যক্ষেত্রে এই আন্দোলন সংগঠিত করেন 'ইয়ং জার্মানী' গোষ্ঠী এবং এঁদের নেতা ছিলেন কার্ল গুজকভ ও প্রখ্যাত লেখক হাইনরিখ হাইনে। ধর্মের ক্ষেত্রে হেগেলের র‍্যাডিকাল শিষ্যরা অনেকটা অগ্রসর হয়ে তাঁদের গুরু স্বয়ং হেগেলের ধর্ম ও দর্শনের সংশ্লেষণের বিরুদ্ধে আক্রমণ রচনা করেন। এঁদের মধ্যে কার্ল মার্কস ছিলেন অন্যতম। এই আন্দোলন ক্রমশ রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে এবং র‍্যাডিক্যালপন্থীরা মেটারনিখের নিপীড়নের হাত এড়িয়ে জার্মানী পরিত্যাগ করে ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও সুইজারল্যাণ্ডে সংগঠিত প্রবাসী জার্মানীদের সমিতিতে যোগদান করেন। এই সব স্থানে সমাজবাদী চিন্তাধারা ইতোমধ্যেই প্রসারিত হতে শুরু করেছিল।

জার্মানীতে সমাজবাদী ভাবধারার সূচনা হয়েছিল কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীর দ্বারা। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে উদীয়মান শ্রমিকশ্রেণীকে বৈপ্লবিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে শ্রেণী সংগঠনে সমবেত করার মত ট্রেডইউনিয়ন তখনও গড়ে ওঠেনি। উনবিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে ফরাসী কাল্পনিক-সমাজবাদের প্রভাব জার্মানীতে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। মার্কসের জন্মস্থান ট্রীর অঞ্চলের বাসিন্দা লুডউইগ গলের চিন্তাভাবনা, বার্লিনে হাইনের কবিতা এবং গানের বক্তৃতা সমাজবাদী চিন্তা-ভাবনা প্রসারে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই ভাবধারার প্রথম গ্রন্থ 'দি

সেক্রেড হিষ্ট্রি অফ্ ম্যানকাইণ্ড' লিখেছেন মোজেস হেস। প্যারিসে পিতার কাছে বসবাসকালে কারখানা অঞ্চল থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে হেস এইগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি অস্বচ্ছ ও জটিল হলেও শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও বিপ্লবীশক্তি হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে তৎকালে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। এর এক বছর বাদে প্যারিস ও সুইজারল্যাণ্ডে প্রবাসী জার্মান শ্রমিকদের সমিতির সক্রিয় কর্মী জনৈক দর্জি ভিলহেলম ভাইটলিঙ্ক 'মানব সমাজ যেমন আছে এবং যা হওয়া উচিত' (ম্যানকাইণ্ড এ্যাজ ইট ইজ এ্যাণ্ড এ্যাজ ইট অট টু বি) শিরোনামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি নিছক আদর্শবাদী হলেও সামাজিক সাম্য ও সুবিচারের পক্ষে ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিতে সহায়ক ছিল। কিন্তু যে গ্রন্থটি সমাজবাদের মতাদর্শ প্রচারে তৎকালে সবচেয়ে বেশী কার্যকরী হয়েছিল তা হল লরেনজ ফন স্টেইন রচিত 'দি সোশ্যালিজম অ্যাণ্ড কমিউনিজম অফ্ প্রেজেণ্ট ডে ফ্রান্স'।

সেকালের উদারনীতিবাদী ও সমাজবাদীদের প্রত্যেকেরই ঋণ রয়েছে অষ্টাদশ শতকের ফরাসী চিন্তাবিদ ভলতেয়ার, দিদেরো, কন্‌ডিলাক, হেলভেটিয়াস, রুশো প্রমুখের কাছে। এঁরা ছিলেন মূলতঃ যুক্তিবাদী এবং যুক্তিবাদের আলোকে জগৎ ও জীবনের বিকাশের পথানুসন্ধান করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। লেবনিজের মতো সনাতনী ভাববাদী এবং লক ও হিউমের মতো ভূয়োদর্শনের প্রবক্তাদের চিন্তাধারার এক মিশ্রন এঁদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এঁরা বিশ্বাস করতেন মানুষ সাধারণভাবে সকলেই সৎ, মানুষের দুঃখ দুর্দশার মূল কারণ অজ্ঞতা যা এই সমাজব্যবস্থা মানুষের উপর চাপিয়ে রেখেছে। এ থেকে মুক্তির পথ শিক্ষা ও পরিবেশের পরিবর্তন। ফরাসী যুক্তিবাদীরা যুক্তিবাদ, আত্ম-সচেতনতা ও ভবিষ্যৎ গঠনের মানবিক শক্তির উপর ভরসা করেছিলেন। পদার্থ বিজ্ঞানে কেপলার ও নিউটন যা করতে চেয়েছিলেন এঁরা সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হয়তো তাই অনুসরণ করেছিলেন।

৩

ফরাসী বিপ্লবের অভ্যর্থনা-ভূমি জার্মানীতে এমানুয়েল কাণ্ট বিপ্লবের মূল নীতিগুলির দার্শনিক ভিত্তি প্রস্তুতের প্রয়াস করেন। কাণ্টের নৈতিক দর্শন মানুষের বিবেকের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যদিও তিনি ঈশ্বর, মুক্তি, অমরত্ব এই সব ধ্যানধারণায় পুনরুজ্জীবন করেন তথাপি ফরাসী জড়বাদীদের প্রভাবও তাঁর মধ্যে সুলভ। ফিক্‌টে ও শেলিং পূর্বসূরী কাণ্টের পথই অনুসরণ করেন। তাঁরা প্রত্যেকে এটুকু বলার চেষ্টা করেছেন যে অগ্রগতি ও বিকাশের নিয়ম প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের মধ্যেই রয়েছে এবং জাগতিক পরিবর্তনের উৎস হল দ্বন্দ্ব ও বিরোধ।

পূর্ববর্তীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ চিন্তাভাবনাকে একটি সূত্রে গ্রথিত করার প্রচেষ্টাই হেগেলের প্রধান কৃতিত্ব। এই মহান চিন্তাবিদ ১৭৭০ সালে স্টাটগার্টে জন্মগ্রহণ করেন। তুবিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ বছর ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পাঠের পর শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে স্বীয় মতামত গঠনের সূত্রপাত করেন। সহপাঠী শেলিং-এর অজ্ঞেয় ও রোমান্টিক চিন্তাধারার সঙ্গে মতপার্থক্য তাঁকে নতুন ভাবনা চিন্তার পথে নিয়ে যায়। ১৮০৭ সালে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য ও প্রভাব বিস্তারী গ্রন্থ 'দি ফেনোমেনোলজি অফ্ স্পিরিট' প্রকাশিত হয়। পরের বছর প্রকাশিত হয় 'সায়েন্স অফ্ লজিক' গ্রন্থ। ১৮১৬ সালে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে ১৮১৮ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং শেষোক্ত পদ ১৮৩১ সাল অর্থাৎ মৃত্যুপর্যন্ত অলংকৃত করেন। বার্লিনে থাকাকালীন তাঁর 'আউটলাইনস অফ্ দি ফিলজফি অফ্ রাইট' গ্রন্থটি আত্মপ্রকাশ করে।

হেগেলের দর্শনের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে মার্কসবাদের অন্যতম প্রবক্তা ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস বলেন : "সর্বপ্রথম প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক ও আত্মিক সমগ্রতা বিধৃত হয়েছে এবং নিরবচ্ছিন্ন রূপান্তরণ ও বিকাশের প্রক্রিয়া হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়ার অর্গানিক চরিত্র দেখাবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।"[১] ফরাসী বিপ্লবের আলোচনা প্রসঙ্গে হেগেল বলেছিলেন, "মানুষের অস্তিত্বের কেন্দ্রস্থান মস্তিষ্ক অর্থাৎ যুক্তি, যার প্রভাবে সে বাস্তবতার জগৎ গড়ে তোলে।"[২] হেগেল 'নেতিবাচকতার ক্ষমতা' সম্পর্কে বলেছেন এই চিন্তা থেকে যে কোন বস্তু বা বিষয়ের তাৎক্ষণিক অবস্থানের সঙ্গে আশু ভবিষ্যতের মধ্যে এক টানাপোড়েন থাকে। অর্থাৎ তাৎক্ষণিক অবস্থা নঙর্থক হয়ে অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে হেগেল দ্বন্দ্ব বলেছেন। হেগেলের রাজনৈতিক দর্শন অনুসারে মানুষের ন্যায়িক, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মানুষের চেতনা নিজেকে প্রকাশ করে। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই স্বাধীন এবং রাষ্ট্র স্বাভাবিক-স্বাধীনতা খর্ব করে—এই মতকে হেগেল অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রই একমাত্র শক্তি যা মানুষের স্বাধীনতাকে বাস্তব করে তোলে। তিনি বিশ্বাস করতেন কোন দার্শনিকই তাঁর সমকালের চৌহদ্দির বাইরে যেতে পারেন না তিনি বিমূর্ত ভাবাদর্শ নিয়ে তত্ত্ব সৃষ্টি করার চেষ্টাকে উৎসাহ দেন নি। আদর্শরাষ্ট্রের যে ধারণা তিনি দিতে চেয়েছিলেন তা সমকালীন প্রশিয়ার মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে

---

১. এফ. এঙ্গেলস—সোশ্যালিজম, উটোপিয়ান এ্যাণ্ড সায়েন্টিফিক।

২. জি. ডব্লিউ. এফ. হেগেল—ওয়ার্কি।

তাঁর মধ্যে বৈপরীত্য বেশ স্পষ্ট। ফরাসী বিপ্লবকে তিনি নতুন উষার আলো রূপে বর্ণনা করেছেন এবং বাস্তিলের পতনের দিনটিকে সাড়ম্বরে স্মরণ করতেন প্রতিবছর। আবার তাঁর বহু মন্তব্য ও ভূমিকা শুধু রক্ষণশীল ছিল না, প্রতিক্রিয়াশীল ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

ধর্ম সম্পর্কিত হেগেলের অভিমত নিয়েও নানা ব্যাখ্যা আছে। দর্শনসহ ধর্ম তাঁর বিবেচনায় মানুষের আত্মিক জীবনের সর্বোচ্চরূপ। ধর্মীয় আচরণ বলতে তিনি প্রটেস্টান্ট খৃষ্টীয় ধর্মই বুঝতেন। এটা বিমূর্ত ভাবাদর্শে প্রত্যাবর্তন ছাড়া অন্য কিছু নয়। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন বিমূর্ত আত্মায় পৌঁছতে হলে ধর্মের ক্ষেত্রে গোঁড়ামির প্রয়োজন আছে। এইভাবে ধাপে ধাপে শেষ জীবনে তিনি অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদী ঐতিহ্যকেও অস্বীকার করতে থাকেন। ধর্মীয় অসম্পূর্ণতার বিপরীতে বিজ্ঞানের অগ্রসরমান জয়যাত্রার বিরুদ্ধে হেগেল ধর্মীয় আচারের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার পূর্ণতার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান।

হেগেলের দর্শনের মধ্যে রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও বেশ কতকগুলি আধুনিক উপাদান তরুণ সমাজকে আকৃষ্ট করে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে। শুধু বার্লিনে নয়, সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই হেগেলপন্থী তরুণরা হেগেলীয় দর্শন চর্চার উদ্দেশ্যে ক্লাব বা সংঘ গড়ে তোলেন। রাষ্ট্র সম্পর্কে যেহেতু হেগেলের মতবাদ প্রুশিয়ান সরকারের অনুকূলে ছিল, সংস্কৃতি-মন্ত্রী আলতেনস্টেইন এইসব ক্লাব ও সংঘগুলিকে হেগেলের দর্শন প্রচারের ক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এর ফলে হেগেলপন্থী ছাত্রদের ভবিষ্যৎজীবন গঠনেও সুরাহা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সাতজন ছাত্র যৌথভাবে শিক্ষাগুরুর সমস্ত রচনাবলীর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই ছাত্ররা হেগেলের দর্শনের রক্ষকমাত্র ছিলেন, তাঁর দর্শনের ভিত্তিতে নতুন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে কোন মৌলিক গবেষণা বা নবীনত্ব সংযোজন করেন নি। সাতজনের অন্যতম ই, গান সুন্দরভাবে বলেছেন, "হেগেল একদল উপকৃত শিষ্য রেখে গেছেন কিন্তু তাঁর কোন উত্তরাধিকারী নেই।"

অচিরেই হেগেলপন্থীরা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যান বাম ও দক্ষিণে। ই. গান ছিলেন বামপন্থীদের অন্যতম। গোঁড়া হেগেলপন্থী মিচেলেট মতবিরোধকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : দক্ষিণপন্থীরা 'যা সত্য তাই যুক্তিসিদ্ধ' এই শ্লোগান অনুসরণ করেও ধর্মের প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে কোন অযৌক্তিকতা লক্ষ্য করেন নি। ঈশ্বরের সর্বাতিক্রমী ঐশ্বর্য্য,, খৃষ্টের অনন্ততা, আত্মার অবিনশ্বরতা প্রভৃতি ধর্মের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকে তাঁরা স্বাভাবিক বলেই বিবেচনা করতেন। এইভাবে দক্ষিণপন্থীরা হেগেলের ধর্ম ও দর্শনের ঐক্যের তত্ত্বের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। অপরদিকে

বামপন্থীরা প্রশ্ন উত্থাপন করেন হেগেল কি প্রকৃতই অদ্বৈতবাদী ছিলেন না? ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যময় ব্যক্তিত্ব ও আত্মার অমরত্ব সম্পর্কেও তাঁরা নানা প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা মনে করেন এসব বিষয়ে হেগেলের শিক্ষা অস্পষ্ট। বামপন্থীরা বলেন, 'যা যুক্তিসিদ্ধ তাই সত্য।' প্রধানত যুক্তিবাদ ও ধর্মীয় অজ্ঞেয়তার দ্বন্দ্বই এই বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। ডেভিড স্ট্রসের 'দি লাইফ অফ্ জেসাস' গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে এই বিতর্ক জনসমক্ষে প্রকাশ্য হয়ে পড়ে। হেগেল বাইবেলের কাহিনী ও শিক্ষাগুলির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অপেক্ষা বিষয়বস্তুর প্রতীকতার উপর গুরুত্ব বেশী আরোপ করেছিলেন যদিও স্ট্রস কাহিনীগুলিকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেছিলেন কিন্তু সমর্থ হননি। ধর্ম ও দর্শনের ঐক্যবিধানের তত্ত্বের বিরোধিতা করেছিলেন স্ট্রস। অপরদিকে, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক ব্রুনো বয়ার তখন দক্ষিণপন্থার দিক থেকে স্ট্রসের বিরুদ্ধে আক্রমণ রচনা করেন।

হেগেলের দর্শনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্পর্কে এঙ্গেলস লিখেছেন : "আমরা দেখেছি সামগ্রিকভাবে ধরলে হেগেলের মতবাদের মধ্যে প্রচুর জায়গা আছে যেখানে পরস্পর বিরোধী বাস্তব পার্টিগত মতামত স্থান করে নিতে পারে। সে সময়কার জার্মানীর তত্ত্বগত ক্ষেত্রে সর্বোপরি দুটি জিনিস খুবই বাস্তব ছিল : ধর্ম এবং রাজনীতি। যাঁরাই হেগেলের চিন্তাধারার উপর প্রধানতঃ গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাঁরাই উভয় প্রসঙ্গে গোঁড়ামির পরিচয় দিয়েছেন, যাঁরাই দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁরাই ধর্ম ও রাজনীতি উভয় প্রসঙ্গেই চরম বিরোধী শিবিরে অবস্থান করেছেন। তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রায়শই বিপ্লবী উদ্দীপনা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও হেগেল মোটের উপর রক্ষণশীলতার দিকেই বেশী ঝুঁকে ছিলেন।...তৃতীয় দশকের শেষের দিকে হেগেলপন্থীদের মধ্যে ভাঙন আরও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।"[১] যেহেতু সে সময় রাজনীতির ক্ষেত্র ছিল কণ্টকাকীর্ণ সেহেতু হেগেলিয়ানদের বিতর্ক প্রধানতঃ ধর্মভিত্তিক ছিল। কিন্তু ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী হওয়ার ফলে ধর্মীয় সমালোচনা ক্রমশ রাজনীতির জগতেও সঞ্চারিত হয়। দর্শন ও রাজনীতির এই পরিবেশে কার্লমার্কসের জন্ম হয়েছে এবং শৈশব থেকে যৌবন কেটেছে। এই পরিবেশ সচেতনতা যৌবনেই কার্লমার্কসকে উদ্বুদ্ধ করেছিল দর্শন ও সমাজতত্ত্বে মনোনিবেশ করতে। সমকালীন দার্শনিক ও সামাজিক নানা ধারার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধাপে ধাপে তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের তত্ত্বের উদ্দেশে পদযাত্রা শুরু করেন।

১. মার্কস-এঙ্গেলস রচনাবলী, ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৬৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জন্ম ও ছাত্রজীবন

১

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৫মে মোজেলে নদীর তীরে অবস্থিত ট্রীর শহরে মানবমুক্তির শ্রেষ্ঠপুরুষ কার্ল মার্কসের জন্ম হয়। সন্থ প্রুশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত রাইনল্যাণ্ডের দক্ষিণের কৃষি পরিবেশমণ্ডিত শহর ট্রীর ছিল শান্ত, সমাহিত এবং ঘনবসতিপূর্ণ। গীর্জা, আশ্রম, মঠ, দাতব্য প্রতিষ্ঠানে সমাকীর্ণ এই শহর ছিল প্রাচীন ঐতিহ্যে পূর্ণ। ১৭৯৪ সালের ফরাসী অভিযানে শহরের সনাতনী জীবনযাত্রায় ঘটে যায় ব্যাপক পরিবর্তন। সাধারণ মানুষ ফরাসীদের মহা উৎসাহে স্বাগত জানায় এবং একটি স্বাধীনতার প্রতীক বৃক্ষ রোপণ করে, সঙ্গে সঙ্গে জাকোবিন ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। মোজেলে অঞ্চলের অর্থনৈতিক নির্ভরতা ছিল প্রধানত আঙুর ক্ষেত ও মদ্য প্রস্তুতকারীদের উপর। যদিও অল্পদিনের মধ্যেই রাইনল্যাণ্ডে কলকারখানা গড়ে ওঠায় নতুন শ্রেণী হিসেবে বুর্জোয়া ও আধুনিক সর্বহারারা দেখা দেয়। নবোদ্ভূত পুঁজিবাদ প্রুশিয়ার জাঙ্কারদের (জমিদার) আধিপত্যমূলক প্রশাসনের হাত থেকে কিছুটা উদারনীতিবাদী ব্যবস্থা আদায় করে নেয়। কিন্তু উদারনীতিবাদ বেশীদিন স্থায়ী হয়নি, প্রশাসন সমগ্র দেশের জন্য এক সামগ্রিক অন্ধ প্রতিক্রিয়াশীল নীতি নিয়ে রাইনল্যাণ্ডের মানুষদের সঙ্গে উপনিবেশ সুলভ আচরণ করতে থাকে।

অপরদিকে এই প্রদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সংকট নেমে আসে। ফলশ্রুতিতে সমাজবাদী চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটতে থাকে। চাষীর ঘরের ছেলে কোলোনে আইন বিষয়ে শিক্ষিত লুডউইগ গল ট্রীর শহর কাউন্সিলের সচিব নিযুক্ত হন ১৮১৬ সালে এবং ১৮১৮ সালে দারিদ্র্যপীড়িত জার্মানবাসীর কাজ, মজুরী ও যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দের জন্য একটি ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। ১৮২০ সালে গল তাঁর প্রচারের মধ্যে বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার অমানবিক দিকগুলি তুলে ধরে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রমজীবী মানুষের উপর শোষণের তীব্রতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যে ধনীদের সম্পদবৃদ্ধি হয় এটাও তিনি ব্যাখ্যা করে দেখানর চেষ্টা করেন। গল তাঁর গুরুদেব ফুরিয়ের-এর মতবাদে উৎসাহী হয়ে শ্রমিকদের নিজস্ব মালিকানায় কলকারখানা, সমবায় ভিত্তিক শিল্পগঠন ইত্যাদি পথকে সমাধান হিসাবে গণ্য করেন। বলাবাহুল্য গল বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার মধ্যেই এইসব সংস্কারের চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ এই সংস্কার প্রস্তাবকে অনুমোদন করতে পারেনি। ফলে গলকে দেশছাড়া হতে হয়।

মোটের উপর বলা যায় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক ও মানবিক আন্দোলনের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর এই রাইনল্যাণ্ড প্রদেশের এক ইহুদি পরিবারে কার্ল মার্কসের জন্ম। পরিবারটি ছিল শিক্ষাদীক্ষা ও মানবিক গুণাগুণে বিশেষ আলোকপ্রাপ্ত। পারিবারিক পদবী মার্কস শব্দটি বিবর্তিত হয়েছে এইভাবে— মরদেকাই > মার্কাস > মার্কস। মার্কসের ঠাকুর্দা ও ঠাকুরমা উভয়েই ছিলেন ইহুদি শাস্ত্রবিদ বংশের সন্তান। ট্রীর অঞ্চলের ইহুদি শাস্ত্রব্যবস্থাবিদ হিসেবে ঠাকুর্দার খুব সুনাম ছিল। বলা চলে ইহুদি সমাজে শাস্ত্র ব্যাখ্যায় তাঁর মতই ছিল সর্বমান্য। এই মায়ার হালেভি মার্কসের তৃতীয় পুত্র হাইনরিখ মার্কস ছিলেন কার্লমার্কসের পিতা। হাইনরিখ বংশগত বৃত্তির পরিবর্তে স্বীয় চেষ্টায় আইন শিক্ষা করে উত্তরজীবনে আইনজীবী হন। ট্রীর আইনজীবীদের সংগঠনের প্রধান হিসেবে তিনি শুধু সম্মানীয় ছিলেন তাই নয় মুক্তচিন্তা ও প্রগতিশীল জীবন আচরণের জন্যও সুখ্যাত ছিলেন। লেসিং, ভল্‌তেয়ার, রুশো প্রমুখ বুর্জোয়া মানবতাবাদের প্রবক্তাদের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অপরিসীম। তিনি উত্তর জীবনে ইহুদি ধর্মমত পরিত্যাগ করে প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মমত গ্রহণ করেন। মার্কসের মা ছিলেন ডাচ। মার্কসের কন্যা ইলিয়ানরের একটি চিঠিতে ঠাকুরমার কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে : "বিস্ময়ের কথা আমার বাবার আধা-ডাচ বংশ পরিচয় সম্পর্কে লোকে খুব কমই জানে।···আমার ঠাকুরমার পারিবারিক পদবী ছিল প্রেসবুর্গ এবং তিনি ছিলেন এক প্রাচীন হাঙ্গেরায় ইহুদি পরিবারের সন্তান। এই পরিবারটি হল্যাণ্ড থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ঐ দেশে বসবাস করতে থাকেন এবং যে শহর থেকে তাঁরা চলে আসেন সেই প্রেসবুর্গ শহরের নামানুসারেই তাঁদের পদবী চিহ্নিত হয়।" সুতরাং মার্কসের বংশের মধ্যেই রয়েছে নানা বৈচিত্র্যের উত্তরাধিকার।

মার্কসের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্য ও আদরের মধ্যে। চার ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে মার্কস ছিলেন তৃতীয় এবং পুত্র হিসেবে দ্বিতীয়। কিন্তু মার্কসের এক বছর বয়সের সময় বড় ভাইয়ের মৃত্যু হওয়ায় বড় ছেলের আদরযত্ন তাঁরই প্রাপ্য হয়। এই পুত্রকে ঘিরে পিতামাতার স্বপ্নের শেষ ছিল না। মা আদর করে ডাকতেন গ্লুকস্‌কিণ্ট অর্থাৎ সৌভাগ্যের প্রতীক। বাবার আশা ছিল পুত্র তাঁর শ্রেষ্ঠ আইনবিদ ও ন্যায়ধর্মের অবতার হয়ে উঠবে। অষ্টাদশ শতকের আলোকপ্রাপ্ত ফরাসী গুণের অধিকারী, ভলতেয়ার রুশোর মন্ত্রশিষ্য হাইনরিখ শিশুপুত্রকে ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে সংস্কার মুক্তির শিক্ষাও দিয়েছিলেন : "নৈতিকতার ভাল ভিত্তি হল ঈশ্বরে সহজ সরল বিশ্বাস। তুমি জান; আমি বিন্দুমাত্র ধর্মোন্মাদ নই। কিন্তু আগে পরে প্রত্যেক মানুষেরই এই বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে এবং জীবনে এমন একটা

মুহূর্ত আসে যখন এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সর্বশক্তিমানের উদ্দেশে প্রার্থনা করতে বাধ্য হতে হয়।…আবার প্রত্যেকেরই উচিত নিউটন, লক, ও লেবনিজের বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করা।" ধর্ম বিষয়ে হাইনরিখের মধ্যে ছিল এক প্রগাঢ় যন্ত্রণা। ইহুদি শাস্ত্রজ্ঞ পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও প্রুশিয়ান বিচারমন্ত্রীর একগুয়েমির জন্য রুটিরুজির স্বার্থে তাঁকে ধর্মপরিবর্তন করতে বাধ্য হতে হয়। ধর্ম পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে তাঁর নাম 'হেচেল' থেকে পরিবর্তিত হয়ে 'হাইনরিখ' হয়। হাইনরিখ নিজে ইহুদি ধর্ম পরিত্যাগ করার সাত বছর পরে ১৮২৪ সালে পুত্রকন্যাদের ধর্মান্তর করান। যদিও তাঁর স্ত্রী ধর্মান্তরিত হন আরও পরে। 'ক্যাসিনো ক্লাব' নামে একটি সাহিত্যগোষ্ঠী ট্রীর শহরে গঠিত হয় ফরাসী আমলে। হাইনরিখ এই গোষ্ঠীর অন্যতম সংগঠক ছিলেন। যদিও প্রুশিয় সরকারের প্রতি তাঁর আস্থা তিনি বারবার প্রকাশ করেছেন এবং ছেলে মার্কস কবিতা লিখছেন জেনে সম্রাটের গুণগান করে একটি বড় কবিতা লেখার জন্য মার্কসকে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু প্রুশিয় সরকার তাঁর উপর খুশী ছিলেন না কেননা তিনি ক্যাসিনো ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে ফরাসী পতাকার প্রতি অভিবাদন জানিয়েছিলেন এবং মার্সাই সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

কার্লমার্কস পিতার প্রতি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। সবসময় পিতার একটি ছবি তাঁর পকেটে থাকত। পিতার পঞ্চান্নতম জন্ম দিনে কিশোর মার্কস পিতাকে তাঁর কবিতা সংকলন উপহার দেন। কিন্তু মাতা সম্পর্কে একটি চিঠিতে 'দেবদূতী মাতা' উল্লেখ ছাড়া আর কোন প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না অথচ তাঁর মা ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। এই দূরত্বের কারণ জানা যায় নি। তবে এমন হতে পারে মায়ের ধর্মীয় গোঁড়ামি বা সম্পত্তির প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি মার্কসের পছন্দ ছিল না।

অনেকগুলি ভাইবোনের মধ্যে কার্লের শৈশবের দিনগুলি বেশ আনন্দের মধ্যে কেটেছিল। বড় ভাইয়ের অত্যাচার ও শাসন যেমন মুখবুজে অন্যান্য ভাইবোনকে নীরবে সহ্য করতে হত তেমনি তাদের প্রিয় ছিল কার্লের জমিয়ে বলা গল্পগুলি। ফলে পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে ছোট্ট কার্লের ব্যক্তিত্ব সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২

কার্লের ছাত্রজীবনের সমকালে বহু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার ঘনঘটা সামাজিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে ও দায়িত্বশীল হতে সহায়তা করেছিল। পিতার জীবনের নানা রাজনৈতিক টানাপোড়েনও তাঁর উপর প্রতিক্রিয়া এনেছিল। ১৮৩০ সালে ফ্রান্সের জুলাই-বিপ্লবের বছরেই কার্ল ট্রীর ফ্রিডারিখ ভিলহেলম্ জিমন্যাসিয়াম

নামের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তাঁর সৌভাগ্য এখানে এমন কিছু শিক্ষকের সাহচর্য ও শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন যা তাঁর উত্তর জীবনে ধ্রুবপদ রচনা করে দিয়েছিল। বিশেষ করে উদার মানবতাবাদী প্রধানশিক্ষক ইওহানহুগো ভিটেনবাখের কাছে তাঁর ছিল অপরিসীম ঋণ। ইতিহাসের এই শিক্ষক শুধু বস্তুনিষ্ঠভাবে ইতিহাস পর্যালোচনা করতে শিখিয়েছিলেন তাই নয় কাণ্টের দর্শনের অনুসারীরূপে গ্যেটের এক উজ্জ্বল ছবি কার্লের শিশুমনে গেঁথে দিয়েছিলেন, ফলে দেখা যায় গ্যেটের প্রসঙ্গ বারবার কার্লের উত্তর জীবনের লেখায় উত্থাপিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্যালয়টি ছিল তৎকালীন সরকারবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রস্থল। পিতৃবন্ধু ভিটেনবাখ, গণিত শিক্ষক, হিব্রুশিক্ষক প্রমুখকে সরকার বিরোধী ব্যঙ্গসঙ্গীত রচনা, প্ররোচনামূলক বক্তৃতা ইত্যাদির কারণে লাঞ্ছিত হতে হয়। সরকার শাস্তি দিয়ে যখন শিক্ষকদের দমন করতে পারেনি তখন লোহের নামে একজন সহ-প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করেন, উদ্দেশ্য বিদ্যালয়ের প্রগতিশীল আবহাওয়া দূষিত করা। স্বভাবতই এই শিক্ষক কার্লের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেন নি। কার্লের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছিল তিনি নাকি বিদ্যালয় পরিত্যাগের সময় বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে লোহের-এর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতেন।

বালক কার্লকে ছাত্র ও শিক্ষকরা সকলেই খুব সমীহ করে চলতেন কারণ যে কোন সময় অপছন্দ হলে তিনি ব্যঙ্গ কবিতা লিখে প্রতিপক্ষকে জর্জরিত করতে পারতেন। ছাত্রবয়সের বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র এডগার ফন ভেস্টফালেনের সঙ্গেই তাঁর পরবর্তী জীবনে সম্পর্ক ছিল। এডগারের বোন জেনীর সঙ্গেই কার্লের বিয়ে হয়। মেধা সম্পন্ন, স্বাধীন চিন্তাশক্তির অধিকারী ছাত্র হিসেবে তাঁর সুনাম থাকলেও বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় তাঁর ফল প্রথম সারির ছিল না। বিস্ময়ের কথা, যে ইতিহাস ও গণিতশাস্ত্রে পরবর্তী জীবনে তাঁর মৌলিক অবদান বিশ্বনন্দিত হয়েছিল তাতে কিন্তু পরীক্ষার ফল তাঁর খুব উল্লেখযোগ্য হয় নি। লাতিন ও গ্রীক ভাষায় রচিত কবিতাবলী উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। ফরাসী ভাষার পরীক্ষার ফল মোটামুটি ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য প্রদর্শিত হয়েছিল জার্মান ভাষায় রচিত 'পেশা নির্বাচনে একজন যুবকের চিন্তা' প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি শুধু উচ্চপ্রশংসিত হয়েছিল তাই নয় মৌলিক চিন্তায় উত্তরকালের কার্লকে খুঁজে পাওয়া যায়। যুবক কার্ল ঐ প্রবন্ধে বলেছিলেন বৃত্তি নির্বাচন ব্যাপারটা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করেনা। তিনি লিখেছিলেন, "ভবিষ্যতে আমরা কী হয়ে উঠব তা নিয়ে আমাদের একটা ইচ্ছা থাকতে পারে কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও যে তা হতে পারব তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সমাজে আমাদের সম্পর্ক নিজেরা নির্দ্ধারণ করার আগেই সেই

লাগতে পারি তাহলে আমাদের ভার অনেক লাঘব হয়ে যায়, কেননা সেটা তো সকলের জন্য আত্মোৎসর্গ ; আর তার ফলে যে আনন্দ আমরা পাই তা অসামান্য, আত্মম্ভরিতার উর্ধ্বে। কারণ আমাদের সেই আনন্দ কোটি কোটি মানুষের আনন্দ, নিরবচ্ছিন্ন সচলতার মধ্যেই আমাদের সক্রিয়তা বিধৃত থাকে, আর দেহাবসানে মরদেহ সিক্ত হয় মহৎ মানবতার উষ্ণ অশ্রুতে।" মার্কসের কবিত্বপূর্ণ ভাষা ও চিন্তার গভীরতা পরীক্ষকদের দ্বারা উচ্চপ্রশংসিত হয়।

এই কাব্যচেতনা ও জীবনভাবনা তাঁর মধ্যে অঙ্কুরিত-হওয়ার পিছনে প্রতিবেশী ভেস্টফালেন পরিবার ও পরিবারের কর্তা ব্যারন ফন ভেস্টফালেনের অবদান অসামান্য ছিল। কার্লের বুদ্ধিমত্তা লক্ষ্য করে পিতৃবন্ধু ব্যারন ফন বন্ধুর মতো মেলামেশা করতেন। ইংরেজী, জার্মান, লাতিন, গ্রীক প্রভৃতি বহুভাষার স্বচ্ছন্দ পাঠক ব্যারন বিশ্বসাহিত্যের কাব্যভাণ্ডার কার্লের সামনে উন্মুক্ত করে দেন। প্রতিদিন দীর্ঘসময় উভয়ের মধ্যে মহাকাব্যের পাশাপাশি রোমান্টিক কবিতা নিয়েও আলোচনা হত। দুজনে হাত ধরাধরি করে চিত্রময় প্রকৃতি ও পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণ করতেন এবং অনর্গল চলত সাহিত্য সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা। সহপাঠী এডগারের চেয়েও তার পিতার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায় এইভাবে কার্লের। ভেস্টফালেন পরিবারের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা একান্ত হয়ে যায় ব্যারনের কন্যা জেনীর সঙ্গে প্রেম সম্পর্কে। পিতার এই যুবক বন্ধুটিই হয়ে ওঠেন জেনীর কৈশোর ও যৌবনের আদর্শ পুরুষ। এই পরিবারেই প্রথম ফরাসী ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী সাঁ সিমোঁর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হন। এর জন্যও ব্যারনের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। ১৮৪১ সালে কার্ল তাঁর ডক্টরেটের গবেষণা গ্রন্থ ব্যারনকে উৎসর্গ করে লেখেন: "আমার প্রিয় পিতৃপ্রতীম বন্ধু, এমন একটা গুরুত্বহীন রচনা আপনার মতো প্রিয় নামের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমার প্রীতির সামান্য নিদর্শনস্বরূপ পরবর্তী কোন সুযোগের জন্য অপেক্ষা করার ধৈর্য্য আমার নেই। অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে সন্ধিহান আমার মতো সকলেরই সৌভাগ্য যে আমরা এমন একজনের সুখ্যাতি করতে পারছি যিনি যৌবনসুলভ উদ্দীপনা ও সত্যের জন্য প্রাজ্ঞতা নিয়ে সমস্ত প্রগতিশীলতাকে স্বাগত জানিয়েছেন। প্রতিক্রিয়াশীল প্রেতমূর্তি ও আমাদের সমকালের কালোমেঘের মুখোমুখি পশ্চাদাপসরণ না করে সুগভীর ও জ্বলন্ত আদর্শবাদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে পর্দার আড়ালে অবস্থিত বিশ্বের হৃদয়ে প্রজ্বলিত আলোকশিখা অনুভব করতে তিনি সমর্থ হয়েছেন। আমার পিতৃপ্রতীম বন্ধু, আদর্শবাদ কোন মরীচিকা নয় বরং প্রকৃত বাস্তব, আমার জীবনে এই বোধের আপনিই জীবন্ত দৃষ্টান্ত।'

বিদ্যালয়-শিক্ষাপর্ব শেষ করে ১৮৩৫ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি কাল এবার যাত্রা করলেন রাইনল্যাণ্ডের বুদ্ধিজীবীদের কেন্দ্র বন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে, লক্ষ্য আইন পড়া। বাবার ইচ্ছা ছেলে বড় আইনজ্ঞ হবে। ছেলেকে এক চিঠিতে লিখলেন, "যদি তোমার মতো অনুকূল পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করতাম তাহলে আমি যা হতে পারতাম তুমি তাই হও আমার এই কামনা। আমার এই বিরাট আশা তুমি পূর্ণ করতেও পার বা ধ্বংস করতেও পার।" স্বভাবতই প্রিয় পিতার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কার্ল শুরু থেকেই খুব পরিশ্রম সহকারে পড়াশোনা করতে থাকেন। তিনি চেয়েছিলেন আইন ছাড়াও সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা বিষয়সহ নয়টি কোর্সে পড়াশোনা চালাতে। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাবা লিখলেন, "একসঙ্গে নয়টি কোর্সে পাঠ নেওয়া আমার কাছে অতিরিক্ত মনে হচ্ছে। শারীরিক বহন ক্ষমতার চেয়ে বেশী তুমি বহন কর এটা আমার ইচ্ছা নয়।...জানার বিষয়ের অন্ত নেই কিন্তু আমাদের হাতে সময় বড় কম।" বাবার উপদেশ শিরোধার্য করে কার্ল ছটি কোর্সে পাঠ কমিয়ে নিয়ে আসেন।

এই সময় বনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি গণতন্ত্রের পক্ষে খুবই প্রতিকূল ছিল। ১৮৩০ সালের প্যারিসের জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে জার্মানীর অভ্যন্তরে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল অঙ্কুরেই তা বিনাশের জন্য এগিয়ে আসে স্বৈরতান্ত্রিক প্রশাসন। প্রগতিশীল মানুষকে নিদারুণ অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হল। হাজার হাজার সৎ গণতন্ত্রীকে কারারুদ্ধ করা হল। পত্র-পত্রিকার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী ও সেন্সরপ্রথা চালু করা হল। নিষিদ্ধ হয়ে গেল রাজনৈতিক সভাসমিতি। স্বভাবতই ছাত্ররা অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গিয়ে নিপীড়নের শিকার হয়ে পড়ল। সমস্ত ছাত্র সংগঠনকেই প্রশাসন সন্দেহের চোখে দেখতে থাকল। বন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐক্যবদ্ধ জার্মান ছাত্র সমিতি ভেঙে দিয়ে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ছাত্রদের ভিন্ন ভিন্ন অরাজনৈতিক নির্দোষ ছাত্র সংগঠন গড়ে দিল। মার্কস ট্রীর থেকে আগত ছাত্রদের সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। যৌবনের উদ্দামতার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের অবদমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য মার্কসসহ অনেক ছাত্রকে মাঝে মাঝে গ্রেপ্তারবরণ ও শাস্তি পেতে হয়। জাঙ্কারদের ছেলেদের অবক্ষয়ী আচার আচরণ ও ইতরতার জবাব দিতে গিয়ে মার্কসকে অনেক সময় বল প্রয়োগের আশ্রয়ও নিতে হয়েছিল। ১৮৩৬ সালের আগস্ট মাসে এক জমিদার নন্দন সহপাঠীর সঙ্গে দ্বৈত লড়াইয়ে সামিল হয়ে চোখের কোণায় আঘাত পান, পুলিশী নিগ্রহও ভোগ করতে হয়। একবার তরোয়ালসহ গ্রেপ্তারও হন বলে প্রকাশ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার সঙ্গে চলতে লাগল কবিতা লেখার কাজ। কবিদের

একটি সংগঠন তিনি গড়ে তুলেছিলেন, যদিও রাজনীতি এখানে প্রচ্ছন্ন ছিল না। এখানে মার্কস বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন কার্ল গ্রান, সমাজবাদের অন্যতম প্রবক্তা মোজেস হেস, পরবর্তীকালে ফরওয়ার্ড পত্রিকার সম্পাদক এফ. সি. বার্ণে প্রমুখকে। প্রথম যৌবনের স্বপ্ন, ক্রম-মুকুলিত প্রেম ও ব্যারন ভেস্টফালেনের থেকে পাওয়া কাব্যবোধ রোমান্সের যে রঙের ভাঁড়ার তাঁর সামনে মেলে দিয়েছিল তা তাঁর কাব্যে উৎসারিত হয়েছিল। ছেলের কবিতা লেখায় উৎসাহ সংস্কৃতিমনা বাবাকে খুশী করেছিল। পারিপার্শ্বিক যুবকদের মদের দোকানের প্রতি আসক্তি দেখতেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন, সেখানে তাঁর ছেলের কাব্যপ্রীতি তাঁকে খানিকটা নিশ্চিন্তই করেছিল। ইতোমধ্যে অনেকগুলি কবিতা লেখা হয়েছে, সেগুলিকে গ্রন্থবদ্ধ করতে হবে। মার্কস বাবার কাছে কবিতার বই প্রকাশের জন্য কিছু টাকা চেয়ে পাঠালেন। বাবা উত্তরে লিখলেন, "আজকের দিনে যদি জনগণের সামনে হাজির হতে হয় তাহলে একজন কবিকে বুঝতে হবে যে গভীর কিছু তাঁকে দিতেই হবে। একজন সাধারণ কবি হিসেবে জনসমক্ষে তোমাকে উপস্থিত হতে দেখলে আমি অত্যন্ত দুঃখিতই হবো।" ছেলের সাহিত্যে উৎসাহ বাবার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। ছেলের চাহিদা অনুসারে হাইনরিখ মার্কসও পত্র-পত্রিকায় কিছু লিখতে থাকেন।

বন বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্লের পড়াশোনার অগ্রগতি বিষয়ে এবং ছাত্রসমিতি ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে বাবা মা খুশী হতে পারছিলেন না। তাঁদের আশঙ্কা ছেলে ক্রমশ বহির্মুখী হয়ে পড়ছে, পরিবারের প্রতি আকর্ষণ কমে যাচ্ছে, আইন পড়াশোনাও ভালভাবে এগোচ্ছে না। তাই হাইনরিখ সিদ্ধান্ত করলেন কার্লকে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পাঠাবেন। কার্ল অগত্যা রাজী হলেন। ছোট্ট বন শহর ছেড়ে বৃহত্তর শহর রাজধানী বার্লিনে যাবেন—এতো বিরাট সুযোগ। কিন্তু পিছু টানও ইতোমধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেছে। বনে থাকতে ঘনঘন বাড়ি আসা যেত, জেনীর সঙ্গে দেখা হত। কিন্তু এখন বার্লিন—সেতো অনেক দূর। একদিকে বিশ্বজগৎকে দুচোখ মেলে দেখা ও গভীরভাবে জানা, অপরদিকে প্রথম যৌবনের ভালবাসা পূর্বরাগ ছাপিয়ে পরিপূর্ণতার অভিলাসী। এখন কবিতার চেয়ে দামী জেনী, বিশ্বের সবকিছুর চেয়ে মূল্যবান প্রেম। তবু যেতে হবে বার্লিনে, সামনে লক্ষ্য অনেক দূরে, সেখানে পৌঁছতেও তো হবে। এই সময়কার মনোভাব মার্কস অকপটে প্রকাশ করেছেন বাবার কাছে একবছর পরে লেখা একটি চিঠিতে: "আমি যখন তোমাদের ছেড়ে আসি তখন সদ্য আমার সামনে একটি জগৎ উন্মুক্ত হয়েছিল, সেটি হল ভালবাসার জগৎ, সে ভালবাসা ছিল উৎকণ্ঠা, আশাহীনতায় পূর্ণ এক উন্মত্ত ভালবাসা। এমন কি বার্লিনের পথযাত্রা আমার কাছে নিরুত্তাপ মনে হয়েছে,

অন্যথায় হয়তো তা আমাকে দারুণ আনন্দ দিত, প্রকৃতির অনুধ্যানে নিবিষ্ট রাখত, জীবনের খুশীতে উদ্দীপিত করত। বরং আমাকে নিদারুণভাবে বিমর্ষ করেছিল, এমন কি হৃদয়ের অনুভূতির চেয়ে চোখের সামনের পাথরগুলোও বোধ হয় কম কর্কশ ছিল। বড় শহরগুলো আমার রক্তের চেয়ে বেশী জীবন্ত ছিল না, সরাইখানার টেবিলগুলো আমার হৃদয়ের চেয়ে বেশী ভারাক্রান্ত ছিল না, খাদ্যদ্রব্য হজম করার চেয়ে আরও শক্ত ছিল কল্পনার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত ছবিগুলো ভুলে যাওয়া ; সবশেষে বলতে গেলে শিল্পসামগ্রীও জেনীর মতো এত সুন্দর ছিল না আমার কাছে।"

বার্লিন তো ছোট্ট বন শহর নয়, বাবার অনুরোধে কয়েকজন আত্মীয় স্বজনের মাঝে মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ছাড়া অখণ্ড অবসর। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে কবিতা লেখার কাজ সমানেই চলছে। বন ও বার্লিনে লিখিত তাঁর এই প্রেমের কবিতাগুলি পরবর্তীকালে তিনটি খণ্ডে গ্রন্থবদ্ধ হয়—প্রথম দুটি খণ্ড 'বুক অব লাভ' নামে এবং তৃতীয় খণ্ড 'বুক অব সঙস্' নামে। জেনী ফন ভেস্টফালেনের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হয় কাব্যগ্রন্থগুলি। কবিতাগুলির অধিকাংশই প্রেমের কবিতা ও রোমান্টিক গাথাকাব্য। জার্মান লোকসঙ্গীত ও হাইনরিখ হাইনে দ্বারা প্রভাবিত প্রেমের কবিতাগুলি প্রধানত প্রেমিকার উদ্দেশেই নিবেদিত হলেও কিছু কিছু কবিতার মধ্যে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার স্বপ্ন ও সংগ্রামের কথাও বলা আছে। উত্তর জীবনে মার্কস নিজেই এই কবিতাগুলির কাব্যিক সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। খানিকটা আত্মকৈফিয়তের মতো বাবাকে লিখেছেন, কবিতায় "মানুষ চায়, যা সব কিছু নিয়ে তার জীবন, তার উদ্দেশে নিবেদিত একটি স্মৃতিসৌধ গড়ে তুলতে, যাতে তার অনুভবের মধ্যে বাস্তবে যা সে হারিয়েছে সেটি আবার সেই স্থান নিতে পারে।"[১]

কবিতা, নাটক বা ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস লেখার প্রয়াস যুবক মার্কসের উদীয়মান প্রতিভার গৌণ ফসলমাত্র। তাঁর জীবৎকালে তিনি এগুলো প্রকাশের জন্য যথেষ্ট আগ্রহীও ছিলেন না। সবকিছুর উপরে দর্শনের সঙ্গে লড়াই করার উন্মাদনা তাঁর সাহিত্য প্রয়াসকে পিছনে ফেলে অনেক এগিয়ে গিয়েছিল।

২

আগস্ট াবার ইচ্ছা পূরণ করতে আইনশাস্ত্র মার্কস মন দিয়েই পড়লেন। শুধু কোণায় ালয়ের পাঠক্রমই নয় তার বাইরেও প্রচুর বই শেষ করে ফেললেন। কিন্তু গ্রেপ্তারও ল আকর্ষণ দর্শনের প্রতি। জাতকতার পরিবেশ অনুসারে তাঁর ভাববাদী বিশ্ববি

১ মার্কস-এঙ্গেলস রচনাবলী খণ্ড ১ সংযোজন, পৃঃ ৩

হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কাণ্ট, ফিক্‌টে, ভলতেয়ার, রুশো প্রমুখের প্রভাব; গ্যেটে, শিলার প্রমুখের রচনার প্রতি আকৈশোর আসক্তি তাঁকে পরিপূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। বরং তাঁর চিন্তায় অজস্র প্রশ্নের সমাবেশ ঘটিয়েছে। আইনের ছাত্র হওয়ার সুবাদে দার্শনিক ঐতিহ্যকে তিনি অনুকরণ বা অনুসরণ না করে শল্য-ব্যবচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় বিচার করার প্রচেষ্টা করেছেন। দর্শনের ধারাকে তিনি বিশ্লেষণের মাধ্যমে দর্শন-বিধি রচনা করেন, যদিও কাজটি তিনি সম্পূর্ণ করেন নি। কারণ বিপুল পরিশ্রমে ততক্ষণে তিনি উপলব্ধি করেছেন ভাববাদের অবৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও অপূর্ণতা। বাবার কাছে লিখিত চিঠিতে তিনি বলেছেন: অপরপক্ষে, চিন্তার চলমান জগতের নির্দিষ্ট প্রকাশে—যথা, নিয়ম বিধি, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, জগৎ প্রকৃতি, সামগ্রিক ভাবে দর্শন—আলোচ্য বস্তুকে বিকাশোন্মুখ দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে; মর্জি মাফিক বিভাজন করলে চলবে না, বস্তুর সত্তাগত যুক্তিবত্তা অবশ্যই মেলে ধরতে হবে পরস্পর বিরোধী উপাদানের আলোকে এবং তার মধ্যেই ঐক্যের সন্ধান পেতে হবে।[১]

তখনও ভাববাদের জালে আবদ্ধ মার্কস দিবারাত্র দর্শনের মুক্তিপথ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সীমাহীন পরিশ্রমে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তারের পরামর্শে কয়েকদিন বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বার্লিনের অদূরে স্ট্রালো গ্রামে যান। এখানে তাঁর চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়, বিশ্বাসের ভিত্তি বদলে যায়। তিনি বলছেন, "একটা পর্দা পড়ে গেছে, পবিত্র থেকে পবিত্রতর বলে যা বিশ্বাস করেছিলাম সে সমস্ত ধুলিসাৎ হয়ে গেছে, ফলে নতুন নতুন দেবতা সন্ধান করতে হবে এখন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, ভাববাদের ভিত্তি থেকেই ভাদবাদকে আমি তুলনা ও পুষ্ট করেছিলাম কাণ্ট ও ফিক্‌টের মতবাদ অনুসারে, বাস্তবের স্বরূপের মধ্যে আমি ভাবের সন্ধান ঠাওর করতে গিয়েছিলাম। এর আগে দেবতাদের আবাস যদি পৃথিবীপৃষ্ঠের ঊর্ধ্বে হয়ে থাকে এখন তাঁরাই হয়ে উঠেছেন তার কেন্দ্রবিন্দু।"

নতুন দেবতার সন্ধান করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন হেগেলকে, যদিও প্রথমে তিনি কাণ্ট ও ফিক্‌টের অনুসরণে হেগেলের মনের ধারণা সংক্রান্ত যুক্তিবাদ অগ্রাহ্য করেছিলেন। তরুণ মার্কসের অন্বিষ্ট ছিল একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করা, যার সাহায্যে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। অর্থাৎ তাঁর মধ্যে ধীরে-ধীরে একটি দার্শনিক মত অবয়ব গ্রহণ করছিল যাকে তিনি প্রচলিত দার্শনিক মতামতের সঙ্গে যাচাই করে ইতিহাসের গতিপদ্ধতি ও মানবজাতির সমকালীন ও ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এব্যাপারে

১. মার্কস-এঙ্গেলস রচনাবলী, সংযোজন ১, পৃঃ ৫

সবচেয়ে বেশী সহায়ক হয়েছিল হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি। ভবিষ্যতের মার্কসবাদের পথে হেগেলের দর্শন একটি উল্লেখযোগ্য ধাপ। কান্ট, ফিক্‌টে থেকে ধাক্কা খেয়ে শেলিং-এর ফাঁদ থেকে নিজেকে মুক্ত করে হেগেলের মতবাদের কাছে আশ্রয় নিলেন মার্কস। দীর্ঘ পরিশ্রমে ক্লান্ত মার্কস যখন নিজেকে প্রতারিত মনে করেছেন, উন্মাদের মত বার্লিনের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন তখনি পেয়েছেন হেগেলকে অনেকটা পরশপাথর পাওয়ার মতো। সুতরাং হেগেলকেই গুরু পদে বরণ করে নিলেন। অন্যান্য শিষ্যের সঙ্গে যৌথভাবে হেগেল-সমুদ্র মন্থনে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। অচিরেই গড়ে উঠল হেগেলিয় পাঠচক্র, যার নিয়মিত অধিবেশন হত একটি রেঁস্তোরায়। এই পাঠচক্রে মার্কসের বন্ধু ভূগোল শিক্ষক এ্যাডলফ রুটেনবার্গ, ইতিহাস শিক্ষক কার্ল ফ্রেডেরিখ কোপেন, ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক ব্রুনো বয়ার প্রমুখকে পেয়েছিলেন। ব্রুনো বয়ার প্রথম দিকে রক্ষণশীল থাকলেও পরে র‍্যাডিকালপন্থী তরুণ হেগেলিয়ানদের মধ্যমণি হয়ে উঠেছিলেন। হেগেলকে বোঝার ক্ষেত্রে আরেকজন মার্কসকে খুব সাহায্য করেছিলেন, তিনি হলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক এডুয়ার্ড গান। অসাধারণ বাগ্মী ও প্রগতির ধারক গান হেগেলের মতবাদকে ব্যাখ্যার সময় সমাজ প্রগতির সমস্যাগুলি নিয়েও চিন্তাভাবনা করেছেন।

পারিবারিক চাপে পড়ে তিনি একসময় বাবার কাছে ব্যবহারজীবীর বৃত্তি গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ছেলের মতিগতিতে বাবার খুব ভরসা ছিল না যে সে সাংসারিক জীবনে পুরোপুরি ফিরে আসবে। আকস্মিক এক কঠিন অসুখে ১৮৩৮ সালের মার্চ মাসে মার্কসের বাবা হাইনরিখ মার্কসের মৃত্যু হয়। বাবার মৃত্যুতে পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দূরত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। মার্কসের জীবনে রোজগারের প্রয়োজন আশু হয়ে উঠল। জেনীর সঙ্গে বিয়েটা মিটিয়ে ফেলার জন্য মৃত্যুর আগে বাবাও আগ্রহী ছিলেন, মা এখন চাপ দিতে থাকেন। ভেস্টফালেন পরিবারে জেনীকে ঘিরে অশান্তি হতে শুরু করেছে, বাগদত্তা মেয়েকে নিয়ে যে ধরনের অশান্তি হয় তাই। উভয় পক্ষের বাবা মার সম্মতি আছে অথচ অযাচিতভাবে অপেক্ষা করতে হচ্ছে দীর্ঘ সাত বছর। বার্লিন থেকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ফিরে এসে জেনীকে ঘরে তুলবেন কার্ল, কিন্তু তার লক্ষণ বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। তিনি এখন দর্শনের জটিল থেকে জটিলতর গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসার পথানুসন্ধান করছেন। শুধু প্রগাঢ় প্রেম ও রোমান্স নিয়ে বাস্তবে জীবন চলে না এর সঙ্গে অতিরিক্ত উৎপাত জেনীর সৎভাই ফার্ডিনাণ্ড ফন ভেস্টফালেন সুযোগ সন্ধানী ফার্ডিনাণ্ড রাজনৈতিক মতামতের জন্য মার্কসকে তেমন পছন্দ করত না, তার লক্ষ্য রাজ অনুগ্রহ লাভ এবং শেষপর্যন্ত প্রুশিয়ার গৃহমন্ত্রীর

পদ দখলে সমর্থও হয়েছিল সে। এই ভদ্রলোকই জেনীর জীবনকে অতিষ্ট করে তুলেছিল।

সব মিলিয়ে বাবার মৃত্যুর পর মার্কসের জীবনে শুধু অর্থনৈতিক নয়, সার্বিক সংকট দেখা দিল। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার কাজ দ্রুত শেষ করে আয়ের পথ করতে হবে। তিনি মন দিলেন ডক্টরেটের থিসিস রচনায়, আশা ডক্টরেট হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পদ পাওয়া সুবিধাজনক হবে। থিসিস লেখার কাজ শুরু হল ১৮৩৮ সালের শেষ দিকে এবং শেষ করে জমা দিলেন ১৮৪১ সালের এপ্রিল মাসে। গবেষণা পুস্তকের বিষয়বস্তু হল 'ডিমোক্রিটীয় ও এপিকিউরিয় জাগতিক দর্শনের মধ্যে পার্থক্য'। গবেষণা পত্রের শিরোনাম যদিও ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউরাস— দার্শনিকদ্বয়ের তুলনামূলক বিচার কিন্তু তিনি এপিকিউরিয়বাদের সঙ্গে স্টোয়িক-বাদের সম্পর্ক, সক্রেটিস ও প্লেটোর ধর্মমত থেকে হেগেল পরবর্তী দর্শনের ধারার মূল্যায়নও করেছেন। আলোচ্য প্রধান দুই দার্শনিকের পার্থক্য কোথায় কোথায় তারও একটি তালিকা নির্দেশ করেন। পরিশিষ্টে হেগেল ও শেলিং সম্পর্কেও মন্তব্য যুক্ত করেন। বিষয় হিসেবে ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসকে নির্বাচন করলেন এই কারণে যে এঁরা দুজনে ছিলেন বস্তুবাদী ধ্যানধারণার প্রতিনিধি। নিরীশ্বরবাদী এপিকিউরাসকে তাঁর প্রয়োজন ছিল কারণ খৃষ্টীয় প্রুশীয়রাষ্ট্র ও সামন্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে নিরীশ্বরবাদ একটি বড় হাতিয়ার। ভাববাদের নাগপাশ থেকে মুক্তি প্রয়াসী মার্কস আরেকটু এগিয়ে গেছেন, হেগেলের দর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়েও মনে প্রশ্ন জেগেছে। অর্থাৎ চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে। বিজ্ঞান ও সমাজের বিকাশের পক্ষে সহায়ক মতগুলিই তিনি হেগেল থেকে গ্রহণ করেছিলেন। অতএব ভাববাদী স্থিতাবস্থার সমর্থক মতগুলি বর্জন করতে হবে কিন্তু তাও করতে হবে চূড়ান্ত যুক্তিবাদী পদ্ধতিতে। নতুবা স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। তিনি লিখতে থাকলেন 'হেগেলীয় বৈধানিক দর্শনের সমালোচনা।'

তরুণ হেগেলিয়ানদের মধ্যেও তখন ধরা পড়ছে হেগেলের সীমাবদ্ধতা, বিশেষ করে জনগণের মুক্তি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রশ্নে। হেগেল নিজেও বোধ করি বুঝেছিলেন প্রাচীন দর্শনের ধারা নতুন পৃথিবীকে আর আলো দেখাতে পারছে না। নতুনের জন্ম অবশ্যম্ভাবী। কে জন্ম দেবে, কেমন করে জন্ম নেবে! হেগেলের অন্যতম প্রধান শিষ্য, মার্কসের নিকটতম বন্ধু ব্রুনো বয়ার, যিনি থিসিস রচনার সময় মার্কসের সঙ্গে নিয়ত সম্পর্ক রক্ষা করেছেন, লিখলেন, দর্শনের ক্ষেত্রে "মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেবে তবে তা হবে মহৎ। আমি বলব বিশ্বের চালচিত্রে খৃষ্টধর্মের প্রবেশের সময় যে বজ্রনির্ঘোষ হয়েছিল এবার তার চেয়েও ব্যাপক ও মহত্তর ঘটনা ঘটবে।"

হয়তো বিচক্ষণ ক্রনো বয়ার ভবিষ্যৎ মাকসবাদের নির্মীয়মান কাঠামো প্রত্যক্ষ করেই এই অমোঘ মন্তব্য করেছিলেন।

থিসিস রচনা তো শেষ হল। কিন্তু কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেবেন পরীক্ষার জন্য? বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিক্রিয়াপন্থী প্রুশীয় সরকারের তাঁবেদার বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেছে। সেখানে থিসিস জমা দিতে তাঁর আত্মমর্যাদা বাধা দিল। অবশেষে মনস্থির করে তিনি ইয়েনা বিশ্ববিদ্যালযে থিসিস জমা দিলেন। কোন দ্বিতীয় পরীক্ষা ছাড়াই উচ্চ প্রশংসিত হয়ে থিসিস গৃহীত হল। পরীক্ষকের মন্তব্য "যেমন মেধা তেমনি অন্তর্দৃষ্টি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ।" ১৮৪১ সালের ১৫ এপ্রিল মার্কস ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করলেন। ইতোমধ্যে তরুণ হেগেলিয়ানদের মধ্যে মার্কস মনীষা ও যুক্তির সারবত্তার জন্য উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত। বন্ধুরা তাঁকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত, প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁরা নিজেদেব মধ্যে এক দৈত্যাকাব বুদ্ধিজীবীকে আবিষ্কাব করলেন। বন্ধুরা মজা করে বলতেন টীর থেকে কৃষ্ণকায দৈত্য এসেছেন যিনি পদভারে পৃথিবী কাঁপিয়ে তুলেছেন এবং বিরাট হাতুড়ি নিয়ে আকাশে আঘাত করে স্বর্গকে মানুষের পৃথিবীতে নামিয়ে আনার সংগ্রাম করছেন। তরুণ হেগেলপন্থী বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক মোজেস হেস তাঁর বন্ধু আউরবাখকে এক পত্রে মার্কস সম্পর্কে লিখেছেন: "শ্রেষ্ঠতম ও বোধ করি বর্তমানে জীবিতদেব মধ্যে একমাত্র খাঁটি দার্শনিকের পরিচয় পাওয়ার জন্য তুমি নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পার। তিনি যে ভাবেই নিজেকে প্রকাশ করুন সমগ্র জার্মানীর দৃষ্টি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হবেই। এখনো বয়সে তরুণ (খুব বেশী হলে বয়স চব্বিশের মতো হবে) কিন্তু তাঁর স্থান আমার কাছে অনেক উঁচুতে, নাম তাঁর ডঃ মার্কস, মধ্যযুগীয় ধর্ম ও রাজনীতির প্রতি তিনিই চরম আঘাত হানবেন। গভীরতম দার্শনিক একাগ্রতার সঙ্গে প্রখরতম বুদ্ধির সমাবেশ হয়েছে তাঁর মধ্যে। একজন মানুষকে কল্পনা কর যাঁর মধ্যে রুশো, ভলতেয়ার, হলবাখ, লেসিং, হাইনে ও হেগেল মিলেমিশে গেছেন—আমি বলছি মিশ্রিত হয়েছে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পাশাপাশি অবস্থান করছে না—তিনিই হলেন ডঃ মার্কস।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দর্শনের সংগ্রামের সূচনা

১

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ। স্বাধীন গবেষণাপত্র রচনা শেষে সাম্মানিক উপাধিও পেয়েছেন কার্ল মার্কস। এবার কিছু উপার্জনেব চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। বাবা মারা গেছেন, আর্থিক অনটন দেখা দিয়েছে; তাছাড়া জেনী তাঁব পথ চেয়ে বসে আছেন ট্রীব শহরে। বিমূর্ত রোমান্স তো বেশীদিন ভালবাসার সম্পর্ক টিকিয়ে বাঁধতে পারে না, তাকে সাংসাবিক গাঁটছড়ায় আবদ্ধ হতেই হয়। ডক্টরেট হয়েছেন, ভরসা এবাব বন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পদে একটা নিয়োগপত্র পাবেন। জেনীকে ঘরে আনবেন আর দর্শনের জগতে শুরু করবেন নতুন উদ্যমে বৃহত্তর সংগ্রাম।

কিন্তু প্রুশিয়ার রাজনৈতিক মঞ্চে অস্থিরতা তখন বেশ ঘনীভূত হয়েছে। ১৮৪০ সালে প্রুশিয়ার শাসনতক্তে চতুর্থ ফ্রিডরিখ ভিলহেল্ম্ বসার পরে উদীয়মান বুর্জোয়া ও সামন্তশক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব বেশ তীব্ররূপ ধারণ করে। বুর্জোয়ারা অধিক রাজনৈতিক ক্ষমতা দাবী করে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও আইন রচনার অধিকারের জন্য আন্দোলন শুরু করে। রাজা দাবী অগ্রাহ্য করলে সংকট বৃদ্ধি পেল, বুর্জোয়াদের দাবীগুলি গণতান্ত্রিক চেহারা নিয়ে ক্রমশ জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এই অভিযান ১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লবে পর্যবসিত হয়।

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে দাবীগুলির সরবতা অবদমনের জন্য প্রুশীয় সরকার রাষ্ট্রশক্তি নিয়ে এগিয়ে এল। রাজনীতির জগতের সঙ্গে মতাদর্শের ক্ষেত্রেও এই আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব হল, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক পত্র-পত্রিকাগুলোর উপর জারী হল নিষেধাজ্ঞা ও জরুরী সেন্সর প্রথা। আক্রমণ নেমে এল তরুণ হেগেলপন্থীদের উপর কেননা তখন তাঁরাই ছিলেন প্রগতিশীল শক্তি। এই আক্রমণ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেও প্রবেশ করে। প্রতিক্রিয়াপন্থীদেব চক্রান্তে মার্কসের বন্ধু ব্রুনো বয়ারকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হতে হয়। তার আগে ফয়েরবাখকেও বহিষ্কার করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। প্রগতিপন্থী বুদ্ধিজীবীদের উপর এই আঘাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা লাভে মার্কসের আশার অবসান ঘটালো। সুতরাং অন্যকিছু করতে হবে।

অর্থোপার্জন জরুরী কিন্তু তার চেয়েও জরুরী রাজনৈতিক সংগ্রাম। দার্শনিক সংগ্রামের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সরাসরি প্রুশীয় সরকারের বিরুদ্ধে মানুষকে

সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। ইতোমধ্যে ব্রুনো বয়ারের সঙ্গে যৌথভাবে ধর্ম ও শিক্ষাতত্ত্ব নিয়ে কিছু কাজ করে ফেলেছেন। প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন সেন্সর বিধির বিরুদ্ধে এক প্রবন্ধ হাতিয়ার করে। জনমতের চাপে ১৮৪২ সালে প্রুশীয় সরকার সেন্সর বিধির কিছু সংশোধন করে। উদারনৈতিকরা এই সংশোধনীতে বেশ খুশী হয়ে গেলেন। কিন্তু মার্কস তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী ক্ষমতা দিয়ে দেখিয়ে দিলেন সংশোধনীর নামে সেন্সরের সাঁড়াশী আরও শক্ত করা হয়েছে। সেন্সর বিধি যেহেতু গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ সেহেতু এর অবলুপ্তি ঘটাতে হবে। কোন সংস্কারের দ্বারা এই মৌলিক অধিকার খর্ব করা যায় না। এই আন্দোলনের পথ ধরে মার্কস শুষ্ক দার্শনিকদের থেকে নিজেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিলেন। শুধু তাত্ত্বিক কচকচি নয়, কাজ করতে হবে জনগণের মধ্যে, রাজনৈতিক কাজ। এর ফলে তরুণ হেগেলপন্থী অনেকে তাঁকে ত্যাগ করলেন, বিনিময়ে তিনি পেলেন বেশ কিছু নতুন সাথী।

মার্কসের সামনে প্রেরণারূপে দেখা দিলেন 'হালিশে ইয়ার বুখের' পত্রিকার সম্পাদক আর্নল্ড রুগে। সেন্সরের অবদমন অস্বীকার করে রুগে যে বলিষ্ঠতার পরিচয় দেন তা মার্কসকে আকৃষ্ট করে। মার্কস তাঁর প্রবন্ধটি রুগের কাছে পাঠান প্রকাশের জন্য। সেন্সরের ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে প্রবন্ধটি জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হতে পারল না। সুইজারল্যাণ্ডে প্রকাশিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তা প্রুশিয়ায় নিষিদ্ধ হয়। মার্কস এই প্রবন্ধ লিখেছিলেন জনৈক রাইনল্যাণ্ডবাসী এই ছদ্মনামে। এই সময় তিনি প্রধানত ট্রীয় ও বনে এবং মাঝে মাঝে কোলোনে বসবাস করছিলেন। রুগের পত্রিকায় লেখা ও ব্রুনো বয়ারের সঙ্গে আলোচনা, আড্ডা ও আমোদ প্রমোদের মধ্যদিয়ে আরও একটি বছর প্রায় কেটে গেল।

এমন সময় মার্কসের হাতে এল আর একখানি যুগান্তকারী গ্রন্থ লুডভিক ফয়েরবাখ রচিত 'খৃষ্টধর্মের সারকথা'। ধর্মীয় মতাদর্শের বিরুদ্ধে এই গ্রন্থের মতামতগুলি তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। ফয়েরবাখ এই গ্রন্থে বলেছেন ঈশ্বর বা পরম শক্তির কোন প্রয়োজনীয়তা মানবজাতির নেই, মানবজাতি নিজের শক্তিতেই শক্তিমান। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বাস্তব জগৎ নিয়েই মানুষের যা কিছু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। অতীন্দ্রিয় বলে কিছু তিনি অস্বীকার করেন। অপরদিকে হেগেলের ভাববাদের সীমাবদ্ধতা প্রদর্শন করে তিনি হেগেলিয় মতবাদের কতগুলি দিক বিকশিত করেন। তাঁর মতে ধর্ম মানবজাতির কল্পনাপ্রসূত, মানুষের স্রষ্টা ঈশ্বর নন, প্রকৃতি। স্বভাবতই বস্তুবাদী, নিরীশ্বরবাদী ও মানবতাবাদী ফয়েরবাখের বিচার বিশ্লেষণ নতুন এক চিন্তার দিগন্ত উন্মোচন করল। মার্কসের মধ্যে এমনই একটি ধ্যান ধারণা ক্রমশ

গড়ে উঠছিল। এঙ্গেলস পরবর্তীকালে বলেছেন, "ফয়েরবাখের উদ্দীপনাময় প্রভাব ছিল সর্বজনীন। আমরা সবাই অকস্মাৎ ফয়েরবাখপন্থী হয়ে উঠলাম।" আলোর পথযাত্রী মার্কস যদিও তখন রাজনৈতিক সংগ্রামে অনেকখানি নিবিষ্ট তথাপি ফয়েরবাখের মতাদর্শের অনুপুঙ্খ বিচারেও সঙ্গে সঙ্গে মনোনিবেশ করলেন। তাঁর বিশ্লেষণে অচিরেই ফয়েরবাখের সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ল। তিনি দেখালেন ফয়েরবাখ মানুষকে সামাজিক সত্তারূপে না দেখে জৈবসত্তা রূপে দেখেছেন। ফলে তিনি বস্তুবাদের আলোকে মানবসমাজ ও মানব ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে ফয়েরবাখের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বহু প্রশ্নে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গিও স্বচ্ছ হয়ে যায়। তাই মার্কস-এঙ্গেলস এই দার্শনিকের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাবই পোষণ করেছেন।

১৮৪২ সালের প্রথমার্ধে মার্কস আরও চারটি গবেষণাপত্র রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র একটি অর্থাৎ প্রুশীয় 'খৃষ্টীয় রাষ্ট্রের' বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক প্রবন্ধটি শেষ করে প্রকাশ করেন। মেকী কান্টপন্থী ও প্রুশীয় সরকারের তাঁবেদার গুস্তাভ হুগোর (১৭৬৪-১৮৪৪) বিরোধিতা করে এই প্রবন্ধ রচিত। হুগো প্রতিষ্ঠিত 'হিস্টোরিক্যাল স্কুল অফ ল' সংগঠনের ঘোষণাপত্রের প্রতিবাদে তিনি কান্ট ও স্পিনোজার সীমাবদ্ধ যুক্তিবাদকে উঁচুতে তুলে ধরেন।

সামন্তবাদের পরিপোষক প্রুশীয় সরকারের অভ্যন্তরীণ নীতির বিরোধিতার উদ্দেশ্যে রাইন প্রদেশের উদীয়মান বুর্জোয়ারা 'রাইনশে ৎসাইটুঙ্ক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকার নামের তলায় ছাপা হত 'রাজনীতি, বাণিজ্য ও শিল্পের জন্য' কথা কটি। প্রধানতঃ রাইনিশ মধ্যবিত্তদের স্বার্থরক্ষাই এই পত্রিকার লক্ষ্য ছিল। তৎকালীন বহুল প্রচারিত পত্রিকা 'কোলোন গেজেট'-এর একচেটিয়া বাজার যদি সামান্যও খর্ব হয় তাহলে সেটা মন্দের ভাল—প্রুশীয় সরকার এই দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন পত্রিকাটিকে গ্রহণ করেছিল। মোজেস হেস প্রধান উদ্যোক্তা হলেও সম্পাদক হলেন মার্কসের পুরনো বন্ধু রুটেনবার্গ। রাইনিশে ৎসাইটুঙ্ক পত্রিকায় এপ্রিল ১৮৪২ থেকে মার্কসের লেখা প্রকাশ হতে থাকে। তাঁর নিবন্ধের বিষয় ছিল রাইনল্যাণ্ডের প্রাদেশিক আইনসভার অধিবেশনের পর্যালোচনা। প্রথম পর্যালোচনা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ে। আইনসভার অধিবেশনের প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশে কর্তৃপক্ষের আপত্তি ছিল। মার্কস যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করলেন তাই নয়, প্রতিনিধিদের শ্রেণীস্বার্থজনিত মতামতের বিভিন্নতা এবং ঐক্যের প্রসঙ্গগুলি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করলেন। তিনি দেখালেন ছোটখাট মতপার্থক্য থাকলেও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে সকল প্রতিনিধিই কুণ্ঠিত। তাই তিনি তাঁর নিবন্ধে

সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীটি সোচ্চারে তুলে ধরলেন। এই নিবন্ধে মার্কসের সুনাম বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। অনেকেই চিঠিতে মার্কসকে অভিনন্দিত করেন। মার্কস পরে কোলোন-এর ঘটনাবলী নিয়ে কয়েকটি নিবন্ধ লেখেন। কিন্তু সেগুলি সেন্সরের কাঁচিতে বাতিল হয়ে যায়।

এরপর তিনি ধর্ম ও দর্শন এবং দর্শনের রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে অনেকগুলি বিতর্কমূলক নিবন্ধ লেখেন 'কোলোনে ৎসাইটুঙ্ক' পত্রিকায়। এক জায়গায় মার্কস লেখেন, "পার্থিব জ্ঞান থেকে রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত প্রকাশের সুনিশ্চিত অধিকার রয়েছে দর্শনের। ভিন্ন জগৎ অর্থাৎ ধর্মের বিষয় অপেক্ষা সমকালীন পৃথিবী ও রাষ্ট্র সম্পর্কে মন্তব্য করার অধিকার বরং বেশী রয়েছে দর্শনের।" বিমূর্ততার আবরণ সরিয়ে তিনি দর্শনকে দৈনন্দিন রাজনীতি ও সমাজনীতির কেন্দ্রে স্থাপন করলেন এবং ধীরে ধীরে দার্শনিক মার্কস একজন মনীষাসম্পন্ন সাংবাদিক হয়ে উঠলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল "প্রকৃত তত্ত্বকে গড়ে তুলতে ও স্বচ্ছ করে তুলতে হবে বর্তমান পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যে ও তার ভিত্তিতে।" তাঁর ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা ও উঁচুমানের রচনাশক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে অংশীদাররা কার্লমার্কসকে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্ক পত্রিকার সম্পাদক করলেন। এক মহান আদর্শ নিয়ে তিনি শুরু করলেন সম্পাদকের গুরু দায়িত্ব পালন। সংবাদপত্রকে ব্যবসা ও সাংবাদিকতাকে নিছক জীবিকা হিসেবে গ্রহণে মার্কসের আপত্তি ছিল কেননা এর দ্বারা স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। তিনি বলেছেন "একথা সত্য যে লেখককে বেঁচে থাকতে হলে ও লিখতে হলে জীবিকার সংস্থান অবশ্যই চাই, কিন্তু তাঁর লেখা বেঁচে থাকা ও জীবিকার সংস্থান করার জন্য হওয়া উচিত নয়।...ব্যবসায় থেকে মুক্ত হওয়া—এটাই সংবাদপত্রের প্রথম স্বাধীনতা।" সম্পাদক হওয়ার পর মার্কস কোলোনে বাসা নিলেন। অন্যান্য কর্মীবন্ধুদের নিয়ে অতি অল্পদিনের মধ্যেই পত্রিকার এমন এক চরিত্র তিনি সৃষ্টি করলেন যে প্রগতিশীল জার্মান জনগণের এটিই হয়ে উঠল প্রধান মুখপত্র।

কিছুদিনের মধ্যেই এই পত্রিকা ও মার্কসের বিরুদ্ধে শুরু হল কুৎসা ও বিষোদগার, বিশেষত স্থিতাবস্থার আজ্ঞাবহ পত্র-পত্রিকার পক্ষ থেকে। প্রগতিশীল কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়ে এই আক্রমণ রচনা করা হল। মার্কস প্রত্যুত্তরে প্রতিপক্ষের যুক্তিগুলি খণ্ডন করে লিখলেন কমিউনিস্ট ভাবধারা প্রসারের অধিকার সমাজের মধ্যেই আছে কিন্তু তা তখনও কল্পনার বিষয়। কমিউনিজমের বৈজ্ঞানিক স্বরূপ সম্পর্কে তিনি নিজেও তখনও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করলেন না। প্রকারান্তরে এই সমালোচকরাই মার্কসকে এগিয়ে দিলেন নতুন পথের সন্ধানে। তিনি কঠোর একাগ্রতায় সমগ্র বিশ্বের সমাজতন্ত্রী চিন্তাবিদদের সামাজিক, রাজনৈতিক

রচনাগুলি নিয়ে অনুশীলন শুরু করলেন। বিশেষ করে ফরাসি চিন্তাবিদ শার্ল ফুরিএ ও ক্লোদ আঁরি দ্য স্যাঁ সিঁমো এবং ইংরেজ চিন্তাবিদ রবার্ট আওয়েন-এর পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অবিচার বৈষম্য ও অবক্ষয়ের মূল্যায়ন মূলক রচনাগুলি তাঁর দৃষ্টি বেশী করে আকর্ষণ করে। এই সমস্ত চিন্তাবিদদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে অবিচার-বঞ্চনামুক্ত এক সুখী সমাজের কল্পনাও ছিল। মার্কস এইসব মূল্যায়ন বিশ্লেষণ করে দেখলেন এগুলি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলেও অভিনিবেশের দাবী রাখে। গভীর মানবতাবোধ ও শুভবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত ছিল এই সব সমাজতন্ত্রীদের চিন্তাভাবনা। সুতরাং অতৃপ্তি রয়েই গেল মার্কসের। সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে কয়েকটি সেমিনারও করলেন সমাজতন্ত্র বিষয়ে।

এখনও পর্যন্ত মার্কসের চিন্তার ভিত্তিতে রয়েছেন হেগেল। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হবে সমাজের ন্যায়সঙ্গত সংগঠন হয়ে ওঠা এবং রাষ্ট্রের রূপান্তরিত হওয়ার উপর নির্ভর করে সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধান—এই হেগেলীয় মতাদর্শের ভার তখনও মাকসের উপর রয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রের চরিত্র ও রূপ সম্পর্কে হেগেল যে ভাবে ভেবেছিলেন অতৃপ্তি থেকে ক্রমান্বয় অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করতে লাগলেন হেগেল চূড়ান্ত পথপ্রদর্শক হতে পারেন না। বিশেষ করে যে প্রুশীয় রাষ্ট্র সম্পর্কে হেগেলের দ্বন্দ্ব নেই, সেই রাষ্ট্রের নির্মম অভিজ্ঞতাই মার্কসকে বলে দিল হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোথা অন্য কোনখানে।

পত্রিকার প্রতিবাদী চরিত্রের সূত্রে মার্কস ক্রমশ গরীব বঞ্চিত অধিকারহীন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কলম-সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। দরিদ্র শ্রেণীগুলি তাঁর গবেষণার প্রত্যক্ষ বিষয় হয়ে গেল এবং দার্শনিক দৃষ্টিকোণকে তিনি ব্যবহার করলেন এই বিশেষক্ষেত্রে। কাষ্ঠ অপহরণ দমন আইন, মোজেলে কৃষকদের জীবনযাত্রা ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে তিনি উৎপীড়ক ও রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্রটি ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়াও দেখা দিল। প্রুশীয় সরকারকে আত্মপক্ষ সমর্থনে এগিয়ে আসতে হল। ক্ষমতার মদমত্ততায় অন্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থা দরিদ্র মানুষদের সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে আক্রমণ আরও তীব্র করতে লাগল। রাষ্ট্রের এই শ্রেণী চরিত্র রাষ্ট্র সম্পর্কে হেগেলীয় ভাববাদী সংকীর্ণ ধারণা এবং মানুষ সম্পর্কে ফয়েরবাখের আধিবিদ্যক ধারণা থেকে কার্ল মার্কসকে মুক্ত করেছিল। তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় মাত্র দুমাসের মধ্যে 'রাইনিশে ৎসাইটুঙ্' পত্রিকার প্রচার ৮৮৫ থেকে ৩৪০০ কপিতে পৌঁছে যায়। শুধু প্রচারসংখ্যার বৃদ্ধিই নয় সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিপীড়িত মানুষের পক্ষ অবলম্বনকারী এমন সাংবাদিকতার নজির ইতিপূর্বে ছিল না। বিপ্লবী-গণতন্ত্রী মার্কস এইভাবে ক্রমশ

কমিউনিজমের ধ্যানধারণার দ্বারদেশে এগিয়ে গেলেন। পত্রিকার উপর সরকারী সেন্সরের ফাঁসও দৃঢ়তর হতে থাকল। বিচ্ছিন্ন নিবন্ধ ও সংবাদ সেন্সর করা তো হতই কিন্তু তাতেও যখন সংবাদের উদ্দেশ্যমূলক গতিমুখ রোধ করা গেল না তখন হুকুমজারী করা হল প্রকাশের আগে প্রতিদিন প্রথম কপিতে সরকারের অনুমোদন নিতে হবে।

সরকারের সেন্সরকর্তার নজরদারী ও কঠোরতা সত্ত্বেও যখন পত্রিকার প্রতি মানুষের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতেই থাকে তখন সরকারী হুমকী এল দৃষ্টিভঙ্গি না পরিবর্তন করলে পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হবে। মার্কস স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন বিষয়বস্তুর পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। কিন্তু সংকট অন্যদিক থেকেও দেখা দিল। তরুণ হেগেলিয়ানদের অনেকেই অনুভব করতে লাগলেন মার্কস তাঁদের চেয়ে অনেক দূরে সরে গেছেন। হেগেলের মতাদর্শ দিয়ে তাকে আর পরিমাপ করা যাচ্ছে না। অন্তঃসারশূন্য দার্শনিক বুলি আওড়ানোই যেখানে তাঁদের বিলাস সেখানে মার্কস রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাস্তব জগতে গভীরভাবে প্রবেশ করে গেছেন। মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর আওতার বাইরে ব্যাপক জনগণের মধ্যে তিনি মুক্তির সন্ধান করছেন। সুতরাং হেগেলপন্থী সহযাত্রীদের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ আসন্ন হয়ে উঠল। পত্রিকার মালিকদের সঙ্গে মতবিরোধও দেখা দিল কেননা মালিকরা সরকারী চাপ আর সহ্য করতে পারছিল না।

অবশেষে সংকট চরমাকার ধারণ করল ১৮৪৩ সালের জানুয়ারীতে যখন মার্কস কৃষকদের পক্ষ নিয়ে তীব্র আক্রমণ সংগঠিত করলেন প্রুশীয়-জাঙ্কার সরকারের বিরুদ্ধে। সরকার মার্চ মাসে পত্রিকা নিষিদ্ধ করার চক্রান্ত করল। মালিকরাও ভয় পেয়ে গেল। এই অবস্থায় ১৭মার্চ মার্কস মুখ্য সম্পাদকের পদ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। ১৮ মার্চ তারিখের পত্রিকায় ঘোষণা প্রকাশিত হল এই মর্মে : "নিম্নস্বাক্ষরকারী ঘোষণা করছেন যে বর্তমান সেন্সরব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে আজ থেকে তিনি পত্রিকার সম্পাদনা থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করছেন—ডঃ কার্ল মার্কস।"

২

এইভাবে তরুণ মার্কসের প্রস্তুতিপর্বের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শেষ হল কিন্তু তাঁর উপলব্ধির স্তরে বৈপ্লবিক সংযোজন ঘটে গেল। অভিজ্ঞতা তাঁকে বলে দিল নিছক দর্শনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিকতা শাসকশ্রেণী সহ্য করলেও বৈষয়িক ক্ষেত্রে সেই সংগ্রাম সহ্য করে না। তিনি আরও উপলব্ধি করলেন বঞ্চিত অবহেলিত জনগণের

স্বার্থ রক্ষা করতে হলে হাতিয়ার হিসেবে হেগেলের ভাববাদ, ফয়েরবাখের অধিবিদ্যা কিংবা বুর্জোয়া গণতন্ত্র যথেষ্ট নয়। প্রুশীয় সরকারের হিংস্রতা তিনি যেমন প্রত্যক্ষ করলেন তেমনি এটাও অভিজ্ঞতা থেকে বুঝলেন জনগণের চেতনাকে শাসকশ্রেণী বড় ভয় পায়। সুতরাং রাষ্ট্রশক্তিতে সামন্ত ও বুর্জোয়া-প্রভুরা থাকলে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন সম্ভব নয়।

জার্মানীর স্থূল হিংস্র পরিবেশের মধ্যে থেকে অবাধে ভবিষ্যতের কাজ করা যাবে না বলে তাঁর প্রত্যয় হল। তিনি বন্ধু রুগেকে নিয়ে প্যারিসে গিয়ে নতুন করে কাজ শুরু করবেন স্থির করলেন। ১৮৪৩ সালের মে মাসের মাঝামাঝি তিনি প্রথমে গেলেন ড্রেসডেনে, তারপরে পৌঁছলেন ক্রয়েৎস্‌নাখ-এ। ক্রয়েৎস্‌নাখ-এ তখন মায়ের সঙ্গে জেনী রয়েছেন। কোলোনে পত্রিকা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় জেনীর সঙ্গে পত্র-সম্পর্ক ছাড়া ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করতে পারেন নি মার্কস। কিন্তু দয়িতার কী অপূর্ব আত্মনিবেদন, প্রেমের কী অসামান্য মাধুর্য! দূরে থেকেও মনের মানুষকে কিভাবে অগ্রগতির পথে উৎসাহিত করা যায় তার অসাধারণ দৃষ্টান্ত জেনী। একটি পত্রে তিনি মার্কসকে লিখছেন, "তুমি যেখানেই যাও আমার উদ্বেকাকুল হৃদয় তোমায় অনুসরণ করে। যত দূরেই যাও আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমি যদি তোমার চলার পথ সমান ও মসৃণ করে দিতে পারতাম, তৈরি করে দিতে পারতাম, যদি পারতাম পথের সমস্ত বাধা দূর করতে!"

অবশেষে প্রতীক্ষার সমাপ্তি হল—১৮৪৩ সালের ১৯ জুন মার্কস ও জেনীর বিবাহ সম্পন্ন হল। দাম্পত্য প্রেম ও জীবনের সর্বকালের এক আদর্শ সম্পর্ক সৃষ্টি হল। বিয়ের পর এক মাস তাঁরা ইতস্তত মধুচন্দ্রিমায় ঘুরে বেড়ালেন। দুরন্ত সিংহ সাংসারিক বন্ধনে ধরা পড়েছেন সুতরাং অর্থনৈতিক স্থিতির জন্য আকুল হবেন এই ধারণা নিয়ে প্রুশীয় সরকার এক গোপন দূতের মাধ্যমে মার্কসের কাছে সরকারী চাকরীর প্রস্তাব দিলেন। মার্কস ঘৃণার সঙ্গে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে পাঠালেন। নবীন উদ্যমে তিনি শুরু করলেন কাজ। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কই যে সমাজ-জীবনে নির্ধারক ভূমিকা গ্রহণ করে এই উপলব্ধিকে তাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। শুরু হল সেই কাজ, পাশে রয়েছেন অনন্ত প্রেরণাময়ী স্ত্রী জেনী।

মার্কস ও জেনী চলে এলেন প্যারিসে ১৮৪৩ সালের অক্টোবর মাসে এবং বাসা নিলেন বন্ধু আর্নোল্ড রুগে যে বাড়ীতে থাকতেন তারই একটি অংশে। প্রতিবেশী রূপে এখানে পেয়েছিলেন আরেকজন প্রবাসী জার্মানী হেরম্যান মেয়েরকে যিনি মার্কসকে প্যারিসের শ্রমিকাঞ্চলে পরিচিত করেছিলেন। রুগের সঙ্গে পরিকল্পনা চলতে থাকল নতুন পত্রিকা প্রকাশের। অল্পদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হল পত্রিকা 'জার্মান-

ফরাসী ইয়ার বুক'। নতুন পত্রিকার প্রায় সমস্ত দায়িত্বই অর্পিত হল মার্কসের উপর। জার্মানীর বন্ধুদের কাছ থেকে লেখার ব্যাপারে বেশী সাহায্য পেলেন না। ব্রুনো বয়ার লিখবেন বলে কথা দিয়েও শেষ পর্যন্ত লেখেন নি।

বুর্জোয়া বিপ্লবের পীঠস্থান ফরাসীর প্রাণকেন্দ্র প্যারিসে এসে মার্কস যেন নিশ্চিন্তে শ্বাস ফেলতে পাবলেন। ১৭৮৯-৯৪ সালের বুর্জোয়া বিপ্লব সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে যে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের জন্ম দেয় তা মার্কসের বিকাশের পক্ষে অনুকূল ছিল। ফরাসীর বুর্জোয়া বিকাশ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে শীর্ষসীমায় পৌছে যায়। এমন একটি সমাজ ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন প্রয়োজন ছিল। ইতিপূর্বে মার্কস আমেরিকা ও ইংলণ্ড সম্পর্কে দূর থেকে যতটা সম্ভব পড়াশোনা করেছেন। তিনি দেখলেন পুঁজিবাদী ফরাসীর শ্রমিকদের উপব নিপীড়ন ও শোষণ কি নিদারুণ। স্বাধীনতা-সাম্য-মৈত্রীর আদর্শ নিয়ে যাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন তাঁদের মৃত্যুর স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন স্বাধীনতা ছিল না। পশুর মতো জড়াজড়ি করে বস্তিতে বাস, প্রত্যহ ১৫ ঘণ্টা কাজ করেও অন্নের সংস্থান হয় না, কারখানার পরিবেশও মধ্যযুগসুলভ—এই ছিল শ্রমিকদের জীবনযাত্রা। কিন্তু শ্রামকশ্রেণী দীর্ঘদিন এই অবস্থা নীরবে মেনে নেয় নি। লিঁয়র তাঁত শিল্প কারখানার শ্রমিকদের অভ্যুত্থান ঘটে ১৮৩১ ও ১৮৩৪ সালে। যদিও এই অভ্যুত্থান চরমভাবে দমন করা হয় কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনভাবে সংগঠিত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। দাবীসনদ পেশ করে দয়াভিক্ষা করলেই দাবী আদায় বা শ্রমজীবী মানুষের জীবনের সমস্যার সুরাহা হয় না। তাই প্রয়োজন রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রাম। লুই আগস্ট ব্লাঙ্কির নেতৃত্বে 'শ্রমিক-কমিউনিজম' এর মধ্যে শ্রমিকরা সংগঠিত হতে থাকে। ব্লাঙ্কিবাদীবা বিশ্বাস করতেন ব্যাপকতম সংখ্যক শ্রমিকদের সংগঠিত না করেও একদল অগ্রসর শ্রমিকদের বাহিনী চকিত আক্রমণের কৌশলে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে পারে। পূর্বতন ফুরিএ বা সঁ্যা সিমো বা আওয়েন-এর কাল্পনিক সাম্যবাদ থেকে এই চিন্তাধারা বেশ ভিন্ন রকমের।

'জার্মান-ফরাসী ইয়ারবুক'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৪৪ সালে। 'ইহুদী প্রশ্ন সম্পর্কে' ও 'হেগেলের ন্যায়দর্শনের সমালোচনীর মুখবন্ধ' নামে মার্কসের দুটি প্রবন্ধ এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। 'ইহুদি প্রশ্ন সম্পর্কে' নিবন্ধে তিনি জার্মানী, ফবাসী, উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি রাষ্ট্রে ইহুদী সমস্যার চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন জার্মানীতে সমস্যাটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক, ফরাসীতে ও উত্তর আমেরিকায় রাজনৈতিক। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের বিচার হলে সমস্যা থেকেই যাবে। মানব-

মুক্তির সংগ্রামে ধর্ম ও বর্ণের ঊর্ধ্বে অসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এই প্রবন্ধে আরও বলেছেন রাজনৈতিক মুক্তি বুর্জোয়াব্যবস্থায় হয়তো ধর্মনিরপেক্ষতা, ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ইত্যাদি প্রতিশ্রুতির দ্বারা স্বীকৃত হয়, কিন্তু বাস্তবে তা প্রকৃত মুক্তি থেকে অনেক দূরে থেকে যায়।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে মার্কস ইতিহাসের বিকাশমানতা ও আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হেগেলের দর্শন সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন সমাপ্ত করলেন। 'ধর্মতত্ত্বের সমালোচনাই হল সমস্ত সমালোচনার ভিত্তি'—এই মৌলিক চিন্তা থেকেই তিনি দেখালেন ধর্মতত্ত্বের সমালোচনা রাজনীতির সমালোচনায় পর্যবসিত হয়। আর প্রচলিত রাজনীতির সমালোচনাই জনগণকে আকৃষ্ট করে। মার্কস লিখেছেন, "সমালোচনার হাতিয়ার হাতিয়ারের সমালোচনার বিকল্প নয় এবং বস্তুগত শক্তিকে উৎখাত করতে হবে বস্তুগত শক্তির দ্বারাই। তত্ত্ব তখনই বস্তুগত শক্তিতে পরিণত হয় যখন তা মানুষকে জয় করতে পারে।…চূড়ান্ত পরিবর্তনকামী হতে গেলে বস্তুর মূলসূত্র সন্ধান করতে হবে। মনুষ্যজাতির ক্ষেত্রে মানুষই সেই মূল। ধর্মতত্ত্ব সমালোচনার শেষ কথা এই যে মানুষের কাছে মানুষই সর্বাপেক্ষা উন্নত জীবসত্তা। সুতরাং অনিবার্যভাবেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়ঃ যেখানে মানুষ অবজ্ঞাত, দাসে পরিণত, অবহেলিত ও ঘৃণিত জীব হয়ে আছে বর্তমানের এমন সব সম্পর্ক ধ্বংস কর।"[১] বর্তমানের এই সম্পর্কগুলি ধ্বংস বা উৎখাত করতে পারে কোন্ শক্তি—এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মার্কস বলেছেন, সেই শক্তি পারে যে শক্তি বাস্তব পরিস্থিতি ও শৃঙ্খলবদ্ধতা হেতু এই কাজ করতে বাধ্য হয়—সেই শক্তি হল সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী। ঐতিহাসিক অগ্রগতির চালিকা-শক্তি হিসেবে শ্রেণী সংগ্রামের অমোঘ তাৎপর্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ভাববাদী সমস্ত ধারণাকে ধূলিসাৎ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন বুর্জোয়া সমাজ, রাষ্ট্র ও তার অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করে সমাজ বিপ্লব সম্পন্ন করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পড়েছে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর উপর এবং শ্রমিকশ্রেণী তা সম্পন্ন করার ক্ষমতা রাখে।

এই প্রবন্ধের মাধ্যমে মার্কসের সঙ্গে হেগেল ফয়েরবাখ সহ সমস্ত ভাববাদী ও তথাকথিত বস্তুবাদীদের সঙ্গে মৌলিক পার্থক্য ঘটে গেল। বিপ্লবী গণতন্ত্রী মার্কস কমিউনিস্ট মার্কসে উন্নীত হলেন। শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ববীক্ষা হিসেবে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের সুস্পষ্ট ভিত্তি রচিত হল। স্বভাবতই জার্মানীর প্রুশিয় সরকার

---

১. হেগেলের ন্যায় দর্শনের সমালোচনার মুখবন্ধ।

প্রমাদ গুণতে লাগল 'জার্মান-ফরাসী ইয়ার বুক' পত্রিকার প্রকাশ হতেই। জার্মানীর অভ্যন্তরে এই পত্রিকার প্রবেশ বন্ধ করার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তারা হুকুম জারী করল। পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মার্কস, রুগে, হাইনরিখ হাইনে প্রমুখরা যদি জার্মানীতে প্রবেশ করেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করার নির্দেশও ঘোষিত হল। পুলিশ কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু কপি বাজেয়াপ্ত করলেও পত্রিকা সম্পর্কে কৌতূহল দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু সংকট দেখা দিল অন্যদিক থেকেও। আক্রমণের মুখোমুখি প্রধান সহযোগী রুগে ভয় পেয়ে গেলেন এবং মার্কসের শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি ঐকান্তিক পক্ষপাতিত্ব তিনি কায়মনে মেনে নিতে পারলেন না। রুগে সরে দাঁড়ালেন পত্রিকা থেকে। ফলে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিল নিদারুণভাবে। দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ অনিশ্চিত হয়ে গেল। সংকট থেকে উদ্ধার করলেন রাইনল্যাণ্ডের বন্ধুরা। তাঁরা বাজেয়াপ্ত কপিসমূহের দাম হিসেবে বেশ ভাল পরিমাণ অর্থ গোপন পথে পাঠিয়ে পত্রিকা প্রকাশ অব্যাহত রাখতে সাহায্য করলেন। রুগে সরে দাঁড়ালেন কিন্তু মার্কস এই সময় পেলেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসকে। প্রথম সংখ্যাতেই এঙ্গেলসের 'রাজনৈতিক অর্থনীতিব একটি সমালোচনীর রূপরেখা' ও 'ইংলণ্ডের পরিস্থিতি' নামক দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রবন্ধে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন বুর্জোয়া অর্থনীতির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উদ্ভব অনিবার্যভাবে উৎপাদনের হাতিয়ারের ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার থেকে এবং দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ সেটাই হতে পারে যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা নেই। এঙ্গেলসের এই ব্যাখ্যা মার্কসের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হল। দর্শনের পথ ধরে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, অর্থনীতির ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে এঙ্গেলস স্বতন্ত্রভাবে সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এঙ্গেলস তখন ইংলণ্ডে রয়েছেন। অবিলম্বে মার্কস তাঁর সঙ্গে ডাকযোগে মত বিনিময় করতে থাকেন।

আকৈশোর গবেষক কার্ল মার্কসের বৈশিষ্ট্যই হল যখন যেখানে থেকেছেন তখন সেখানকার জ্ঞানভাণ্ডার মন্থন করে অমৃত সংগ্রহ করেছেন। বুর্জোয়া বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল ফ্রান্সের সমাজ ও রাজনৈতিক ইতিহাস তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করতে সচেষ্ট হলেন। গবেষণায় তিনি জানতে পারলেন ফবাসী চিন্তাবিদরা শ্রেণীর অস্তিত্ব ও শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের গতিপ্রকৃতি ও অনিবার্য পবিণতি সম্পর্কে তাঁদের ধারণা স্পষ্ট ছিল না। ইংরেজ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডোর লেখা বইও পড়ে ফেললেন। এই সমস্ত গবেষণার মধ্য দিয়ে রচিত হতে থাকল একটি পাণ্ডুলিপি যদিও তা সমাপ্ত হয়নি—'অর্থনৈতিক দার্শনিক পাণ্ডুলিপি।' মার্কসের জীবদ্দশায় এটি

প্রকাশিত হয়নি, হয়েছিল অনেক পরে। এই গ্রন্থে বিচ্ছিন্নতার (Alienation) তত্ত্ব নিয়ে প্রথম তিনি সুস্পষ্ট আলোচনা করেন।

প্যারিসে লেখা এই পাণ্ডুলিপি চারটি পৃথক ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে তিনি আলোচনা করেছেন ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশে শ্রমের ভূমিকা নিয়ে। শ্রমের দ্বারা নানা সৃজনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে মানুষ সামাজিক জীব হয়ে ওঠে। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদনের হাতিয়ার থাকে ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে, ফলে শ্রমের ফলও চলে যায় অশ্রমিক বা মালিকের হাতে। এখানে শ্রমিক বাধ্য হয় তার শ্রমশক্তি বিক্রী করতে। যেহেতু মজুরি-দাসত্ব করতে বাধ্য হয় এবং শ্রমের ফল থেকে বঞ্চিত হয় সেহেতু শ্রম ব্যাপারটাই যেন তাদের কাছে তিক্ত হয়ে ওঠে। মার্কস দেখাবার চেষ্টা করেছেন পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানা নিয়ে আসে শ্রমের বিচ্ছিন্নতা। শ্রমের বিচ্ছিন্নতা সমাজে মানুষে মানুষে সম্পর্ক বিনষ্ট করে, শ্রমিক ও অশ্রমিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। সম্পদশালী শ্রেণী আধিপত্য করে সমস্ত মানবিক মূল্যবোধের উপরে। মানব সমাজের উপর অর্থের এই আধিপত্য হচ্ছে বিযুক্ত অস্বাভাবিক অমানবিক সামাজিক সম্পর্কের প্রকাশমাত্র।

সম্প্রতিকালে বুর্জোয়ারা মার্কসের এই বিচ্ছিন্নতার তত্ত্বকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে আলাদা করে 'মানুষের প্রকৃতি' হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করছেন। বিচ্ছিন্নতাকে অনিবার্য ভাগ্য হিসেবে দেখিয়ে তাঁরা কখনও অদৃষ্টবাদ, কখনও অস্তিবাদে দাঁড় করাবার প্রয়াস করছেন। কিন্তু মার্কস বিচ্ছিন্নতাকে শোষণভিত্তিক সমাজের অন্যতম লক্ষণ হিসেবে দেখিয়েছেন এবং বলেছেন এটা স্থায়ী নয়, উৎপাদনের হাতিয়ারের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান হলেই শ্রমের এই বিচ্ছিন্নতা দূরীভূত হয়ে যাবে।

তাত্ত্বিক সংগ্রাম মার্কস কখনও মুলতুবি রাখেন নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন করতেও এগিয়ে গেছেন। ফরাসী ও প্রবাসী-জার্মান শ্রমিকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে গিয়ে তিনি ইউটোপীয় বা কাল্পনিক কমিউনিস্টদের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। তিনি প্রধানত জার্মান শ্রমিকদের সংগঠন 'সৎসংঘ' (League of Just)-এর সঙ্গে যুক্ত হন। এই লীগের কেন্দ্র ছিল প্যারিস ও লণ্ডনে। লীগের সাংগঠনিক ব্যাপারে তাঁর বেশী আগ্রহ ছিল না, কেননা সংগঠকদের মতামত তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না। কিন্তু তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল শ্রমিকদের প্রতি। শ্রমিকদের জীবনযাত্রা, তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজের তত্ত্বের যাচাই তিনি করেছেন। অভিভূত হয়ে শ্রমিকদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'শ্রমে কঠোর এই মুখগুলো থেকে ঝরে পড়ছে মানবজাতির আভিজাত্য।"

মার্কসের মনীষা, সাংস্কৃতিক আভিজাত্য, মতামতের স্বাতন্ত্র্য স্বল্পদিনের মধ্যেই প্যারিসের বুদ্ধিজীবী মহলে সাড়া জাগিয়েছিল। স্বভাবতই সাধারণ শ্রমিক থেকে বুদ্ধিজীবীদের অনেকেরই চলাচল শুরু হল মার্কসের বাসায়। শুধু রাজনৈতিক মানুষ নন, চিকিৎসক ও লেখক ডাঃ এভেরবেক, গেওর্গ হেরভেগ, কবি হাইনরিখ হাইনে প্রমুখের সঙ্গে মার্কসের বন্ধুত্ব বেশ গভীর হয়ে যায়। এক জমজমাট আড্ডা গড়ে ওঠে তাঁর বাড়ীকে কেন্দ্র করে। তাঁর মনীষা ও জেনীর সুমধুর ব্যবহার ও আদর যত্ন ছিল এই আড্ডার বড় আকর্ষণ। এই সময় ১৮৪৪ সালের ১মে মার্কসের প্রথমা কন্যার জন্ম হয়। প্রিয়তমা স্ত্রীর নামানুসারেই কন্যার নাম রাখা হয়। সেন্সর ও পুলিশের অত্যাচারে জার্মানী থেকে পলাতক বিশ্ববিখ্যাত কবি হাইনের সঙ্গে কাব্যচর্চা মার্কস দম্পতির প্রিয় প্রসঙ্গ ছিল। মার্কস পরিবারের বন্ধুত্ব ও প্রেরণা হাইনের জীবনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল, তাঁর কবিতাকে বিপ্লবের প্রয়োজনসাধক করে তুলেছিল।

১৮৪৪ সালের জুন মাসে জার্মানীর সাইলেসিয়ায় তাঁতীরা মালিকের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটাল। অভ্যুত্থানকে ধ্বংস করার জন্য প্রুশিয় সৈন্যদের নির্মমভাবে ব্যবহার করা হল। শ্রমিকরা বীরত্বের সঙ্গে তিনদিন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। এই ঘটনা মার্কসকে গভীরভাবে উৎসাহিত করল। কিন্তু আহত হলেন যখন দেখলেন তাঁরই বন্ধু রুগে গণতন্ত্রীদের পত্রিকা 'প্যারিস ফোরভার্টস'-এ এই বিদ্রোহের গুরুত্বকে লঘু করে দেখিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। এই প্রবন্ধে শ্রেণী হিসেবে শ্রমিকদের শক্তি সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ভুলে গিয়ে মার্কস এক প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধে রুগের মতামতের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে জার্মানীর মুক্তি সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকার ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। এরপর থেকে রুগের সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিন্ন হয়ে গেল। কেননা তাঁর মতে রাজনৈতিক বিরোধীতা ও ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব হাত ধরাধরি করে চলতে পারে না।

. মার্কস এই উপলব্ধিতে এসেছিলেন যে জার্মানীতে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে নেতৃত্ব দিতে হবে, কেননা ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ভূমিকা তারাই নেবে। আর এই শ্রমজীবী মানুষের শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়ার ক্ষেত্রে যে কোন বুদ্ধিজীবীর প্রচেষ্টা হবে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। এই সময় ব্রুনো বয়ারের সঙ্গেও মার্কসের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে গেল। নিজেদের খাঁটি হেগেলপন্থীহিসেবে জাহির করে ব্রুনো বয়ার ও তাঁর অনুগামীরা বিভিন্ন নিবন্ধের মধ্যে জনগণের সংগ্রামপরতাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে চলেছিলেন বুদ্ধিজীবীতার উচ্চকোটিতে বসে এরা নিজেদের

অভ্রান্ত বলে দাবী করতেন। তাই মার্কস এদের ব্যঙ্গ করে পবিত্র পরিবার বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। 'পবিত্র পরিবার' (The Holly Family) শিরোনামেই তিনি বয়ার ভ্রাতাদের যুক্তি খণ্ডন করে এক পুস্তিকা রচনা শুরু করলেন। কিন্তু মার্কসের বৈশিষ্ট্যই ছিল কোন একটা প্রসঙ্গে উৎসাহিত হয়ে কাজ শুরু করবেন, কিন্তু সেই কাজ ব্যাপক দার্শনিক তাৎপর্য নিয়ে গভীরতর এক মৌলিক সমীক্ষার রূপ নিয়ে নেবে। পরিকল্পিত ছোট্ট পুস্তিকা 'পবিত্র পরিবার' এক সুবৃহৎ গ্রন্থ হয়ে উঠল। মার্কস এই গ্রন্থে আবার বললেন শ্রমজীবী মানুষই পারে পুরনো সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে, কারণ তাদেরই আছে বাস্তব কাজের ক্ষমতা। ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীরা শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশাই দেখেছেন, তাদের বিপ্লবী ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ করেন নি।

মার্কস ব্যাখ্যা করে দেখালেন, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানই তাদের উদ্বুদ্ধ করবে মুক্তির সংগ্রামে। মার্কস লিখেছেন: "শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের জীবনযাত্রার পরিস্থিতির ধ্বংস সাধন না করে নিজেদের মুক্ত করতে পারে না। জীবন ধারণের যে অমানবিক অবস্থা সমকালীন সমাজে রয়েছে তার সার্বিক ধ্বংস না করে শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের জীবনযাত্রার অবস্থার অবসান করতে পারেনা। শ্রমের যে পাঠশালায় শ্রমিকরা পাঠ গ্রহণ করে তা জটিল হলেও তা তাদের কঠোর কর্মক্ষম করে তোলে এবং সেটা খুবই কার্যকরী হয়। ...শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মধ্যেই, সমকালীন বুর্জোয়া সমাজের সমগ্র কাঠামোর মধ্যেই শ্রমিকশ্রেণীর লক্ষ্য ও ঐতিহাসিক ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে ও অনিবার্যভাবে পূর্বনির্ধারিত হয়ে আছে।"[১]

৩

মার্কস যখন এই গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত সেই সময় ১৮৪৪ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকে, ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস প্যারিসে এলেন ইংলণ্ড থেকে জার্মানীর পথে। সংযোগ এর আগেই হয়েছিল, এবার পরিচয় শুধু ঘনিষ্ঠ হল তাই নয় ক্রমাগত কয়েকদিন দিবারাত্র আলোচনার পর দেখা গেল উভয়েই সার্বিকভাবে একমত। ঐক্যমতের প্রমাণ দিলেন 'পবিত্র পরিবার' নামক গ্রন্থটির রচনা যৌথভাবে শেষ করে। গ্রন্থটি উভয়ের নামেই প্রকাশিত হল ১৮৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'ব্রুনো বয়ার ও কোম্পানীর বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক সমালোচনীর সমালোচনা' বা 'পবিত্র পরিবার' নাম দিয়ে। এই যৌথ রচনাই ভবিষ্যতের এক ঐতিহাসিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে দিল, যে বন্ধুত্ব একমাত্র মৃত্যুতেই বিচ্ছিন্ন হয়েছিল।

---

১. হোলি ফ্যামিলি—মার্কস-এঙ্গেলস।

প্রসঙ্গতঃ এখানে এঙ্গেলসের পরিচয় খানিকটা দেওয়া প্রয়োজন কেননা এঙ্গেলসকে না জেনে মার্কসকে জানা যায় না। ক্রমশ তাঁরা অভিন্নসত্তা হয়ে গিয়েছিলেন। এঙ্গেলস জন্ম গ্রহণ করেন রাইনল্যাণ্ডেরই বস্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্রস্থল বারমেনে ১৮২০ সালের ২৮ নভেম্বর। তাঁর বাবা ছিলেন বস্ত্র কারখানার মালিক এবং পরিবারে ছিল ধর্মের গোঁড়া পরিবেশ। ভাষা ও গণিতে মেধাসম্পন্ন এঙ্গেলস বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থা থেকেই বহির্জগৎ সম্পর্কে খুবই আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে নিজেদের কারখানায় শ্রমিকদের দুঃখ দারিদ্র্য দেখে কিশোর মনে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। নানা প্রশ্নবানে জর্জরিত পিতা ছেলেকে বিদ্যালয়ে রাখা নিরাপদ মনে করলেন না। ফলে তাঁকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করার আগেই পড়া ছেড়ে কারখানার গদীতে এসে বসতে হল। ব্যবসায়ে তাঁর বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না তবে ব্যবসা তিনি ভালই বুঝতেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি জার্মান ছাড়াও বেশ কয়েকটি বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। বিদেশী সাহিত্য যথাসম্ভব বিদেশী ভাষায় পড়াই তাঁর পছন্দ ছিল। তাঁর শরীরও ছিল বেশ শক্ত সমর্থ। খেলাধুলো, সাঁতার, ঘোড়াচড়া প্রভৃতিতে তিনি ছিলেন পারদর্শী। ভেসের নদী বিশ্রাম না নিয়ে পর পর চারবার সাঁতার দিয়ে অতিক্রম করতে পারতেন।

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে উদীয়মান বুর্জোয়া আন্দোলনের উপাদানগুলি মার্কসের মতো এঙ্গেলসকেও আকৃষ্ট করে। তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ছাড়া গণতন্ত্র ও জার্মানীর ঐক্যের আন্দোলনের অগ্রগতি সম্ভব নয়। আঠারো বছর বয়সেই বিস্ময়কর ভাবে ধর্মীয়-সংস্কার মুক্ত এঙ্গেলস। পুরনো বিশ্বাসের বোঝা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললেন এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের দিকে এগিয়ে গেলেন। রাজকীয় প্রাসাদের দরজাগুলো কীভাবে ভেঙে ফেলা যাবে এটাই হয়ে উঠল তাঁর সাধনা। স্বতন্ত্রভাবেই তিনি জনগণের মতামতের স্বাধীনতা ও মানবিক অধিকারের সপক্ষে লেখনী ধারণ করলেন। 'টেলিগ্রাফ ফ্যুর ডয়েটশল্যাণ্ড' পত্রিকায় তিনি শ্রমিকদের বিশেষ করে শিশুশ্রমিকদের নিদারুণ দুরবস্থা নিয়ে পারিপার্শ্বিক তথ্য-সমৃদ্ধ কয়েকটি নিবন্ধ লিখে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ঘোষণা করেন। 'বৈজ্ঞানিক বিচারে যা অগ্রাহ্য তা জীবনে কোন কাজে লাগে না'-এই আদর্শবোধ নিয়ে তিনি প্রপদী জার্মান দর্শনের প্রভাবমুক্ত হয়ে নবীন হেগেলপন্থীদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলেন।

১৮৪১-৪২ সালে এঙ্গেলস একবছর বেজ্ঞাসৈনিকের কাজ নিয়ে বার্লিনে ছিলেন। এখানে মার্কসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় নি কারণ মার্কস তখন বার্লিন ছেড়ে গেছেন। তবে মার্কসের নাম তিনি শুনেছেন। কোলোনে অকস্মাৎ

মার্কসের সঙ্গে দেখা হলেও পরিচয় ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ ছিল না। পারিবারিক ব্যবসার প্রতিনিধিরূপে এঙ্গেলস মানচেস্টারে গিয়েছিলেন ১৮৪২ সালের নভেম্বর মাসে। শিল্পোন্নত মানচেস্টারে বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রসার ও শ্রমিক শোষণের তীব্র চেহারা এঙ্গেলস প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অনুধাবন করেছিলেন শ্রমিকদের আন্দোলন-প্রক্রিয়া ও সংগঠনের পদ্ধতি। বিশেষ করে শ্রমিকদের নিজস্ব রাজনৈতিক গণ-সংগঠন চার্টিস্ট আন্দোলন ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। জার্মান বুর্জোয়াদের চেয়ে আরও সম্পদশালী বুর্জোয়াদের বিকট চেহারা তাঁর দৃষ্টি আরও খুলে দিল। তিনি দূরদৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধি করলেন জার্মানীর বুর্জোয়ারা এই লক্ষ্যে অগ্রসর হতে চাইছে। এতদিন দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিকদের বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের চেহারাই দেখেছিলেন কিন্তু মানচেস্টারে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন প্রতিরোধী শ্রমজীবী মানুষের গণআন্দোলন। শিল্প-শ্রমিকদের বিরাট বিরাট সমাবেশ, গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকারের দাবীতে আন্দোলন, ধর্মঘট, আপোষ-হীনতা শ্রমিক শ্রেণীর সুমহান আত্মশক্তির প্রতি তাঁর বিশ্বাস গড়ে তোলে। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি বুঝতে পারেন এই শ্রেণীই ভবিষ্যতের বিকাশমান শক্তি। তাই তরুণ ব্যবসায়ী এঙ্গেলস স্বীয় শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে না মিশে অভিজ্ঞতা সংগ্রহের জন্য মিলেমিশে গেলেন শ্রমিকদের সঙ্গে। এখানেই পরিচয় হয় মেরি বার্নস নামে এক আইরিশ মহিলার সঙ্গে যিনি পরবর্তীকালে তাঁর স্ত্রী হন।

শ্রমিকদের জীবনযাত্রা ও শ্রেণী আন্দোলনের আলোকে এঙ্গেলস বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি থেকে সুস্পষ্ট ভাবেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে আসলে বুর্জোয়া ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার ইত্যাদি উন্নততরের হলেও শ্রমজীবী মানুষের কাছে ছলনা মাত্র। নিজেদের বঞ্চিত করে পুঁজিবাদের সমৃদ্ধি ঘটান ছাড়া শ্রমিকদের কোন প্রকৃত স্বাধীনতা নেই। এই উপলব্ধির মধ্য থেকেই এঙ্গেলস নিজেকে গণতন্ত্রী পরিচয় থেকে কমিউনিস্ট পরিচয়ে পরিচিত করলেন। চার্টিস্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও প্রবাসী জার্মানদের 'সংসঙ্ঘ' (লীগ অব জাস্ট) এর সঙ্গে নিজের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করেন। এখান থেকেই প্যারিসে মার্কসের পত্রিকায় লেখা পাঠান। শুধু সংগঠনগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় নয় তিনি ডুব দিলেন সমকালীন দর্শনের সাগরে। প্রচলিত অর্থনীতি, রাজনীতি ও দর্শনের অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা থেকে তিনি বুঝলেন এ তাবৎকালে সমাজ বিশ্লেষণের মধ্যে অনেক ইতিবাচক উপাদান থাকলেও শ্রেণী বৈরিতার দর্শন এখনও সূত্রবদ্ধ হয়নি। অথচ "এই শ্রেণী বৈরিতাই হচ্ছে রাজনৈতিক পার্টি, পার্টির সংগ্রাম এবং সমস্ত রাজনৈতিক গতিধারার উৎস।" এই গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি 'রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি সমালোচনার

রূপরেখা ও ইংলণ্ডের পরিস্থিতি' 'প্রবন্ধ এবং 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' গ্রন্থ। শেষোক্ত গ্রন্থটি বারমেনে ফিরে গিয়ে লেখা। এই গ্রন্থে এঙ্গেলস সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন "জাতির বিকাশের ক্ষমতা ও সামর্থ্য নির্ভর করে শ্রমিক শ্রেণীর উপরে।"

লণ্ডন থেকে বারমেনে ফেরার পথে প্যারিসে স্বল্পকালীন অবস্থানের সময় মার্কসের সঙ্গে এঙ্গেলসের প্রকৃত ঘনিষ্ঠতা হয়। কিন্তু মার্কসও বেশী দিন প্যারিসে থাকতে পারলেন না। প্রুশিয় সরকারের চাপে ফরাসী সরকার মার্কসকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্যারিস ও ন্যূনতম সময়ের মধ্যে ফরাসী ত্যাগের আদেশ জারী করল। স্বাভাবিকভাবেই চতুর্দিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। তথাকথিত গণতন্ত্রী ফরাসী সরকার প্রতিবাদের মুখে প্রস্তাব পাঠাল প্রুশিয়াবিরোধী প্রচার থেকে বিরত হলে মার্কসকে প্যারিসে থাকার অনুমতি দেওয়া হতে পারে। মার্কস ঘৃণার সঙ্গে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু দেশে ফেরা সম্ভব নয়, কারণ সীমান্ত পার হলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। অতএব তিনি আশ্রয় নিলেন বেলজিয়ামে। স্ত্রীকে রেখে একাই তিনি ব্রাসেলসের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। একটা কিছু আস্তানা করে স্ত্রীকে নিয়ে যাবেন এটাই ছিল উদ্দেশ্য। মন ভারাক্রান্ত, শিশুকন্যাসহ স্ত্রীকে পিছনে রেখে আসতে হয়েছে, সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। কিন্তু বিপ্লবীদের জীবন তো এমনই হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেশে দেশান্তরে বিপ্লবী সংগঠনের পথিকৃৎ

১

মার্কস ব্রাসেলসে পৌছলেন ১৮৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে। কয়েক মাসের মধ্যে স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে এসে শহরের শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলে বাসা নিলেন। ১৮৪৫ থেকে ১৮৪৮ প্রায় তিন বছর ব্রাসেলসে বসবাস কালে তিনবার তাঁকে বাসাবদল করতে হয় মূলত দারিদ্র্যের কারণে। এখানকার তিন বছরের বসবাস তাঁর জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়, সৃজনশীলতায় পরিপূর্ণ। যে কাজ শুরু করেছিলেন তা অব্যাহত রাখার উপযুক্ত পরিবেশ তিনি পেয়েছিলেন ইয়োরোপের অন্যতম শিল্পোন্নত দেশ বেলজিয়ামে। ১৮৩০ সালের বুর্জোয়া বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে হল্যাণ্ড থেকে বিযুক্ত হয়ে খুব দ্রুত শিল্প প্রসার শুরু হয় বেলজিয়ামে। কুটির শিল্পকে ধ্বংস করে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের উপর শোষণের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজের সময় ছিল দৈনিক চোদ্দ ঘণ্টারও উপরে, নারী ও শিশু শ্রমিকের সংখ্যাও প্রচুর। বেকারীও সীমাহীন।

বুর্জোয়া বিপ্লবের পরে বেলজিয়ামে ১৮৩১ সালে মোটামুটি একটা উদার সংবিধানও গৃহীত হয়। কিন্তু ভোটাধিকার ছিল শতকরা মাত্র একজন নাগরিকের। বেলজিয়ামের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর স্বীকারোক্তি: "আমাদের সংবিধানের একমাত্র ভালো দিকটি হল এই যে, জনগণ এটি ব্যবহার না করতে সম্মত হয়েছে।" ধর্মযাজক, আমলাতন্ত্র ও রাজকীয় পার্ষদদের প্রতিপত্তিও ছিল বেশ। কিন্তু গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রসার রোধ করাও সম্ভব ছিল না। কাল্পনিক সাম্যবাদের অন্যতম প্রধান পুরোধা বুওনারোত্তি ব্রাসেলসেই স্থায়ী বাসা বেঁধেছেন। সাঁ সিমঁ ও ফ্যুরিয়ের-এর মতাদর্শের ঢেউও পৌছে গেছে। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের দাবীতে আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। পোলাণ্ড, ইতালী, জার্মানী ও ফরাসী থেকে বহু নির্বাসিত রাজনীতিবিদ আশ্রয় নিয়েছেন বেলজিয়ামে। সব মিলিয়ে নতুন বিপ্লবী ভাবধারার চর্চাকেন্দ্র হয়ে উঠল বেলজিয়াম।

এইসব বিপ্লবী ও গণতন্ত্রীদের রাজনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য বেলজিয়ামের রাজকর্তৃপক্ষের চিন্তার কারণ হয়ে উঠল। বিশেষ করে মার্কসের উপস্থিতি তাঁদের বিশেষ ভাবে ভাবিত করল। বিচারমন্ত্রী পুলিশকে নির্দেশ দিলেন বিপদজনক গণতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট মার্কসের উপর কড়া নজর রাখতে। পুলিশ দপ্তরে ডেকে নিয়ে মার্কসকে অঙ্গীকার-পত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া হয় যে তিনি বেলজিয়ামের চলতি রাজনীতি নিয়ে

কিছু লিখতে পারবেন না। এই শর্তে তাঁর বেলজিয়াম বাস অনুমোদিত হল। জার্মানীর প্রুশিয় সরকার তাঁকে ফরাসী থেকে বিতাড়িত করেছে, এবার বেলজিয়াম থেকে বহিষ্কারের চক্রান্ত শুরু করে দিল। ফলে মার্কস বাধ্য হয়ে ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রুশিয়ার নাগরিকত্ব ত্যাগ করেন। পুলিশী খবরদারী সত্ত্বেও ব্রাসেলসে মার্কসের পরিবারটি অচিরেই হয়ে উঠল বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক চিন্তানায়কদের কেন্দ্রস্থল। জার্মান, ফরাসী, পোলাণ্ড, রুশিয়া থেকে আগত রাজনীতিবিদরা নিয়মিত আসতেন তাঁর বাড়িতে আলাপ আলোচনার জন্য। বেলজিয়ান নেতারাও আসতেন পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে। প্যারিসের বন্ধু হাইনে, এভেরবেক, হেরভেগ, বার্নে প্রমুখের সঙ্গে পত্রবিনিময় হত নিয়মিত। সব মিলিয়ে বিপ্লবের চর্চা, দার্শনিক গবেষণা, রাজনৈতিক আন্দোলনের এক আদর্শকেন্দ্র হল মার্কসের পরিবার। জেনীর আতিথেয়তা ও সুমধুর ব্যবহার অতিথিদের আরও নিকট করে নিয়েছিল।

বেশ আনন্দের মধ্য দিয়েই মার্কসের পাবিবারিক জীবন কাটছিল। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল দারিদ্র্য। আয়ের পথ রুদ্ধ। সমসাময়িক বেলজিয়াম সম্পর্কে একটি কথাও বলতে পারবেন না, সুতরাং পত্র-পত্রিকায় লিখে আয় করবেন তার কোন উপায় থাকল না। 'পবিত্র পরিবার' গ্রন্থের জন্য সামান্য দক্ষিণা মাঝেমাঝে পেয়ে থাকেন কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। মুশকিল আসান হয়ে এগিয়ে এলেন সারা জীবনের অকৃত্রিম বন্ধু এঙ্গেলস। জহুরী জহর চেনে। এঙ্গেলস বুঝেছিলেন মানবসমাজের এই শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদকে অর্থনৈতিক চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে হবে মানবজাতির স্বার্থে। তিনি মার্কসকে জানালেন, "অর্থের অভাবের মধ্যে তোমাকে বিপদে ফেলার আনন্দটুকু অন্তত কুকুরগুলোকে পেতে দেওয়া হবে না।" রাইন ল্যাণ্ডের বন্ধুদের থেকে সংগ্রহ করে এবং নিজের গ্রন্থস্বত্ব থেকে আহৃত অর্থ তিনি মার্কসকে পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু এটুকু যথেষ্ট নয়। এঙ্গেলস ঠিক করলেন মার্কসের পাশে থেকে তাঁকে নিশ্চিন্ত সাহচর্য দিয়ে যৌথভাবে ভবিষ্যতের কাজ সমাপ্ত করবেন। ১৮৪৫ সালের এপ্রিলে এঙ্গেলস ব্রাসেলসে চলে এলেন মার্কসের কাছে। এসেই যোগ দিলেন গবেষণার কাজে। শিল্পোন্নত ইয়োরোপের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিত্র গভীরভাবে বিশ্লেষণের জন্য ইংলণ্ডে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে জুলাই মাসের মাঝামাঝি দুই চিন্তাবিদ কয়েক সপ্তাহের জন্য লণ্ডন গেলেন। বেশী সময়টা কাটালেন মানচেস্টারে। এখানে অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে গভীরভাবে অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করে আনলেন।

এঙ্গেলস এর আগে দুবছর ইংলণ্ডে ছিলেন এবং একটা বইও লিখেছিলেন।

সুতরাং তাঁর মাধ্যমে চার্টিস্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, জার্মান সৎসঙ্গের জোসেফ মোল, হাইনরিখ বয়ার, কার্ল স্যাপার প্রমুখের সঙ্গে মার্কসের পরিচয় হল। বামপন্থী চার্টিস্টদের প্রধান নেতা জর্জ হার্নের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হয় তাঁদের। হার্নে'র মাধ্যমে আরেকজন প্রথম সারির নেতা আর্নস্ট জোনস-এর সঙ্গেও তাঁদের আলাপ হয়। এই আলাপ পরিচয় শুধু আনুষ্ঠানিক সীমায় আবদ্ধ থাকে নি। মার্কস-এঙ্গেলস বামপন্থী চার্টিস্টনেতা ও বিভিন্ন দেশের প্রবাসী শ্রমিক নেতাদের নিয়ে একটি সম্মেলনে মিলিত হলেন ১৮৪৫ সালের আগস্ট মাসে। এই সম্মেলনে তাঁরা একটি আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সংগঠন গড়ার প্রস্তাব দেন। প্রকৃতপক্ষে মার্কস-এঙ্গেলসের চলে আসার অল্পদিন পরেই এই সংগঠন গড়ে ওঠে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাইটলিং অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই সংগঠনেব প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে উভয়ের পক্ষ থেকে এঙ্গেলস 'লণ্ডনে জাতিসমূহের উৎসব' নামে একটি প্রবন্ধে লেখেন : "সমস্ত দেশের শ্রমিকদের স্বার্থ এক, শত্রুও এক এবং একই সংগ্রামের সম্মুখীন, প্রকৃতিগতভাবে শ্রমজীবী জনগণ জাতীয় সংস্কার থেকে মুক্ত এবং তাঁদের সামগ্রিক সমৃদ্ধি ও সংগ্রাম অনিবার্যভাবেই মানবিক ও জাতীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। একমাত্র শ্রমিকরাই পারে জাতীয়তার অবসান ঘটাতে, জাগ্রত শ্রমজীবীরাই পারে বিভিন্ন দেশকে ভ্রাতৃত্বমূলক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করতে।"

ইংলণ্ডে থাকাকালীন অবস্থায় এবং ব্রাসেলসে ফিরে এসে মার্কস পূর্বসূরী সমস্ত অর্থনীতিবিদদের গ্রন্থ নিবিড়ভাবে পাঠ শেষ করলেন। ইয়োরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশের ইতিহাস থেকে তিনি বিপুল পরিমাণ তথ্য ও মন্তব্য সংগ্রহ করেন এবং জনসংখ্যা সমস্যা নিয়েও গবেষণা করেন। তিনি দেখলেন রিকার্ডো, স্মিথ প্রমুখ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যেটুকু বৈজ্ঞানিক সত্য ছিল পরবর্তী অর্থনীতিবিদদের মধ্যে তাও রইল না। পরবর্তীরা পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বকে আড়াল এবং শোষণ ব্যবস্থাকে গোপন করার জন্য সচেষ্ট থেকেছেন। তিনি দেখিয়েছেন জন স্টুয়ার্ট মিলের বিশ্লেষণ তাঁর পিতা জেমস মিলের চেয়ে কতখানি পুঁজিবাদীদের পক্ষে এবং কারচুপিপূর্ণ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সমালোচনা করে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল মার্কস সেগুলিও পাঠ করলেন। বিশেষ করে রবার্ট আওয়েন, জন ব্রে, টমাস এডমণ্ডস, উইলিয়াম টমসন প্রমুখের রিকার্ডোর অর্থনীতির উপর গড়ে তোলা কাল্পনিক সমাজবাদী নীতির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। 'সামন্ততান্ত্রিক সমাজবাদ'-এর প্রতিষ্ঠাকল্পে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার সমালোচনা যাঁরা করেছিলেন মার্কস তাঁদের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছিলেন। টমাস কার্লাইলের চার্টিজম্-এর পশ্চাৎমুখিতা বিপরীত ক্ষেত্রে তাঁকে কিছু উপাদান যোগান দেয়।

সিসমণ্ডি রচিত 'রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী' পাঠ করতে গিয়ে মার্কস এই সুইস রোমাণ্টিক অর্থনীতিবিদের পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের সমালোচনার পাশাপাশি অতীত সম্পর্কে অনৈতিহাসিক দৃষ্টিকোণের পরিচয়ও পেলেন। ১৮৪৪ সালে লিখিত 'অর্থনৈতিক-দার্শনিক পাণ্ডুলিপি'র পর থেকেই মার্কস বিপ্লবী সাম্যবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমকালীন সমাজব্যবস্থার সামগ্রিক কাঠামো ও তার রাজনৈতিক সংগঠনগুলির ঘনিষ্ঠ পর্যালোচনামূলক এক বড় গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করে আসছিলেন। ব্রাসেলসে আশ্রয় গ্রহণের পূর্বে প্রকাশক লেসকির সঙ্গে এই গ্রন্থ প্রকাশের চুক্তিও হয়েছিল। কিন্তু প্রুশিয় সরকার এই গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা জানতে পেরে লেসকির উপর প্রকাশ না করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক সূত্রের মধ্যে নিবদ্ধ থাকার জন্য মার্কসকে অনুরোধ করেন লেসকি। কিন্তু মার্কস সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে প্রুশিয় সরকারের সেন্সরের কাঁচিতে তিনি তাঁর গ্রন্থের বিষয়বস্তু কাটছাঁট করতে চান না।

২

স্বাভাবিকভাবেই এই গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা মুলতুবি রইল। মার্কস স্থির করলেন সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রচলিত দার্শনিক ও সামাজিক মতাদর্শের সমালোচনামূলক গ্রন্থ যার দ্বারা সর্বহারার সমাজবাদের বিপরীত আদর্শগুলির মুখোশ খুলে দেওয়া যায়। এই গ্রন্থের নাম 'জার্মান মতাদর্শ' (The German Ideology)। দর্শনের নতুন উদ্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার পথে বড় বাধা সনাতনী জার্মান দর্শন। তাছাড়া অনেকেই তখন নিজেদের 'খাঁটি কমিউনিস্ট' ইত্যাদি পরিচয় দাবী করছেন। ফলে খাঁটি ও মেকীর মধ্যে বা অসম্পূর্ণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার প্রয়োজন বেশী করে অনুভূত হয়েছিল। এই অনুভবের তাগিদেই মার্কস-এঙ্গেলসের যৌথ মনীষা থেকে সৃষ্টি হল 'জার্মান মতাদর্শ'। এই কাজটি যথার্থই যৌথ। কেননা মার্কস-এঙ্গেলস ছাড়াও মোজেস হেস-এর দুটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছিলেন। কিন্তু মার্কসের পছন্দ না হওয়ায় একটি পরিচ্ছেদ বর্জিত হয় এবং অপরটির সার্বিক সংশোধন করা হয়।

'জার্মান মতাদর্শ' গ্রন্থের মূল কৃতিত্ব কিন্তু কার্ল মার্কসের। মার্কসের মৃত্যুর পর বন্ধু এঙ্গেলস স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সঙ্গে বলেন, এই গ্রন্থের প্রধান প্রধান চিন্তা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মার্কসের। তিনি বলেন, "মার্কসের অবস্থান ছিল অনেক উঁচুতে, সে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেত, আমাদের সকলের তুলনায় সে দ্রুততর ও ব্যাপকতর-ভাবে মতামত নির্ধারণ করতে পারত। মার্কস ছিল অসাধারণ প্রতিভাশালী আর আমরা অন্যরা ছিলাম বড় জোর কিছু গুণের অধিকারী। তাঁকে ছাড়া এই তত্ত্ব এখন যে অবস্থায় আছে তার চেয়ে অনেক পিছিয়ে থাকত। সুতরাং সঠিকভাবেই

এই তত্ত্ব তাঁর নামাঙ্কিত হয়েছে।" মার্কস-এঙ্গেলস সারাদিনরাত ধরে এই যুক্তি পরম্পরা ভিত্তিক গ্রন্থটি রচনার কাজ করতেন। বিশ্রাম বলে কিছু ছিল না তখন। সারাদিনরাত এইভাবে কাজ করার ঘটনা সকলকে চমকিত করে। জর্জ হার্নে এঙ্গেলসকে একটি চিঠিতে লেখেন, "ভোর ৩টে ৪টে পর্যন্ত যৌথভাবে গ্রন্থ রচনায় তোমাদের দার্শনিক পদ্ধতির খবরটা যখন আমার স্ত্রীকে দিলাম সে বলল এই দর্শনের সঙ্গে তার খাপ খাবে না এবং যদি সে ব্রাসেলসে থাকত তাহলে তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সোরগোল সৃষ্টি করত। বিপ্লব উৎপাদনে আমার স্ত্রীর কোন আপত্তি নেই যদি কিনা তা দিনের স্বল্প সময়ের মধ্যে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।" প্রসঙ্গটি নিঃসন্দেহে পরিহাসমূলক এবং মার্কস-এঙ্গেলসের বেচারী স্ত্রীদের প্রতি সহানুভূতিসূচক।

এই গ্রন্থের সূচীমুখ প্রধানত উদ্যত ছিল বয়ার, স্টার্নার ও ফয়ের বাখ প্রমুখের প্রতি। গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে বিন্যস্ত। প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত হয় ফয়ের বাখের বস্তুবাদের দুর্বলতার দিকগুলি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে যথাক্রমে তরুণ হেগেলপন্থী ব্রুনো বয়ার ও ম্যাক্স স্টার্নার-এর ব্যক্তিবাদ ও নৈরাজ্যবাদ মিশ্রিত পেটি বুর্জোয়া বিক্ষোভসঞ্জাত সিদ্ধান্তগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অগ্রসর না হয়ে বয়ার ও স্টার্নার কিছু চটকদারী বাক্যবিন্যাস করে পুঁজিবাদী বিকাশে অসন্তুষ্ট মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকদের কিছুটা বিভ্রান্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মার্কস-এঙ্গেলস দেখালেন তাঁদের এইসব বক্তব্য শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির পথ দেখাতে পারে না বরং সংগ্রামপরতাকে নষ্ট করে। দ্বিতীয় খণ্ডে মূলত 'খাঁটি সমাজতন্ত্রের' প্রবক্তাদের বক্তব্যগুলি আলোচিত হয়েছে। খাঁটি সমাজতন্ত্রের এই তত্ত্বটি ছিল প্রধানত হেগেল ও ফয়েরবাখের জার্মান দর্শন এবং ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবজাত কাল্পনিক সমাজবাদের বাস্তবতাবর্জিত এক উদ্ভট মিশ্রণ। শ্রেণী সংগ্রাম ও সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির তত্ত্বের পরিবর্তে খাটি সমাজতন্ত্রীরা প্রচার করেন মানবসমাজের মুক্তি আসবে পরস্পর প্রীতির আবেগময় প্রচার থেকে। বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথে এই সব বক্তব্য নিদারুণ বাধা। দ্বিতীয় খণ্ডের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ফ্রেডরিখ সোমিং, রুডলফ মাথাই, কার্ল গ্রাণ, জর্জ ফুলমান প্রমুখ তথাকথিত 'খাঁটি সমাজতন্ত্রীদের' নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ প্রথম পাণ্ডুলিপিতে ছিল না, পরবর্তীকালে এঙ্গেলস রচিত দুটি প্রবন্ধ এই পরিচ্ছেদ দুটিতে যুক্ত করা হয়।

এই গ্রন্থেই হেগেল ও ফয়েরবাখের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে সংস্কৃত করে মার্কস-এঙ্গেলস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে সুস্পষ্টভাবে সূত্রবদ্ধ করেন। ভাববাদীরা বলে থাকেন, জগৎ ও তার বিকাশ ব্যাখ্যাত হয় চৈতন্য বা ভাবের মাধ্যমে, আর মার্কস বললেন,

ব্যাখ্যা হবে বস্তুর মাধ্যমে, বস্তুই চৈতন্য বা ভাবের উৎস। মানব সমাজের বিকাশের ভিত্তিও হচ্ছে বস্তু-শক্তি ও তার বিবর্তন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি কোন জিনিস বা কোন বিষয়ই স্থির বা নিশ্চল নয়, সমস্ত জিনিসই নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ ও পরিবর্তনের অবস্থায় রয়েছে এবং পরিমাণগত পরিবর্তন এক সময় গুণগত পরিবর্তন ও মৌলিক উদ্বর্তনও ঘটায়। বস্তু বা বিষয়ের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বই অগ্রগতি সূচিত করে। এককথায় এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদই হচ্ছে সৃজনশীল ও বৈপ্লবিক। এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থেকেই মার্কসের অসাধারণ মূল্যবান বাণী : "দার্শনিকেরা বিভিন্নভাবে জগতের বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু প্রধান বিষয় হল জগতের পরিবর্তন ঘটান।" পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার না করলে দ্বন্দ্বতত্ত্ব নিছক সূত্র হিসেবেই থেকে যায়, কর্মে তার প্রয়োগ করা যায় না।

'জার্মান মতাদর্শ' গ্রন্থে মার্কস-এঙ্গেলস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বিচারের মাপকাঠিকে মানব সমাজ ও ইতিহাসের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করলেন, যা ইতিপূর্বে হেগেল বা ফয়েরবাখের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। এমনিভাবে এল ঐতিহাসিক বস্তুবাদের চিন্তাধারা। এই গ্রন্থে তাঁরা দেখালেন জীবনধারণের জন্য মানুষের চাই খাদ্য, পানীয়, পরিধেয়, মাথা গোঁজার ঠাঁই ইত্যাদি। এসবের জন্যই মানুষের সংগ্রাম, আর এই সংগ্রামের পথেই রাজনীতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষয় যুক্ত হয়ে যায়। তাঁরা আরও দেখালেন রাজনীতি, রাষ্ট্র, আইন কোন কিছুই বায়ুভূত বিষয় নয়, সব কিছুই বিজড়িত অর্থনৈতিক ভিত্তির সঙ্গে। শেষ পর্যায়ে সমস্ত ঐতিহাসিক পরিবর্তন ও সামাজিক রূপান্তরণের উৎস হল বস্তুগত শক্তির বিকাশের মধ্যে, উৎপাদনের শক্তির মধ্যে। উৎপাদনের সম্পর্কের উপর সমাজের চরিত্র ধরা পড়ে—এই হল তাঁদের মূল্যায়ন। উৎপাদন সম্পর্ক বলতে তাঁরা সেই সম্পর্ককে বুঝিয়েছেন যা উৎপাদনের পদ্ধতি, দ্রব্য সামগ্রীর বণ্টন ও বিনিময়ের মধ্য থেকে উদ্ভূত।

'জার্মান মতাদর্শ' গ্রন্থে মার্কস সমগ্র বিষয়টি এইভাবে বলেছেন : "সমাজধারার কোন এক পর্বে সমাজের উৎপাদনের বাস্তব হাতিয়ারগুলির সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হয় প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের বা সম্পত্তিগত সম্পর্কের, যার মধ্যে উৎপাদনের হাতিয়ার-গুলি ক্রিয়াশীল ছিল। যা ছিল আগে উৎপাদনের হাতিয়ারগুলির বিকশিত রূপ, এখন তাই শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। শুরু হয় সমাজ বিপ্লবের সময়। অর্থনৈতিক ভিত্তির রূপান্তরণের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র উপরিকাঠামোটি ক্রমান্বয়ে বা কখনও দ্রুত রূপান্তরিত হয়ে যায়। ···একটি নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে উৎপাদনের হাতিয়ার-গুলির যতদূর বিকশিত হয়ে ওঠা সম্ভব, উৎপাদনের হাতিয়ারগুলি ততদূর বিকশিত না হয়ে ওঠা পর্যন্ত সেই ব্যবস্থার বিলুপ্তি হয় না। পুরনো সমাজব্যবস্থার গর্ভে যতদিন

না নতুন উৎপাদন সম্পর্ক টিকে থাকার বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত কখনও নতুন উৎপাদন সম্পর্কের উদ্ভব হয় না। মানুষ এই কারণে শুধু সেইসব করণীয় কাজই হাতে নেয় যা তার পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব, এবং আরও ভালভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যাবে করণীয় কাজের উদ্যোগের উদ্ভব তখনই শুধু হয় যখন তা সম্পন্ন করার বাস্তবতা সৃষ্টি হয় কিংবা সৃষ্টি হওয়ার প্রক্রিয়ার শুরু হয়।"

দার্শনিক ভিত্তি রচনার সঙ্গে সঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলস এই গ্রন্থে আরও নির্ধারণ করলেন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা। শ্রেণী দ্বন্দ্বই যেখানে সমাজবিকাশের নির্ধারক সেখানে রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে বুর্জোয়াদের উৎখাত করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মধ্যেই নতুন সমাজের উদ্ভব হয়—সেই সমাজ সমাজতান্ত্রিক সমাজ। মার্কস তাই বলেছেন, "সূচনা হিসেবে দখল করতে হবে রাজনৈতিক ক্ষমতা।" আর এই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলই সমাজবিপ্লব এবং এই বিপ্লবের মাধ্যমে উৎপাদন সম্পর্ক ও সমাজ কাঠামো পাল্টে যায়। ১৮৪৬ সালের মে মাসে 'জার্মান মতাদর্শ' গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হল এবং বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের মূল বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হল। মার্কস-এঙ্গেলস চূড়ান্তভাবে বললেন, "সমাজতন্ত্র কল্পনাবিলাসীদের আবিষ্কার নয়, আধুনিক সমাজে উৎপাদন শক্তির বিকাশের শেষ লক্ষ্য ও বাঞ্ছিত ফলশ্রুতি।"

ভবিষ্যৎ সাম্যবাদী সমাজের একটি রেখাচিত্রও মার্কস-এঙ্গেলস 'জার্মান মতাদর্শ' গ্রন্থে উপস্থিত করেছিলেন। সাম্যবাদী সমাজ হবে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের হাতিয়ারগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না, সম্পত্তি থাকবে সমাজের নিয়ন্ত্রনে। শ্রেণী বিভাগ থাকবে না অর্থাৎ একটি শ্রেণীর উপর আরেকটি শ্রেণীর রাজনৈতিক আধিপত্য থাকবে না এবং এই ধরনের আধিপত্যের জন্য কোন রাষ্ট্রযন্ত্রও থাকবে না। শহর ও গ্রাম, কায়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে কোন বৈষম্যের অস্তিত্ব রইবে না। সমাজ হয়ে উঠবে সমস্ত মানুষের মিলনকেন্দ্র। মানুষের নিজের ও চেতনার রূপান্তর ঘটে যাবে কর্মকাণ্ডের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে। এইভাবে মার্কস-এঙ্গেলস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব ও কমিউনিস্ট সমাজের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। এঙ্গেলস বিভিন্ন সময় মার্কসের দুটি ঐতিহাসিক অবদানের বিষয় উল্লেখ করেছেন—এক, ইতিহাসের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং দুই, উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব। 'জার্মান মতাদর্শ' গ্রন্থটি মার্কস-এঙ্গেলসের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে। ১৮৫৯ সালে 'রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনার ভূমিকা' গ্রন্থে মার্কস এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে লিখেছিলেন, "আমরা স্বেচ্ছায়

পাণ্ডুলিপিটি ইঁদুরের মুখে কুটুর কুটুর সমালোচনার জন্য ফেলে রেখেছিলাম কেননা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের কাছে সবকিছু স্পষ্ট করে তোলা এবং আমরা তাতে সফল হয়েছিলাম।"

৩

তত্ত্বগত নিশানা তো স্থির হল, এবার মার্কস-এঙ্গেলসের সামনে লক্ষ্য তত্ত্বের সঙ্গে কর্মজগতের মিলন সাধন। তাঁদের তত্ত্বের প্রয়োগ সফল করতে পারেন একমাত্র শ্রমজীবী মানুষ, কিন্তু তাঁরা তো লেখা পড়া জানেন না। অথচ তাঁদের কাছে এই বিজ্ঞানকে পৌঁছে দিতেই হবে। প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা একাজ করতে পারেন। তাঁদের সে কাজ করতে হবে শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে। শ্রমিক সংগঠনগুলির চিন্তাধারার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের তত্ত্বের অনুপ্রবেশ ঘটাতেই হবে। তাঁদের মত রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থী প্রবাসীদের পক্ষে নিজস্ব চিন্তাধারা অনুসারে সংগঠন গড়ে তোলা সহজ কাজ নয়। তাই মোটামুটি সম মনোভাবাপন্ন বন্ধুদের নিয়ে 'কমিউনিস্ট যোগাযোগ কমিটি' গড়ে তুললেন। মার্কসের বিশ্বাস ছিল সমস্ত দেশের গণতান্ত্রিক ও সমাজবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে একটি সর্বাত্মক আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট প্রচারকেন্দ্র সংগঠিত করা যাবে। এই প্রচার কেন্দ্রই ধীরে ধীরে একটি কমিউনিস্ট কর্মসূচী সামনে রেখে দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করতে পারবে।

'কমিউনিস্ট যোগাযোগ কমিটি'র ব্রাসেলস কেন্দ্রের প্রধান কর্ণধার হলেন মার্কস, এঙ্গেলস ও ফিলিপ গিগোৎ। খুব অল্প দিনের মধ্যেই তাঁদের ঘিরে প্রবাসী জার্মান কমিউনিস্টদের অনেকেই সমবেত হলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম সাইলেসিয়ার তাঁতী, ছোট চাষী ও শ্রমিকদের আইনগত উপদেষ্টা ভিলহেল্‌ম ভোল্‌ফ। প্রুশিয় পুলিশের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়িয়ে ভোল্‌ফ ব্রাসেলসে এসে মার্কস-পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে মার্কস তাঁর 'দি ক্যাপিটালে'র প্রথম খণ্ড তাঁকেই উৎসর্গ করেছিলেন। অন্যান্য যাঁরা প্রথম সারিতে ছিলেন তাঁরা হলেন সাংবাদিক সেবেস্তিয়ান জাইলার, ফার্ডিনাণ্ড ভোল্‌ফ, লুইস হাইলবার্ক, ভিলহেলম ভাইটলিঙ্ক, জেনী মার্কসের ভাই এডগার ফন ভেস্টফালেন, ইওজেফ ভেডেমেয়ার প্রমুখ।

অচিরেই ব্রাসেলস কেন্দ্রের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হল। ইংলণ্ডের চার্টিস্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সমাজতন্ত্রীরা ও জার্মানীর সমাজবাদী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলসের যোগাযোগ নিয়মিত হয়ে উঠল। বিশেষ করে লণ্ডন ও প্যারিসের 'লীগ অফ জাস্টে'র সদস্যদের কাছে মার্কস 'কমিউনিস্ট

যোগাযোগ কেন্দ্র' স্থাপনের প্রস্তাব রাখলেন। সম্মতিও জানালেন বিভিন্ন দেশের লীগের গোপন সংগঠনের নেতারা। ধীরে ধীরে লণ্ডন, প্যারিস, কোপেনহেগেন, লা হাভর, কোলোন, এলবের ফেলট, হামবুর্গ, লাইপজিগ প্রভৃতি বহুস্থানে 'কমিউনিস্ট যোগাযোগ কমিটি' গঠিত হল। আর এই সবগুলির সঙ্গে মূল যোগাযোগ কেন্দ্র হল ব্রাসেলসের কমিটি। মার্কসের সামনে তখন বড় সমস্যা ভাইটলিঙ্ককে ঘিরে। শ্রমিকের ঘরের এই তাত্ত্বিক মানুষটি তখনও কাল্পনিক সাম্যবাদের ধ্যানধারণার মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু তাঁর আত্মত্যাগ ও গভীরতার জন্য মার্কস তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি ভাইটলিঙ্ককে নিজের মতে আনবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। ১৮৪৬ সালের ৩০ মার্চ ব্রাসেলস কমিটির অধিবেশন বসল। ভাইটলিঙ্ক জানালেন জার্মানীতে কমিউনিস্ট বিপ্লব আসন্ন, এর জন্য শ্রমিক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, সংগঠন বা প্রণালীবদ্ধ কাজের প্রয়োজন নেই, একমাত্র প্রয়োজন উদ্যম। আর এটুকু সৃষ্টি হলেই বিপ্লব সফল হবে। মার্কস তাঁকে বুঝালেন এটা আত্মহননের পথ। এই সংকীর্ণপথে অগ্রসর হলে বিপ্লব শুধু ব্যর্থ হবে তাই নয়, হতাশা সৃষ্টি হবে, অবৈজ্ঞানিক কাজ করা হবে। বস্তুবাদী মার্কস বিশ্লেষণ করে দেখালেন জার্মানীর আগামী বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী নয়, প্রথমে বুর্জোয়ারাই ক্ষমতাসীন হবে। মার্কসের বিশ্লেষণ অন্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও ভাইটলিঙ্ককে জয় করতে পারল না। তিনি ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেক দূরে সরে গেলেন।

একদিকে ভাইটলিঙ্কের সংকীর্ণ চিন্তাভাবনা ও অপর দিকে জার্মানীতে গজিয়ে ওঠা 'খাঁটি সমাজতন্ত্রী'দের অবৈজ্ঞানিক পদক্ষেপের ফাঁদ থেকে বিপ্লবের সৈনিকদের রক্ষা করা এক সংগ্রাম হয়ে উঠল। কেননা এই সব মতাদর্শ যদি সোচ্চার হয়ে উঠতে পারে তাহলে শ্রেণী হিসেবে শ্রমজীবী জনগণ শক্তিহীন হয়ে পড়বে। লণ্ডন থেকে মার্কসের কাছে প্রেরিত এক প্রতিবেদনে ভাইটলিঙ্কের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলা হল। আরও বলা হল বিপ্লব আদেশমাফিক হয় না, এটা একটা সামাজিক প্রক্রিয়া। দেখা গেল মার্কস-এঙ্গেলসের বক্তব্যের সঙ্গে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলির বিপ্লবী নেতাদের ধ্যানধারণার মিল হচ্ছে। দর্শনের সঙ্গে কর্মের নতুন অভিযান শুরু হল।

মার্কস তাঁর 'জার্মান-ফরাসী ইয়ার বুক' পত্রিকায় ঘোষণা করলেন 'জার্মানীতে যে অবস্থা চলছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ।' বিদেশে থাকলেও তাঁর দৃষ্টি পড়ে থাকত মাতৃভূমির দিকে। তাঁর বিশ্বচিন্তা মাতৃভূমিকে উপেক্ষা করে নয়। জার্মানীতে সাধারণ মানুষের মধ্যে সামান্যতম চঞ্চলতাও তাঁকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত করে তুলত। তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল কবে তাঁর দেশের মানুষ সামন্তপ্রভুদের উচ্ছেদ করে

এক ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক জার্মানী গড়ে তুলবে। ১৮৪৭ সালে তিনি দেখতে পেলেন আশার আলো, কেননা সাধারণ মানুষ ক্রমশ বেশী সংখ্যায় সামন্তবিরোধী আন্দোলনে সমবেত হচ্ছে।

১৮৪৫-৪৬ সালে জার্মানীতে দেখা দিল দুর্ভিক্ষাবস্থা। ফসল ভাল না হওয়া ও বণ্টন ব্যবস্থার গুরুতর বৈষম্যের কারণে সাধারণ মানুষ অনাহারে অনশনে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে থাকে। এইসব ইতস্তত বিদ্রোহ দমন করতে সরকার থেকে সৈন্য নামান হয়। কৃষিক্ষেত্রে সংকটের সঙ্গে যুক্ত হল শিল্পে সংকট তথা সামগ্রিক আর্থিক সংকট। ১৮৪৭ সালে ইংলণ্ডে যে অর্থ-সংকট দেখা দেয় তার ঢেউও এসে পড়ে জার্মানীর মাটিতে। অর্থনৈতিক সংকট অনিবার্য কারণেই ক্রমশ রাজনৈতিক সংকটের রূপ গ্রহণ করতে থাকে। নবীন পুঁজিপতি বা বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে রাজার শুরু হয়ে গেল দ্বন্দ্ব। দুর্ভিক্ষাবস্থায় রাজ-কোষাগার শূন্য—অর্থ চাই। অর্থ কে দিতে পারে? পুঁজিপতিরা। কিন্তু পুঁজিপতিরা সহযোগিতা কেন করবে? সরকারে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে রাজা বঞ্চিত করেছে। সুতরাং পাঁকে পড়ে রাজার-পীরিতি বুর্জোয়ারা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করে নি। সামন্ত প্রভুদের সঙ্গে বুর্জোয়াদের প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে পরিপক্কতার দিকে নিয়ে গেল। পুরানো পদ্ধতিতে শাসন করা সামন্ত শ্রেণী ও রাজার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। কেননা পুরানো শাসন ব্যবস্থা শ্রমিকশ্রেণীর কাছে বাতিল যোগ্য হয়ে গেল।

প্রশ্ন দেখা দিল সামন্ত ও বুর্জোয়াদের মধ্যে দ্বন্দ্বে শ্রমিক শ্রেণী কার পক্ষ অবলম্বন করবে? কিংবা যেহেতু উভয়েই শ্রমিক শ্রেণীব শত্রু একযোগে উভয়কেই আঘাত করবে? জোর বিতর্ক হতে লাগল। তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন, বর্তমান বাস্তব অবস্থায় জার্মানীতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবই একমাত্র সম্ভব এবং সামন্তদের অধিকার থেকে বুর্জোয়া শ্রেণীই শাসন ক্ষমতা দখল করতে পারে। এটি একটি ধাপ। এই ধাপের পিছনেই রয়েছে প্রোলেতারিয় অর্থাৎ শ্রমিক বিপ্লব। এই জটিল পরিস্থিতিতে রণকৌশল বাস্তবে রূপায়িত কবতে পারে একমাত্র বিপ্লবী পার্টি। এই বিপ্লবী পার্টি ছাড়া শ্রমিকশ্রেণী কোনমতেই বাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। অতএব শ্রমিক শ্রেণীর একটি অগ্রগামী পার্টি গড়ে তুলতে হবে। মার্কস পরিকল্পিত এই পার্টির নাম হল কমিউনিস্ট লীগ।

খাঁটি সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে তাত্ত্বিক সংগ্রাম শেষ না হতেই আর এক বিপদ দেখা দিল পিয়ের ইওসেফ প্রুঁধোর কাছ থেকে। তাঁর চিন্তাধারা ফরাসী, বেলজিয়াম, ইতালী ও স্পেনের শ্রমজীবী ও পেটিবুর্জোয়াদের মধ্যে বেশ ভালরকম প্রভাব

বিস্তার করেছিল। প্রুঁধোবাদ নামে এক মতবাদ বেশ চালু হয়ে গিয়েছিল। স্বভাবতই মার্কসের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ হল। দরিদ্র ঘরের সন্তান ও ছাপাখানার কম্পোজিটার প্রুঁধোর সঙ্গে মার্কসের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৮৪৪ সালে এবং তাঁদের সম্পর্ক বেশ বন্ধুত্বপূর্ণও হয়েছিল। প্রুঁধোর প্রথম গ্রন্থ 'সম্পত্তি কী' (What is Property) প্রকাশিত হয় ১৮৪০ সালে। এই গ্রন্থে তিনি বলেন, সম্পত্তি হল চৌর্যবৃত্তির ফল। বৈজ্ঞানিকভাবে দেখলে গ্রন্থটির বিশ্লেষণ খুবই ভাসাভাসা, কেননা নীতিগতভাবে উৎপাদনের হাতিয়ারগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার বিষয়টি তিনি উপেক্ষা করেছেন এবং পুঁজিবাদের বিকাশের প্রক্রিয়াও তিনি অনুধাবন করতে পারেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কস রচনাভঙ্গি ও আন্তরিক অনুভবের জন্য তাঁকে মর্যাদাই দিয়েছেন। মার্কসের আশা ছিল ক্রমশ দার্শনিক জ্ঞানবুদ্ধির সূত্রে প্রুঁধো তাঁর ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে পারবেন এবং ফরাসী শ্রমজীবী মানুষের একজন তাত্ত্বিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। তাই ব্রাসেলসে থাকাকালীন চিন্তাধারার উন্নয়নে ও হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব বুঝতে মার্কস তাঁকে সাহায্য করেছিলেন এবং ১৮৪৬ সালে ফরাসী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিনিধি হিসেবে ব্রাসেলসের সংযোগ কমিটিতে যোগ দিয়ে দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু প্রুঁধো এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন এই যুক্তিতে যে, মার্কসের কমিউনিস্ট মতাদর্শ 'হত্যা সংঘর্ষ হিংসা' নিয়ে আসবে। বরং বিপরীত দিকে তাঁর মত হল উপর থেকে ক্রমান্বয়ে সমাজের সংস্কার সাধন সম্ভব হবে। প্রুঁধোর উদ্ভট কল্পনা ছিল যে ছোট ছোট কলকারখানার মালিক, কারিগর, ছোট ব্যবসায়ী ও শ্রমিকরা মিলে সমিতি গঠন করে বৃহৎ পুঁজিপতিদের বৃহৎ সম্পত্তি কিনে নিতে পারবে এবং সবাই মিলেমিশে এক রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে ছোট পুঁজির প্রতিযোগিতায় ছোট পুঁজির যে কী হাল হবে তা প্রুঁধোর চিন্তায় আসে নি। তাঁর এই সব চিন্তাধারা সম্পর্কে এঙ্গেলস প্যারিসে ইতিমধ্যেই সংগ্রাম শুরু করেছিলেন এবং ব্রাসেলসে মার্কসকে অবহিত রেখেছিলেন।

প্রুঁধো তাঁর মতাদর্শ আরও স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করলেন 'দারিদ্র্যের দর্শন' (The Philosophy of Poverty) গ্রন্থে। তিনি প্রায় দাবী করে বসলেন যে দর্শন ও রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্পর্কে তিনি এই গ্রন্থে বেদবাক্য বলে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি হেগেলের দার্শনিক মতবাদ ও ইংরেজ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ স্মিথ ও রিকার্ডো থেকেও কার্যত কয়েক ধাপ পিছিয়ে থাকলেন। অবৈজ্ঞানিক ও কল্পনা বিলাসিতা সত্ত্বেও সামাজিক সমস্যাবলীর সরল সমাধান হিসেবে এই মতাদর্শ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। মার্কস প্রমাদ গুনলেন এই মতবাদ যদি শ্রমিকশ্রেণীর

মধ্যে স্থান করে নেয় তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীনভাবে সংগ্রাম ব্যাহত হবে, সংস্কারপন্থার মধ্যে বিপ্লবের অভিনব পথ হারিয়ে ফেলবে। ফলে মার্কসকে প্রুঁধোর বিরুদ্ধে শক্ত হাতে কলম ধরতেই হল। প্রুঁধোর 'দারিদ্র্যের দর্শন' গ্রন্থের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক শিরোনামে মার্কস লিখলেন 'দর্শনের দারিদ্র্য' (The Poverty of Philosophy) গ্রন্থ। এই গ্রন্থ লেখার আগে এঙ্গেলস ও আনেনকভকে লিখিত কয়েকটি পত্রে ভূমিকা স্বরূপ নিজের বক্তব্য আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, প্রুঁধো পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক উৎস, প্রকৃতি ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে, সাধারণভাবে সামাজিক বিকাশের নিয়মগুলি বুঝতে এবং সর্বহারাশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। আর এই ব্যর্থতা অজ্ঞতাবশত নয়। মার্কস বললেন, "মিঃ প্রুধো আপাদমস্তক একজন পেটিবুর্জোয়া দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ।" 'দর্শনের দারিদ্র্য' লিখতে গিয়ে 'জার্মান মতাদর্শ' গ্রন্থে যে বিষয়গুলি আলোচনা করেছিলেন তা আরও সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত করলেন। দার্শনিক হিসেবে মার্কস ইতিমধ্যেই বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এই গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি অর্থনীতিবিদ হিসেবে কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেন। 'অর্থনৈতিক সম্পর্ক' 'সামাজিক সম্পর্ক' ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহার করে তিনি উৎপাদনের হাতিয়ারগুলির উপর মালিকানার বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের পার্থক্য নির্দেশ করলেন এবং সঙ্গে দ্বান্দ্বিক-প্রগতি তত্ত্ব কিভাবে কাজ করছে তা দেখালেন। তিনি শুধু প্রুঁধোর সঙ্গে বিতর্কে সীমাবদ্ধ থাকলেন না সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদের অবসান ও শ্রমিক শ্রেণীর রাজত্ব কি ভাবে কায়েম হবে তার রণকৌশলও উপস্থিত করলেন। তিনি দেখালেন শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রাম, ধর্মঘট, শ্রমিক সংগঠন কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে রাজনৈতিক সংগ্রামে উত্তরণের ক্ষেত্রে। তিনি আরও বললেন, অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রাম অবিচ্ছিন্ন এবং শ্রমিক শ্রেণীর পূর্ণমুক্তি সম্ভব একমাত্র রাজনৈতিক সংগ্রামের পথে বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক শাসন থেকে উচ্ছেদ করার মাধ্যমে। এই গ্রন্থকে বলা চলে মার্কসের 'দি ক্যাপিটাল' গ্রন্থের ভ্রূণ স্বরূপ। ১৮৮০ সালে মার্কস নিজেই বলেছিলেন, "বিশ বছরের পরিশ্রমে 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে যে তত্ত্ব বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত করেছি তাঁর বীজ সন্ধান করে পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে।"

৪

১৮৪৬ সালের শেষ দিকে প্যারিস ও লণ্ডনের সংসংঘের (লীগ অফ জাস্ট) সভ্যদের অনেকেরই মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। 'কাল্পনিক সমাজবাদ', 'খাঁটি

সমাজবাদ' ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁদের মোহমুক্তি ঘটে গেছে, কেননা তাঁরা দেখলেন এই সব মতবাদের দ্বারা শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তব সমস্যাগুলির সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের পথে অগ্রসর হতে হলে মার্কস-এঙ্গেলসের মতাদর্শই শ্রেয়তর। সৎসংঘের লণ্ডনের নেতারা অন্যান্যদের সঙ্গে মিলে স্থির করলেন একটা কংগ্রেস ডাকা হবে। ১৮৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইওজেফ মল লণ্ডনের লীগের পক্ষ থেকে মার্কসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সহমত প্রকাশ করলেন এবং লীগের পুনর্গঠনে মার্কস-এঙ্গেলসের সহায়তা প্রার্থনা করলেন। প্রথমে মার্কসের কিছু আপত্তি ছিল, কেননা 'সংসঙ্ঘ' সম্পর্কে তাঁর খুব বেশী ভরসা ছিল না। যখন আশ্বাস পেলেন যে, তাঁর নির্দেশিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে এবং তাঁদের চাহিদা অনুসারে সংগঠনের পুনর্গঠন করা হবে তখন কংগ্রেসে এবং সংগঠনে যোগ দিতে স্বীকৃত হলেন। অর্থাভাবে তিনি নিজে প্রথম কংগ্রেসে যোগ দিতে না পারলেও ব্রাসেলসের প্রতিনিধি হিসেবে ভিলহেলম ভোলফ্ এবং প্যারিসের প্রতিনিধি হিসেবে এঙ্গেলসকে পাঠালেন এবং এঁদের দুজনের উপরেই সম্মেলনকে সঠিক পথে পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তাঁরা সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনও করলেন।

এই কংগ্রেস থেকেই নতুন সংগঠনের নাম হল 'কমিউনিস্ট লীগ'। এই সংগঠনে মার্কস-এঙ্গেলস যোগ দিয়েছিলেন এই শর্তে যে 'নেতৃত্বের প্রতি অন্ধ আনুগত্য আশ্রয় পায় এমন সমস্ত বিধি গঠনতন্ত্র থেকে বাদ দিতে হবে।' তাঁদের মতে আনুগত্য হবে শ্রেণী-আনুগত্য। গঠনতন্ত্রের মূল দৃষ্টিভঙ্গি মার্কস-এঙ্গেলস নির্ধারণ করলেন। 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা'র নীতির ভিত্তিতে বিপ্লবী সংগঠনের নিম্নতম স্তর থেকে কেন্দ্রীয় স্তর পর্যন্ত কেমন হবে তাও নির্দেশ করলেন। কমিউনিজম হবে মূল লক্ষ্য সুতরাং আদর্শ কমিউনিস্ট হওয়ার রূপরেখাও রচিত হল। লীগের লক্ষ্য হিসেবে বলা হল—"বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করে শ্রমিকশ্রেণীর শাসন, শ্রেণী বিরোধিতার ওপরে প্রতিষ্ঠিত পুরনো বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার বিলোপ এবং শ্রেণীহীন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিহীন নতুন সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।" 'সকল মানুষ ভাই ভাই' এই পুরনো স্লোগানের পরিবর্তে নতুন স্লোগান গ্রহণ করা হল 'দুনিয়ার মজদুর এক হও।' কমিউনিস্ট লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের ভিত্তিতে প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠল। আর এই সংগঠনের মাধ্যমেই মার্কসবাদের জয়যাত্রা শুরু হল।

কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সংগঠন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে মার্কস ব্রাসেলস সহ সর্বত্র স্থানীয় কমিটি গঠনের আহ্বান জানালেন এবং দ্রুত বিভিন্নস্থানে কমিটি গঠিত হয়ে গেল। শুধু পার্টি সংগঠন নয় মার্কস অনুভব করলেন ব্যাপক জনসংযোগের উদ্দেশ্যে

গণসংগঠনও গড়ে তুলতে হবে। ১৮৪৭ সালের আগস্ট মাসে এঙ্গেলসের সহযোগিতায় 'ব্রাসেলস জার্মান শ্রমিক সমিতি' স্থাপন করলেন। অবৈধ পার্টির পরিচালনায় এটি হল বৈধ গণসংগঠন। প্রতি বুধবার ও শনিবার এই সমিতির বৈঠক বসত। বুধবারের বৈঠকে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা হত এবং শনিবারের বৈঠকে প্রথমে ভিলহেলম ভোলফ্ সারা সপ্তাহের রাজনৈতিক পর্যালোচনা করতেন, তারপর নাচ গান নাট্যাভিনয় ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। সমিতির সভ্যদের স্ত্রীরা এই সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন। কয়েকটি সভায় জেনী মার্কসের কবিতা আবৃত্তি খুবই প্রশংসিত হয়েছিল।

মার্কসের তত্ত্বাবধানে এই শ্রমিক সমিতি সাম্যবাদ-চর্চার বিদ্যালয়ের রূপ গ্রহণ করেছিল। অপরদিকে প্রত্যক্ষত শ্রমিকদের মধ্যে নিয়মিত বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের চর্চা মার্কসের কাছেও গবেষণাগারে কাজ করার মতো হয়েছিল। তাঁর এই অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদর্শনে খুবই সহায়ক হয়েছিল। উনত্রিশ বছর বয়স্ক মার্কস শ্রমিকদের মধ্যে এত প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে সকলে তাঁকে ডাকতেন 'প্যার মার্কস' বা 'পিতা মার্কস'।

জার্মানীর আসন্ন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা অন্যান্য ইয়োরোপীয় বিপ্লবী অভ্যুত্থানের পিছনে কমিউনিস্ট লীগের পৃষ্ঠপোষকতামূলক ভূমিকা সম্পর্কে মার্কস খুবই সচেতন ছিলেন। তিনি মনে করতেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদে রয়েছে প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক যুগকে যথার্থভাবে বুঝতে পারার হদিস। এখন জরুরী হল সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে, সমকালীন ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নীতির প্রয়োগ। আসন্ন বিপ্লবের জন্য বৈজ্ঞানিক রণনীতি ও রণকৌশলে সজ্জিত করতে হলে নতুন কমিউনিস্ট লীগ ও সমগ্র শ্রমজীবী জনগণকে এই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নীতিতে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। জার্মান শ্রমিক সমিতিতে প্রদত্ত মার্কসের ভাষণগুলি ভেডেমেয়ার দ্বারা অনুলিখিত হয়ে 'মজুরি, শ্রম ও পুঁজি' নামেপ্রকাশিত হয় ১৮৪৯ সালে। অনেকগুলি ধারাবাহিকভাবে 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্' পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। 'দর্শনের দারিদ্র্য' গ্রন্থের পর অর্থনীতি নিয়ে এটি মার্কসের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

কিন্তু আশু প্রয়োজন একটি পত্রিকার। চতুর্দিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে অথচ পত্রিকার অভাবে সমস্ত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ উপস্থিত করা যাচ্ছে না। লণ্ডনের কেন্দ্রীয় কমিটি ব্রাসেলস কমিটির মুখাপেক্ষী হয়ে আছে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত গঠনের ক্ষেত্রে। পত্রিকা প্রকাশের মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই। এমতাবস্থায় 'ডয়েৎশে ব্রাসেলের-ৎসাইটুঙ্' নামে একটি দ্বিসাপ্তাহিকী পত্রিকার

সঙ্গী সাথীসহ মার্কসের লেখার সুযোগ এসে গেল। মার্কস-এঙ্গেলস উভয়েই এখানে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখলেন। অল্পদিনের মধ্যেই কার্যতঃ মার্কস এই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাজ করতে লাগলেন। পত্রিকাটি ১৯৪৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চলেছিল, তারপর বন্ধ হয়ে যায়। তাত্ত্বিক গভীরতার সঙ্গে প্রচারমূলক প্রবন্ধ কীভাবে লিখতে হয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখলেন মার্কস-এঙ্গেলস।

পার্টি সংগঠন ও শ্রমিকদের গণসংগঠন সংগঠিত করার পাশাপাশি মার্কস অনুভব করেছিলেন, বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদেরও কাছে টানা দরকার। কমিউনিস্ট ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের একটি যৌথ ফ্রণ্টে সমবেত করা যায় কিনা তার চেষ্টা করতে লাগলেন মার্কস। তিনি সঙ্গীদের নিয়ে 'ব্রাসেলস গণতান্ত্রিক সমিতিতে' যুক্ত হলেন। অল্প-দিনের মধ্যেই সংকীর্ণতার ঊর্ধে তাঁর গণতান্ত্রিক মতামতের জন্য সমিতির সহসভাপতি পদে বৃত হলেন। সমিতিটি ব্রাসেলসের হলেও দেশ বিদেশের প্রখ্যাত কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবীরা এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ফলে এই সমিতি আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হয়ে ওঠে। এই ব্যাপক ফ্রন্ট বেলজিয়াম, প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সরকারগুলির চোখের ঘুম কেড়ে নিল, কেননা স্বৈরাচারীদের পক্ষে ব্যাপক গণতান্ত্রিক মোর্চা বড় ভয়াবহ। অতএব বার্লিন সরকার ব্রাসেলস থেকে মার্কসকে বিতাড়িত করার জন্য উঠে পড়ে লাগল।

ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট লীগের দ্বিতীয় কংগ্রেস জরুরী হয়ে পড়ল। জার্মানী ও সুইজারল্যাণ্ডের কোন কোন সংকীর্ণতাবাদী সদস্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের রাজনৈতিক লাইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে লাগলেন। শ্যাপার, মল ও বয়ার স্থির করলেন একমাত্র কংগ্রেসের অধিবেশনের মাধ্যমেই এইসব সমস্যার সমাধান করা যাবে। ২৯ নভেম্বর থেকে ১৫ দিন ব্যাপী লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হল দ্বিতীয় কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে যে কর্মসূচীটি আলোচিত হবে তা রচনা করলেন এঙ্গেলস এবং লণ্ডনে যাওয়ার পথে ওসটেণ্ড-এ মার্কসের সঙ্গে মিলিত হলেন এঙ্গেলস খসড়াটি উপস্থাপনার আগে ঘষামাজা করার উদ্দেশ্যে। কংগ্রেসে দুই বন্ধুর নেতৃত্ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। কংগ্রেসে জার্মান, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইংলণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, পোলাণ্ড প্রভৃতি স্থান থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দিলেন। শ্যাপার সভাপতি পদে এবং এঙ্গেলস সম্পাদক পদে নির্বাচিত হলেন। মার্কসের ব্যক্তিত্ব, যুক্তিপূর্ণ ভাষণ, বিশ্বভাণ্ডার তুল্য জ্ঞান, অসামান্য যুক্তিবত্তা উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। লণ্ডনের অন্যতম অগ্রগণ্য শ্রমিকনেতা ও পরবর্তীকালে মার্কস পরিবারের বন্ধু ফ্রাইডরিখ লেসনার মার্কস সম্পর্কে লিখলেন: "মার্কসকে যখনই আমি দেখলাম, এই মহান ব্যক্তির মহত্ব ও সার্বভৌমতা আমি অনুভব করলাম। একটি মাত্র অনুভূতি আমাকে অভিভূত করল, তাহল এমন নেতা

যখন পরিচালনার জন্য রয়েছেন তখন শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের জয় সুনিশ্চিত।" তিনি আরও লিখেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়: "মার্কস জন্মেছিলেন জনগণের নেতা হওয়ার জন্যে। তাঁর বক্তৃতা হত সংক্ষিপ্ত অথচ দৃঢ়যুক্তিবদ্ধ—বক্তৃতার যুক্তি সকলকে অভিভূত করত। একটিও বাহুল্য শব্দ তিনি বলতেন না। প্রত্যেকটি বাক্যে প্রকাশ পেত তাঁর চিন্তা। প্রত্যেকটি চিন্তা হয়ে উঠত তাঁর যুক্তিবিস্তারের ধারাসূত্রে এক একটি সংযোজক। মার্কসের মধ্যে কল্পনাবিলাস বিন্দুমাত্র ছিল না। যতই আমি ভাইটলিঙ্ক যুগের কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট ইস্তাহারের যুগের কমিউনিজমের পার্থক্য অনুধাবন করেছি ততই আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, মার্কস হচ্ছেন সমাজতান্ত্রিক চিন্তার পরিণত রূপটির প্রতিভূ।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কমিউনিস্ট ইস্তাহার ঃ ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র

১

১৮৪৭ সালে লণ্ডনে থাকাকালীন মার্কস-এঙ্গেলস কমিউনিস্ট লীগের কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব করা ছাড়াও আরও কিছু উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করেন। ব্রাসেলস গণতান্ত্রিক সমিতির পক্ষ থেকে মার্কস দায়িত্ব নিয়েছিলেন ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের। ১৮৩০ সালের পোলিশ অভ্যুত্থানের স্মরণে গণতন্ত্রীদের আহ্বানে অনুষ্ঠিত ১৮৪৭ সালের ২৯ নভেম্বরের সভাটি সেই সুযোগ এনে দিল। প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে এক যুগান্তকারী ভাষণে মার্কস পোলিশ জনগণের মুক্তি আন্দোলন ও অন্যান্য দেশের নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে সংগ্রামরত সর্বহারাদের সংহতির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার প্রধান প্রধান সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে জাতিতে জাতিতে সৌভ্রাতৃত্বের বুর্জোয়াবুলির ছলচাতুরি উদ্‌ঘাটন করে তিনি বলেন, জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই করে থাকে। বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয় নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তির ক্ষেত্রে সংকেতস্বরূপ। এঙ্গেলস তাঁর ভাষণে আরেকটু যুক্ত করে বলেন, "অন্য জাতির উপর শোষণ বজায় রেখে কোন জাতিই মুক্তি পেতে পারে না।"

একটি আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক কংগ্রেস আহ্বানের জন্য মার্কস ইংলণ্ডের নেতাদের কাছে প্রস্তাব দেন। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণকারী ও চার্টিস্ট আন্দোলনের নেতারা এই প্রস্তাবের প্রতি সানন্দে সমর্থন জানান। এখানেই চার্টিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা আর্নস্ট জোনসের সঙ্গে মার্কসের ঘনিষ্ঠতা হয়। এ ছাড়া জার্মান ওয়ার্কার্স এডুকেশানাল সোসাইটির সভায়ও মার্কস-এঙ্গেলস কমিউনিস্ট তত্ত্ব, রণনীতি ও প্রচার কৌশল সম্পর্কে একাধিক ভাষণ দেন। পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও ধর্মের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকাও এই সব আলোচনায়

১৮৪৭ সালের ১৩ ডিসেম্বর মার্কস লণ্ডন থেকে ব্রাসেলসে ফিরে আসেন, এঙ্গেলস ফেরেন কয়েকদিন পরে। কয়েকদিন ব্রাসেলসে থেকে এঙ্গেলস প্যারিসে যান, কিন্তু ১৮৪৮ সালের জানুয়ারী মাসের শেষে প্যারিস থেকে বিতাড়িত হয়ে আবার ব্রাসেলসে চলে আসেন। এই সময় মার্কস দিবারাত্র পাগলের মত পরিশ্রম করতে থাকেন।

পত্রিকার জন্য নিয়মিত লেখা, কমিউনিস্ট লীগের স্থানীয় কমিটি পরিচালনা, গণতান্ত্রিক সমিতি সংগঠিত করা, কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, নিয়মিত সভাসমিতিতে ভাষণদান ইত্যাদির মধ্যে নিজেকে সর্বক্ষণের জন্য নিমজ্জিত রাখেন। প্যারিস থেকে বহিষ্কৃত বাকুনিন ও জার্মান থেকে আগত ডঃ ডি. এস্টারকে গণতান্ত্রিক সমিতিতে তাঁরই উদ্যোগে গ্রহণ করা হয়। ২০ জানুয়ারী ১৮৪৮ তিনি একদল প্রতিনিধি নিয়ে ঘেণ্ট-এ গেলেন সমিতির একটি শাখা গঠনের উদ্দেশ্যে। কী পরিস্থিতিতে এঙ্গেলসকে প্যারিস থেকে বহিষ্কৃত করা হয় একটি সভায় এঙ্গেলস তা বিবৃত করেন। এই সভায় মার্কস সভাপতিত্ব করেন। এই সময়ে মার্কসের উল্লেখযোগ্য অবদান হল 'অবাধ বাণিজ্য' (free trade) সম্পর্কিত ভাষণটি। সমিতির একটি সভায় প্রদত্ত ভাষণটি এমনই গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল যে বক্তৃতার শেষে উপস্থিত সভারা সমস্বরে সমিতির তহবিল থেকে ভাষণটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। লেনিন এই ভাষণটি সম্পর্কে বলেন, "তিনি (মার্কস) তাঁর বিশ্লেষণ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে মুক্ত বাণিজ্য পুঁজির স্ফীতি ঘটানর স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কিছু নয়।"[১] এই ভাষণটি আরও গুরুত্বপূর্ণ একারণে যে এই ভাষণে সর্বপ্রথম মার্কস সৌভ্রাতৃত্বের নামে উপনিবেশিক শোষণের স্বরূপ উদঘাটন করেন এবং উপনিবেশের প্রতিরোধ সংগ্রামের রূপরেখা উপস্থাপিত করেন।

এইসব দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই জন্ম নিচ্ছিল এক মহা অমোঘ অস্ত্র দেশে দেশে শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে। সে অস্ত্র নির্মাণের দায়িত্ব পড়েছিল মার্কস-এঙ্গেলসের উপর কমিউনিস্ট লীগের কংগ্রেস থেকে। অস্ত্রটি হল কমিউনিস্ট লীগের ঘোষণাপত্র। পৃথিবীর ইতিহাসে এই ঘোষণাপত্র 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার' নামে পরিচিত অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের জন্ম পত্রিকা। কংগ্রেস কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েই মার্কস এঙ্গেলস লণ্ডনে বসেই কাজ শুরু করেন অন্যকাজের ফাঁকে ফাঁকে। তারপর ব্রাসেলসেও কয়েকদিন লেখার কাজ চালান দুজনে অর্থাৎ এঙ্গেলসের প্যারিসে চলে যাওয়া পর্যন্ত। এঙ্গেলস চলে গেলে পুরো একমাস মার্কস গভীর পরিশ্রমে প্রতিটি শব্দ ও বাক্য ওজন করে করে এমন সুসংহত ও আঁটোসাঁটো ভাষায় মাত্র তেইশ পৃষ্ঠায় পুস্তিকাটি রচনা করলেন যা এক বিস্ময়কর ঘটনা। এত অল্প পরিসরে ইতিহাসের কাল পরম্পরায় বিশ্লেষণসহ বিপ্লবের ভবিষ্যৎ নিশানা ও কর্মসূচী এমন মুন্সিয়ানার সঙ্গে রচিত হল যা অগ্নিগর্ভ সম্ভাবনা নিয়ে বিশ্বজগতে তোলপাড় সৃষ্টি করে দিল। এঙ্গেলস রচিত 'প্রিন্সিপিলস্ অফ কমিউনিজম' বৃহৎ প্রবন্ধটি এবং মার্কস-এঙ্গেলসের এতাবৎ কালের সমস্ত জ্ঞান ও গবেষণার মহনীয় ফলশ্রুতি এই

---

১. সংগৃহীত রচনাবলী—লেনিন। ২য় খণ্ড পৃঃ ২৬।

ইস্তাহার। ইস্তাহারের পাণ্ডুলিপির একটি পাতা মাত্র পরবর্তীকালে উদ্ধার করা গেছে যা থেকে লক্ষ্য করা গেছে কী দারুণ সতর্কতা ও যত্নের সঙ্গে মার্কস রচনার কাজ করেছেন। বারবার সঠিক শব্দের সন্ধানে কাটাকুটি করেছেন, পরিবর্তন করেছেন যতক্ষণ না মনের মত হয়েছে।

২

১৮৪৮ সালের জানুয়ারীর শেষে পাণ্ডুলিপি রচনার কাজ শেষ হয় এবং কেন্দ্রীয় কমিটির বারবার তাগিদের পর লণ্ডনে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মুদ্রণের ব্যাপারে উদ্যোগী হলেন লেসনার এবং প্রুফ সংশোধন করলেন শ্যাপার। আর ছাপা হল কমিউনিস্ট লীগের সদস্য জে. ই. বুর্গহার্ডের ছাপাখানায়। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষদিকে এক হাজার কপি প্রকাশিত হলে তা প্যারিস ও জার্মানীতে পাঠান হয় এবং কিছু কপি অন্যান্য দেশে যায়। মে মাসে ঐ একই প্রেস থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 'ডয়টসে লণ্ডনার ৎসাইটুঙ্গ' পত্রিকায় ১৮৪৮ সালের মার্চ থেকে জুলাই মাসে ধারাবাহিকভাবে ইস্তাহার মুদ্রিত হল। অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষায় অনুবাদের প্রচেষ্টা চলতে থাকে পাশাপাশি। ১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ সালের মধ্যে ফরাসীতে চারবার অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ইতালীয় ও স্প্যানিশ ভাষায়ও অনূদিত হয় ১৮৪৮ সালে।

এঙ্গেলসের তত্ত্বাবধানে ১৮৪৮ সালের এপ্রিল মাসে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের ইংরাজী অনুবাদ করেন শ্রীমতী হেলেন ম্যাকফারলেন এবং দুবছর বাদে ১৮৫০ সালে হার্নে সম্পাদিত চার্টিস্ট আন্দোলনের মুখপত্র 'রেড পাবলিকেশান'-এ মুদ্রিত হয়। প্রথম এই মুদ্রণে লেখক হিসেবে মার্কস ও এঙ্গেলসের নাম মুদ্রিত হয়। এর আগে কোন সংস্করণেই লেখক হিসেবে কারও নাম ছাপা হয় নি। ১৮৪৮ সালের মধ্যেই ডেনিশ ও পোলিশ সংস্করণ প্রকাশ হয়ে যায়। সুইডিশ সংস্করণ প্রকাশ করেন কাল্পনিক সমাজবাদী গোট্রেক। অতি অল্পদিনের মধ্যেই শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেশে দেশে 'কমিউনিস্ট ইস্তাহারে'র জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৯০ সালে এঙ্গেলস সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছিলেন, "মোটের উপর ইস্তাহারের ইতিহাস ১৮৪৮ সাল থেকে সাম্প্রতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাস প্রতিফলিত করে।"[১] ইস্তাহারের উল্লেখযোগ্য অনুবাদকদের মধ্যে রয়েছেন স্প্যানিস ভাষায় জোস মেসা, হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় বিপ্লবী লিওফ্রাঙ্কেল, রুশ ভাষায় প্রথমে বাকুনিন ও পরে জর্জি প্লেখানভ, বুলগেরীয় ভাষায়

১. মার্কস-এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১০৩

সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ডিমিট্রি ব্লাগোয়েভ, উল্লেখযোগ্য বলশেভিক প্রচারবিদ্ ভাক্লাভ ভরোভস্কি, হাঙ্গেরীয় কমিউনিস্টদের নেতা বেলা কুন প্রমুখ। ১৮৯৩ সালে সামাবাতে থাকাকালীন ভি. আই. লেনিন রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন এবং স্থানীয় বিপ্লবী পাঠচক্রগুলিতে আলোচনাসহ পাঠ করেন। এই পুস্তিকার প্রভাব যেমন দেশে দেশে বিপ্লবীদেব মধ্যে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল তেমনি চরম আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল সমস্ত রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে। তাঁদের চোখে কমিউনিস্ট ইস্তাহাব পাঠ কবাই অপবাধ। তাই বেশীর ভাগ রাষ্ট্রেই বে-আইনী পথে ইস্তাহাবের প্রচাব হতে থাকে। এক কথায় এই ছোট্ট পুস্তিকা দুনিয়ার শোষকশ্রেণীর বুকে শক্তিশেলের মত বিদ্ধ করে এবং এই মৃত্যুবাণে আজও তারা জর্জরিত।

কমিউনিস্ট ইস্তাহাব বচনাব প্রেক্ষাপট বিভিন্ন লেখক পববর্তীকালে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা কবেছেন। জন লুইসের মতে 'দর্শনের দাবিদ্র্য' গ্রন্থে যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সূত্রপাত করেছিলেন কমিউনিস্ট ইস্তাহাবে তারই সুপরিণতি। দ্বিতীয় রুশ সংস্করণের মুখবন্ধে প্লেখানভ আর্নল্ড রুগেকে লেখা মার্কসের ১৮৪৩ সালের চিঠিতে ইস্তাহার রচনাব পূর্বসূত্র সন্ধান কবে পান। মার্কস রুগেকে লিখেছিলেন : "আজ পর্যন্ত দার্শনিকেরা তাঁদের ডেস্কের ওপবেই সমস্ত সমস্যার উত্তব খুঁজেছেন এবং বৈচিত্র্যহীন বাহ্য জগতেব কাল্পনিক জ্ঞানকে আগুনে পোড়া বুনো মোরগেব মত গলাধঃকরণ করার জন্য হাঁ করতে হয়েছিল। কিন্তু দর্শন এখন পার্থিব ব্যাপাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি ভবিষ্যতের গঠন এবং সর্বকালের জন্য শেষ সিদ্ধান্ত আমাদের ওপর নির্ভর না কবে, তবে বর্তমানে আমরা যা করতে পাবব সেগুলিই নির্দিষ্ট : আমি যা কিছু বর্তমান তার সম্পর্কে—নির্মম সমালোচনার উল্লেখ কবছি—নির্মম এই অর্থে যে সমালোচনার সিদ্ধান্ত হতে তার নিজের যেমন কোন ভয় নেই, এবং ভবিষ্যতে যা ক্ষমতাসীন হবে তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার ভয়ও তেমনি সামান্যই আছে।" এই মানসিকতার পটভূমিতেই কমিউনিস্ট ইস্তাহার রচিত হয়েছে বলে প্লেখানভের বিশ্বাস।

কমিউনিস্ট ইস্তাহার রচনার ইতিহাস সম্পর্কে পরবর্তীকালে যে যাই বলুন ১৮৮৫ সালে এঙ্গেলস রচিত 'জার্মান বৈপ্লবিক আন্দোলনের রূপরেখা'ই প্রামাণ্য। এই ইতিহাস অনুসরণেই বলা যায়, মার্কস ও এঙ্গেলসের তত্ত্ব ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের সম্মিলনই এই ইস্তাহার। আন্তর্জাতিক শ্রমিক বিপ্লবের মুখপাত্র বিপ্লবী সংগঠন 'কমিউনিস্ট লীগ'কে একটি অমোঘ হাতিয়ার দিয়ে শক্তিশালী করার অতি বাস্তব প্রয়োজনেই এই পুস্তিকার সৃষ্টি।

কমিউনিস্ট ইস্তাহার রচনা প্রসঙ্গে ১৮৭২ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় মার্কস-এঙ্গেলস লেখেন: "কমিউনিস্ট লীগ ছিল শ্রমিকদের এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, তখনকার অবস্থা অনুসারে তার গুপ্ত সমিতি হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ১৮৪৭ সালের নভেম্বরে লণ্ডনে এর যে কংগ্রেস বসে তা থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীদের উপর ভার দেওয়া হয়, পার্টির একটি বিশদ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কর্মসূচী রচনা করে প্রকাশের জন্য। ইস্তাহারটির উৎপত্তি হয় এইভাবে।" ধ্বংসাত্মক প্রচার মাধ্যম হিসেবে কোথাও এর তুলনা নেই; ধর্মীয় ইতিহাস ব্যতিরেকে পরবর্তী বংশধরদের ওপর এর প্রভাব অতুলনীয়; এর রচয়িতা যদি আর কিছু নাও লিখতেন, এই গ্রন্থই তার স্থায়ী গৌরব নিশ্চিত করে রাখত। ফরাসী বুদ্ধিজীবী বার্ট আঁদে এই পুস্তিকার ৭৬২টি সংস্করণের উল্লেখ করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় সমস্ত সংস্করণের সঠিক পরিসংখ্যান দেওয়া দুঃসাধ্য হলেও তিন সহস্রাধিকবার মুদ্রিত হয়েছে বলে প্রকাশ। মার্কস-এঙ্গেলসের বিভিন্ন সংস্করণের ভূমিকা ছাড়াও বহু চিন্তাবিদ বিভিন্ন ভাষার অনূদিত সংস্করণের ভূমিকা লিখেছেন। সেই সব ভূমিকায় সমকালীন রাজনৈতিক পটভূমি স্বাভাবিকভাবেই প্রাধান্য পেয়েছে।

কমিউনিস্ট ইস্তাহার এমন এক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত যে তার মূলনীতিগুলি আজও অপরিবর্তিত। যদিও ইস্তাহার রচনার পর মার্কসের জীবৎকালেই শিল্প ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি সংগঠনের অগ্রগতি, ফরাসীর ফেব্রুয়ারী বিপ্লব, প্যারী কমিউনের ঘটনা ইত্যাদি ঐতিহাসিক ধারাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। ফলে কিছু কিছু পরিবর্তন করার প্রয়োজনও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু মার্কস-এঙ্গেলস পরিবর্তন করেন নি। তাঁরা ১৮৭২ সালে জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন: "গত পঁচিশ বছরে বাস্তব অবস্থা যতই বদলে যাক না কেন, এই ইস্তাহারে যে সব সাধারণ মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছিল তা আজও মোটের ওপর ঠিক আগের মতই সঠিক। এখানে ওখানে সামান্য দুয়েকটি কথা আরও ভাল করে লেখা যেত। সর্বত্র এবং সবসময়ে মূলনীতিগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ নির্ভর করবে তখনকার ঐতিহাসিক অবস্থার উপর, ইস্তাহারের ভিতরেই সে কথা রয়েছে। সেইজন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে যেসব বিপ্লবী ব্যবস্থার প্রস্তাব আছে তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়নি। আজকের দিনে হলে এ অংশটা নানা দিক থেকে অন্যভাবে লিখতে হত। গত পঁচিশ বছরে আধুনিক যন্ত্রশিল্প যে বিপুল পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি সংগঠন উন্নত ও প্রসারিত হয়েছে; প্রথমে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে পরে আরও বেশী করে প্যারিস কমিউনে, যেখানে প্রলেতারিয়েত এই সর্বপ্রথম পুরো দুই মাস ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছিল, তাতে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা

অর্জিত হয়েছে তার ফলে এই কর্মসূচী খুঁটিনাটি কিছু ব্যাপারে সেকেলে হয়ে পড়েছে। কমিউন বিশেষ করে একটি কথা প্রমাণ করেছে যে, 'তৈরী রাষ্ট্রযন্ত্রটা শুধু দখলে পেলেই শ্রমিক শ্রেণী নিজের কাজে লাগাতে পারেনা।' (ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ পৃঃ ১৫)।" অন্য ব্যস্ততার জন্য মার্কস-এঙ্গেলসের পক্ষে এই সংস্করণে তেমন পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব হয় নি, তবে পরবর্তীকালে অন্য কোন সংস্করণের ভূমিকায় ব্যবধানকাল সম্পর্কে আলোচনার প্রতিশ্রুতি দেন।

৩

কমিউনিস্ট ইস্তাহার মার্কস বা এঙ্গেলস কার রচনা বা যৌথ হলে কে কতটুকু লিখেছেন এই নিয়ে বিশ্বব্যাপী নানা জল্পনা কল্পনা আছে, বিশেষভাবে মার্কসবাদ সম্পর্কিত আলোচক মহলে। এই জল্পনা কল্পনার অনেকখানি অবসান করে দিয়েছেন এঙ্গেলস নিজেই। ১৮৮৩ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস লিখেছেন:

"বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা হায় আমাকে একলাই স্বাক্ষর করতে হবে। ইউরোপ ও আমেরিকার সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী যার কাছে সবচাইতে বেশী ঋণী সেই মার্কস হাইগেট সমাধি-ভূমিতে শান্তিলাভ করেছেন। তাঁর সমাধির উপর ইতিমধ্যেই প্রথম তৃণরাজি মাথা তুলেছে। তাঁর মৃত্যুর পর 'ইস্তাহারে' সংশোধন সংযোজন আরও অভাবনীয়। তাই এখানে স্পষ্টভাবে নিম্নলিখিত কথাগুলি আবার বলা আমি প্রয়োজন মনে করি: ইস্তাহারের ভিতরে যে মূলচিন্তা প্রবহমান তা হল এবং ইতিহাসের প্রতিযুগে অর্থ নৈতিক উৎপাদন এবং যে সমাজ-সংগঠন তা থেকে আবশ্যিকভাবে গড়ে ওঠে তাই থাকে সে যুগের রাজনৈতিক ও মানসিক ইতিহাসের মূলে, সুতরাং (জমির আদিম যৌথ মালিকানার অবসানের পর থেকে) সমগ্র ইতিহাস হয়ে এসেছে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস, সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের শোষিত ও শোষক, অধীনস্থ ও অধিপতি শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাস, কিন্তু এই লড়াই আজ এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণী (প্রোলেতারিয়েত) নিজেকে শোষক ও নিপীড়ক শ্রেণীর (বুর্জোয়া) কবল থেকে উদ্ধার করতে গেলে সেইসঙ্গে গোটা সমাজকে শোষণ, নিপীড়ন ও শ্রেণী সংগ্রাম থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি না দিয়ে পারে না—এই মূল চিন্তাটি পুরোপুরি ও একমাত্র মার্কসেরই চিন্তা।"

১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস আরও বলেছেন: "ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় আমি লিখেছিলাম—ডারউইনের মতবাদ জীব-

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা করেছে, আমার মতে এই সিদ্ধান্ত ইতিহাসের বেলায় তাই করতে বাধ্য। ১৮৪৫ সালের আগেকার কয়েকবছর ধরে আমরা দুজনেই ধীরে ধীরে এই সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। স্বতন্ত্রভাবে আমি কতটা এদিকে অগ্রসর হয়েছিলাম তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমার 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' বইখানি। কিন্তু যখন ১৮৪৫ সালের বসন্তকালে ব্রাসেলস শহরে মার্কসের সঙ্গে আমার আবার দেখা হল, তখন মার্কস ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্তে পৌছে গিয়েছেন। এখানে আমি যে ভাষায় মূলকথাটি উপস্থিত করলাম প্রায় তেমন পরিষ্কারভাবেই তিনি তখনই তা আমার সামনে তুলে ধরেছিলেন।"

১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণ ও ১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস সুন্দরভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন, বিপ্লব ও ইস্তাহারের মূলনীতির বাস্তবতা আলোচনা করেন। প্রকাশের অব্যবহিত পরে কমিউনিস্ট ইস্তাহার যেভাবে অভিনন্দিত হয় ১৮৪৮ সালের জুনে প্যারিসে শ্রমিকশ্রেণীর পরাজয়ের পর প্রতিক্রিয়ার চাপে যেহেতু শ্রমিকশ্রেণী খানিকটা পিছু হটতে বাধ্য হয় সেহেতু ইস্তাহার নিয়ে আলাপ আলোচনাও স্তিমিত হয়। ১৮৫২ সালে কোলোনে কমিউনিস্টদের দণ্ডাদেশ দেওয়ার পর কমিউনিস্ট ইস্তাহার বেআইনী ঘোষিত হয়। শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত হানার মতো শক্তি যখনই শ্রমিক শ্রেণী অর্জন করল তখনই শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির উদয় হয়। কিন্তু এই সংগঠন ছিল প্রুধোবাদী-লাসালবাদী থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশের প্রগতিশীল' রক্ষণশীল শ্রমিক সংগঠনগুলির যৌথ ফ্রন্ট। সুতরাং এই সংগঠনের জন্য মার্কস এমন নিপুনভাবে কর্মসূচী রচনা করলেন যে বাকুনিন ও নৈরাজ্যবাদীদের পর্যন্ত সমর্থন জানালেন। যদিও মার্কস সঠিকভাবেই জানতেন যে এরদ্বারা ইস্তাহারের কার্যকারীতা বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছেনা, কেননা সাময়িক প্রতিকূল অবস্থা দ্রুত কেটে যাবে। তাছাড়া শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবী সংগ্রামে অবশ্যই চেতনার হাতিয়ার হিসাবে কমিউনিস্ট ইস্তাহারকে গ্রহণ করবে। হলও তাই। ১৮৬৪ সালে যখন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা হল এবং ১৮৭৪ সালে যখন আন্তর্জাতিক উঠে গেল এই সময়ের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামী চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্নতর হয়ে গেল। ১৮৯০ সালে পৌছে এঙ্গেলস বললেন, "১৮৮৭ সালের ইয়োরোপীয় ভূখণ্ডের সমাজতন্ত্র প্রায় পুরোপুরিই ইস্তাহারে ঘোষিত তত্ত্ব মাত্র। সুতরাং কিছুটা পরিমাণে ইস্তাহারের ইতিহাসে ১৮৪৮ সালের পরবর্তী আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাসটাই প্রতিফলিত। বর্তমানে সমগ্র সমাজতন্ত্রী সাহিত্যের মধ্যে এটি নিঃসন্দেহেই সবচেয়ে বেশী প্রচারিত, সর্বাধিক প্রচারিত আন্তর্জাতিক সৃষ্টি,

সাইবেরিয়া থেকে কালিফোর্নিয়া পর্যন্ত সকল দেশে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের সাধারণ কর্মসূচী হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

এখন প্রশ্ন হল, যে ইস্তাহার সাইবেরিয়া থেকে কালিফোর্ণিয়া পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের সমাজতান্ত্রিক কার্যসূচীর সংহতরূপ, তবে কোন ঐতিহাসিক কারণে এই ইস্তাহারকে সমাজতান্ত্রিক না বলে কমিউনিস্ট ইস্তাহার বলা হল? ১৮৪৮ এর প্রকাশকালে একে সমাজতান্ত্রিক ইস্তাহার বললে বিভ্রান্তি ঘটত। কেননা ইতিমধ্যেই সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টের মধ্যে চরিত্রগত প্রভেদ নির্ণয় শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের মতাবলম্বীরা সমাজতন্ত্রী শব্দটিকে যথেচ্ছ ব্যবহারে জীর্ণ করে ফেলেছিল। এঙ্গেলস ১৮৯০ সালের ভূমিকায় বলেছেন:

"প্রথম প্রকাশের সময় আমরা একে সমাজতন্ত্রী-ইস্তাহার বলতে পারতাম না। ১৮৪৭ সালে দুই ধরনের লোককে সমাজতন্ত্রী বলে গণ্য করা হত। একদিকে ছিল বিভিন্ন ইয়োরোপীয় মতবাদের সমর্থকরা, বিশেষ করে ইংলণ্ডে ওয়েনপন্থী ও ফরাসীতে ফুরিয়ে পন্থীরা, অবশ্য ততদিনে উভয়েই সংকীর্ণ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছিল। অন্যদিকে ছিল অশেষ প্রকারের সামাজিক হাতুড়ে যারা সামাজিক অবিচার দূর করতে চাইত নানাবিধ সর্বরোগহর দাওয়াই ও জোড়াতালি প্রয়োগ করে, পুঁজি ও মুনাফার বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করে। উভয় ক্ষেত্রেই এরা ছিল শ্রমিক আন্দোলনের বাইরের লোক এবং সমর্থনের জন্য তাকিয়ে ছিল বরং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দিকে। নিতান্ত রাজনৈতিক বিপ্লব যথেষ্ট নয় এবিষয়ে স্থির নিশ্চয় হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর যে অংশটি সেদিন সমাজের আমূল পুনর্গঠনের দাবী তোলে, তারা সে সময় নিজেদের কমিউনিস্ট বলত। তখন পর্যন্ত এটা ছিল অমার্জিত, নিতান্ত সহজ বোধের, অনেকটা স্থূল কমিউনিজম মাত্র। তবুও ইউরোপীয় কমিউনিজমের দুটি ধারাকে জন্মদেবার মতো শক্তি এর ছিল—ফ্রান্সে কাবে-র 'আইকেরীয়' (Icarian) কমিউনিজম এবং জার্মানীতে ভাইটলিং এর কমিউনিজম। ১৮৪৭ সালে সমাজতন্ত্র বলতে বোঝাত শ্রমিক আন্দোলন। ইয়োরোপীয় ভূখণ্ডে অন্তত তখন সমাজতন্ত্র ছিল বেশ ভদ্রস্থ, আর কমিউনিজম ছিল ঠিক তার বিপরীত। ততদিনে আগেই যেহেতু আমাদের অতিদৃঢ়মত ছিল যে, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি হওয়া চাই শ্রমিকশ্রেণীরই নিজস্ব কাজ', তাই দুই নামের মধ্যে কোনটি বেছে নেব সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও দ্বিধা ছিল না। পরেও কখনো নাম বর্জন করার কথা আমাদের মনে আসেনি।"

৪

কমিউনিস্ট ইস্তাহারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেনিনের মূল্যায়ন সর্বশ্রেষ্ঠ। লেনিন বলেছেন, "প্রতিভাদীপ্ত স্পষ্টতায় ও চমৎকারিত্বে এ রচনায় মূর্ত হয়েছে নতুন বিশ্বদৃষ্টি, সমাজজীবনের এলাকা পর্যন্ত প্রসারিত সুসঙ্গত বস্তুবাদ, বিকাশের সর্বাপেক্ষা সর্বাঙ্গীন ও সুগভীর মতবাদস্বরূপ দ্বন্দ্ববাদ, শ্রেণীসংগ্রামের এবং নতুন কমিউনিস্ট সমাজের স্রষ্টা প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক ভূমিকার তত্ত্ব।" লেনিনের এই মূল্যায়নের সূত্র ধরে অগ্রসর হলে দেখা যাবে ইস্তাহারের মূলনীতিগুলি প্রধানত পাঁচটি শিরোনামে বিন্যস্ত করা যায়—(ক) ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, (খ) শ্রেণী সংগ্রাম, (গ) পুঁজিবাদের প্রকৃতি, (ঘ) সমাজতন্ত্রে উত্তরণের অবশ্যম্ভাবিতা, (ঙ) সমাজবাদে উত্তরণের পথ।

(ক) ইতিহাসের গতিধারা বিশ্লেষণ করে মার্কস-এঙ্গেলস দেখিয়েছেন উৎপাদনকে কেন্দ্র করে কেমনভাবে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয় এবং এই উৎপাদন সম্পর্ক মানুষের ধ্যানধারণা ও সমস্ত সামাজিক কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথম অধ্যায়ে দেখা যাবে যে, উৎপাদনের বস্তুগত উপকরণকে কেন্দ্র করে যে উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেটাই হচ্ছে সমাজের মূল কাঠামো এবং এর উপরেই সমাজ সম্পর্কের অন্য সব দিকগুলো গড়ে ওঠে। আর এই কাঠামো বা উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তিত হলে তবেই একটা সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন সাধিত হয়। সুতরাং মানুষের ধ্যান ধ্যারণা, আচার আচরণ, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সবকিছুই উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিকশিত হতে থাকে। শ্রেণী সমাজে শোষকশ্রেণীই শাসকশ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়, তাই শোষকশ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল ভাবধারার অনুশাসনেই সমগ্র সামাজিক ভাবধারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইস্তাহারে লেখা হয়েছে :

"বুর্জোয়াশ্রেণী যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ও প্রকৃতিশোভন-সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে। যে সব বিচিত্র সামন্ত বাঁধনে মানুষ বাঁধা ছিল তার স্বভাবসিদ্ধ উর্ধ্বতনদের কাছে, তা এরা ছিঁড়ে ফেলেছে নির্মমভাবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের অনাবৃত স্বার্থের বন্ধন, নির্বিকার 'নগদ টাকার' বাঁধন ছাড়া আর কিছুই এরা বাকি রাখেনি। আত্মসর্বস্ব হিসাব নিকাশের বরফ জলে এরা ডুবিয়ে দিয়েছে ধর্ম-উন্মাদনার স্বর্গীয় ভাবোচ্ছ্বাস, শৌর্যবৃত্তির উৎসাহ ও কূপমণ্ডুক ভাবালুতা। লোকের ব্যক্তিমূল্যকে এরা পরিণত করেছে বিনিময় মূল্যে, অগণিত অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার স্থানে এরা এনে দাঁড় করাল ঐ একটিমাত্র নির্বিচার স্বাধীনতা অর্থাৎ অবাধ বাণিজ্য। এক কথায়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভ্রমে যে

শোষণ এতদিন ঢাকা ছিল, তার বদলে এরা এনেছে নগ্ন, নির্লজ্জ, সাক্ষাৎ পাশবিক শোষণ। মানুষের যেসব বৃত্তিকে লোকে এতদিন সম্মান করে এসেছে, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চোখে দেখেছে, বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসাবিদ, আইনবিশারদ, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী—সকলকেই এরা পরিণত করেছে তাদেব মজুরিভোগী শ্রমজীবীরূপে।"

(খ) আদিম গোষ্ঠীসমাজ বাদ দিলে আজ পর্যন্ত মানব সমাজের ইতিহাসে লক্ষ্য করা গেছে মানবসমাজ অর্থাৎ মানুষের উৎপাদন সম্পর্ক পরস্পরবিরোধী স্বার্থযুক্ত-শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেছে। এই পরস্পরবিরোধী শ্রেণীগুলির সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই পুরনো উৎপাদন সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ নতুন সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। কমিউনিস্ট ইস্তাহার দেখিয়েছে সমাজ বিকাশের ইতিহাস কোন ব্যক্তিবিশেষ সৃষ্টি করে না, উৎপাদনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শ্রেণীগুলিব দ্বন্দ্ব সংগ্রামই বিকাশেব নিয়ন্তা। উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব তাই মানুষের চিন্তারাজ্যে প্রতি-ফলিত হয়ে পরস্পব বিরোধী ভাবধাবার জন্ম দেয়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এই শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি বাদ দিয়ে কোন বিমূর্ত সিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব নয়। পুঁজিবাদ এবং সেই সঙ্গে শ্রেণীশোষণ ও শাসনের অবসান ঘটাতে তাই শ্রমিকশ্রেণীকে তীক্ষ্ণ শ্রেণী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তীব্র আপোষহীন শ্রেণীসংগ্রামের পথ নির্দেশ করে দিয়েছে কমিউনিস্ট ইস্তাহার। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনীকেই কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়ে তাঁদের কর্তব্য হিসেবে বলা হয়েছে যে, প্রচলিত সামাজিক ও রাজনৈতিক যে কোন বৈপ্লবকি আন্দোলনকে কমিউনিস্টরা সব সময় সমর্থন জানাবে।

এই নীতির সমর্থনে কমিউনিস্ট ইস্তাহারে কয়েকটি দৃষ্টান্তও দেওয়া হয়েছে। যেমন :

"উপস্থিত লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য, শ্রমিকশ্রেণীর সাময়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য কমিউনিস্টরা লড়াই করে থাকে, কিন্তু আন্দোলনের বর্তমানের মধ্যেও তারা আন্দোলনের ভবিষ্যতের প্রতিনিধি, তার রক্ষক। ফ্রান্সে রক্ষণশীল এবং র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে তারা সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সঙ্গে হাত মেলায়, কিন্তু মহান ফরাসী বিপ্লব থেকে ঐতিহ্য হিসাবে যে সব বাঁধা বুলি ও ভ্রান্তি চলে আসছে তার সমালোচনার অধিকারটুকু বর্জন না করে।

"সুইজারল্যাণ্ডে সমর্থন করা হয় র‍্যাডিক্যালদের, কিন্তু এ সত্যও ভোলা হয় না যে এ দলটি পরস্পরবিরোধী উপাদানে গঠিত, এদের খানিকটা ফরাসী অর্থে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী আবাব খানিকটা হল র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়া। পোলাণ্ডে তারা সেই দলটিকে সমর্থন করে যারা জাতীয় মুক্তির প্রাথমিক শর্ত হিসাবে কৃষিবিপ্লবের

উপর জোর দেয়, সেই দল যারা ১৮৪৬ সালের ক্রাকোভ বিদ্রোহে ইন্ধন জুগিয়েছিল। জার্মানীতে বুর্জোয়ারা যখন বিপ্লবী অভিযান করে তখনই কমিউনিস্টরা তাদের সঙ্গে একত্রে লড়ে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, সামন্ত জমিদারতন্ত্র এবং পেটি বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে।"

এই দৃষ্টান্তগুলি থেকে প্রতীয়মান হবে কমিউনিস্ট ইস্তাহার প্রকাশের প্রায় একশো পঁয়ত্রিশ বছর পরেও এই নীতি সারা বিশ্বব্যাপী দেশে দেশে কমিউনিস্টদের সংগ্রামের নীতি নির্ধারণে আজও কতখানি কার্যকরী। এই নমনীয়তা সংশোধনবাদ নয়, অগ্রগতির ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে সহায়ক।

(গ) কমিউনিস্ট ইস্তাহারে পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক শোষণের চরিত্রটি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এখানে যা সূত্রাকারে উপস্থিত করা হয়েছে পরবর্তীকালে পুঁজিবাদের গতি প্রকৃতির সেই বৈশিষ্ট্যগুলি আরও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে। ইস্তাহারে এই সত্যকে প্রকাশ করা হয় যে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমশক্তি পণ্যে রূপান্তরিত হয় এবং একটা নির্দিষ্ট বাজার দরে বিক্রী হয়। পুঁজিবাদী মালিক শ্রমশক্তি রূপ পণ্য ক্রয় করে আনে তাঁর পুঁজিকে বাড়িয়ে তোলার কাজে ব্যবহার করার জন্য। এইভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক পরিণত হয় এমন একটা শ্রেণীতে যে, "সে ততক্ষণই বাঁচতে পারে যতক্ষণ শ্রমশক্তিকে কাজে খাটাবার সুযোগ রয়েছে এবং কাজ পাওয়ার সুযোগ শ্রমিকের ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ শ্রমশক্তির নিয়োগে পুঁজির কলেবর বৃদ্ধির সুযোগ সুবিধা বর্তমান থাকে।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পুঁজির প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নিরবচ্ছিন্নভাবে স্ফীত হয়ে ওঠা। আর এই স্বার্থেই তাই ক্রমান্বয়ে উৎপাদনের শক্তিকে বিকশিত করে তোলা এবং তা করতে গিয়ে ক্রমেই বেশী বেশী মানুষকে মজুরীভিত্তিক শ্রমিকে পরিণত করা পুঁজির অন্যতম ধর্ম হয়ে ওঠে। ক্রমাগত বাজারের চাহিদায় সমগ্র দুনিয়াকে গ্রাস করার প্রচেষ্টা পুঁজিবাদের আরেকটি নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। আর এই নিয়মগুলির মধ্যেই পুঁজিবাদের ধ্বংসের বীজ নিহিত রয়েছে। কমিউনিস্ট ইস্তাহারে মার্কস-এঙ্গেলস বলেছেন :

"বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব ও আধিপত্যের মূল শর্ত হল পুঁজির সৃষ্টি ও বৃদ্ধি; পুঁজির শর্ত হল মজুরি-শ্রম। মজুরি-শ্রম সম্পূর্ণভাবে মজুরদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যন্ত্রশিল্পের যে অগ্রগতি বুর্জোয়া শ্রেণী না ভেবেই বাড়িয়ে চলে, তার ফলে শ্রমিকদের প্রতিযোগিতাহেতু বিচ্ছিন্নতার জায়গায় আসে সম্মিলন-হেতু বিপ্লবী ঐক্য। সুতরাং, যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী উৎপাদন করে ও উৎপন্ন বস্তু দখল করে, আধুনিক শিল্পের বিকাশ তার পায়ের তলা থেকে সেই ভিত্তিটাই কেড়ে নিচ্ছে। তাই বুর্জোয়া শ্রেণী সৃষ্টি করছে সর্বোপরি তারই

সমাধিখনকদের। বুর্জোয়ার পতন ও প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ দুইই সমান অনিবার্য।"

(ঘ) শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভ কোন পথে এবং কোন লক্ষ্যে এ বিষয়ও ব্যাখ্যাত হয়েছে কমিউনিস্ট ইস্তাহারে। শ্রমিকশ্রেণী জয়লাভ করবে বিপ্লবের পথে এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে প্রথম ধাপ হল প্রলেতারিয়েতকে শাসকশ্রেণীর পদে উন্নীত করা, গণতন্ত্রের সংগ্রামকে জয়যুক্ত করা। এর পরের ধাপের কাজ সম্পর্কে ইস্তাহারে বলা হয়েছে :

"বুর্জোয়াদের হাত থেকে ক্রমে ক্রমে সমস্ত পুঁজি কেড়ে নেওয়ার জন্য, রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসকশ্রেণীরূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের হাতে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ কেন্দ্রীভূত করার জন্য এবং উৎপাদন-শক্তির মোট সমষ্টিটাকে যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে বাড়িয়ে তোলার জন্য প্রলেতারিয়েত তার রাজনৈতিক আধিপত্য ব্যবহার করবে।"

এই আধিপত্য-সৃষ্টির প্রক্রিয়ার ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলস দশ দফা পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন যা সাধারণভাবে অগ্রসর দেশগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিণতিতে যে সমাজব্যবস্থা জন্ম নেবে তারও একটা রূপরেখা ইস্তাহারে দেওয়া হয়েছে :

> "বিকাশের গতিপথে যখন শ্রেণী পার্থক্য অদৃশ্য হয়ে যাবে, সমস্ত উৎপাদন যখন গোটা জাতির এক বিপুল সমিতির হাতে কেন্দ্রীভূত হবে, তখন সরকারী (পাবলিক) শক্তির রাজনৈতিক চরিত্র আর থাকবে না। সঠিক অর্থে রাজনৈতিক ক্ষমতা হল এক শ্রেণীর উপর অত্যাচার চালাবার জন্য অপর শ্রেণীর সংগঠিত শক্তি মাত্র। বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে লড়াই-এর ভিতর অবস্থার চাপে যদি প্রলেতারিয়েত নিজেকে শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত করতে বাধ্য হয়, বিপ্লবের মাধ্যমে তারা যদি নিজেদের শাসকশ্রেণীতে পরিণত করে ও শাসকশ্রেণী হিসাবে উৎপাদনের পুরাতন ব্যবস্থাকে তারা যদি ঝেঁটিয়ে বিদায় করে, তাহলে সেই পুরানো অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীবিরোধ তথা সবরকম শ্রেণীর অস্তিত্বটাই দূর করে বসবে এবং তাতে করে শ্রেণী হিসাবে তাদের স্বীয় আধিপত্যেরও অবসান ঘটবে। শ্রেণী ও শ্রেণীবিরোধ সম্বলিত পুরানো বুর্জোয়া সমাজের স্থান নেবে এক সমিতি যার মধ্যে প্রত্যেকটি লোকেরই স্বাধীন বিকাশ হবে সকলের স্বাধীন বিকাশের শর্ত।"

(ঙ) সমাজবাদে উত্তরণ অবশ্যম্ভাবী কিন্তু তার জন্য চাই সচেতন প্রয়াস। বিপ্লব সংঘটিত করার জন্য যেমন শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনীকে সামনের সারিতে প্রয়োজন তেমনি বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে অন্য দরজা

দিয়ে প্রতিক্রিয়ার শক্তিরা ক্ষমতা পুনর্দখল না করতে পারে তার সতর্কতা ও প্রস্তুতিও প্রয়োজন। এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শ্রমজীবী জনগণকে একটি বৈপ্লবিক শ্রেণীতে পরিণত করা এবং এই বৈপ্লবিক শ্রেণীকে তার রাজনৈতিক পার্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা। শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়া এই রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করা যায় না। শ্রেণীসংগ্রামের ক্রমান্বয় তীব্রতার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে আসে, পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস করে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র সৃষ্টি হয় এবং নবগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বমূলক শাসনের মাধ্যমে শ্রেণী শোষণের মূলোচ্ছেদ করতে হয়। সমস্ত রকম শ্রেণীশোষণ যেদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে সেদিন রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজনও ফুরিয়ে যাবে। এই কাজে নেতৃত্ব দেয় কমিউনিস্টরা এবং তাঁদের পার্টি। এখানে তাঁদের ভূমিকা অন্যান্য তথাকথিত শ্রমিক সংগঠনসমূহ থেকে ভিন্ন। কমিউনিস্ট ইস্তাহারে বলা হয়েছে :

"শ্রমিকশ্রেণীর অন্যান্য পার্টি থেকে কমিউনিস্টদের পার্থক্যটা শুধু এই—(১) নানা দেশের জাতীয় সংগ্রামের ভিতর তারা জাতি নির্বিশেষে সমগ্র প্রলেতারিয়েতের সাধারণ স্বার্থটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাকেই সামনে টেনে আনে ; (২) বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইকে যে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে হয় তার মধ্যে তারা সর্বদা ও সর্বত্র সমগ্র আন্দোলনের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং কমিউনিস্টরা হল একদিকে কার্যক্ষেত্রে প্রতিদেশের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলির সর্বাপেক্ষা অগ্রসর ও দৃঢ়চিত্ত অংশ, যে অংশ অন্যান্য সবাইকে সামনে ঠেলে নিয়ে যায়। অপরদিকে, তত্ত্বের দিক দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশের তুলনায় তাদের এই সুবিধা যে শ্রমিক আন্দোলনের এগিয়ে যাওয়ার পথ, শর্ত এবং শেষ সাধারণ ফলাফল সম্বন্ধে তাদের স্বচ্ছ বোধ রয়েছে।"

৫

কমিউনিস্ট ইস্তাহারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল কমিউনিস্ট সমাজ সম্পর্কে প্রকাশিত কুৎসা ও বিভ্রান্তিসৃষ্টির প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যথাযোগ্য উত্তর। বলা হয়ে থাকে পরিশ্রমের ফল হিসেবে নিজস্ব সম্পত্তি অর্জনের নাকি কমিউনিস্টরা বিরোধী। ইস্তাহারে বলা হয়েছে যন্ত্রশিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট কারিগর ও ক্ষুদে চাষিদের নিজস্ব সম্পত্তি অনেকাংশে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং প্রতিদিন ধ্বংস হয়ে চলেছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে তাহলে কি আধুনিক বুর্জোয়া ব্যক্তিগত মালিকানার কথা বলা হচ্ছে? এর উত্তরে ইস্তাহারে বলা হয়েছে মজুরি-শ্রম মজুরদের জন্য কোন মালিকানা সৃষ্টি একেবারেই করে না। সে সৃষ্টি করে পুঁজি, অর্থাৎ সেই ধরনের সম্পত্তি যা মজুরি

শ্রমকে শোষণ করে, নিত্য নতুন শোষণের জন্য নতুন নতুন মজুরি শ্রমের সরবরাহ সৃষ্টির শর্ত ছাড়া যা বাড়তে পারে না। বর্তমান ধরনের এই মালিকানা পুঁজি ও মজুরি-শ্রমের বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং মার্কস-এঙ্গেলস বলছেন : "পুঁজি একটা যৌথ সৃষ্টি ; সমাজের অনেক লোকের মিলিত কাজের ফলে, এমন কি শেষ বিশ্লেষণে, সমাজের সকল লোকের মিলিত কর্মেই পুঁজিকে চালু করা যায়। পুঁজি তাই ব্যক্তিগত নয়, একটা সামাজিক শক্তি। কাজেই পুঁজিকে সাধারণ সম্পত্তিতে অর্থাৎ সমাজের সকল লোকের সম্পত্তিতে পরিণত করলে, তার দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি সামাজিক সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয় না। মালিকানার সামাজিক রূপটাই কেবল বদলে যায়। তার শ্রেণীগত প্রকৃতিটা লোপ পায়।"

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ করা হয় যে, তারা স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উচ্ছেদ ঘটায়। ইস্তাহারে সুন্দরভাবে এই অভিযোগের উত্তর দিয়ে বলা হয়েছে বুর্জোয়ারা যখন স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের কথা বলে তখন কাদের স্বাধীনতার কথা বলে? জনগণের? কখনই না। কারণ "বুর্জোয়া সমাজে বর্তমানের উপর আধিপত্য করে অতীত; কমিউনিস্ট সমাজে বর্তমান আধিপত্য করে অতীতের উপর। বুর্জোয়া সমাজে পুঁজি হল স্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্তা, কিন্তু জীবন্ত মানুষ হল পরাধীন, স্বতন্ত্র-সত্তাবিহীন।" যে ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ পরাধীন সে ব্যবস্থাতো উচ্ছেদ করতেই হবে। মার্কস-এঙ্গেলস সুস্পষ্টভাবে জবাব দিয়েছেন : "আমরা ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান চাই শুনে আপনারা আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। অথচ আপনাদের বর্তমান সমাজে জনগণের শতকরা নব্বই জনের ব্যক্তিগত মালিকানা তো ইতিমধ্যেই লোপ পেয়েছে; অল্প কয়েকজনের ভাগে সম্পত্তির একমাত্র কারণ হল ঐ দশ ভাগের নয় ভাগ লোকের হাতে কিছুই না থাকা।...এক কথায় আমাদের সম্বন্ধে আপনাদের অভিযোগ এই যে আপনাদের সম্পত্তির উচ্ছেদ আমরা চাই। ঠিক কথা, আমাদের সংকল্প ঠিক তাই।" এমন দৃঢ় ও সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক উত্তর ইতিপূর্বে বুর্জোয়াশ্রেণী আর কখনও পায়নি। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার করে দিয়ে ইস্তাহারে বলা হয়েছে; "সমাজের উৎপন্ন জিনিসে দখলীর অধিকার থেকে কমিউনিজম কোনও লোককে বঞ্চিত করে না; দখলীর মাধ্যমে অপরের পরিশ্রমকে করায়ত্ত করার ক্ষমতাটাই সে কেবল হরণ করে।"

বুর্জোয়া শ্রেণীর শ্রেণীগত মালিকানার উচ্ছেদ হলে শ্রেণীগত সংস্কৃতিরও অবসান ঘটবে। এতে বুর্জোয়া সমাজের খুবই আতঙ্ক। সংস্কৃতি লোপ পেয়ে যাবে, ঐতিহ্য বলে কিছু থাকবে না ইত্যাদি চীৎকার আজও শোনা যায়।

বুর্জোয়া স্বাধীনতা, সংস্কৃতি ইত্যাদির স্বরূপ উদঘাটন করে মার্কস-এঙ্গেলস ইস্তাহারে বলেছেন :

"যে-সংস্কৃতির অবসান-ভয়ে বুর্জোয়ারা বিলাপ করে, বিপুল সংখ্যাধিক জনগণের কাছে তা যন্ত্র হিসেবে কাজ করার একটা তালিমমাত্র। বুর্জোয়া মালিকানা উচ্ছেদে আমাদের সংকল্পের বিচারে যদি আপনারা স্বাধীনতা, সংস্কৃতি, আইন ইত্যাদির বুর্জোয়া ধারণার আশ্রয় নেন তাহলে আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে আসবেন না। আপনাদের ধারণাগুলিই যে আপনাদের বুর্জোয়া উৎপাদন ও বুর্জোয়া মালিকানার পরিস্থিতি থেকেই উদ্ভূত, ঠিক যেমন আপনাদের শ্রেণীর ইচ্ছাটা সকলের উপর আইন হিসাবে চাপিয়ে দেওয়াটাই হল আপনাদের আইনশাস্ত্র, আপনাদের এ ইচ্ছাটার মূল প্রকৃতি ও লক্ষ্যও আবার নির্ধারিত হচ্ছে আপনাদের শ্রেণীরই অস্তিত্বের অর্থনৈতিক অবস্থা দ্বারা।"

কমিউনিস্টরা পারিবারিক শিক্ষার স্থানে সামাজিক শিক্ষাকে বসিয়ে পবিত্র পারিবারিক সম্পর্কগুলি নষ্ট করে দিচ্ছে—এই অভিযোগ বুর্জোয়াদের। ইস্তাহারে বলা হয়েছে শিক্ষার সামাজিকীকরণ তো নতুন কথা নয়, বুর্জোয়ারাও তাই করেছে। কমিউনিস্টরা শুধু এই হস্তক্ষেপের চরিত্রটা বদলে দিতে চায়। মার্কস-এঙ্গেলস বলেছেন : "আর আপনাদের শিক্ষাটা! সেটাও কি সামাজিক নয়? সামাজিক যে অবস্থার আওতায় শিক্ষাদান চলে তা দিয়ে, সমাজের সাক্ষাৎ কিংবা অপ্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ মারফৎ স্কুল ইত্যাদির মাধ্যমে কি সে-শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয় না? শিক্ষা ব্যাপারে সমাজের হস্তক্ষেপ কমিউনিস্টদের উদ্ভাবন নয়; তারা চায় শুধু হস্তক্ষেপের প্রকৃতিটা বদলাতে, শাসকশ্রেণীর প্রভাব থেকে শিক্ষাকে উদ্ধার করতে।" মার্কস ও এঙ্গেলস যে কত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আজও যখন পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাকে জীবন ও সমাজমুখী করার জন্য সামান্য প্রচেষ্টা হয় তখন কায়েমীস্বার্থের মহলে প্রাণঘাতী চীৎকার শুরু হয়ে যায়। শিক্ষার উপর শোষকদের শ্রেণী আধিপত্য শিথিল হওয়ার ভয়েই এই চীৎকার।

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ তারা নাকি মেয়েদের সাধারণ সম্পত্তি করে ফেলতে চায়। যেহেতু উৎপাদনের হাতিয়ারগুলি সমবেতভাবে ব্যবহার করার কথা উঠেছে সেহেতু মেয়েরাও সাধারণ ভোগ্য হয়ে উঠবে এই হল বুর্জোয়াদের ধারণা। বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের বিপুল অংশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রত্যক্ষ করার পরেও আজও ইতস্তত এই ধরনের অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়। বাংলা ভাষাতে রক্ষণশীল কয়েকজন কমিউনিস্টবিদ্বেষী লেখক তিরিশ দশক থেকে কয়েকখানি উপন্যাসে কমিউনিস্ট সমাজে মেয়েদের নৈরাজ্যের কল্পিত চিত্র

এঁকেছেন। এই অলীক কুৎসার শ্লেষাত্মক বিশ্লেষণ করে কমিউনিস্ট ইস্তাহারে বলা হয়েছে :

"মেয়েদের সাধারণ সম্পত্তি করার প্রয়োজন কমিউনিস্টদের নেই; প্রায় স্মরণাতীত কাল থেকে সে প্রথার প্রচলন আছে। সামান্য বারবনিতাদের কথা না হয় ছেড়ে দেওয়াই হল, মজুরদেব স্ত্রী-কন্যা হাতে পেয়েও আমাদের বুর্জোয়ারা সন্তুষ্ট নয়, পবস্পরেব স্ত্রীকে ফুঁসলে আনাতেই তাদের পরম আনন্দ।

"বুর্জোয়া বিবাহ হল আসলে অনেকে মিলে সাধারণ স্ত্রী রাখার ব্যবস্থা। সুতরাং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বড়জোর এই বলে অভিযোগ আনা সম্ভব যে ভণ্ডামিব আড়ালে মেয়েদের উপর সাধাবণ যে অধিকাব লুকানো বয়েছে সেটাকে এরা প্রকাশ্য আইনসম্মত রূপ দিতে চায়। এটুকু ছাড়া একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, আধুনিক উৎপাদনপদ্ধতি লোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত মেয়েদের উপর সাধারণ অধিকারেরও অবসান ঘটবে, অর্থাৎ প্রকাশ্য ও গোপন দুই ধরনেব বেশ্যাবৃত্তিই শেষ হয়ে যাবে।"

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ যে তারা চায় স্বদেশ ও জাতিসত্তার বিলোপ। এ বিষয়ে মার্কসেব শিক্ষাই যে, সর্বশ্রেষ্ঠ তা বর্তমান বিশ্বে সপ্রমাণিত। প্রত্যেকটি বুর্জোয়া দেশই আজ ধর্ম ও জাতিসত্তাভিত্তিক বিচ্ছিন্নতার সমস্যায় জর্জরিত। ভারতেব মত জমিদাব-পুঁজিবাদ শাসিত দেশে পরিস্থিতি তো অগ্নিগর্ভ। অথচ মার্কসবাদেব শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই সমস্যার আদর্শ সমাধান হয়ে গেছে। লেনিন-স্তালিন বিশ্বের ইতিহাসে মার্কসীয় শিক্ষার প্রয়োগে সাফল্যের চূড়ান্ত নিদর্শন রেখে গেছেন। জাতিসত্তাগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও শ্রমিকশ্রেণীর বৃহত্তর ঐক্য ও আন্তর্জাতিকতা বোধ শুধু জাতিগত বিচ্ছিন্নতার সমাধান নয়, সাম্রাজ্যবাদেব বিরুদ্ধে সংগ্রামেরও প্রধান রক্ষাকবচ। মার্কস-এঙ্গেলস ইস্তাহারে বলেছেন :

"মেহনতীদের দেশ নেই। তাদেব যা নেই তা আমরা কেড়ে নিতে পারি না। ...প্রলেতারিয়েতের মুক্তির অন্যতম শর্তই হল মিলিত প্রচেষ্টা। ...যে পরিমাণে ব্যক্তির উপর অন্য ব্যক্তির শোষণ শেষ করা যাবে, সেই অনুপাতে এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির শোষণটাও বন্ধ হয়ে আসবে। যে পরিমাণে জাতির মধ্যে শ্রেণী বিরোধ শেষ হয়ে যাবে, সেই অনুপাতে এক জাতির প্রতি অন্য জাতির শত্রুতাও মিলিয়ে যাবে।"

এই শিক্ষার আলোকে লেনিন-স্তালিন যে প্রায়োগিক পদ্ধতি নির্ধারণ করে গেছেন তাই একমাত্র পথ। আর এই পথ থেকে সামান্য বিচ্যুতিও যে কত ভয়ানক বিপদ

ডেকে আনতে পারে রুশ চীন সীমান্তে ও ইন্দোচীনের দেশগুলির মধ্যে ঘটনাবলী তার দৃষ্টান্ত। তাই মার্কসবাদের এই শিক্ষা শুধু অসমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় আজও অনিবার্যভাবে অনুসরণীয় তাই নয়, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষেত্রেও সতর্কতার সঙ্গে অনুশীলনযোগ্য।

এইভাবে বুর্জোয়া দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ ও সংস্কৃতিবিদদের সমস্ত অভিযোগের শ্রেণীবদ্ধ উত্তর দিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস বিজ্ঞানসম্মতভাবে শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল, সমাজবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কর্তব্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক ঘোষণা রেখে গেছেন কমিউনিস্ট ইস্তাহারে। পরিশেষে সমগ্র বিশ্বের সামনে সেই ধ্রুপদী আহ্বান : "কমিউনিস্ট বিপ্লবের আতঙ্কে শাসক শ্রেণীরা কাঁপুক। শৃঙ্খল ছাড়া প্রলেতারিয়েতের হারাবার কিছু নেই। জয় করবার জন্যে আছে সারা জগৎ। সকল দেশের শ্রমজীবী মানুষ এক হও!"

সর্বহারার মুক্তির সৃষ্টিশীল বেদ, মুক্তির নতুন লৌকিক বাইবেল রচিত হল। মার্কসের বাকী জীবন এই মুক্তি আন্দোলনের সাধনার বেদীতে সমর্পিত। ব্রতধর ও জ্ঞানতাপস মার্কস প্রিয়তম বন্ধু এঙ্গেলসকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাকী জীবনে আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের বাস্তব রূপায়ণে।

• এই পরিচ্ছেদের উদ্ধৃতিগুলি 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার'-এর মস্কোর প্রগতি প্রকাশন-এর বাংলা সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সমগ্র ইয়োরোপে বুর্জোয়া বিপ্লব ও মার্কসের নেতৃত্ব

১

বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির বিজ্ঞান 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার'-এর জন্মলগ্ন অভিনন্দিত হয়েছিল ইয়োরোপের দেশে দেশে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের শঙ্খধ্বনিতে। এই পুস্তিকার পটভূমি বিশ্লেষণ যে কত অভ্রান্ত হয়েছিল তা প্রমাণিত হল সমকালে বিস্ফোরিত এই সব অভ্যুত্থানের ঘটনায়। ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষের অস্থিরতা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রূপ নিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের ভিত্তিভূমি দেশে দেশে কাঁপিয়ে দিল শুধু তাই নয়, কোথাও কোথাও রাষ্ট্রশক্তির প্রকৃতিরও রূপান্তর ঘটে গেল। সরাসরি শ্রমিকশ্রেণী ফসল ঘরে তুলতে পারল না বটে কিন্তু তীব্রতর অত্যাচার, সীমাহীন আত্মত্যাগ ও আত্মনিগ্রহের মধ্য দিয়ে তাদের চেতনার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হল অমূল্য সম্পদ যা ভবিষ্যতের অগ্রগতিতে সহায়ক হয়ে উঠল।

কমিউনিস্ট ইস্তাহার ছাপাখানা থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে প্যারিসে বিপ্লব শুরু হয়ে গেল। ১৮৪৮ সালের ২২ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ফরাসীর শ্রমজীবী জনগণ 'ব্যাঙ্ক মালিকদের রাজা' লুই ফিলিপকে পরাভূত করে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেছে। ১৩ মার্চ অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় এবং ১৮মার্চ প্রুশিয়ার রাজধানী বার্লিনে অভ্যুত্থান শুরু হল। জনগণের চাপে মেটারনিখের পুলিশী শাসন ভেঙে পড়ল অস্ট্রিয়ায় এবং সম্রাট সংবিধান উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন জনগণকে। প্রুশিয়াতেও একটি বিরোধী বুর্জোয়া সরকার গঠিত হল। ভিয়েনা ও বার্লিনে জনগণের এই বিজয়ের ফলে জার্মানীর অন্যান্য ছোট রাজ্যগুলিতেও বিপ্লবী সংগ্রামের বিস্তার সম্ভব হল। ১৮ থেকে ২২ মার্চ মিলানের পথে পথে বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে জোসেফ রাদেৎজ্‌কি-কে অস্ট্রিয়ান সেনাবাহিনী নিয়ে সরে পড়তে হল। ভেনিস ও রোমের জনগণের মধ্যেও দেখা দিল বিদ্রোহ। সমগ্র ইয়োরোপে বিপ্লবের জোয়ার পশ্চিমে ইংলণ্ড ও পূর্বে রুশিয়ার উপকূলে গিয়ে আছড়ে পড়ল।

১৮৪৮-৪৯ সময়কালের এই বিপ্লবগুলির মূলে ছিল বিকাশমান পুঁজিবাদ ও কায়েমী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেকার সুতীব্র দ্বন্দ্ব। যদিও ফরাসীতে সামন্ত ব্যবস্থা অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকের বিপ্লবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল কিন্তু আরেকটি ফরাসী বিপ্লব অনিবার্য হয়ে উঠেছিল কারণ পুঁজিবাদী সরকার প্রার্থিত মৌলিক

অধিকারসমূহ থেকে জনগণকে বঞ্চিত করেছিল। অন্যান্য দেশে অভ্যুত্থানের লক্ষ্য ছিল রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, সামন্ত ভূস্বামীত্বের অবসান, বিদেশী জোয়াল কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলা এবং ঐক্যবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তোলা। সর্বত্র এই জাগরণ প্রত্যক্ষ করে মার্কস-এঙ্গেলস আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করলেন. "শ্রমিক শ্রেণী সর্বত্র বুর্জোয়াদের পিছনে রয়েছে।"

ফরাসীর ঢেউ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল বেলজিয়ামে। সেখানেও প্রজাতন্ত্রের দাবীতে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। কিন্তু তেমন উপযুক্ত সংগঠন কোথায়? মজবুত সংগঠন ছাড়া আন্দোলনে জেতা যায় না। এই অভাব পুরনের জন্য মার্কস সচেষ্ট হলেন। কমিউনিস্ট লীগ, জার্মান ওয়ার্কাস সোসাইটি এবং ব্রাসেলস ডেমোক্রাটিক অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করে তিনি প্রজাতন্ত্রের দাবীর আন্দোলনে যুক্ত করলেন। শুধু প্রচার আন্দোলনই নয় শ্রমিকদের অস্ত্রে সজ্জিত করার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হল। সমস্ত সংগঠন থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হতে থাকে এই উদ্দেশ্যে। এই সময় মার্কস পৈতৃক উত্তরাধিকার সূত্রে বেশ কিছু অর্থ পেয়েছিলেন। বিয়ের পর অভাবের দরুন একটা দিনও স্বচ্ছলভাবে কাটে নি। এই অর্থ হাতে আসায় সবেমাত্র কিছু স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। কিন্তু বিপ্লবের দাবী ব্যক্তিগত চাহিদার চেয়ে অনেক বড়। তাই প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ শ্রমিকদের অস্ত্র ক্রয়ের জন্য দিয়ে দিলেন। সহধর্মিনী জেনী এই দানে পূর্ণ সম্মতি দিয়েছিলেন।

দেশে দেশে বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ এবং যৌথ নেতৃত্ব। আর একাজ সার্থকভাবে করতে পারেন কার্ল মার্কস। ২৭ ফেব্রুয়ারী তারিখে এক পত্রে কমিউনিস্ট লীগের লণ্ডনের কেন্দ্রীয় ব্যুরো মার্কসের ব্রাসেলস কমিটির উপর বিপ্লব পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পণ করলেন। স্বভাবতই নেতৃত্ব এসে গেল মার্কস ও এঙ্গেলসের হাতে। তাঁরা তৎপরতার সঙ্গে এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। এই সময় ১ মার্চ মার্কস ফরাসীর অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রী সরকারের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেলেন: "উন্নতশির সাহসী মার্কস! প্রজাতন্ত্রী ফরাসী মুক্তি সংগ্রামের সমস্ত বন্ধুর কাছে মুক্ত রাষ্ট্র। অত্যাচারীরা তোমাকে বহিষ্কার করেছিল কিন্তু মুক্ত ফরাসী পুনরায় তোমার জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে রেখেছে।" এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে। বিপ্লবের পীঠস্থান ফরাসী থেকে আমন্ত্রণ এসেছে, আর এই কেন্দ্রস্থলে বসে অনেক বেশী স্বাধীনতা নিয়ে সমগ্র ইয়োরোপে বিপ্লবের কাজ পরিচালনা করা সহজ হবে। তিনি মনস্থ করলেন ফরাসীতে চলে যাবেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় ব্রাসেলস ছেড়ে যাওয়ার আগেই বেলজিয়াম সরকার মার্কসের উপর হুকুম জারি করল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে

কমিউনিস্ট লীগের নবগঠিত কেন্দ্রীয় ব্যুরো মার্কসের বাড়ীতে এক সভায় মিলিত হয়ে মার্কসের হাতে সমস্ত সাংগঠনিক ক্ষমতা তুলে দিয়ে প্যারিসে গিয়ে নতুন করে কেন্দ্রীয় ব্যুরো গঠনের দায়িত্ব দিলেন।

সভাশেষে কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সদস্যরা মার্কসের বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই একদল পুলিশ এসে হাজির হল। তারা খানাতল্লাসির নামে ঘরবাড়ি তছনছ করেই ক্ষান্ত হল না, মার্কসকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল উপযুক্ত পরিচয়পত্র নেই এই অজুহাতে। স্ত্রী জেনী ও বেলজিয়ান কমিউনিস্ট নেতা গিগোৎ যখন মার্কসের অনুসন্ধানে পুলিশ দপ্তরে গেলেন তখন তাঁদেরও গ্রেপ্তার করা হয়। এই প্রসঙ্গে মার্কস 'রিফর্ম' পত্রিকায় কয়েকদিন পরে এক বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলেন : "আমি গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেলজিয়ামের গণতান্ত্রিক সমিতির সভাপতি মঁসিয় জোৎরাঁর সঙ্গে আমার স্ত্রী সাক্ষাৎ করলেন যাতে তিনি প্রয়োজনানুসারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। সেখান থেকে বাড়ী ফিরে আমার স্ত্রী দেখলেন আমাদের বাড়ীর সামনে একদল পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। খুব বিনীতভাবে তারা জানায় মার্কসের সঙ্গে দেখা করতে হলে তিনি তাদের সঙ্গে পুলিশ দপ্তরে যেতে পারেন। আমার স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং তাঁকে পুলিশ দপ্তরে নিয়ে আসা হল। পৌছনর পর পুলিশ অফিসার জানাল হের মার্কস সেখানে নেই। তারপর কর্কশভাবে একের পর এক প্রশ্ন করল—তিনি কে, হের জোৎরার সঙ্গে তাঁর কী কাজ, পরিচিতিমূলক প্রমাণপত্র তাঁর কাছে আছে কিনা ইত্যাদি। আমার স্ত্রীকে ভবঘুরে আখ্যাত করে নগর পরিষদের জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে এক অন্ধকার কুঠুরিতে বারবণিতা মেয়েদের সঙ্গে তাঁকে আটক করে রাখা হল। পরদিন বেলা এগারটার সময় ঝলমলে দিনের আলোয় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল অনুসন্ধানকারী বিচারকের দপ্তরে। সেখানে দুঘণ্টা তাঁকে বসিয়ে রাখা হল আলাদা করে, যদিও চতুর্দিক থেকে প্রতিবাদের ঝড়ও উঠেছিল। আবহাওয়া খুব খারাপ, নোংরা পরিবেশ, প্রহরীদের চূড়ান্ত রকমের নোংরা রসিকতা ইত্যাদি সহ্য করে তাঁকে অপেক্ষা করে থাকতে হল। অবশেষে তাঁকে হাজির করা হল অনুসন্ধানকারী বিচারকের সামনে। বিচারক বিস্মিত হলেন যে ঘরে রেখে আসা বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণের কাণ্ডজ্ঞানটুকুও পুলিশের নেই। অনুসন্ধানের নামে যা হল তা প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। পুলিশের দৃষ্টিতে আমার স্ত্রীর অপরাধ হল এই : অভিজাত প্রুশিয় বংশজাত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিনা তাঁর স্বামীর গণতান্ত্রিক মতামত মেনে চলেছেন!

এদিকে সরকারী হুকুম মত চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে। মার্কসদম্পতী ছাড়া পেলেন। কিন্তু ঘর সংসারের সমস্ত জিনিসপত্র ফেলে রেখেই তাঁদের বেলজিয়াম ত্যাগ করতে হল। অন্য দিকে এই ঘটনা প্রমাণ করল মার্কস ব্রাসেলসে কত জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ছিলেন। চব্বিশ ঘণ্টার এই আটক শুধু গণতান্ত্রিক মানুষদের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল তাই নয়, খোদ কেন্দ্রীয় সংসদেও প্রতিবাদ ধ্বনিত হল। স্থানীয় ও বিদেশী পত্র পত্রিকাতেও ধিক্কার জানান হল এই অহেতুক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণকারী গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে। চতুর্দিকের প্রতিবাদের চাপে বেলজিয়াম সরকার বাধ্য হলেন এর সঙ্গে জড়িত পুলিশ অফিসারদের বরখাস্ত করতে।

২

প্যারিসে পৌঁছেই মার্কস কমিউনিস্ট লীগের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিলেন। এঙ্গেলস তখনও ব্রাসেলসে রয়েছেন। মার্কস তাঁকে প্যারিসে চলে আসার জন্য আহ্বান জানালেন। ইতিমধ্যে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হল—সভাপতি-কার্ল মার্কস, সম্পাদক-কার্ল শ্যাপার, সদস্যবৃন্দ—এঙ্গেলস, ওলাউ, ভোলফ্, মোল, বয়ার প্রমুখ। এই সময় অপরদিকে জার্মান, পোলিশ, বেলজিয়ান, আইরিশ ও স্পেনিয়ার্ড আশ্রয়গ্রহণকারীদের মধ্যে একটি চিন্তাধারা খুব সরব হয়ে উঠেছিল, তাহল নিজের নিজের দেশের মুক্তির জন্য প্রবাসীদের নিয়ে সশস্ত্রবাহিনী গঠন করতে হবে এবং এই সশস্ত্র বাহিনী নিজের দেশে গিয়ে লড়াই করবে। এই চিন্তাধারা বিশেষ করে জার্মান আশ্রয়গ্রহণকারীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয় এবং প্রস্তুতিও চলতে থাকে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার। মার্কসের উপস্থিতির আগেই প্রবাসী জার্মানীদের 'গণতান্ত্রিক সমিতি' এই মর্মে প্রস্তাবও গ্রহণ করে। এই পদক্ষেপকে মার্কস রাজনৈতিক হঠকারীতা ও বিপদজনক বলে মনে করলেন। ভীরুতার অপবাদের ঝুঁকি নিয়েও তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন, এপথে ভালর চেয়ে মন্দই হবে। ৬ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত জার্মান শ্রমিকদের এক সভায় তিনি এই পদক্ষেপের ক্ষতিকারক দিকগুলি বিশ্লেষণ করে বক্তৃতা করলেন। এই প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট লীগের সভ্য সেবাস্তিয়ান জাইলার লিখেছেন :

"জার্মানীতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাইরে থেকে সশস্ত্র বাহিনী পাঠানোর সকল প্রকার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টরা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিবাদ করেন। রু-স্যাঁ-দেনিসে তাঁরা প্রকাশ্য সভা করতেন। প্রস্তাবিত স্বেচ্ছাবাহিনীর সদস্যরাও যোগ দিতেন এই সমস্ত সভায়। এমনি একটি সভায় মার্কস দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতায় যে বিষয়টিকে তুলে ধরেছিলেন তা এই যে, ফেব্রুয়ারী

বিপ্লব ইয়োরোপীয় আন্দোলনের সূচনাপর্বমাত্র, এবং সেই ভাবেই এই বিপ্লবকে দেখা উচিত। অল্প দিনের মধ্যেই এই প্যারিসে সর্বহারা শ্রেণী ও বুর্জোয়াদের মধ্যে প্রকাশ্য সংগ্রাম শুরু হয়ে যাবে। জুন মাসে প্রকৃতই তা শুরু হয়ে গেল। ইয়োরোপীয় বিপ্লবের জয় কিংবা পরাজয় নির্ভর করছিল এই সংগ্রামের ফলাফলের ওপরে। মার্কসের বিশ্বাস ছিল জার্মানীতে পরস্পরবিরোধী শ্রেণীগুলির দ্বন্দ্বের ফলে জনগণের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটবে। বাইরে থেকে সশস্ত্রবাহিনী পাঠালে আসন্ন এই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকেই বিপন্ন করা হবে। কেননা সশস্ত্র হস্তক্ষেপ ঘটলে জার্মানের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ নেবে জাতীয়তাবাদী উদ্দেশ্যে ও বিপ্লববিরোধী কাজে তাকে ব্যবহার করতে। বিপ্লব রপ্তানী করা যায় না এটাই ছিল মার্কসের তখনকার উপদেশ।

এই ভ্রান্ত চিন্তাধারা প্রতিরোধ করার জন্যই মার্কস জার্মান ওয়ার্কাস ক্লাব নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনের মার্কস কর্তৃক প্রস্তুত নিয়মাবলীব খসড়া কমিউনিস্ট লীগের চারটি প্যারিস শাখায় অনুমোদিত হয়। এই সময় এঙ্গেলসও প্যারিসে চলে আসেন সহযোগিতা করার জন্য। মার্কস ফরাসী বিপ্লবের প্রকৃতি ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করে বলেন ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ফরাসীবিপ্লবের মূল প্রবাহের সূচনামাত্র, এর পিছনে রয়েছে বিপ্লবের প্রবল স্রোত, যখন ফরাসীর শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে বুর্জোয়াদের কঠোর কঠিন মুখোমুখী সংগ্রাম অনিবার্য। আর এই সংগ্রামের উপর সমগ্র ইয়োরোপীয় বিপ্লবের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ তখন জার্মানীর বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর প্রতি। প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল ১৩ মার্চ শ্রমিক জনসাধারণ ভিয়েনায় ব্যারিকেড গড়ে তুলেছে। কুখ্যাত চান্সেলাব মেটেরনিখ পালিয়ে গেছে। এক উদার বুর্জোয়া সরকার গঠিত হয়েছে। এদিকে ১৮ মার্চ বার্লিনের পথে পথে শুরু হল রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে শ্রমিকদের তুমুল লড়াই। একটানা ষোল ঘণ্টা লড়াই চলার পর রাজার সৈন্যরা পরাজিত হল এবং জয় হল বার্লিনের শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ও ছাত্রদের মিলিত শক্তির। শ্রমিকদের দাবী অনুসারে রাজা বাধ্য হল ১৯ মার্চ শহর থেকে সৈন্যদের সরিয়ে নিতে। সংগ্রামী যোদ্ধারা শহীদদের মরদেহ বহন করে নিয়ে এলেন রাজদরবারে এবং রাজাকে বাধ্য করলেন শিরোস্ত্রাণ খুলে মাথা নত করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। এই ঘটনা প্রুশিয়ার স্বৈরতান্ত্রিক সামন্তপ্রভুদের পরাজয়ের এক ঐতিহাসিক নজির। সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর দাবীকেও মেনে নিতে হল রাজাকে। প্রুশিয়ায় গঠিত হল ব্যাঙ্কমালিক ও শিল্পপতি কাম্প হাউজেন ও হান্সেমান-এর নেতৃত্বে বুর্জোয়া মন্ত্রীসভা।

বিপ্লবের প্রাথমিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে, শ্রমিক ছোট কারিগর তথা সাধারণ মানুষের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে চলেছে। কিন্তু মার্কস-এঙ্গেলস প্রমাদ গুণলেন কেননা অচিরেই শ্রমিকদের মোহভঙ্গ হবে, অনিবার্য শ্রেণীচরিত্রে নতুন বুর্জোয়া সরকার বিপ্লবের মূল দাবীগুলিকে পদদলিত করে সামন্তশক্তির সঙ্গে আপোস করবে। ব্যাখ্যা করে দেখালেন, যতদিন না বিভিন্ন অংশে প্রভুত্বকারী কয়েক ডজন রাজাকে উৎখাত করা যাচ্ছে, বৃহৎ জমিদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে, বিভিন্ন প্রান্তে বিভাজন রদ করা যাচ্ছে এবং অবিভক্ত জার্মান প্রজাতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বিপ্লবী সংগ্রামের কোন বিশ্রাম নেই। সাময়িক বিজয়ে আত্মহারা হলে বিপদ ডেকে আনা হবে।

সুতরাং সাময়িক বিজয়ে ও নতুন বুর্জোয়া সরকারের প্রতি যাতে শ্রমিকশ্রেণী মোহবশতঃ নিশ্চেষ্ট না হয়ে পড়ে তার জন্য একটি বিপ্লবী দাবীসম্বলিত কর্মসূচী নির্ধারণ করা আশু প্রয়োজন। কমিউনিস্ট ইস্তাহারের শেষ পরিচ্ছেদে জার্মান কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত রণনীতি ও রণকৌশলের ভিত্তিতে মার্কস-এঙ্গেলস এই কর্মসূচী রচনা শুরু করেন। উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা এবং পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরাও পৃথক পৃথক কর্মসূচী জনগণের সামনে উপস্থিত করেছিলেন। উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা প্রুশিয় নেতৃত্বে নিখিল জার্মান সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের দাবী করলেন। ফলে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপোস করে চলার নীতি গৃহীত হল। অপরদিকে পেটিবুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার, জনগণের হাতে ক্ষমতা, সামন্ততন্ত্রের বিলুপ্তি ইত্যাদিসহ জার্মান প্রজাতন্ত্রের দাবী জানালেন। কিন্তু সামন্ততন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটানর প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল নিতান্তই অস্পষ্ট।

এমতাবস্থায় সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য সামনে রেখে মার্কস-এঙ্গেলস নিখিল জার্মান ঐক্যবদ্ধ প্রজাতন্ত্রের মূল দাবীর ভিত্তিতে ১৭ দফা সম্বলিত 'জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টি'র দাবী' রচনা করলেন। দাবী সমূহের মধ্যে ছিল : রাজনৈতিক ব্যবস্থাবলীর গণতন্ত্রীকরণ, একুশ বছর বয়স থেকে সর্বজনীন ভোটাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, শ্রমিকরাও যাতে আইনসভায় নির্বাচিত হতে পারেন এবং নির্বাচিত হলে যাতে আর্থিক অসুবিধায় না পড়েন সেইজন্য নির্বাচিত সদস্যদের ভাতা প্রদান, প্রতিবিপ্লব দমনের স্বার্থে জনগণের হাতে অস্ত্র প্রদান, সকলের জন্য বিনাব্যয়ে আইনের সুযোগ, রাষ্ট্র থেকে গীর্জার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ, নিঃস্বার্থভাবে গণশিক্ষা ইত্যাদি। সমাজবাদের লক্ষ্যে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের অগ্রগতির পথ রচনার জন্যই এই দাবীগুলি নির্ধারিত

হয়েছিল। তাঁরা বিশ্বাস করতেন সমাজবাদের জন্য সংগ্রামেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল গণতন্ত্রের জন্য এই সংগ্রাম।

বুর্জোয়া গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে সামন্তশ্রেণীর হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নেওয়াই যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তির মূলগুলি উৎপাটিত করতে হবে। তাই মার্কস-এঙ্গেলস ভূমি ও কৃষিব ক্ষেত্রেও কতকগুলি বৈপ্লবিক দাবী পেশ কবলেন। বিনাক্ষতিপূরণে জমিদাবতন্ত্রের অবসান, জমির উপর সমস্ত রকম সামন্ততান্ত্রিক কর বন্ধ করা, খনি ও ব্যক্তিগত মালিকানার সমস্ত সম্পদ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেব হাতে প্রদান, সমগ্র সমাজেব স্বার্থে অধুনাতম বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার সাহায্যে বৃহৎ খামারের ভিত্তিতে চাষ প্রভৃতি দাবীসমূহের সঙ্গে কৃষকদের জীবনের সমস্ত রকম নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবীও সোচ্চার করা হয়। কৃষকদের সমস্যাসমূহের পাশাপাশি শ্রমজীবী ও অন্যান্য সাধারণ মানুষের জীবনের সমস্যা সমাধানের অনুকূলেও বিভিন্ন দাবী উত্থাপিত হয়। সমগ্র পরিবহন ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয়করণ, জাতীয় শিল্প ও কলকারখানা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিও দাবীপত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়।

এইভাবে ১৭ দফা দাবীপত্রের মাধ্যমে অবহেলিত ও বঞ্চিত শ্রেণীগুলির সমস্যাসমূহ প্রতিফলিত হল। দাবীপত্রের শেষে বলা হল: "শ্রমিক শ্রেণী, পেটি বুর্জোয়া ও কৃষক সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থেই এই দাবীগুলিকে কার্যকবী করার জন্য সমস্ত উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসবে। আর এইগুলি কার্যকরী হলে মুষ্টিমেয় কয়েক-জনের দ্বারা শোষিত লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা নির্যাতিত অথচ সকল সম্পদের স্রষ্টা হিসেবে সমস্ত শক্তির মালিক তারাই অর্জন করবে অধিকার ও শক্তি।" এই ঐতিহাসিক কর্মসূচীর মাধ্যমে মার্কস-এঙ্গেলস শ্রমিক শ্রেণীব মিত্র হিসেবে কৃষক ও পেটিবুর্জোয়াদের পরিচিত করালেন। প্রথমে প্যারিসে এই 'জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টির ১৭ দফা দাবী' প্রকাশিত হয় এবং অব্যবহিত পরেই জার্মানীর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তা মুদ্রিত হয়।

কমিউনিস্ট ইস্তাহার ও ১৭ দফা দাবাপত্র নিয়ে প্রবাসী ও উদ্বাস্তু জার্মান কমিউনিস্টদের জার্মানীতে ফেরৎ পাঠানর কাজে নেমে পড়লেন মার্কস। বিপ্লব রপ্তানীর নীতির নেতা হের়ভেগের সশস্ত্র স্বেচ্ছাবাহিনী জার্মানীর সীমানার মধ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রুশিয় সেনাবাহিনীর আক্রমণের মুখে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এটা যে ঘটবে মার্কস তা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। অথচ দাবীপত্র ও ইস্তাহারে সুসজ্জিত কমিউনিস্ট লীগের প্রায় চারশ সদস্য মার্কসের নির্দেশে নির্বিঘ্নে জার্মানীতে প্রবেশ করে কাজ শুরু করতে সক্ষম হলেন। এই সদস্যদের কাজ হল যেখানে

লীগের শাখা সংগঠন ছিল সেগুলি শক্তিশালী করা, যেখানে নেই সেখানে শাখা সংগঠিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক শ্রমিক সমিতি গড়ে তোলা। প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ নিয়ে অর্জিত অধিকারগুলি বজায় রাখা ও সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে নিখিল জার্মান রাজনৈতিক শ্রমিক সমিতি গঠন করাই মার্কসের লক্ষ্য ছিল। যে কোন মূল্যে গণতান্ত্রিক গণ-সংগ্রাম শক্তিশালী করতেই হবে এটাই আশু কাজ।

বিপ্লবী শ্রমিক সংগঠকদের অধিকাংশের জার্মানীতে ফিরে যাওয়ার কাজ শেষ হলে মার্কস-এঙ্গেলস স্থির করলেন এবার তাঁরা ফিরবেন। কিন্তু ফেরার আগে প্রস্তুতির ব্যাপার কিছু সেরে নেওয়া দরকার। জার্মানীতে একটি পার্টি-কেন্দ্র আগে স্থাপন করতে হবে। শিল্পে অগ্রসর ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে একাজ খুবই সহজ কেননা ভৌগোলিক দিক থেকেও এই দেশগুলি সুসংহত কিন্তু জার্মানীতে শ্রমিকদের সংগঠন ও আন্দোলন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন প্রদেশ ও এলাকায় ছড়িয়ে আছে। একটি কেন্দ্র থেকে সে সমস্তকে পরিচালিত না করতে পারলে কাজের অগ্রগতি ঘটবে না। তাই নিজেরা যাত্রা করার আগে কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য কার্ল ওলাউকে পাঠালেন এই দায়িত্ব দিয়ে। ওলাউ অন্যতম জার্মান শহর মাইনৎস-এ এই কেন্দ্র স্থাপন করলেন। তারপর মার্কস-এঙ্গেলস ৭ এপ্রিল মাইনৎস-এ এসে পৌছলেন।

জার্মানীতে এসে মার্কস-এঙ্গেলস দেখলেন পরিবেশ পূর্বের তুলনায় বেশ স্বচ্ছন্দ। জনগণ সংসদীয় নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সংবিধান রচনার চেষ্টাও হচ্ছে নতুন সরকারের পক্ষে। জনগণের মধ্যেও রয়েছে বিজয়ের মনোভাব। মার্কস চিন্তা করলেন এই বিজয়ী মনোভাব থেকে মোহ যাতে সৃষ্টি না হয় সেজন্য রাজনৈতিক প্রচার প্রয়োজন। কেননা তিনি দেখলেন, স্বৈরতন্ত্রী সামন্তশ্রেণী ও রাজাদের প্রভাব খর্ব হয়েছে বটে কিন্তু সম্পূর্ণ অবসান হয়নি। বরং সংবিধান রচনায় রাজার সঙ্গে সমঝোওতা করার চেষ্টা চলছে। ছোট ছোট রাজন্যদের হাতে ক্ষমতা ও সৈন্য-বাহিনী থেকে গিয়েছে। প্রুশিয় বিপ্লবের ফলাফল বিশ্লেষণ করে এঙ্গেলস বলেছেন: "একদিকে জনগণের অস্ত্র গ্রহণ, সভাসমিতির অধিকার লাভ কার্যত জনগণের সার্বভৌমত্ব; অন্যদিকে রাজতন্ত্র এবং কাম্পহাউজেন-হান্‌জেমান মন্ত্রীসভা বা বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিদের সরকার টিকে থাকা। অর্থাৎ, বিপ্লবের ফল দ্বিবিধ। জনগণ জিতেছে, জনগণ নিজেদের জন্য অর্জন করেছে সুনির্দিষ্ট গণতান্ত্রিক প্রকৃতির স্বাধীনতা; কিন্তু শাসনক্ষমতা এসেছে জনগণের হাতে নয়, বৃহৎ বুর্জোয়াদের হাতে। এক কথায়, বিপ্লব অসমাপ্ত।"

বিপ্লব অসমাপ্ত। সুতরাং সামনে অনেক কাজ। অবিলম্বে এই সাফল্য সম্পর্কে জনগণকে মোহহীন করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে শক্তিশালী সংগঠন। এর জন্য চাই মুখপত্র ও অপেক্ষাকৃত অনুকূল পরিবেশ। তা একমাত্র পাওয়া সম্ভব কোলোনে। কেননা রাইনপ্রদেশের রাজধানী কোলোন শিল্পে অগ্রসর, অতীতের বহু সংগ্রামের কেন্দ্রস্থল এবং শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন সেখানে রয়েছে। প্রথম জীবনে মার্কস এখানেই পত্রিকা সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। সুতরাং মার্কস কোলোনকেই আবার কর্মস্থল হিসেবে স্থির করলেন। কিন্তু সমস্যাও রয়েছে। এর আগেই তাঁর নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তাই সরকারী অনুমোদন ছাড়া কোলোনে বাসা পাওয়া যাবে না। স্ত্রী জেনী ছেলেমেয়েদের নিয়ে ট্রীয়ে রয়েছেন বাসা পাওয়ার অপেক্ষায়। প্রুশিয় সরকাব সাময়িক বসবাসের অনুমতি দিলেও নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি িয়ে টালবাহানা করতে লাগল।

নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য সময় নষ্ট না করে সাময়িক অনুমতির উপর নির্ভর করেই মার্কস কোলোনে বাসা ঠিক করে স্ত্রী পুত্র কন্যাদের নিয়ে এলেন এবং দ্রুত কাজে নেমে পড়লেন। তাঁব সামনে আশু দুটি লক্ষ্য—একটি, পত্রিকা প্রকাশ; অপরটি কমিউনিস্ট লীগের শাখাগুলির ভিত্তিতে একটি নিখিল জার্মান শ্রমিক পার্টি গঠন। সারা জার্মানব্যাপী শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলতে হলে আগে জানা প্রয়োজন শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্রগুলির বাস্তব অবস্থা। কেন্দ্রীয় নেতারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়লেন। এঙ্গেলস গেলেন এলবেবেফেলট্ ও বারমেনে; শ্যাপার গেলেন মাইন্‌ৎস ও তাঁর জন্মস্থান ভাইসভাডেন-এ, ড্রোনকে গেলেন কোবলেনৎস, কাসেল, ফ্রাঙ্কফুর্ট প্রভৃতি স্থানে। ভিলহেলম ভোলফ্ আগেই গিয়েছিলেন মাইনৎস, কোলোন, হানোভার, বার্লিন হয়ে ব্রেসলাউ-এ। একমাত্র গেওর্গ ভের্ট থেকে গেলেন কোলোনে পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে মার্কসকে সহায়তা করার জন্য।

চিঠিপত্রে ও সহকর্মীদের বিবরণ থেকে যা সংগ্রহ করা গেল তা থেকে মার্কস বুঝলেন বাস্তব অবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নয়। শ্রমজীবীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বড়ো অভাব, বুর্জোয়া প্রভাব বর্জিত শ্রেণী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বোধ তাদের মধ্যে নেই বললেই চলে। স্বল্প কয়েকজন সংগঠককে নিয়ে একাজ করাও দুঃসাধ্য। সুতরাং একটা পথ বের করতেই হবে। বিজ্ঞ সংগঠক মার্কস ঠিক করলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠনে কর্মী ও সংগঠকদের যুক্ত হতে হবে এবং দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে জনগণের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

৪

ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত করাব পথে অগ্রসর হতে গিয়ে প্রথম বাধা পেলেন কোলোন থেকেই। ডঃ আন্দ্রে গোটশালক নামে একজন চিকিৎসক 'কোলোন শ্রমিক সমিতি' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। তিনি মার্কসের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে শ্রমিকদেব ভিন্নপথে পরিচালিত করাব চেষ্টা কবেন। প্রথমে তিনি 'গণতান্ত্রিক বাজতন্ত্র'এর শ্লোগান দিয়েছিলেন কিন্তু দ্রুত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে, 'শ্রমিকদের প্রজাতন্ত্র' এব আহ্বান জানালেন। এইসব অর্থহীন ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি শ্রেণী সংগ্রাম থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে দূরে সরিয়ে নিয়ে এক কাল্পনিক সাম্যবাদেব তত্ত্বে সকলকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেন। তাঁর মন্ত্রণায় 'কোলোন শ্রমিক সমিতি' সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবল, বার্লিনে সংবিধানরচনাকারী পরিষদ এবং জাতীয় সংসদ গঠনের আসন্ন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ থেকে বিবত থাকা হবে। পরোক্ষ ভোটদান ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক এই যুক্তিতে তাঁরা নির্বাচন বয়কট করলেন। পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা কমিউনিস্টদেব কাছেও আপত্তিকর কিন্তু তা সত্ত্বেও নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত হঠকার্য বলে মার্কস অভিহিত করলেন। কেননা এরদ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে মুক্ত ময়দানে একক শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ করে দেওয়া হবে। নির্বাচন যে রাজনৈতিক সংগ্রামেব সুযোগ এনে দিয়েছে তা থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে বঞ্চিত করা হবে। তাই এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মার্কস আহ্বান জানালেন কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক প্রার্থীদেব নির্বাচিত কবা এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বলীয়ান করার জন্য। এই আহ্বানে কাজ হল। শমিকদেব এক বড়ো অংশ নির্বাচনে যোগ দিলেন। বুর্জোয়া সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ যে একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম এই শিক্ষা সমকাল ও ভবিষ্যতেব কমিউনিস্টবা পেলেন মার্কসেব কাছ থেকে।

এই সংকট থেকে উদ্ধার পেতে না পেতেই আরেকটি সমস্যা এসে উপস্থিত হল মার্কসেব সামনে। কমিউনিস্ট লীগের একজন সদস্য স্টেফান বোর্ণ বার্লিন থেকে এক চিঠিতে মার্কসকে জানালেন যে, তিনি শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় সংগঠনের সভাপতি এবং সমস্ত শ্রমিক কেন্দ্রের সমর্থন রয়েছে তাঁর প্রতি। এমনকি কলকারখানার মালিকরাও তাঁকে শ্রমিকনেতা রূপে মান্য করে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় শ্রমিকদের দাবীদাওয়া মীমাংসায় আস্থাশীল। প্রুশিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করে চলেন। স্বভাবতই এই স্বেচ্ছা নির্বাচিত নেতা শ্রেণীসংগ্রামের পরিবর্তে আপোষ আলোচনার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া অর্জনেব প্রতি সম্পূর্ণ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর যুক্তি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মত জার্মানীতে শ্রমিক ও মালিকরা

শ্রেণী হিসেবে অতখানি সংগঠিত নয়, সুতরাং এখানে আপোষ মীমাংসার পথেই অগ্রসর হওয়া উচিত। বোর্ণের চিন্তাধারার সমর্থন পাওয়া গেল বার্লিনের 'শ্রমিকদের ভ্রাতৃত্বমূলক সংগঠন'-এর বিভিন্ন দলিলে। এইসব দলিল বিচার বিশ্লেষণ করে এঙ্গেলস দেখালেন, এঁরা যেমন মার্কসের প্রভাব এড়াতে পারেননি তেমনি প্রুধোঁ ও লুই ব্লাঙ্ক-এর মতাদর্শও হজম করতে পারেননি। ফলে সবাইকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে মত ও পথের ক্ষেত্রে অবমিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলেছেন। পরবর্তীকালে লেনিন মার্কসবাদ ও বোর্ণের চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে দেখিয়েছেন বোর্ণের পথ নিছক অর্থনীতিবাদ ছাড়া কিছু নয়। গোটশালক সংকীর্ণতাবাদী ও হঠকারী, আর বোর্ণ চরম সুবিধাবাদী। দুটি মতবাদই শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের পথে বাধাস্বরূপ।

কমিউনিস্ট লীগের সদস্যদের সংখ্যাল্পতা ও বিক্ষিপ্ত অবস্থান জার্মানীর শ্রমিক আন্দোলনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। দেশে ফিরে কাজ বুঝে নিতে এবং পরস্পরের সঙ্গে সমন্বয় গড়ে তুলতে নেতৃবৃন্দের কিছুদিন সময় লাগবে। তাছাড়া পূর্বের মতো গোপনে কাজ করার অভ্যাস তখনও রয়েছে। গোপন পদ্ধতিতে কাজ করতে গেলে সম্পর্কটা স্বভাবতই মুষ্টিমেয়র মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। মার্কসের নেতৃত্বে লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি কর্মপদ্ধতি ও কৌশলের পুনর্মূল্যায়ন করলেন এবং সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে সংগঠনকে আর অপ্রকাশ্য রাখার প্রয়োজন নেই। বর্তমান গণতান্ত্রিক আবহাওয়া সীমাবদ্ধ হলেও এর মধ্যে প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ আছে। তাই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন লীগের সমস্ত সদস্যকে শ্রমিক সমিতিগুলির মধ্যে আবশ্যিকভাবে কাজ করতে হবে। শুধু শ্রমিক সংগঠন নয় মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য অংশের মানুষের গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির মধ্যেও অনুপ্রবেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। এর ফলে ব্যাপকতর জনগণের সমন্বয়ে গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠন করে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে। মার্কসের উপদেশক্রমে সমস্ত সদস্য ও সমর্থকরা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠনে যুক্ত হতে থাকলেন। তবে মার্কস সতর্ক করে দিয়ে বললেন, পেটিবুর্জোয়া দোদুল্যমানতা ও অসংগতির বিরুদ্ধে সমালোচনা মুলতুবি রাখা চলবে না। স্বভাবতই মার্কস ও মার্কসপন্থীদের অনুপ্রবেশে গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির কার্যপদ্ধতি ও বক্তব্য বেশ প্রভাবিত হতে থাকল এবং অচিরেই তা প্রতিক্রিয়াশীল পত্রপত্রিকার সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠল।

বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও মাত্র তিন মাসের মধ্যেই মার্কসের উদ্যোগে সারা জার্মান গণতান্ত্রিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল ১৮৪৮ সালের ১৪ থেকে ১৭ জুন। কংগ্রেস

থেকে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হল এবং জেলান্তর পর্যন্ত সংগঠন কমিটি গড়ে তোলার সিদ্ধান্তও নেওয়া হল। শ্রমিক সংগঠন, বিভিন্ন গণসংগঠন এবং এমনকি মালিকদের সমিতি নিয়ে এই গণতান্ত্রিক মোর্চা হল। এত ব্যাপক মোর্চা এর আগে জার্মানীতে কখনও গঠিত হয়নি।

৫

মার্কস-এঙ্গেলস অনুভব করলেন শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে ক্ষতিকারক বিভিন্ন মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে অনিবার্যভাবে প্রয়োজন একটি মুখপত্রের। মুখপত্র ছাড়া শ্রমিক শ্রেণীকে সঠিক রণকৌশলে শিক্ষিত করে তোলা যাবে না। তাছাড়া গণতান্ত্রিক বৃহত্তর মোর্চার জন্যও প্রয়োজন একটি বিশ্বস্ত মুখপত্র। একমাত্র মুখপত্রই পারে দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে থাকা সংগঠন কেন্দ্রগুলিকে সুসংহত করতে। সুতরাং মার্কস-এঙ্গেলস সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন পত্রিকা প্রকাশের কাজে। কিন্তু কাজটা ছিল অত্যন্ত দুরূহ। কমিউনিস্টদের পত্রিকা প্রকাশ করতে কে অর্থ দেবে ?

পত্রিকা প্রকাশ ও প্রাথমিকভাবে চালু রাখতে প্রয়োজন তিরিশ হাজার টেলার। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটি মিলে মাত্র তের হাজার টেলার সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেন। এঙ্গেলসও বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। তিনি বারমেন থেকে মার্কসকে এক চিঠিতে লিখলেন : "পত্রিকার শেয়ারগুলো এখানে যে খুব বেশী বিক্রী হবে তা মনে হচ্ছে না। মোদ্দা ব্যাপারটা হল এই যে এখানকার র‍্যাডিকাল বুর্জোয়ারাও মনে করছে আমরাই তাদের ভবিষ্যতে ঘোরতর শত্রু হয়ে দাঁড়াব। তাই যে অস্ত্র ওদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবহার করব তা ওরা আমাদের হাতে দিতে চায় না। তাছাড়া আমার বুড়োকর্তাকে চাপ দিয়ে যে কিছু আদায় করা যাবে তাও সম্ভব নয়।" গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করে কিছু অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করলেন মার্কস। কিন্তু তাতেও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা গেল না। অবশেষে পৈতৃক সম্পত্তির নিজস্বভাগ যা অবশিষ্ট ছিল তা বিক্রী করে বাকী অর্থ সংগৃহীত হল।

অবশেষে ১ জুন ১৮৪৮ তারিখের সংখ্যাটি প্রকাশিত হল আগের দিন অর্থাৎ ৩১মে সন্ধ্যাবেলা। পত্রিকার নাম 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্'। সে এক মহা আনন্দের দিন। শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে পত্রিকার পোস্টার আগেই পড়েছে। পত্রিকা বিক্রেতাদের মধ্যেও উৎসাহ রয়েছে, কেননা মানুষ এই পত্রিকা সম্পর্কে উৎসুক। কারণ নতুন পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক স্বয়ং কার্লমার্কস। যাঁর বৈদগ্ধ্য,

বিজ্ঞান চেতনা, সাংবাদিক সাহসিকতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা তখন সকলের মুখে মুখে। সুতরাং এই পত্রিকা জন্মমুহূর্ত থেকেই প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হল। সেন্সরের বাধা নেই, সত্যগোপন করা বা আড়াল করে রাখার প্রয়োজন হবে না। অতএব এই পত্রিকা উন্মুক্ত তরোয়ালের মতো বিদ্ধ করল স্থিতাবস্থার পিচ্ছিল বক্ষ।

চব্বিশ বছর বয়সে মার্কস পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন আজ তিরিশ বছর বয়সে তা সুপরিণত প্রাজ্ঞতার রূপ নিয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে তৎকালের উল্লেখযোগ্য প্রতিভাবান একদল বুদ্ধিজীবী এই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে কাজ করতে লাগলেন। প্রধান সহকারী হিসেবে রয়েছেন আরেক বিস্ময়কর প্রতিভা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস। মার্কস-এঙ্গেলস এমন মিলেমিশে কাজ করতেন এবং উভয়ের চিন্তাভাবনার স্তরের মধ্যে এমন সমতা ছিল যে একের লেখার সঙ্গে অন্যের লেখার পার্থক্য ধরা যেত না। যদিও মার্কসই ছিলেন পত্রিকার প্রাণপুরুষ। এঙ্গেলসের ভাষায়, "বিপ্লবের বছরগুলিতে পত্রিকাটি সর্বাপেক্ষা খ্যাতজার্মান মুখপত্র হয়ে উঠেছিল। এর মূলে ছিল তাঁর (মার্কসের) স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃঢ় মনোভাব।" অক্লান্ত পরিশ্রমী বিজ্ঞ মার্কস শুধু সে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখতেন তাই নয়, প্রতিটি সংবাদ, সংবাদ বিষয়ক মন্তব্য, চিঠিপত্র ইত্যাদির উপর নজর রাখতেন। তাঁর পরিপূর্ণ আস্থা ছিল নিকটতম বন্ধু এঙ্গেলসের উপর। এঙ্গেলস সম্পর্কে তিনি বলতেন, "সে হল একজন যথার্থ বিশ্বকোষ, দিনরাত্রির যে কোন সময় অক্লান্তভাবে আনন্দ ও বিনয়ের সঙ্গে কাজ করতে সমর্থ, লিখতে ও চিন্তা করতে শয়তানের মতো দ্রুতগতি সম্পন্ন।" উক্তিটির মধ্যে বন্ধু সম্পর্কে যেমন রয়েছে অকুণ্ঠ প্রশংসা তেমনি বন্ধুসুলভ দুষ্টুমি।

সম্পাদকমণ্ডলীতে অপর বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন ভিলহেলম ভোলফ্। সম্পাদকীয় সচিবের কাজ ছাড়াও কৃষিবিষয়ক রচনাবলী তিনিই প্রধানত লিখতেন। কেননা এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সম্পর্কে মার্কস উচ্চমূল্য দিতেন। কবি গেওর্গ ভের্টের তীব্র শ্লেষাত্মক রচনার সূচীমুখে প্রতিক্রিয়ার শক্তির হৃদয় বিদারক রচনাগুলি ছিল খুবই জনপ্রিয়। ফার্ডিনাণ্ড ভোলফ্ লিখতেন বৈদেশিক বিষয়সমূহ নিয়ে। আর্নস্ট ড্রোনকে ছিলেন একজন অভিজ্ঞ প্রচারবিদ এবং সংসদীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে বেশ কিছুদিন সংসদীয় পর্যালোচনা পাঠান। কবি ফার্ডিনাণ্ড ফ্রেলগ্রাথ-এর কবিতা ছিল পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ। একসঙ্গে এত বেশী সংখ্যক যোগ্য ও অভিজ্ঞ বুদ্ধিজীবীর সমাবেশ তৎকালে আর কোন পত্রিকায় ছিল না। এইসব মহারথীদের সমন্বয়ে মার্কসের 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্' পত্রিকা শুধু জার্মানীর নয় সমগ্র ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সমাজ বিশ্লেষণাত্মক পত্রিকা হিসেবে আদৃত

হতে শুরু করে। দেশী বিদেশী সমকালীন ঘটনাবলীর যথাযথ বিশ্লেষণ, ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতির ইঙ্গিত প্রদান, তাত্ত্বিক চেতনা গঠন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলিকে উচ্চমূল্যদেওয়া, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে শ্রমিক সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে সাহস যোগান ছিল এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য।

পত্রিকার পৃষ্ঠায় জার্মান জনগণের সংগ্রামের পথনির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ইয়োরোপের যে কোন প্রান্তের ঘটনাবলীর গতিপথ নির্ধারণের মাধ্যমে মার্কস জাতীয়তার সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার এক অপূর্ব মিলনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। প্রতিটি দেশের বিপ্লবের স্তর, শ্রেণী বিরোধের প্রকৃতি, শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের কৌশল ইত্যাদি ছিল পত্রিকার আলোচ্য বিষয়। শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হতে দেখা যায় পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায়। ফলে 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্গ' পত্রিকা স্বল্প দিনের মধ্যেই সমগ্র ইয়োরোপের বিপ্লবের মুখপত্র হয়ে উঠল, নেতৃত্বের ভূমিকায় আসীন হয়ে গেল। এই পত্রিকা থেকে বিভিন্ন নিবন্ধ, মন্তব্য ও সম্পাদকীয় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় পুনর্মুদ্রিত হত ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের পত্র পত্রিকায়। এইভাবেই পত্রিকার মাধ্যমে মার্কসের তাত্ত্বিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় সমগ্র ইয়োরোপের বিপ্লবী সংগ্রামে।

প্রথম সংখ্যাতেই জার্মানীর মার্চ বিপ্লবের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করে মার্কস যে নিবন্ধ লেখেন তাতে আতঙ্কিত হয়ে পত্রিকার বেশ কিছু বুর্জোয়া অংশীদার সরে দাঁড়ান। তাতে মার্কস দমে যান নি। সংসদীয় মোহ কাটাবার জন্য মার্কস বললেন মার্চ বিপ্লব শেষ কথা নয়, সূচনা মাত্র। আর এই অর্ধসমাপ্ত বিপ্লব সম্পূর্ণ করাই প্রধান কর্তব্য। বিপ্লব সম্পূর্ণ করতে হলে ১৭ দফা দাবীর ভিত্তিতে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। নতুন মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় আসীন হয়েই বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল। সংসদের অধিবেশনে সরকারী ডেপুটিরা মার্চের বিপ্লবকে অস্বীকার করে ঘোষণা করলেন, সংসদের অধিবেশন বসছে শুধুমাত্র রাজার সঙ্গে সংবিধান সম্পর্কে মতৈক্যে আসার উদ্দেশ্যে। রাজার সঙ্গে মতৈক্যের অর্থ সামন্ত প্রভুদের স্বার্থের সঙ্গে আপোষ অর্থাৎ শ্রমজীবী সহ সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধতা। এমন কি গণফৌজে শ্রমিক ও কারিগরদের অন্তর্ভুক্ত করার পূর্ব প্রতিশ্রুতি বাতিল হল। ফলে 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্গ' পত্রিকা প্রকাশের দুসপ্তাহের মধ্যেই মার্কসের সতর্কবাণী সত্যে প্রমাণিত হয়ে এক বিস্ফোরণের রূপ গ্রহণ করল। যে অস্ত্র শ্রমজীবীদের হাতে তুলে দিতে নতুন সরকার অস্বীকার করেছিল, শ্রমিকরা বিদ্রোহ ঘটিয়ে অস্ত্রাগার আক্রমণ করে সেই অস্ত্র অধিকার করে নিল। যদিও এই আকস্মিক বিদ্রোহ যথার্থভাবে সংগঠিত না হওয়ায় রাজার সেনাবাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হয়।

মার্কস এই ঘটনার প্রতি অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি পত্রিকার পাতায় জাঙ্কারদের কাছে বুর্জোয়াদের আত্মসমর্পণের নিদারুণ সমালোচনা করে শ্রমিকশ্রেণীর জঙ্গী সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানালেন। তিনি ঘোষণা করলেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর দাবী আদায়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করা সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। তা ছিনিয়ে নিতে গেলে বিদ্রোহ অনিবার্য। প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সেই বিদ্রোহ প্রয়োজনে বারেবারে অস্ত্র হাতে নিয়েই সংঘটিত হবে। কেননা জনগণের সামনে একটিই লক্ষ্য 'জনগণের প্রকৃত সবকার', যে সরকার সকলের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করবে, কারও প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কৃষকের দাবী উচ্চে তুলে ধরে মার্কস পত্রিকায় লিখলেন, প্রায় এক শতাব্দী আগে ফরাসী বুর্জোয়ারা কৃষক সম্প্রদায়কে সাথী হিসেবে গণ্য কবে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে অগ্রসর হয়েছিল কিন্তু আজ জার্মান বুর্জোয়ারা কৃষকদেব স্বার্থ জলাঞ্জলি দিল সামন্তপ্রভুদের পায়ের কাছে। পত্রিকার পাতায় দাবী উঠল জমিদারদের স্বার্থে কোন ব্যয় কবা চলবেনা, বরং এতকাল জমিদাররা কৃষকদের শোষণ করে যা সংগ্রহ কবেছে তা ফিবিয়ে দিতে হবে। দাবীটির বাস্তবতার দিকের চেয়েও বড় ছিল নীতিগত দিক। কৃষক সম্প্রদায় এই দাবীর ভিত্তিতে দারুণ উৎসাহ লাভ করেছিল।

'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ' পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক কার্ল মার্কস শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টি-কোণ থেকে বৈদেশিক নীতি ও দেশবিদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামেব চরিত্র ও রূপ রীতি শুধু ব্যাখ্যা করেন তাই নয়, একটি নীতিও নির্ধারণ কবেন। এই নীতির মূলকথা হল একটি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করবে অথচ একই সঙ্গে অন্য জাতিসমূহের উপর নির্যাতন চালাবে—তা হতে পারে না। পোল, চেক, হাঙ্গেরীয়, ইতালীয় প্রভৃতি প্রুশিয়া, অস্ট্রিয়া ও জারশাসিত রুশিয়ার আওতাভুক্ত দেশগুলির মুক্তিসংগ্রামেব প্রতি মার্কস-এঙ্গেলস পূর্ণ সমর্থন জানান। 'পবিত্র মিলন' নাম দিয়ে রুশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ার রাজারা যে সাম্রাজ্যবাদী জোট বেঁধেছিলেন তা ছিল মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপের দেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পথে প্রধান বাধা। মার্কস বিশেষ করে পোলিশ জনগণের সংগ্রামের প্রতি গভীর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কেননা ঐ তিন প্রধান শক্তিই পোলাণ্ডকে তিনভাগে ভাগ করে নিয়ে শোষণ করে চলেছিল। পোলদের দাবী ছিল রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা ও ঐক্যবদ্ধ পিতৃভূমি। প্রুশিয়ার নতুন বুর্জোয়া সরকার কিন্তু পোলিশদের স্বাধীনতার দাবীকে পদদলিত করে গুলি চালিয়ে নির্বিচারে হত্যা করে দমণ করার অপচেষ্টা অব্যাহত রাখে। জার্মান বুর্জোয়াদের এই জঘন্য কার্যকলাপের উদ্দেশে মার্কস-এঙ্গেলস ধিক্কার জানালেন, সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীতে বসেই পোলাণ্ডের মুক্তিসংগ্রামের সপক্ষে জনমত সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

পত্রিকার পৃষ্ঠায় মার্কস লিখলেন, "গণতান্ত্রিক জার্মানীর প্রতিষ্ঠার জন্যই চাই গণতান্ত্রিক পোলাণ্ডের প্রতিষ্ঠা।" পোলাণ্ডের মুক্তি আন্দোলনের সমর্থনে যদি সমগ্র ইয়োরোপের গণতান্ত্রিক মানুষকে সমবেত করা যায় তাহলে রুশ-অস্ট্রিয়া-প্রুশিয়ার রাষ্ট্রশক্তিগুলিকে একযোগে দুর্বল করা সম্ভব হবে এটাই ছিল মার্কসের বিশ্বাস। মার্কসের দৃষ্টিতে জারতন্ত্রী রুশিয়া হল ইয়োরোপের প্রতিক্রিয়া চক্রের রক্ষক, আর প্রুশিয়া হল অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। রুশিয়ার জার সামরিক শক্তি যে শুধু পোলাণ্ডকে পদানত রাখতে চেয়েছে তাই নয় হাঙ্গেরিকে দখলে আনার জন্য ১৮৪৯ সালের বসন্তকালে সামরিক অভিযান চালায়। মার্কস পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে সামরিকভাবেই এই হামলার প্রতিরোধের জন্য আহ্বান জানান সমগ্র ইয়োরোপবাসীর কাছে। সাম্রাজ্যবাদী সমরবাদ যে শুধু প্রতিবেশী জনগণের পক্ষেই বিপদজনক তাই নয় মার্কস দেখালেন তা দেশীয় জনগণের পক্ষে সমান ক্ষতিকারক। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ দেশের মানুষের কোন উপকারে লাগে না। প্রুশিয়া জাঙ্কারদের সমরবাদী জঙ্গী নীতি বিশ্লেষণ করে মার্কস দেখালেন এরা দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে চাবুকের শাসন কায়েম করতে চায়। তাই মার্কস-এঙ্গেলস সমস্ত দেশপ্রেমিক ও কমিউনিস্টদের সামনে আহ্বান রাখলেন প্রুশিয়ার জাঙ্কারদের বিরুদ্ধে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে।

এই সময় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে মুখপত্র 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্ক'। মাত্র কয়েকমাসের মধ্যেই পত্রিকার প্রচার সংখ্যা পাঁচ হাজার অতিক্রম করে যায়। বিশেষ করে শ্রমিক মধ্যবিত্ত ও গণতন্ত্রীদের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা বেশী বৃদ্ধি পায়! এই পত্রিকার সম্পাদকীয় বা পর্যালোচনামূলক রচনাগুলি থেকে সমকালীন ঘটনাবলীর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া যেত। তাই দেখা যায় দেশবিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্ক' থেকে বহু রচনা পুনর্মুদ্রিত হতে। মুখ্য সম্পাদক মার্কসের পত্রিকা সম্পাদনার মূল লক্ষ্যই ছিল : সর্বস্তরের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে একটি মোর্চায় এনে আহত সামন্ততন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করা, অর্জিত মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি সুরক্ষা ও প্রসারিত করা এবং গণপ্রজাতন্ত্র গড়ে তোলা। তথ্যমূলক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিবন্ধ, সমকালীন তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাসমূহের শ্রেণীভিত্তিক মূল্যায়ন ইত্যাদি ছাড়াও পত্রিকার অন্যতম বিভাগ ছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতি। ব্যঙ্গাত্মক কবিতা ও রসরচনার মধ্যদিয়ে প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ উদ্ঘাটন ছাড়াও শিল্প-সাহিত্যের গণমাধ্যমটি কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারে তার নজিরও সৃষ্টি করেন কার্ল মার্কস। এই বিভাগ পরিচালনায় তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন গেওর্গ ভের্ট এবং পরবর্তী পর্যায়ে ফ্রেলগ্রাথ।

পত্রিকার ঐতিহাসিক ভূমিকা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল প্যারিসের জুন অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে। প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণী ২৩ থেকে ২৬ জুন ১৮৪৮ অস্ত্র হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রতি-বিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পরেই শ্রমজীবী মানুষ যেভাবে প্রতারিত হয়ে চলেছিলেন তাতে মার্কস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে অনিবার্যভাবে একটি সংঘর্ষ আসন্ন। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের বিজয়ের ফলশ্রুতি হাতছাড়া হতে দিতে শ্রমিকশ্রেণী স্বীকৃত হন নি, ফলে দাবী তুলেছিলেন পূর্ণ গণ-প্রজাতন্ত্র চাই। আব সেই দাবীতেই সশস্ত্র অভ্যুত্থান। প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণী বিপুল সংখ্যক সেনাবাহিনীর মুখোমুখি ব্যারিকেড তুলে অভূতপূর্ব বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনা করলেন। এই ভয়াবহ রক্তাক্ত সংগ্রামের পরিণতিতে অবশ্য শ্রমিকদের পরাজয় ঘটল এবং হাজার হাজার শ্রমিক নিহত হলেন। নৃশংস অত্যাচার ও নারকীয় কুৎসায় মত্ত হয়ে উঠল সরকার ও মালিক-শ্রেণী এবং তাদের পদলেহী পত্রিকাগুলি।

শ্রমিকদের পক্ষে এগিয়ে এলেন মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের কলম হাতিয়ার নিযে 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্গ' পত্রিকার মঞ্চে। প্যারিস থেকে সংগৃহীত অভ্যুত্থানের বিস্তৃত বিববণ প্রতিদিন প্রকাশিত হতে থাকল। এঙ্গেলস রচিত কয়েকটি নিবন্ধে অভ্যুত্থানের চরিত্র, শ্রেণীগুলির অবস্থান ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কৌশলের বিভিন্ন দিক উদঘাটিত হয়। এই প্রবন্ধগুলি সশস্ত্র বিপ্লবী অভ্যুত্থানেব ক্ষেত্রে মার্কসবাদী মতবাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। অভ্যুত্থান পরাজিত হল বটে কিন্তু এর বিপ্লবী তাৎপর্য যে কি অপরিসীম তা ব্যাখ্যাত হল মার্কস-এঙ্গেলসের বিভিন্ন রচনায়। তাঁরা চোখে আঙুল দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে দেখিয়ে দিলেন যে বুর্জোয়া আধিপত্যকে সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল ছাড়া প্রকৃত গণ-প্রজাতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সাময়িক জয়ে আত্মহারা রাষ্ট্রশক্তি ও বুর্জোয়াশ্রেণীর উল্লম্ফনের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মার্কস এক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে সংগ্রামী শ্রমিকদের বীরত্ব ও নৈতিকতাকে উচ্চাসন দেওয়া হল তাই নয় তীব্র ঘৃণা ও ধিক্কার প্রতিধ্বনিত হল প্রতিটি ছত্রে ছত্রে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে। সর্বাপেক্ষা জ্বালাময়ী প্রবন্ধগুলির মধ্যে অন্যতম এই রচনায় মার্কস ঘোষণা করলেন, এই অভ্যুত্থান হল সর্বাত্মক মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্যে শ্রেণীযুদ্ধের সূচনা। সমস্ত বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকা যখন নিহত সৈনিক ও বুর্জোয়াদের জন্য অশ্রুপাত এবং সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করছে তখন মার্কস শ্রমিকদের প্রতি সুস্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন করে বিপ্লবী নৈতিকতার সুমহান নজির স্থাপন করেছিলেন। মার্কস লিখলেন :

"আমাদের জিজ্ঞাসা করা হতে পারে যে জনরোষের আগুনে যারা নিঃশেষিত হল তাদের জন্য হাহুতাশ, অশ্রুজল বা কোন শোকবাণী আমাদের নিবেদন করার আছে কিনা !...

"রাষ্ট্র ওদের স্বামীহারা নারী ও অনাথ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। ওদের বিজয়গাথা নিয়ে রাষ্ট্রীয় পুস্তিকা বের হবে। বিজয়ীর মর্যাদায় সুসজ্জিত শোকযাত্রা সহকারে ওদের সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হবে। ওদের অমরত্ব ঘোষণা করা হবে রাষ্ট্রীয় মুখপত্রগুলিতে। পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র ইয়োরোপের প্রতিক্রিয়াশীলরা ওদের বিজয়গর্বে মুখরিত।

"কিন্তু বুভুক্ষায় পীড়িত, সংবাদপত্রের পাতায় লাঞ্ছিত, চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত, অভিজাতদের কাছে নিদারুণভাবে নিন্দিত জনগণ; যারা আগুনে জ্বলে, যারা অমানবিক দাসজীবন যাপন করে, যাদের স্ত্রী পুত্র কন্যাদের অসহ্য দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে, যাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সমুদ্রের ওপারে জোর করে পাঠান হয়—সেইসব আঁধারে থাকা মানুষদের গলায় বিজয়ের মালা পরিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব ও কর্তব্য হল গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ সংবাদপত্রের।"[১]

স্বাধীন, নির্ভীক ও বৈপ্লবিক গণচেতনায় ব্রতধর সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে মার্কসের এই শিক্ষা চিরায়ত। রাষ্ট্রশক্তি ও বুর্জোয়া প্রচারযন্ত্রের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে কি করে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে সহায়ক ভূমিকা পালন করা যায় তার সর্বকালের দৃষ্টান্ত মার্কসের এই প্রবন্ধ। তখনকার বিপ্লবীরা অসংখ্যাবার এই প্রবন্ধ পাঠ করে শুধু উদ্দীপিত হয়েছিলেন তাই নয় সাময়িক পরাজয়জনিত গ্লানি ও হতাশাবোধ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্যারিসের জুন অভ্যুত্থানের পরাজয়ের পরে ইয়োরোপের প্রায় সর্বত্র প্রতিবিপ্লবী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। জার্মানীতেও মার্চ মাসে যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রগুলি পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছিল তারা তাদের নতুন মিত্র বুর্জোয়াদের পরিত্যাগ করে পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে সচেষ্ট হল। প্রুশিয়ায় ক্যাম্পহাউজেন মন্ত্রীসভার পতন ঘটল এবং অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল এক মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল। নতুন সরকারের সামনে একমাত্র শ্লোগান 'আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা।' প্রতিক্রিয়াশীল পত্রপত্রিকায় নতুন সরকারের নাম দেওয়া হল 'মিনিষ্ট্রি অফ্ এ্যাকশান।' আইন শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের অজুহাতে নতুন সরকার প্রথমেই আক্রমণ শুরু করল গণতান্ত্রিক ও শ্রমিক আন্দোলনের উপর। আক্রমণের প্রধান কেন্দ্র রূপে বেছে নেওয়া হল কোলোনকে। কেননা তৎকালে কোলোন ছিল শ্রমিক আন্দোলনের স্বর্গস্বরূপ।

১. মার্কস-এঙ্গেলস, রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৩৬-৩৭

এক অসম লড়াইয়ে শ্রমিকদের নামিয়ে আনার জন্য নতুন সরকার কোলোন শ্রমিক লীগের দুই প্রথম সারির নেতা গোটশ্চালক ও আনেক্কে গ্রেপ্তার করল। স্বভাবতই এ-ঘটনায় শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ মার্কস সঙ্গে সঙ্গে 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্গ' পত্রিকা মারফৎ এ ঘটনার জন্য যেমন তীব্র ধিক্কার জানালেন সরকারকে, তেমনি শ্রমিকদের প্রতি ধৈর্য ধারণের আহ্বান জানালেন। বিক্ষিপ্তভাবে কোন অসম লড়াইয়ে জড়িত না হওয়ার জন্য আবেদনও জানালেন।

৫ জুলাই পত্রিকায় মার্কস 'গ্রেপ্তার' নামে এক প্রবন্ধে গ্রেপ্তারের রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্য উদ্ঘাটন করে সরকারের চরিত্র সম্পর্কে কিছু ক্ষুরধার মন্তব্য করেন। এই মন্তব্যগুলি প্রশাসনের কাছে অসহনীয় বলে বিবেচিত হয়। মানহানির অভিযোগ উত্থাপিত হয় মুখ্য সম্পাদক কার্লমার্কস ও পত্রিকার প্রকাশক কোর্ফ-এর বিরুদ্ধে। ৬ জুলাই তদন্তকারী অফিসারের সামনে হাজির হওয়ার জন্য তাঁদের কাছে সমন এল। প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেও যখন কোন সুবিধা হল না তখন ঐ প্রবন্ধের লেখককে সন্ধান করার উদ্দেশ্যে পত্রিকার দপ্তর খানাতল্লাসী করা হল। তাছাড়া অন্যতম সম্পাদক এঙ্গেলস ও ড্রোন্‌কে, এমনকি ছাপাখানার মালিককেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। বিশেষ সুবিধা না করতে পেরে কর্তৃপক্ষের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল মার্কসের উপর। মার্কসও চুপ করে বসে ছিলেন না। শ্রমিক নেতাদের বিনা প্ররোচনায় গ্রেপ্তার, পত্রিকার উপর আক্রমণ ইত্যাদি ঘটনা থেকে মার্কস সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলেন সরকার সর্বাত্মকভাবে গণতন্ত্রের উপর স্বৈরতান্ত্রিক আক্রমণ নামিয়ে নিয়ে আসছে। সুতরাং এর মুকাবিলা করতে হলে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে অন্যান্য অংশের মানুষ ও তাদের সংগঠনগুলিকে নিয়ে ব্যাপক ফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে। এর প্রাক্‌প্রস্তুতি করাই ছিল. মার্কস এবার সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে সমগ্র রাইন প্রদেশে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তুললেন।

এসব ঘটনায় প্রুশিয়া সরকার নগ্নভাবে মার্কসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নেমে পড়ল। কোলোন প্রশাসন মার্কসকে প্রুশিয়ার নাগরিকত্ব দিতে অস্বীকার করল। নাগরিকত্ব না থাকার অর্থ মার্কস 'বিদেশী' বলে গ্রাহ্য হবেন। আর বিদেশীকে সহজেই উপযুক্ত সময়ে দেশ থেকে বহিষ্কার করা যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্গ'-এর কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে যাবে! কোলোন শ্রমিক সমিতি ও নবগঠিত বৃহত্তর গণতান্ত্রিক সমিতি এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করলেন। মার্কস ব্যক্তিগত-ভাবে প্রুশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এক পত্রে তাঁর নাগরিকত্ব দিয়ে এযাবৎকাল যত ষড়যন্ত্র হয়েছে তার আনুপূর্বিক ইতিহাস বিবৃত করেন এবং প্রতিবাদ জানান। প্রুশিয়

মন্ত্রী যথারীতি তাঁর অভিযোগ অস্বীকার করলেন। মার্কসও পত্রিকার পাতায় নিয়মিতভাবে প্রতিদিন সরকারী অত্যাচার, নিপীড়ন, শ্রমিক দলনের ঘটনাবলী প্রকাশ করে যেতে লাগলেন।

ক্রমশ প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে অথচ সে তুলনায় গণতান্ত্রিক শক্তির সংহতি গড়ে উঠছে না। তাই মার্কস বেরিয়ে পড়লেন বার্লিন, ভিয়েনা প্রভৃতি স্থানে। বার্লিনে সংসদের গণতন্ত্রী সদস্য কার্ল লুডভিগ ডেস্টারের সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্যাপকতম গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠনের বিষয়টি আলোচনা করলেন। সেখান থেকে ভিয়েনায় গেলেন কেননা সেখানে তখন বৃহৎ বুর্জোয়াদের আক্রমণে শ্রমিকের রক্ত ঝরছে। ভিয়েনায় মধ্যবিত্ত্য ও শ্রমিক নেতাদের একত্র করে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস করলেন। আলোচনায় বিতর্ক দেখা দিল, প্রতিবাদলিপি কার কাছে পেশ করা হবে—কাইজার না রাইখস্ট্যাগ। অনেকের মত যারা আক্রমণকারী তাদের কাছে নালিশ জানিয়ে কি হবে? মার্কস বিতর্কের অবসান করে দিয়ে বললেন, নালিশ জানাতে হবে জনগণের কাছে। কেননা 'সর্বোচ্চ আদালত হল জনগণ।' এইভাবে দুসপ্তাহ ভিয়েনা ও বার্লিনে ব্যাপক সফর করে ১২ সেপ্টেম্বর কোলোনে ফিরে এলেন। সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন পত্রিকার জন্য কিছু অর্থ।

দেশে ফিরেই দেখলেন প্রুশিয় সরকারের সামনে গভীর সংকট। সংসদের অধিকাংশ সদস্য দাবী তুলেছেন রাজা নয়, সংসদের কাছে মন্ত্রীসভাকে দায়বদ্ধ থাকতে হবে, যুদ্ধমন্ত্রীকে অপসারণ করতে হবে। আইনসভার চাপের সামনে বৃহৎ বুর্জোয়া সরকার পদত্যাগ করল। কিন্তু পরিস্থিতির গতি নিম্নাভিমুখী হয়ে পড়ল। প্রবল পরাক্রান্ত রাজা বৃহৎ বুর্জোয়াদের পরিত্যাগ করে বিভিন্ন চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও সামরিক কর্তাদের নিয়ে সামরিক প্রধান জেনারেল ফন ফুয়েলের নেতৃত্বে এক সরকার গঠন করল। প্রুশিয় সরকারের আরেকটি জাতীয়তাবিরোধী ভূমিকা জনগণের মধ্যে বিক্ষোভের কারণ হল। সমস্ত ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে প্রুশিয় সরকার শ্লেবভিক ও হোলস্টাইনের ডিউকদের ভূখণ্ড ডেনমার্কের রাজার হাতে তুলে দেয়। 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্ক' পত্রিকায় এঙ্গেলস বললেন, জাতীয় স্বার্থরক্ষার সংগ্রাম শক্তিশালী হতে পারে একমাত্র অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সংগ্রাম প্রসারণের মাধ্যমে।

জার্মানীর এইসব নানাবিধ সংকটকে কেন্দ্র করে মার্কস-এঙ্গেলস স্থির করলেন গণআন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে হবে। ১৩ সেপ্টেম্বর ফ্রাঙ্কেনপ্লাৎস-এ কোলোন শ্রমিক সমিতি ও গণতান্ত্রিক সমিতির সংগঠিত এক সমাবেশ আহ্বান করা হয়।

বিপুল জনসমাগমে অনুষ্ঠিত এই সভায় ভোলফ্ কর্তৃক উত্থাপিত ও এঙ্গেলস কর্তৃক সমর্থিত এক প্রস্তাব গ্রহণ করে বলা হয় যে একটি 'নিরাপত্তা কমিটি' গঠন করা হবে। কমিটির কাজ হবে জনগণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ইতিমধ্যে যে সব অধিকার ও সাফল্য অর্জন করেছে তার অবসান হতে না দেওয়া বরং সেগুলিকে রক্ষা করা। বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া গণতন্ত্রীসহ মার্কস, এঙ্গেলস, ভোলফ্, ব্যুরগের্স, দ্রোন্‌কে, শ্যাপার, মোল প্রমুখ তিরিশ জনকে নিয়ে এই নিরাপত্তা কমিটি গঠিত হল। এর পর তাঁদের কাজ হল কমিটির নেতৃত্বে বিভিন্নস্থানে জনসভার মাধ্যমে দাবীগুলি জনপ্রিয় করে তোলা। সর্বাপেক্ষা বড় জমায়েত হল ১৭ সেপ্টেম্বর কোলোনের উপকণ্ঠে ভোরিঙ্গটনে। শহরের মানুষ ছাড়াও দূরদূরান্তরেব গ্রামাঞ্চল থেকেও কৃষকরা এই সভায় যোগ দেন। বৃহত্তম এই সমাবেশে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হল যে কোন মূল্যে এমনকি বেয়োনেটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও জাঙ্কার ও বৃহৎ বুর্জোযাদের প্রতি-বিপ্লবকে প্রতিরোধ করা হবে।

ফ্রাঙ্কফুর্টের জাতীয় পরিষদে সামান্য ভোটাধিক্যে ডেনমার্ক-প্রুশিয় অস্ত্রসংবরণ চুক্তি সমর্থিত হল। এই ঘটনা ঘৃতাহুতির কাজ করল। 'নয়ে রাইনশে ৎসাইটুঙ্ক' পত্রিকায় এই ঘটনাকে জাতি ও জনগণের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত ডেপুটি বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের অভিনন্দন জানান হয়। জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ এমন স্তরে পৌঁছল যে প্রায় প্রতিদিন সভা সমাবেশ, মিছিল চলতে লাগল পথে পথে। এবার প্রুশিয় সরকার এগিয়ে এল অবদমনের সমস্ত হাতিয়ার নিয়ে। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হল ভিলহেলম ভোলফ্, ইওসেফ মোল ও কার্ল শ্যাপারের বিরুদ্ধে। এঙ্গেলস, দ্রোন্‌কে প্রমুখের গৃহতল্লাসির আদেশ হল। শ্যাপারকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হলেও শ্রমিকদের প্রকাশ্য প্রতিরোধে মোল গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হলেন। এঙ্গেলস, দ্রোন্‌কে, ব্যুরগের্স প্রমুখ বিদেশে পাড়ি দিলেন। ফলে মার্কসকে সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হল। সম্পাদকমণ্ডলীর প্রায় সমস্ত সদস্য অনুপস্থিত, সুতরাং সবকটি বিভাগের কাজকর্ম দেখা ও লেখার কাজ একক-ভাবেই অব্যাহত রাখতে হচ্ছে। সর্বোপরি সাংগঠনিক দায়িত্ব তো আছেই। মার্কস সর্বত্র ঘুরে ঘুরে শ্রমিকদের শান্তভাবে ধৈর্য সহকারে পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন।

গণতান্ত্রিক সমিতি, নিরাপত্তা কমিটি, শ্রমিক লীগ প্রভৃতি সংগঠনের উপর আক্রমণ অব্যাহত তো ছিলই। কিন্তু এতেও নিশ্চিন্ত না হতে পেরে ২৫ সেপ্টেম্বর প্রুশিয় সরকার সমস্ত সমাবেশ, গণসংগঠন, 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্ক'সহ অন্যান্য গণ-

তান্ত্রিক পত্র-পত্রিকার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করল। ব্যাপারটা একতরফা থাকল না। কোলোনের পথে পথে শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষের ঢেউ নামল। অবদমনের বিরুদ্ধে সর্বত্র রচিত হল জনগণের ব্যারিকেড। ভীত সরকার স্থানীয় রক্ষীদের নিরস্ত্র করার আদেশ দিল। সেনা দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিপ্রায় থাকলেও সরকার পিছু হটতে বাধ্য হল জনগণের রুদ্রমূর্তির মুখোমুখি। কয়েকদিন পরে নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রত্যাহৃত হল।

পত্রিকার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল বটে কিন্তু পুনপ্রকাশের সমস্যা দেখা দিল নানা দিক থেকে। সহযোগীদের মধ্যে একমাত্র গেওর্গ ভের্ট ও ফার্ডিনাণ্ড ফ্রেলগ্রাথ পাশে রয়েছেন, বাকিরা সকলেই বিদেশে। আর্থিক অনটন চরম পর্যায়ে, পাওনা বহু টাকা নষ্ট হয়ে গেছে। নতুন করে পত্রিকার পিছনে অর্থ সাহায্য করতে কেউই রাজী হল না। কিন্তু মার্কস তো হতাশ হওয়ার মানুষ নন। পত্রিকা হল সংগ্রামের দুর্গ, সেই দুর্গ কোন অবস্থাতেই ছেড়ে যাওয়া যায় না। ফলে পৈতৃক যৎসামান্য যা ছিল বিক্রী করে অর্থ সংগ্রহ করে পত্রিকায় নিয়োগ করলেন। সমস্ত বাধাবিপত্তি কাটিয়ে ১১ অক্টোবর পুনরায় 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ' প্রকাশিত হল। ইতিমধ্যে ভিলহেলম্ ভোলফ্ গোপন পথে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কোলোনে উপস্থিত হলেন এবং আত্মগোপন অবস্থায় পত্রিকার কাজে মার্কসকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে লাগলেন।

পত্রিকা পুনপ্রকাশিত হল। কিন্তু গণসংগঠনগুলির কি হবে? হাল তো মার্কসকেই ধরতে হবে। মোলের অনুপস্থিতিতে কোলোন শ্রমিক সমিতি নেতৃত্ব বিহীন। এ অবস্থায় বেশিদিন ফেলে রাখা যায় না, কেননা অপরিণত নেতৃত্ব বা সুবিধাবাদ সংগঠনকে বিপথে চালিত করতে পারে। অথচ মার্কসের পক্ষে এত দায়িত্ব নেওয়া শারীরিকভাবেই বা কি করে সম্ভব! তবু দায়িত্ব নিতেই হল। মার্কসের একটাই কথা—"সরকার ও বুর্জোয়াদের ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, নিপীড়ন অবদমন সত্ত্বেও এমন মানুষ সর্বদাই থাকবেন যিনি শ্রমিকদের পক্ষে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবেন।" তিনি এটাও উপলব্ধি করেছিলেন এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সময় শ্রমিকদের সংগঠন থেকে দূরে সরে থেকে পত্রিকাকে শ্রমিক আন্দোলনের শিক্ষকের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। কেননা শ্রমিকরাই হল এই পত্রিকার প্রাণ।

কোলোন শ্রমিক সমিতির দায়িত্বভার বুঝে নিয়েই মার্কস অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রতিদিন দীর্ঘসময় 'জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি'-র দাবীসমূহ এবং মৌলিক মতাদর্শগত বিষয় নিয়ে আলোচনার আসর পরিচালনা করতে লাগলেন। এর ফলে অল্পদিনের

মধ্যেই একদল সুশিক্ষিত কর্মী ও নেতৃবাহিনী গড়ে উঠল এবং কোলোন শ্রমিক সমিতি সারা জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের শীর্ষে উন্নীত হয়ে গেল।

এই সময় ভিয়েনায় ঘটে গেল আর এক নাটক। সেখানকার ছাত্র-যুব, শ্রমিকরা দেশরক্ষার শপথে ৬ অক্টোবর এক অভ্যুত্থান ঘটাল। মার্কস নবপর্যায়ের পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'ভিয়েনার অভ্যুত্থান' শিরোনামে সমস্ত ঘটনার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ উপস্থিত করলেন তাই নয় কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণীও করলেন। কাইজার সেনাবাহিনীকে হাঙ্গেরিতে সামরিক অভিযানের আদেশ দেওয়ায় শ্রমিকরা তার বিরোধিতা করে। শ্রমিকদের বিদ্রোহে কাইজার পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে পরাজিত কাইজারকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসে। এটা যে বুর্জোয়ারা করবে এবিষয়ে মার্কস পূর্ব প্রবন্ধে শ্রমিকদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। পেটিবুর্জোয়া গণতন্ত্রীরাও মৌখিক সংহতি ছাড়া ভিয়েনার বিপ্লবীদের আর কোন সাহায্য করতে এগিয়ে গেল না। মার্কস অনুমান করেছিলেন প্রুশিয়ার প্রতিবিপ্লবী সরকার কাইজারের সাহায্যে শ্রেণী স্বার্থেই অগ্রসর হবে। সুতরাং নিজেদের রাজ্যে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হল। প্রুশিয় বাহিনী ভিয়েনার অভ্যুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান ঘটাল। আট দিন বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের পর বিপ্লবীরা পরাজিত হল। পতন ঘটল ভিয়েনার।

মার্কস আরও ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন বুর্জোয়াদের বিশ্বাসঘাতকতাজনিত বিপর্যয়ের প্রথম নাটক অভিনীত হয়েছিল প্যারিসে জুনমাসে, দ্বিতীয় নাটক অক্টোবরে ভিয়েনায় এবং তৃতীয় নাটক অভিনীত হতে চলেছে প্রুশিয়ার বার্লিনে। কয়েকদিনের মধ্যেই মার্কসের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হল। ভিয়েনার প্রতিবিপ্লবের বিজয়ে উৎসাহিত হয়ে ২ নভেম্বর ১৮৪৮ রাজা চতুর্থ ফ্রেডেরিখ ভিলহেলম চরম প্রতিক্রিয়াশীল জেনারেল ব্রাণ্ডেনবুর্গকে সরকার গঠনে আহ্বান জানাল। আর ৯ নভেম্বর জাতীয় পরিষদকে বার্লিন থেকেপ্রাদেশিক শহর ব্রাণ্ডেনবুর্গ-এ স্থানান্তরিত করার আদেশ জারি হল। এই অদ্ভুত আদেশকে ব্যঙ্গ করে মার্কস বললেন, "ব্রাণ্ডেনবুর্গ আইন-সভায় ঢুকল আর আইনসভা চলে গেল ব্রাণ্ডেনবুর্গে! আইনসভায় কয়েদখানা প্রবেশ করল আর কয়েকখানায় আইনসভা।" জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী-সভার সদস্যদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণের জন্য মার্কস জাতীয় পরিষদের কাছে দাবী জানালেন। কিন্তু জাতীয় পরিষদ পরোক্ষ প্রতিরোধ ছাড়া আর কোন কর্মসূচী গ্রহণ করল না। ক্ষীণ কণ্ঠে বার্লিনে থাকার সিদ্ধান্তটুকু মাত্র কোনক্রমে ঘোষণা করল। জাতীয় পরিষদের এই ক্লীবত্ব মার্কসকে ক্ষুব্ধ করে তুলল। উদ্দীপক ভাষায়

তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্যদের কাছে বললেন, জনগণের কাছে সব কথা খুলে বলুন প্রুশিয় সেনাবাহিনীর কাছে আবেদন করুন যাতে তারা রাজার আদেশ অমান্য করে। তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রাখলেন, "এ অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত ?" তিনি নিজেই উত্তর দিলেন, "আমাদের কর দেওয়া বন্ধ করা উচিত।"

১১ নভেম্বর যখন সংসদ সদস্যরা জাতীয় পরিষদ ভবনে প্রবেশ করতে যাবেন সেই সময় সেনাবাহিনী তাঁদের পথরোধ করল। শহরের অসামরিক বাহিনীর অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হল এবং সমগ্র বার্লিনকে ফৌজি শহরে পরিণত করা হল। মার্কস সদস্যদের অসংসদীয় পন্থায় সংগ্রামে ব্রতী হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বললেন, "জাতীয় পরিষদের আসন রয়েছে জনগণের মধ্যে, এখানকার বা ওখানকার পাথরের স্তূপের মধ্যে নয়।" বুর্জোয়া নেতাদের দোদুল্যমানতা লক্ষ্য করে মার্কস শ্রমিক লীগ, গণ-তান্ত্রিক সমিতি প্রভৃতি গণসংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন। রাজার এই স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাদির বিরুদ্ধে বড় বড় জনসভা ছাড়াও গণস্বাক্ষর সংগ্রহ হতে থাকল। ১৩ নভেম্বর এক নাগরিক সভা থেকে ব্যাপক গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে ২৫ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি গণকমিটি গঠন করলেন মার্কস।

গণকমিটি গঠিত হল প্রুশিয় রাজার অবদমন প্রতিরোধের জন্য। কিন্তু প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্য চাই অস্ত্র। মহল্লায় মহল্লায় গণকমিটির শাখা প্রশাখা গঠিত হল। অস্ত্র ক্রয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের আহ্বানও জানান হল। 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ' পত্রিকার দপ্তর অর্থ গ্রহণের কেন্দ্র রূপে ঘোষিত হল। 'পিতৃভূমি বিপন্ন' এই শিরোনামে ১৫ নভেম্বর তারিখে পত্রিকার এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হল। এই সংখ্যায় কোলোনের সেনাবাহিনীর উদ্দেশে রাজাজ্ঞা অমান্য করে পিতৃভূমির গণতন্ত্র রক্ষার আহ্বান জানান হয়। এই আহ্বানে সাড়া মিলল, বেশ কিছু সৈনিককে গণকমিটির সভায় যোগ দিতেও দেখা গেল। এ ঘটনা প্রমাণ করে সেনাবাহিনীর মধ্যেও বিপ্লবী আবহাওয়া বহমান ছিল। বিভিন্ন কৃষক অঞ্চলে চিঠি পাঠিয়ে মার্কস অনুরোধ করলেন, গ্রামের মানুষ কর দেওয়া বন্ধ করুন, গণকমিটির তহবিলে অর্থ সাহায্য করুন, বার্লিনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পাঠান। সঙ্গে সঙ্গে কর বন্ধ করার স্লোগানের ভিত্তিতে সর্বস্তরের মানুষকে সমবেত করার জন্য জেলায় জেলায় জনসভা করা হতে থাকল।

কিন্তু জাতীয় পরিষদ যতক্ষণ না কর বন্ধ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছে ততক্ষণ পর্যন্ত দাবিটি জাতীয় স্তরে উন্নীত হচ্ছে না। অবশেষে অনেক দ্বিধা দোদুল্যমানতার পরে ১৭ নভেম্বর জাতীয় পরিষদের এক অধিবেশনে 'কর বন্ধ' প্রস্তাব গৃহীত হল।

সঙ্গে সঙ্গে মার্কস লিখলেন, "কর দেওয়া জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার কাজ। কর দিতে অস্বীকার করা নাগরিকদের প্রাথমিক কর্তব্য।" কিন্তু শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে বা আবেদন জানালে সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয় না। কর বন্ধের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে হলে রাষ্ট্রশক্তির মুকাবিলা করতে হবে, জোর করে কর আদায়ের যে কোন প্রচেষ্টা প্রয়োজনে সশস্ত্রভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। এর জন্য উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তোলার কাজ দ্রুত সম্পাদন করার প্রচেষ্টা করলেন মার্কস। ফলে জিজ্ঞাসাবাদের নিমিত্ত সরকারী দপ্তরে আবার মার্কসের ডাক পড়ল। মার্কস গেলেন কিন্তু একা নয়। কয়েক সহস্র মানুষ তাঁকে মিছিল করে নিয়ে গেল সরকারী দপ্তরে এবং ফিরিয়ে নিয়ে এল। হাজার হাজার মানুষের রুদ্রমূর্তি দেখে সরকারী প্রশাসন মার্কসকে গ্রেপ্তার করতে সাহস করল না। 'কর বন্ধ আন্দোলন' ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বড় হরফে মুদ্রিত থাকত 'এখন থেকে কর দেওয়া বন্ধ।' এই স্লোগানের পিছনে মার্কসের কৌশল ছিল অসামরিক উপায়ে শুকিয়ে মারতে হবে রাজ প্রশাসনকে। জনগণ কর বন্ধ করলে রাজকোষে টান পড়বে, সেনাবাহিনীর রুটি জুটবে না; অপর দিকে এই আন্দোলনের ফলে ব্যাপকতম জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যাবে। কর বন্ধ আন্দোলন যখন সফল হয়ে উঠছে মার্কস তখন এলাকায় এলাকায় প্রতিরোধ বাহিনী গঠন, সেনাবাহিনী ঘেরাও, জবরদস্তির বিরুদ্ধে জবরদস্তির জন্য আহ্বান জানালেন। কিন্তু এই আন্দোলন বেশীদূর অগ্রসর হতে পারল না। জনগণ যতো বেশী করে জঙ্গী ভূমিকায় উন্নীত হতে থাকল জাতীয় পরিষদের সদস্যদের মধ্যে ততো দোদুল্যমানতা ও কাপুরুষতার প্রকাশ ঘটতে লাগল। ফলে আরেকটি বিজয় হাত ছাড়া হয়ে গেল। ৫ ডিসেম্বর প্রুশিয় রাজা গণ-পরিষদকে সম্পূর্ণ বাতিল করে খুশীমতো এক সংবিধান রচনা করে ঘোষণা করে দিল। মার্কস দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, কাপুরুষতার ফলাফল বুর্জোয়াদেরই ভুগতে হবে, শ্রমিকরা তাদের প্রতিরোধ ঠিকই অব্যাহত রাখবে।

প্রুশিয় রাজার ক্যু-দে-তার বিজয়ে মার্কস হতাশ হন নি। তিনি বুঝেছিলেন যে জনগণ যেমন সাফল্য থেকে ঠিক তেমনি ব্যর্থতা থেকেও শিক্ষালাভ করে থাকে। প্রতিবিপ্লবী সন্ত্রাস তাদের শিখিয়েছে যে, "১৮৪৮ সালের বৈপ্লবিক আন্দোলনের মুখ্য ফলাফল মানুষ কি লাভ করল তা নয়, মানুষ কি হারাল তাই অর্থাৎ তাদের মোহ।" প্রুশিয় রাষ্ট্রশক্তি সম্পর্কে জনগণের মোহমুক্তি ঘটেছে। এই মোহমুক্তি যাতে রাজনৈতিক খাতে প্রবাহিত হয় সেজন্য মার্কস 'বুর্জোয়া ও প্রতি বিপ্লব' ও অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধ লিখলেন পত্রিকায়। এই সব প্রবন্ধে বুর্জোয়াদের শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখালেন বুর্জোয়ারা সামন্তশক্তি বিরোধী সংগ্রামী মোর্চা বর্জন করেছে। মার্কসের

মতে ১৮৪৮ সালের প্রতিবিপ্লব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে সামন্ত-প্রতি বিপ্লবের একমাত্র বিকল্প হল সামাজিক গণপ্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব। আর এই বিপ্লবের দায়িত্ব ভার একমাত্র গ্রহণ করতে পারে জার্মানীর শ্রমিক শ্রেণী।

তাই ইতিমধ্যে অনেকাংশে মোহমুক্ত শ্রমিকশ্রেণীকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বুর্জোয়া প্রভাব থেকে মুক্ত করে নেতৃত্বদানের যোগ্য করে তুলতে হবে। একাজে মুখ্য ভূমিকা অবশ্যই 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্গ' পত্রিকার। ১৮৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারকে কেন্দ্র করে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে একের পর এক তীব্র জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লিখতে থাকেন মার্কস। স্বভাবতই এতে শ্রমিকশ্রেণী উৎসাহিত হলেও সরকারী কর্তৃপক্ষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ফেব্রুয়ারী মাসে মার্কসের বিরুদ্ধে পরপর দুটি মামলা দায়ের করে পত্রিকার কণ্ঠ তারা রুদ্ধ করতে চেষ্টা করল।

৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৪৯-এ মামলা আনা হল জুলাই মাসের সেই 'গ্রেপ্তার' প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য। অভিযুক্ত মার্কস, এঙ্গেলস এবং পত্রিকার প্রকাশক কোর্ফ। অভিযোগের উত্তরে মার্কস স্বয়ং আত্মপক্ষ সমর্থনের পরিবর্তে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ে এক ঐতিহাসিক ভাষণ উপস্থাপিত করেন আদালতে। রাজতক্তে দাঁড়িয়ে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা বিষয়ে এমন নীতিগত ভাষণ বোধকরি জার্মানীতে প্রথম। আইনের কৃতি ছাত্র মার্কস প্রথমে দণ্ডবিধির যে সব ধারাবলে অভিযোগ আনা হয়েছে তার বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, অভিযোগ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ও বিদ্বেষ প্রসূত। পরে তিনি জুরিদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "বিপ্লবের মাধ্যমে অর্জিত ও আপনাদের সংবিধানে স্বীকৃত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আপনারা নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যত হয়েছেন।" পরে দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, "এই সব শত্রুদের উদ্যত ছুরিকার দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হওয়াকে আমি সত্যিকারের আত্মত্যাগ বলে গণ্য করি। তাসত্ত্বেও সংবাদ পত্রের কর্তব্য হল চতুষ্পার্শ্বের নিপীড়িতদের সপক্ষে দাঁড়ান।" আদালতে উপস্থিত জনগণের সহর্ষ সমর্থনের মধ্যে মার্কস আরও বলেন, "মার্চের বিপ্লব কেন পরাজিত হয়েছিল? পুরনো আমলাতন্ত্র, ধুরন্ধর সেনাবাহিনী, পুরনো রাজ প্রতিনিধির দপ্তর, একনায়কতন্ত্রের সেবায় জন্ম, বেড়ে ওঠা ও চুল পাকানো বিচারক প্রমুখের সম্মিলনে গঠিত ভিত্তিকে অক্ষত রেখে তখন শুধু রাজনৈতিক উপরি-স্তরের সংস্কার সাধন করা হয়েছিল তাই। সুতরাং এখন সংবাদ পত্রের প্রাথমিক কর্তব্য হল বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিকে বিধ্বস্ত করা।" মার্কসের এই সাহসিক ও রাজনৈতিক ভাষণ শাসক শ্রেণীর হৃদকম্প সৃষ্টি করেছিল। অনুরূপভাবে মার্কসের পরে এঙ্গেলসের ভাষণও রাজশক্তির মুখোষ উন্মোচন করে দিয়েছিল। তাঁদের বক্তব্যের সুদূর প্রসারী তাৎপর্য ও প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করে বিচারকরা তাঁদের নিশর্ত মুক্তি দেন।

কিন্তু স্বৈরশক্তি নাছোড়বান্দা। পরের দিন আবার মার্কস, কার্ল স্যাপার ও পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রী কার্ল শ্‌নাইডার প্রমুখকে আদালতে বিচারের উদ্দেশ্যে হাজির করান হল। অভিযোগ তাঁরা ১৮৪৮ সালের নভেম্বর মাসে কর বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে জনগণকে বিদ্রোহে প্ররোচিত করেছেন। এদিক আদালতে তিল ধারণের স্থান ছিল না। এ এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। অভিযুক্তরা আত্মপক্ষ সমর্থনের পরিবর্তে অভিযোগকারীকেই রক্ত চক্ষু দেখান, জনসমক্ষে অভিযুক্ত সাব্যস্ত করেন। এ অভিজ্ঞতা জনগণের ইতিপূর্বে ছিল না। দ্বিতীয় দিনের মামলায় মার্কস অন্য মূর্তিতে আবির্ভূত। সম্পূর্ণ এক তাত্ত্বিক ভাষণে তিনি বললেন 'আইনের শাসন', শাসক শ্রেণীর এক প্রতারণা মূলক বক্তব্য। আইন যদি সমাজের অধিকাংশ মানুষের, অর্থাৎ জনগণের স্বার্থবাহী না হয় তাহলে তা ভঙ্গ করায় কোন অপরাধ নেই। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করে, জনগণের কণ্ঠ রোধ করে, সামরিক একনায়কতন্ত্র কায়েম করে রাজা নিজেই প্রচলিত আইনকে পদদলিত করেছে। ঐতিহাসিক ঘোষণায় মার্কস দ্বিধাহীন ভাষায় বলেন, "রাজা যখন প্রতি বিপ্লবে মেতে ওঠে, তখন জনগণ সঠিক ভাবেই বিপ্লব দিয়ে তার যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দেয়।"

রাজশক্তি ও জাতীয় পরিষদের দ্বন্দ্বের রাজনৈতিক চরিত্র ব্যাখ্যা করে মার্কস এক অসামান্য তাত্ত্বিক শিক্ষা দিলেন, "এটা হল দুটি সমাজ ব্যবস্থার ধ্যানধারণার দ্বন্দ্ব, এ হল সামাজিক দ্বন্দ্ব যা রাজনৈতিক রূপ ধারণ করেছে; এ হল পুরনো সামন্ত আমলাতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের, ভূস্বামী সমাজের সঙ্গে শিল্প ভিত্তিক সমাজের, ধর্মভিত্তিক সমাজের সঙ্গে বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাজের দ্বন্দ্ব।" আইনসভার ব্যর্থতা নির্দেশ করে এবং ব্যর্থ আইনসভার পরিণতি কি হয় তা চিহ্নিত করে মার্কস বলেন, "জনগণ আইনসভার হাতে স্বীয় অধিকারগুলি রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছিল। কিন্তু আইনসভা যদি জনগণের দেওয়া দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে আইনসভার কার্যকারিতা নিঃশেষ হয়ে যায়। জনগণ তখন অনিবার্য ভাবেই মঞ্চে নিজেদের ভূমিকা পালন করে এবং সক্রিয় হয়ে ওঠে।" ঐতিহাসিক এই ভাষণের শেষে মার্কস নিদান ঘোষণা করে বলেন ভবিষ্যত নিহিত রয়েছে "হয় প্রতিবিপ্লবের পরিপূর্ণ বিজয়ে নতুবা নতুন সফল বিপ্লবের মধ্যে।"

মার্কসের এই ভাষণের ক্ষুরধার যুক্তি, ওজস্বিতা ও তাত্ত্বিকতা জুরীদের বিমূঢ় করে দেয়। জুরীদের প্রধান উঠে দাঁড়িয়ে মার্কসকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারেন নি। বলা বাহুল্য এই মামলাতেও মার্কস ও অন্য দুজন অভিযুক্ত নিশর্ত মুক্তি পেলেন। রাজশক্তি আরও আতঙ্কিত হয়ে উঠল। দুদুটো মামলা ফেঁসে গেল!

কি করবেন তাঁরা এই বিপদজনক বিপ্লবীকে নিয়ে। দেশে থাকলে এর হাত থেকে রেহাই কোন অবস্থাতেই নেই। তাই গোপনে সিদ্ধান্ত হল মার্কসকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। কিভাবে কখন এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে তা স্থির করার দায়িত্ব দেওয়া হল কোলোনের সরকারী কর্তৃপক্ষের উপর।

দেশ থেকে বিতাড়নের আগে শুরু হল নানা ভাবে মার্কসকে নাজেহাল করা এবং পত্রিকার প্রচারে বাধা সৃষ্টি করা। মার্কস সহ সমস্ত কর্মীদের পিছনে সর্বদা গুপ্তচর লাগিয়ে রাখা হল। নানারকম হুমকি দিয়ে বেনামীপত্র আসতে থাকল। নানা অজুহাত নিয়ে পুলিশ অফিসাররা হানা দিল মার্কসের বাসস্থানে, কখনও বা পত্রিকা অফিসে। ফলে কমরেডদেরও নানা চাতুর্য অবলম্বন করতে হত। একবার দুজন অফিসারের মুখোমুখি মার্কস যখন ঘর থেকে বেরিয়েছেন তখন তার পকেটে উঁকি দিচ্ছিল একটি টোটাহীন পিস্তল। তা দেখে পুলিশ অফিসার দুজন ভয়ে পালিয়ে যায়। শুধুমাত্র ভীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই পত্রিকা দপ্তরে কর্মীদের ন্যূনতম হলেও অস্ত্র সঙ্গে রাখতে হত।

ইতিমধ্যে মার্কসের পত্রিকাকে কেন্দ্র করে অনমনীয় সংগ্রামের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সারা জার্মানীর বিভিন্ন অংশের গণতান্ত্রিক ও শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনগুলি আবার মাথা তুলে দাঁড়াল। ১৮৪৯ সালের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে হামবুর্গ, আলটেনবুর্গ ন্যুরেমবুর্গ, হাইডেলবুর্গ প্রভৃতি জায়গায় শ্রমিকদের সম্মেলন হয়ে গেল। মার্কস লক্ষ্য করলেন মোটামুটি কমিউনিস্টদের ১৭ দফা দাবীর ভিত্তিতে এই শ্রমিক সম্মেলন-গুলি থেকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। জুন মাসে লাইপৎজিগে সারা জার্মান শ্রমিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল। মার্কস এই সম্মেলনকে বিপ্লবী অভিনন্দনে স্বাগত জানালেন। 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্ক' পত্রিকায় এই সব সম্মেলনের বিবরণ সাড়ম্বরে প্রকাশিত হল এবং সঙ্গে সঙ্গে মতাদর্শগত নিশানা স্থির করে দেওয়ার চেষ্টাও হল। এই সময় পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে 'মজুরি-শ্রম ও পুঁজি' রচনাটি প্রকাশিত হতে থাকে। কমিউনিস্ট ইস্তাহারে সূত্রাকারে যে বিষয়টি ছিল তাই ব্যাখ্যা করা হল এই বৃহৎ নিবন্ধে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক ও মজুরি-শ্রমিকদের মধ্যে অনিবার্য দ্বন্দ্ব যে বৈরিতামূলক এবং তা আপোষমূলক হওয়া অসম্ভব মার্কস তা সহজসরল ভাবে ব্যাখ্যা করলেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংকট কাটিয়ে যখন সমগ্র জার্মানব্যাপী শ্রমিক সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠেছে, যখন 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্ক' পত্রিকার প্রয়োজন খুব বেশী ভাবে অনুভূত হচ্ছে তখন নিদারুণ অর্থ সংকটে পত্রিকার নাভিশ্বাস উপস্থিত হল। বাধ্য হয়ে পত্রিকার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মার্কস উত্তর পশ্চিম জার্মানী,

ভেসটফেলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক সফর করলেন। অর্থ সংগ্রহ খুব বেশী হল না কিন্তু মার্কসের সফরের ফলে সারা জার্মান শ্রমিক পার্টি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হল।

ইতিমধ্যে ফ্রাঙ্কফুর্ট জাতীয় পরিষদের নতুন সংবিধান গৃহীত হল। যদিও সংবিধানে বংশ পরম্পরায় রাজ-শাসন স্বীকৃত হল তথাপি কিছু উদার গণতান্ত্রিক ধারাও যুক্ত হল। প্রুশিয়ার রাজা ও অস্ট্রিয়ার কাইজার এই সংবিধান অস্বীকার করল। ফলে জনগণের সঙ্গে লড়াই বেধে গেল ড্রেসডেনে। শ্রমিকরা পরাজিত হল দুদিন বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পর। এই লড়াইয়ের আগুন নিভবার সঙ্গে সঙ্গে রাইনল্যাণ্ড বাডেন, পালাটিন, ভেস্টফেলিয়া প্রভৃতি রাজ্যে শ্রমিকরা অভ্যুত্থান শুরু করে দিল।

১৬ মে কোলোনে ফিরে মার্কস দেখলেন সমস্ত শহর সেনাবাহিনীর কয়েদখানায় পরিণত হয়েছে। ১১মে তারিখে তাঁকে প্রুশিয়া ত্যাগ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ সম্পাদক হিসেবে তিনি পত্রিকার মাধ্যমে জনগণকে রাজদ্রোহে উৎসাহিত করেছেন। সরকারী ঘোষণায় এমনও বলা হল মার্কস যদি স্বেচ্ছায় প্রুশিয়া ত্যাগ না করেন তাহলে তাঁকে জোর করে সীমান্ত পার করে দেওয়া হবে। নিজে সরে গিয়ে পত্রিকার প্রকাশ অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছিলেন মার্কস। কিন্তু সরকার পত্রিকা বন্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অন্যতম দুজন সম্পাদক ড্রোনকে ও ভের্টকে বহিষ্কার করা হল, মামলা আনা হল এঙ্গেলস, ভিলহেলম ভোলফ্ ও ফার্ডিনাণ্ড ভোলফের বিরুদ্ধে।

১৯ মে ১৮৪৯ 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্ক পত্রিকা'র রক্ত রাঙা শেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হল। এই সংখ্যার প্রথম থেকে শেষ অক্ষরটি লালকালিতে ছাপা হল। পত্রিকা সম্পাদনার এ এক অভূতপূর্ব নজির। রাজশক্তির বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি পূর্ণ আশ্বাস জানিয়ে মার্কস শেষ বাণীতে বললেন, আমরা পত্রিকার পাতায় স্বদেশের বৈপ্লবিক মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি আমাদের লক্ষ্য শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি। একাজে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আবার আমরা সর্বশক্তিতে ফিরে আসব। এইভাবে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ মুখপত্রের আত্মপ্রকাশ স্তব্ধ হয়ে গেল। পত্রিকা বন্ধ হল কিন্তু ঋণের বোঝা চাপল মার্কসের কাঁধে। কাগজের বিল, প্রেসের দেনা, কর্মীদের বেতন এসব কোথা থেকে মেটাবেন। যথাসর্বস্ব আগেই ঢেলেছেন পত্রিকার প্রয়োজনে। শেষ সম্বল সংসারের কিছু বাসন পত্র। অগত্যা তাই বিক্রী করে কিছু দেনা শোধ করা গেল। অসহায় অবস্থায় স্ত্রী জেনী তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁর মায়ের কাছে ট্রীর-এ চলে গেলেন। মার্কস ও এঙ্গেলস গেলেন দক্ষিণ পশ্চিম জার্মাণীতে। কিন্তু

[illegible] [illegible]প্লব ক্ষমতা কুক্ষিগত করে ফেলেছে। মার্কস ঠাঁই পেলেন না সেখানে। উপায়ন্তর না দেখে চলে এলেন প্যারিসে।

কিন্তু প্যারিসেও থাকা গেল না। সবেমাত্র একখানি ঘর ভাড়া করে স্ত্রী পুত্র-কন্যাদের নিয়ে এসে বাসা বেঁধেছেন এমন সময় ফরাসী সরকার প্যারিস থেকে বিতাড়নের আদেশ জারী করে বসল। ফলে বাধ্যহয়ে সামান্য পাথেয় সংগ্রহ করে লণ্ডনে চলে আসতে সমর্থ হলেন। শুরু হল বৈপ্লবিক জীবনের আরেক অধ্যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মার্কস

১

সমগ্র ইয়োরোপে বিপ্লব প্রতিহত। ফরাসীতে বোনাপার্টিস্ট একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে, জার্মানীতে শেষ বিপ্লবী ঘাঁটি তছনছ হয়ে গেছে, জারবাহিনী হাঙ্গেরীর অভ্যুত্থান পর্যুদস্ত করেছে, ইয়োরোপীয় প্রতিবিপ্লব কর্তৃক ইতালীর সংগ্রাম পরাজিত হয়েছে। এক কথায় ইয়োরোপের দিকে দিকে স্বৈরশক্তির আস্ফালন ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে। একমাত্র ভরসা সুইজারল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ড। হাজার হাজার শরণার্থী বিভিন্ন দেশ থেকে আশ্রয় নিয়েছেন এই দেশগুলিতে। প্রতিবিপ্লবের আঘাত ইংলণ্ডকেও রেহাই দেয় নি। ১৮৪৮ সালের বসন্তকালে মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীসমূহের ভিত্তিতে চার্টিস্টদের আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং ইংলণ্ডের অবস্থাও খুব অনুকূল নয়। তা সত্ত্বেও দৈহিক নির্যাতন, কারাবাস ও ফাঁসী এড়াবার জন্য সবচেয়ে বেশী রাজনৈতিক শরণার্থী লণ্ডনেই এসে উপস্থিত হলেন। অন্যতম কারণ কার্লমার্কস ২৬ আগস্ট ১৮৪৯ লণ্ডনে এসে পৌছেছেন—তাঁকে ঘিরেই তো বিপ্লবের ভবিষ্যৎ! প্রথমে একাই এসেছেন কেননা পরিবারের সকলের পাথেয় সংগ্রহ করতে পারেন নি।

এঙ্গেলস তখনও সুইজারল্যাণ্ডে। তাঁর জন্য মার্কসের অসীম উদ্বেগ। তিনি এঙ্গেলসকে লণ্ডনে চলে আসার জন্য জরুরী চিঠি লিখলেন, কেননা তাঁর আশঙ্কা প্রশিয়রা এঙ্গেলসকে গুলি করে হত্যা করবে। তাছাড়া এই অন্ধকার সময় পার হতেই হবে, সংগ্রামের নতুন কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। তার জন্য স্থিতধী, প্রাজ্ঞ বন্ধু ও সহকর্মী এঙ্গেলসকে পাশে অবশ্যই চাই। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির দ্বারা মার্কস স্পষ্টই বুঝেছিলেন এই পরাজয় সাময়িক। সুতরাং হতাশা কাটাতে হবে এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের আবার দ্রুত সংগঠিত করতে হবে। সেই সঙ্গে সমগ্র পরিস্থিতির রাজনৈতিক মূল্যায়নও প্রয়োজন। কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। সদস্যদের কিছু বিভিন্ন কারাগারে, বাকীরা আশ্রয়ের সন্ধানে নানা দেশে চলে গেছেন গোপন পথে। সুতরাং নতুন করে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা ছাড়া পথ নেই। ১০ নভেম্বর জেনোয়া হয়ে এঙ্গেলস লণ্ডনে পৌছলেন। শ্যাপার বন্দী থাকার জন্য ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসের আগে লণ্ডনে আসতে পারেন নি। মোল শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন সংগ্রামকালীন অবস্থায়।

এমতাবস্থায় মার্কস, এঙ্গেলস, হাইনরিখ বয়ার, কার্ল প্‌ফ্যানডার, গেওর্গ একারিয়ুস, কনরাড শ্র্যাম প্রমুখকে নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হল।

ইতিমধ্যে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে জেনী তিনটি ছেলে মেয়ে ও গৃহকর্মের সঙ্গী লেনচেন সহ লণ্ডনে এসে পৌছলেন। দ্রুত সন্ধান করে চেলসীতে একটা ফ্ল্যাট সংগ্রহ করা গেল। এখানেই ৫ নভেম্বর চতুর্থ সন্তান হাইনরিখের জন্ম হল। রাজনৈতিক সংকট, চতুর্দিকে অনিশ্চিত অবস্থা, পকেট কপর্দক শূন্য, তারমধ্যে বিদেশ বিভুঁই-এ নবাগতকে নিয়ে আরও সমস্যা। দুঃসময়ের বন্ধু এঙ্গেলসও সহায় সম্বলহীন অবস্থায় এসেছেন। পারিবারিক এই অবস্থার মধ্যে যখন হিমসিম খাচ্ছেন তখন প্রায় প্রতিদিন শতাধিক শরণার্থী জার্মান ও অন্যান্য দেশ থেকে লণ্ডনে আসছেন। তাঁদের না আছে খাবার সংস্থান, না আছে মাথা গোঁজার ঠাঁই। এমন সংকটে মার্কস ইতিপূর্বে কখনও পড়েন নি। ধীর স্থির ভাবে তিনি সিদ্ধান্তে এলেন, জোরদার সংগঠন ও ইংলণ্ডের শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে সংহতি ছাড়া এই সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে না। বিভিন্ন পেটিবুর্জোয়া গণতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট লীগের সদস্যদের নিয়ে জার্মান শরণার্থী সহায়তা কমিটি গঠিত হল। কমিটির পক্ষে ঘোষণা করা হল, যে কোন মত-পথের রাজনৈতিক শরণার্থীকেই এই কমিটি সাহায্য করবে। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই নানা উপদলীয় কোঁদল শুরু হয়ে গেল, বিশেষ করে পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের পক্ষ থেকে। ফলে কমিটি পুনর্গঠিত হল মূলত কমিউনিস্ট লীগের সদস্যদের নিয়ে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক শরণার্থী সহায়তা কমিটি নামে। মার্কস নির্বাচিত হলেন সভাপতিপদে। নবগঠিত কমিটি প্রধানতঃ শ্রমিক ও সোশ্যালিস্ট শরণার্থীদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করল।

শরণার্থী সমস্যা এইভাবে সামলাবার পাশাপাশি মার্কস ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাত্ত্বিক পর্যালোচনা শুরু করলেন যাতে শ্রমিকশ্রেণী উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে ভবিষ্যৎ কর্মসূচীতে এগিয়ে যেতে পারে। এই সময়কার মার্কসের তত্ত্বমূলক রচনাগুলি সম্পর্কে লেনিন বলেছেন, "অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও মার্কসের তত্ত্ব ছিল অভিজ্ঞতাসমূহের নির্যাস, যা নিষ্কাসিত হয়েছিল বিশ্বের প্রগাঢ় দার্শনিক জ্ঞান ও ইতিহাসের সুগভীর অধ্যয়নের আলোকে।"[১] তাত্ত্বিক নিবন্ধ রচনা করে মার্কস দায়িত্ব শেষ করতেন না। তার আগে তিনি সহকর্মী কমরেডদের সঙ্গে এমন কি শ্রমিক সমাবেশেও সেইসব বিষয় আলোচনা করতেন এবং প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতেন, মতামত সংগ্রহ করতেন। এই সময় তাঁর বাসা বিপ্লবীদের আলাপ আলোচনার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই সমস্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য যাঁদের

১। লেনিন রচনাবলী, ২৫তম খণ্ড, পৃ ৪০৭।

হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তরুণ লীবনেখট। পরবর্তীকালে লীবনেখট তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন, "মার্কস প্রথমে সূত্রাকারে আলোচ্য বিষয়টি পেশ করতেন তারপরে সরলভাবে ব্যাখ্যা করতেন এবং ভাষার ব্যাপারে অতিমাত্রায় সতর্ক থাকতেন যাতে শ্রমিকরা প্রতিটি বিষয় সম্যকভাবে বুঝতে সক্ষম হয়। আলোচনার পর কারও কোন জিজ্ঞাস্য আছে কিনা জানতে চাইতেন। যদি না থাকত তাহলে নিজেই পরীক্ষা করতেন সকলে ভালভাবে বুঝতে পেরেছে কিনা। সুদক্ষ শিক্ষকের মতো তিনি সমস্ত বিষয় এমন ভাবে পরিচালনা করতেন যে কোথাও কোনও অসুবিধা বা ভুল বোঝার অবকাশ থাকত না।"

বিক্ষিপ্ত কমরেডদের সংগঠিত করা, পুনর্গঠিত কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যাবলী পরিচালনা, সামগ্রিক হতাশার ভাব কাটিয়ে তোলার কাজ সফলভাবে করতে হলে অনিবার্যভাবে প্রয়োজন একটি পত্রিকার। পত্রিকা ছাড়া জনগণের মধ্যে যেমন পৌঁছনো যায় না তেমনি প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক মুখোশও উন্মোচন করা সম্ভব হয় না। আর পত্রিকা ছাড়া অন্যান্য দেশে কমিউনিস্ট লীগের বক্তব্য কী ভাবেই বা পৌঁছে দেওয়া যাবে। সুতরাং সারা বিশ্বের বিপ্লবীদের সংগঠিত করার প্রয়োজনে একান্ত জরুরী একটি পত্রিকা। কিন্তু আর্থিক সংস্থান কেমন করে হবে। অবশেষে সিদ্ধান্ত হল দৈনিক পত্রিকা নয়, একটি সাময়িক পত্রিকা অন্ততঃ প্রকাশ করা হবে। আরও সিদ্ধান্ত হল জনপ্রিয় 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্' নামটিই গ্রহণ করা হবে। ১৮৫০ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিকে হামবুর্গ থেকে, 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্' পত্রিকা প্রকাশিত হল। শিরোনামের নীচে ছাপা হল 'রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমালোচনা' কথা কটি। মোটামুটিভাবে যথাসময়ে ছটি সংখ্যা প্রকাশিত হল এক বছরের মধ্যে। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধই লিখলেন মার্কস ও এঙ্গেলস। মার্কসের ঐতিহাসিক সৃষ্টি 'ফ্রান্সের শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮-১৮৫০', এঙ্গেলসের 'রাইখসংবিধানের জন্য জার্মানীর সংগ্রাম' ও 'জার্মানীর কৃষক যুদ্ধ' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকায় প্রথম মুদ্রিত হয়। কিন্তু পত্রিকার আয়ু অধিক দিন স্থায়ী হয় নি। বছর না পেরতেই বন্ধ করে দিতে হল। প্রধান কারণ অর্থনৈতিক। তাছাড়া জার্মানীর অভ্যন্তরে পত্রিকা পরিবেশন করা সম্ভব হল না। পত্রিকা পরিবেশকরা রাষ্ট্রীয় আক্রমণের ভীতিবশতঃ কথা দিয়েও পত্রিকা বিলি করার ঝুঁকি নিল না। আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করার শেষ সীমান্তে এসে পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই বছরে এক অসীম ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গেল এই পত্রিকা।

২

মার্কসের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির অন্যতম 'ফ্রান্সের শ্রেণী সংগ্রাম।' বরাবরই মার্কসের দৃষ্টি ফ্রান্সের উপর নিবদ্ধ ছিল, কেননা বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় থেকেই সমগ্র ইয়োরোপে ফ্রান্সের ভূমিকা প্রথম সারিতে। ১৮৪৮-৪৯ সালের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানেও ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণী যে বীরত্ব ও উন্নত রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা নেই। তাই ফ্রান্সের এই অভিজ্ঞতার পর্যালোচনার আলোকে সমগ্র ইয়োরোপের সংগ্রামকে তুলে ধরলেন মার্কস তাঁর এই গ্রন্থে। এই ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় মার্কস বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগ করেন। ভিত্তি ও উপরিতলের পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক জীবনে অর্থনৈতিক ভিত্তির সুনির্দিষ্ট ভূমিকা, শ্রেণীসমূহ ও পার্টিগুলির সংগ্রামের তাৎপর্য, ইতিহাসে বিপ্লবের স্থান ও জনগণের ভূমিকা, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র ও সামাজিক ধ্যানধারণার প্রভাব ইত্যাদি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি এই গ্রন্থে আলোচনা করেন। অর্থ-নৈতিক ভিত্তিভূমির ধরাবাঁধা পর্যালোচনাই নয়, তিনি সমান গুরুত্ব দিয়ে মতাদর্শগত উপরিতলের রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, মতাদর্শের বিভিন্ন ধারা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা দেখিয়েছেন। মার্কস আরও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন যে বুর্জোয়া ভাববাদী ঐতিহাসিকরা উপরিতলের এইসব প্রবণতাকে অপরিবর্তনশীল বলে মনে করেন, কিন্তু তার সীমাবদ্ধতা তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। এখানেই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা।

"ইতিহাসের চালিকাশক্তি হচ্ছে বিপ্লব"—এই তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মার্কস দেখালেন যে, বিপ্লব শুধু ইতিহাসকে গতিশীল করে তাই নয়, জনগণের মধ্যে অফুরন্ত উদ্যোগ সৃষ্টি করে যা রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে পুরনো সমাজ সম্পর্ক ভেঙে-চুরে ঐতিহাসিকভাবে প্রগতিশীল সমাজজীবন গড়ে তোলে। শত শত বর্ষব্যাপী শ্লথগতি সমাজজীবনে কয়েকদিনের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যায় বিপ্লবের আশীর্বাদে। ফরাসী বিপ্লবের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে মার্কস প্রমাণ করে দিলেন যে, ইয়োরোপীয় বুর্জোয়ারা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পূর্বগৌরব হারিয়ে বসে আছে। অনুপুংখ বিচার ও তথ্যাদি দ্বারা মার্কস ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক অবনমন ও প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রও উদ্ঘাটিত করেন। বিপ্লবের সূত্রপাত থেকেই বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধিতায় নামে এবং রক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের পরাজয় ঘটায়। 'ফ্রান্সের শ্রেণীসংগ্রাম' গ্রন্থে মার্কস সিদ্ধান্তে এলেন যে, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার দায়িত্বও শ্রমিকশ্রেণীকেই গ্রহণ করতে হবে, কেননা বুর্জোয়ারা তা মধ্যপথে অসমাপ্ত রাখে। আর এই কর্তব্য সম্পাদন করার মাধ্যমেই সমাজতান্ত্রিক

বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। যে শ্রেণীচেতনা এই কর্তব্যে শ্রমিকশ্রেণীকে পরিচালিত করে তা অর্জিত হয় প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে জীবন মরণ সংগ্রামের মাধ্যমে। তাই মার্কস ফ্রান্সের ১৮৪৮ সালের জুন মাসের বিপ্লবকে সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীচেতনা গঠনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে অভিহিত করেন। এই গ্রন্থে মার্কস আরও দেখিয়েছেন যে, জুন অভ্যুত্থানের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক হলো রক্তস্নানের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী মোহমুক্ত হয়েছে। তারা বুঝেছে যে, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের মধ্যে শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। তাই জুন অভ্যুত্থানের পরাজয়ের পর কঠিন বাস্তব স্লোগান বেরিয়ে এল শ্রমিকশ্রেণীর কণ্ঠে : "বুর্জোয়াদের উৎখাত কর ! শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব কায়েম কর !"

বিপ্লবী সংগ্রামে শ্রমজীবী জনগণের কোন্ কোন্ অংশ শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র হবে সেই মার্কসবাদী তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে 'ফ্রান্সের শ্রেণী সংগ্রাম' গ্রন্থে। তিনি পর্যালোচনা করে দেখালেন যে, জুন অভ্যুত্থানের পরাজয়ের অন্যতম কারণ কৃষক সম্প্রদায় ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়াদের অসহযোগিতা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেন, শ্রেণী সংগ্রামের অগ্রগতি অন্যান্য নিপীড়িত অংশকে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে নিয়ে আসবে। কৃষক সম্প্রদায়কে তো বিপ্লবের সারিতে দাঁড়াতেই হবে শ্রমিকের পাশে, কারণ একই পুঁজির দ্বারা তারা উভয়ে শোষিত হচ্ছে। পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর সরকারই পারে কৃষকের অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটাতে। সুতরাং জুনের ফরাসী বিপ্লবের পর্যালোচনার মাধ্যমেই সর্বপ্রথম মার্কস তাঁর সেই ঐতিহাসিক তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃষক ও পেটি-বুর্জোয়া জনগণকে পশ্চাৎবাহিনী হিসেবে না পেলে অগ্রগামী বাহিনী শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়া ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে পারে না।

১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লব পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও পেটি বুর্জোয়া কাল্পনিক সমাজবাদের মেকী চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করে দিল। মার্কস তাঁর গ্রন্থে বিশেষ করে লুই ব্লাঙ্ক-এর পেটি-বুর্জোয়া সমাজবাদী ধ্যানধারণার পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা করেন। ব্লাঙ্ক ছিলেন সোশালিস্ট ডেমোক্রাসির একজন প্রবক্তা এবং শ্রমিক নেতা। তিনি বিশ্বাস করতেন শ্রেণী সমন্বয়ের পথে এবং শ্রমিক সমিতিগুলির প্রতি বুর্জোয়া সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতার দ্বারা সমাজবাদে উত্তরণ সম্ভব। এই অলীক মতাদর্শের ভিত্তিতে স্বাভাবিকভাবেই তিনি বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে গঠিত লুক্সেমবার্গ কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি এই ক্ষতিকারক ভ্রান্তি শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে দেন যে, তথাকথিত দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের বুর্জোয়া প্রভুরা সত্যি সত্যি শ্রমিকদের

সংগঠিত করে সামাজিক সমস্যাবলীর প্রকৃত সমাধান করতে চান। ব্লাঙ্কের সমঝোতাবাদী কৌশলের ক্ষতিকারক দিকগুলি নির্দেশ করে মার্কস বলেন, বুর্জোয়াদের এইসব কমিশন 'সমাজবাদী ভজনালয়' ছাড়া কিছু নয় এবং মন্ত্রীসভাকে 'ক্লীব' 'বড় বড় বুলিসর্বস্ব' বলে অভিহিত করেন। আর এই সব সুবিধাবাদী কৌশল যে ব্যর্থ হতে বাধ্য তা প্রমাণ করে দিল বিপ্লবে বুর্জোয়াদের প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা।

সমস্ত ধরনের সমাজবাদী বুলির অন্তসারশূন্যতা আরেকবার সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে মার্কস এই গ্রন্থে প্রমাণ করে দিলেন যে, শ্রেণীসংগ্রাম মুলতুবি রেখে বৈপ্লবিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের পথে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। মার্কস লিখেছেন: "সমাজবাদ হল বিপ্লবের স্থায়ী রূপের প্রকাশ, আর শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণীএকনায়কত্ব হল সাধারণভাবে শ্রেণী বৈষম্য ও তার বনিয়াদে যে উৎপাদন সম্পর্ক রয়েছে তা এবং উৎপাদন সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক সমূহের অবসান ঘটানর ক্ষেত্রে, সঙ্গে সঙ্গে এই সব সামাজিক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত সমস্ত ভাবধারাগুলির বিপ্লবীকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শক্তি।"[১] 'শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব' কথাটি মার্কস সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে লিখিত আকারে উপস্থিত করেন। সমাজের অর্থনৈতিক উদ্বর্তনের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রধান কাজ হল মজুরি শ্রম, পুঁজি ও উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিলুপ্তি ঘটান।

৩

এই গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগত অবদানের পাশাপাশি মার্কস কমিউনিস্ট লীগকে সংগঠিত করার কাজেও সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। কেননা পর্যালোচনা ও নতুন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হতাশা কাটিয়ে সংগঠনকে জাগিয়ে না তুলতে পরেলে বিপ্লবের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। লীগের কোলোন কমিটির সদস্য পিটার রোজারকে লিখিত চিঠিতে মার্কস প্রাথমিকভাবে সমগ্র রাইন প্রদেশের শহরগুলিতে সংগঠনকে জোরদার করার পরামর্শ দিলেন। মার্কস-এঙ্গেলস অনুভব করলেন সংগঠনকে প্রাণশক্তি দিতে হলে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে একটি রাজনৈতিক ও কর্মসূচীগত ঘোষণা রাখা প্রয়োজন। ঘোষণাপত্র লিখলেন মার্কস-এঙ্গেলস। ইতিহাসে তা 'মার্চ ১৮৫০ ঘোষণা' বলে খ্যাত। এই ঘোষণা লীগের পক্ষে হলেও মার্কসবাদী মতাদর্শ ও রণকৌশলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লেনিন এই ঘোষণা সম্পর্কে বলেছেন, এটি 'খুবই আকর্ষণীয় ও তথ্যপূর্ণ।'

১. মার্কস-এঙ্গেলস-নির্বাচিত রচনাবলী। প্রথম খণ্ড, পৃ: ২৮২

এই ঘোষণায় মার্কসের পরামর্শ হল, পেটিবুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের থেকে পৃথকভাবে সুস্পষ্ট সীমারেখা রক্ষা করে মতাদর্শগত ও সংগঠনগত লাইন নিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে নিজস্ব রাজনৈতিক কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে। কেননা তাঁর আশঙ্কা ছিল উদার-নৈতিক বুর্জোয়াদের দেউলিয়াপনাহেতু জার্মানীর আসন্ন বিপ্লবের মাধ্যমে হয়তো পেটিবুর্জোয়া গণতন্ত্রীরাই ক্ষমতা দখল করবে। অথচ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র ও সংবিধানের উপর নির্ভরশীল পেটিবুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের অতীত ভূমিকা বলে দিচ্ছে তাঁরাও আসন্ন বিপ্লবে বুর্জোয়াদের মতোই জনগণের বিশ্বাসঘাতকতা করবে অনিবার্য ভাবে। তাই শ্রমিক শ্রেণীকে সতর্ক হতে হবে, কোন ভাবেই যেন পেটি বুর্জোয়াদের সঙ্গে ওঠাবসা বিপ্লবের ক্ষতি সাধন না করে। মার্কস বললেন, জার্মানীর শ্রমিক ও ও বিশেষ করে কমিউনিস্ট লীগের সামনে আশু কাজ হল জার্মানীতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গড়ে তোলা এবং সে পার্টির গোপন ও প্রকাশ্য উভয় স্তরই থাকতে হবে। এরদ্বারা মার্কস-এঙ্গেলস পেটি-বুর্জোয়াদের সঙ্গে যৌথ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন নি। নিজস্ব শ্রেণী সংগঠন শক্তিশালী হলেই যৌথ আন্দোলন বিপ্লবের সহায়ক হয়। মনে রাখা দরকার পেটি-বুর্জোয়ারা সংস্কার সাধনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে চায়, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর দায়িত্ব বিপ্লব সম্পূর্ণ করা। সুতরাং অধিকদূর একসঙ্গে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

স্থায়ী বিপ্লব সম্পর্কিত মার্কসের মতবাদের মর্মার্থ হল বিপ্লবী প্রক্রিয়া বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে চলে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও শ্রমিক বিপ্লবের মধ্যপথে অধিক কালক্ষেপ যাতে না হয় তার জন্য সতর্ক হতে হবে। উত্তরণ যথাসম্ভব দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। মার্কস বলেছেন, "আমাদের স্বার্থ ও কর্তব্য হল বিপ্লবকে স্থায়ী করে তোলা যতক্ষণ না কমবেশী সমস্ত সম্পদশালী শ্রেণীকে তাদের ক্ষমতার আসন থেকে বলপূর্বক হটিয়ে দেওয়া যাচ্ছে, যতক্ষণ না শ্রমিক শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা জয় করে নিচ্ছে। আমাদের কাছে ব্যাপারটা ব্যক্তিগত সম্পত্তির হস্তান্তর নয় বরং এর ধ্বংস সাধন, শ্রেণীবৈরিতার সরলীকরণ নয়, বরং শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তি, বর্তমান সমাজব্যবস্থার সংস্কার নয়, সম্পূর্ণ নতুন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।"[১] শ্রমিক বিপ্লবে উত্তরণের জন্য মার্কস-এঙ্গেলস প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক রূপ ও কর্মসূচীও উপস্থিত করেন। তিনি বলেন, বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া সরকারের কাজকর্মের প্রতি নজর রাখার জন্য, জনস্বার্থ বিরোধী আইনকানুনের বিরোধিতার জন্য শ্রমিক সংগঠন, শ্রমিক ক্লাব প্রভৃতির মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের কায়দায় কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। এমনকি নিজস্ব সশস্ত্র রক্ষীবাহিনীও গঠন করতে হবে। এই স্থানীয় বিকল্প প্রশাসনকেই তারা শ্রমিক

১. মার্কস-এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলী। প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭৯

শ্রেণীর ভবিষ্যৎ বিপ্লবী শক্তির অঙ্কুর হিসেবে অভিহিত করেন। কৃষি প্রশ্নে দৃষ্টি দিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস বলেন, যেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয়ী হবে সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের মধ্যে জমি বিলি করার শ্লোগানের পরিবর্তে জমিদারের বাজেয়াপ্ত জমি সরকারের হাতে ন্যস্ত করার দাবী তুলতে হবে এবং সেই জমির ভিত্তিতে বড় বড় খামার গড়ে তুলতে হবে যাতে কৃষি মজুররা সেগুলো দখল নিতে পারে। কৃষিপ্রশ্নের সমস্তদিক তখনও তাঁরা বিবেচনা করেন নি। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থে শ্রমিক ও কৃষকের ঐক্য গড়ার অত্যন্ত জরুরী বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন।

মোটের উপর মার্কস-এঙ্গেলসের এই ঘোষণাপত্রের মূল শ্লোগান হল—স্থায়ী বিপ্লব বা নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লব। এই ঘোষণাপত্রের কয়েক হাজার কপি সঙ্গে দিয়ে হাইনারিখ বয়ারকে পাঠান হল জার্মানীতে গোপনভাবে। উদ্দেশ্য এই ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে লীগের স্থানীয় সংগঠনগুলি সজীব করে তোলা। বয়ার সুচারুরূপে এই কাজটি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুধু জার্মানী নয় সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানেও কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে প্রতিনিধি পাঠান হল কমিউনিস্ট লীগ জোরদার করার উদ্দেশ্যে। ১৮৫০ সালের জুন মাসে মার্কস-এঙ্গেলস সমগ্র ইয়োরোপে সংগঠনের অগ্রগতির বিষয়টি পর্যালোচনা করে আরেকটি ঘোষণাপত্র রচনা করলেন। এই ঘোষণাপত্রে প্রতিটি দেশের পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক ও কৌশলগত কর্মপন্থা নির্দেশ করা হয়। এইভাবে দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠল। সমস্ত দেশে এমনকি জার্মানীতেও গণতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া কাগজগুলিতে মার্কসের নামে এই দুটি ঘোষণাপত্র বিষয়ে বড় বড় সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হল। এইভাবে সমগ্র ইয়োরোপে বিপ্লব সম্পর্কে নতুন করে আস্থার পরিবেশ তৈরী হল।

মার্কস আশা করেছিলেন আরেকটি ইয়োরোপীয় বিপ্লব আসন্ন। তাই ১৮৫০ সালের বসন্তকালে চার্টিস্ট ও ব্লাংকবাদীদের নিয়ে একটি বৃহত্তর আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনগুলির মোর্চা তৈরী করতে উদ্যোগী হলেন। অন্যান্য সংগঠনের দুর্বলতা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট লীগকে কেন্দ্রে স্থাপন করে এই মোর্চা গঠনে তাঁর উদ্যোগ সকলকে উৎসাহী করে তুলল। বামপন্থী বিপ্লবী ব্লাংকির কাল্পনিক সমাজবাদের প্রতি ঝোঁক থাকলেও তিনি বিপ্লবের বিগত দিনগুলিতে বিশ্বস্তভাবে প্রতিবিপ্লবের প্রতিরোধ করেন এবং দশবছরের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। অতীতের সমালোচনা সত্ত্বেও মার্কস এই বিপ্লবীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং 'বিপ্লবী সাম্যবাদের মহান যোদ্ধা' রূপে তাঁকে সম্মানিত করেন। তাই ব্লাংকিবাদীদের যৌথ মোর্চায় নিয়ে আসার আগ্রহ তাঁদের মধ্যে প্রবল ছিল।

১৮৫০ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি লণ্ডনে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের একটি আন্তর্জাতিক সমিতি গঠন করে চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। স্বাক্ষর করলেন মার্কস, এঙ্গেলস ও ভিলিখ কমিউনিস্ট লীগের পক্ষে, বামপন্থী চার্টিস্টদের পক্ষে হার্নে, ব্লাঙ্কিপন্থীদের পক্ষে ভিদিল ও এ্যাডাম। নবগঠিত সমিতির কর্মসূচীর প্রথম দফায় বলা হল : "সমিতির লক্ষ্য হবে সমস্ত সুবিধা ভোগী শ্রেণীকে উৎখাত করা এবং এই শ্রেণীগুলিকে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে নিয়ে আসা ; আর তা করতে হবে মানবজাতির চূড়ান্ত সমাজ সংগঠনের রূপ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে।"

যৌথ মোর্চার ভিত্তিতে কাজকর্ম চালান যে কত দুরূহ তা অচিরেই প্রমাণিত হল। প্রথমেই মতবিরোধ ঘটল ব্লাঙ্কিবাদীদের সঙ্গে। পেটিবুর্জোয়াদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করার জন্য ব্লাঙ্কিবাদীরা মার্কস-এঙ্গেলসের উপর চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু স্থায়ী বিপ্লবের ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে রচিত চুক্তিপত্র অনুসারে এই ঘনিষ্ঠতা অনুমোদন যোগ্য নয়। মার্কস-এঙ্গেলস ধৈর্যের সঙ্গে তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে গেল। কিন্তু বামপন্থী চার্টিস্টদের সঙ্গে সম্পর্কটা প্রথম দিকে বেশ ভালই গড়ে উঠেছিল। বামপন্থীদের নেতা হার্নে সংস্কারপন্থী চার্টিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং মার্কস-এঙ্গেলস তাঁকে এ ব্যাপারে গভীরভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। হার্নে সম্পাদিত দুটি পত্রিকা 'ডেমোক্রাটিক রিভিয়ু' ও 'রেডরিপাবলিকান' সম্পাদনায় ও প্রকাশে তাঁরা নিয়মিত সাহায্য করতেন। মার্কসের 'ফ্রান্সের শ্রেণী সংগ্রাম', এঙ্গেলসের 'দশ ঘণ্টারপ্রশ্ন' প্রভৃতি রচনা থেকে অংশ বিশেষ এইসব পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। কমিউনিস্ট ইস্তাহারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইংরাজী অনুবাদও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৮৫১ সালের বসন্তকালে হার্নে ভিন্ন মূর্তি ধারণ করলেন। তিনি ক্রমশঃ পেটিবুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের সঙ্গে দহরম মহরমে জড়িয়ে পড়লেন এবং বামপন্থী চার্টিস্টদের সংগঠন থেকেও সরে দাঁড়ালেন। ফলে মার্কস-এঙ্গেলসকেও হার্নের বিরোধিতায় এগিয়ে আসতে হল। অপরদিকে বামপন্থী চার্টিস্টদের বিশ্বস্ত নেতা আর্নস্ট জোনসের প্রতি তাঁরা সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। ১৮৫১-৫২ সালে প্রকাশিত জোনস সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নোটস টু দি পিপল' এর প্রতি মার্কস-এঙ্গেলস এর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পরামর্শ উপদেশ দিয়ে লেখা দিয়ে মার্কস এঙ্গেলস এই পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেন। এই ভাবে চার্টিস্ট আন্দোলনের মূলধারাকে শ্রমিক বিপ্লবের সহযোগী হিসেবে কাছাকাছি রাখতে মার্কস-এঙ্গেলস সমর্থ হয়েছিলেন। এই

সময় মার্কস বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গুইজো, কার্লাইল, ডুমা প্রমুখ লেখকের কয়েকটি গ্রন্থের সমালোচনা করেন। রাজনীতি, ইতিহাস, ধর্মসংক্রান্ত এই সব গ্রন্থের আলোচনার মধ্য দিয়ে মার্কস বুর্জোয়া পাণ্ডিত্যের অসারতা তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেন।

সংকট শুধু বৃহত্তর মোর্চার মধ্যে নয়, কিছু দিনের মধ্যে কমিউনিস্ট লীগের মধ্যেও মত পথ নিয়ে গোলযোগ দেখা দিল। ১৮৫০ সালের মাঝামাঝি কার্ল স্যাপার ও অগাস্ট ভিলিখের নেতৃত্বে সংগঠনের মধ্যে একটি উগ্রবাম চক্র সৃষ্টি হল। শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম সারিতে বরাবর স্থান থাকলেও স্যাপার বিপ্লবের সংকীর্ণ আদিম চিন্তা ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। সমগ্র ইয়োরোপে যখন প্রতিবিপ্লব সদ্য বিজয়ী হয়েছে তখন দীর্ঘস্থায়ী প্রস্তুতির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে স্যাপার ও ভিলিখ অস্থিরভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার হঠকারী প্রস্তাব নিয়ে নেতৃত্বকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। ভিলিখের চিন্তাধারায় ধৈর্যের অভাব আগেই পরিলক্ষিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে মার্কস যখন জার্মান শ্রমিকদের পাঠচক্রে কমিউনিস্ট ইস্তাহার সম্পর্কে বক্তৃতা করেছিলেন তখন ভিলিখের সবকথা পছন্দ হয় নি, তিনি বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মার্কস বলেছিলেন, কমিউনিজম রাতারাতি অর্জন করা সম্ভব নয়, বিভিন্ন স্তরের বিজয়ের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত বিজয় অর্থাৎ কমিউনিস্ট বিপ্লব সমাধা হয়। মধ্যপথে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দায়িত্ব গ্রহণ করতেই হবে। তখনকার মতো ভিলিখ এই শিক্ষা মেনে নিলেও নিজেকে যে তার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত করতে পারেন নি তা প্রকাশ হয়ে পড়ল এখন।

প্রতিবিপ্লবের পরে তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক প্রস্তুতির জন্য মার্কস-এঙ্গেলস যে সময় নিচ্ছিলেন তাতে স্যাপার ও ভিলিখের আপত্তির ফলে সংকট বেশ গভীর হয়ে উঠল। কিন্তু বিপ্লব ছেলে খেলা নয়, বিপ্লব নিয়ে হঠকারিতা সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলস কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলেন। উপদলীয় চক্রান্ত দ্রুত সংগঠনের কাজকর্ম ব্যাহত করতে লাগল। ফলে ১৮৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে সংখ্যালঘিষ্ঠ এই উপদলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম প্রকাশ্যভাবে শুরু হল। মার্কসকেই মুখ্য দায়িত্ব নিতে হল। তিনি ব্যাখ্যা করে দেখালেন, কমিউনিস্ট ইস্তাহারের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে এই উপদল জার্মানীর জন্য পৃথক জাতীয়তাবাদী লাইন নিয়েছে। যেখানে শ্রমিক শ্রেণীকে প্রয়োজনে পনের বিশ এমনকি পঞ্চাশ বছরব্যাপী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে সেখানে এই উপদল বলছে, "অবিলম্বে ক্ষমতা দখল করতে হবে অথবা আমরা সকলে মিলে নিদ্রা যেতে পারি।" এই হঠকারী আবদার যে জার্মানীর বিপ্লবের সর্বনাশ করবে মার্কস তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে

তা প্রমাণ করলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে স্যাপার-ভিলিখের 'অবিলম্বে ক্ষমতা দখলের প্রস্তাব' নাকচ হয়ে গেল। গুরুতর মত পার্থক্যের কারণে তাঁদের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বহিষ্কার করার দাবীও উঠেছিল। কিন্তু মার্কস ঐক্যের স্বার্থে ও সংশোধনের আশায় বহিষ্কারের বদলে কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে উভয় দলের পাশাপাশি কাজ করার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু স্যাপার-ভিলিখ চক্র এই সুস্থ প্রতিযোগিতার পথ গ্রহণ না করে সংগঠনের সর্বস্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে লাগলেন। বিভিন্ন সময় ইতিহাসে অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় উগ্রপন্থা সাময়িকভাবে একটা সোরগোল সৃষ্টি করতে পারে এবং এর দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী সংগঠনের নিদারুণ ক্ষতিও সাধিত হয়। যদিও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ছাড়া এর কোন ইতিবাচক ফলশ্রুতি থাকে না।

৪

সমগ্র ইয়োরোপে প্রতিবিপ্লবের ঝড় ঝাপটার সামনে যখন বিপ্লবী সংগঠনের ঘরসংসার গোছানর জন্য মার্কস সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন তখন তাঁর নিজের সংসারে চরম সংকট। চারটি ছেলেমেয়ে, স্বামী-স্ত্রী ও ঘরকন্নার কাজে সহকারিণী লেনচেন সহ সংসারটা বেশ বড়ই। অথচ আয় নেই বললেই চলে। যিনি আয় করবেন তাঁর কাঁধে তো বিশ্বসংসারের দায়। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে তিনি উদাসীন নন, কিন্তু এর জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও শ্রম দেওয়ার মতো অবকাশও নেই। ফলে নিদারুণ দারিদ্র্য গ্রাস করে ফেলল গোটা সংসারটাকে। ধার দেনারও তো শেষ আছে! বাড়ী ভাড়া বাকী পড়ে আছে অনেক। দুধওয়ালা, রুটিওয়ালা, মাংসওয়ালা, ওষুধের দোকানওয়ালা কে না টাকা পায়। টাকার আশায় ঘুরতে ঘুরতে তাদেরও সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেছে। পাওনাদারদের তাড়নায় অবশেষে চেলসীর বড়সড় ফ্ল্যাটটি ছাড়তে হল। কিন্তু বাড়ী ছাড়া বললেই তো হয় না। বন্ধুর কাছ থেকে ঋণ করে বাড়িউলির ভাড়া মেটান গেল, কিন্তু অন্য পাওনাদাররা ছাড়বে কেন? সকলে একসঙ্গে এসে হামলা করল। জেনী স্থির করলেন আসবাব, বিছানাপত্র এমনকি রুগ্ন শিশুর দোলনাটি পর্যন্ত বিক্রী করে ঋণ শোধ করে অন্য কোথাও চলে যাবেন। তাই হল। একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে লীসেস্টার স্কোয়ারের এক জার্মান হোটেলে উঠে এলেন। জেনী তখন খুবই অসুস্থ, ছোট্ট শিশুটিও মৃত্যুর জন্য দিন গুণছে। এত সত্ত্বেও মার্কস-পরিবারের মনোবল ভেঙ্গে যায় নি। জেনী একটি চিঠিতে লিখেছেন : "এইসব সাধারণ দুঃখ দারিদ্র্য আমাকে অবদমিত করতে পেরেছে এত ভেব না। আমি খুব ভাল করে

জানি যে আমাদের এই সংগ্রাম বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। আমি তো ভাগ্যবতী, কজনের এমন ভাগ্য হয়—আমার প্রিয়তম স্বামী, আমার জীবনের আশা ভরসা—ছায়ার মতো আমার সঙ্গেই রয়েছেন।"

মার্কস পরিবারের এই চরম সংকটের সময় একমাত্র ভরসা বন্ধু এঙ্গেলস। আত্মত্যাগের এক হিমালয়সদৃশ দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলেন তিনি। বিপ্লবের কাজে অংশ গ্রহণের পবিত্র ইচ্ছা নিয়ে ঘৃণাভরে যে পারিবারিক ব্যবসা ছেড়ে এসেছিলেন, স্বেচ্ছায় সেখানে ফিরে গেলেন বোধকরি বিপ্লবেরই বৃহত্তর প্রয়োজনে। বন্ধু মার্কসকে অবকাশ করে দিতে হবে যাতে তিনি তত্ত্বমূলক আরও বড় কাজ করতে পারেন। তাই মার্কসের পরিবারের ভরণ পোষণের বহুলাংশ দায়িত্ব গ্রহণের জন্যই ম্যানচেস্টারে গিয়ে এর্মেন ও এঙ্গেলস কোম্পানীতে কাজে যোগ দিলেন। দুই বন্ধুর মধ্যে এই বিচ্ছেদ অন্যদিক থেকে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিল। দুই পরস্পর নির্ভরশীল চিন্তাবিদ দূরত্বের কারণে চুপচাপ থাকতে তো পারেন না, বিশেষ করে কাছাকাছি থাকলে যাঁরা দিবারাত্র নানা বিষয় নিয়ে মত বিনিময় করতেন। এক পৃষ্ঠা লিখলেও একে অপরকে পড়ে শোনাতেন। যেহেতু চিন্তার বিনিময় বন্ধ থাকতে পারে না, সেহেতু জন্ম নিল মার্কসবাদের অসামান্য আকর সম্পদ পত্রাবলী। দুই শ্রেষ্ঠ মনীষীর এই পত্রসাহিত্য মার্কসবাদের মূল্যায়ন ও অধ্যয়নের শ্রেষ্ঠ উপাদান। যখন পত্র লিখেও চিন্তাভাবনাকে স্পষ্ট করে তোলা যায় নি তখন একে অপরের কাছে ছুটে গেছেন বারবার।

এই সব পত্রে দুই চিন্তানায়ক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল শাখা প্রশাখায় অনায়াসে বিচরণ করেছেন। দর্শন, প্রকৃতি বিজ্ঞান, রাজনৈতিক অর্থনীতি, সমাজবাদ, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, মিলিটারি বিজ্ঞান, কারিগরি বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য কোন কিছুই আলোচনা থেকে বাদ পড়ে নি। পরবর্তীকালের বহু কীর্তির পূর্ব সংকেত এই সব পত্রে পাওয়া যাবে। সমকালীন বহু গ্রন্থ বা মূল্যবান আবিষ্কার সম্পর্কে মন্তব্যও এসবের মধ্যে সুলভ। বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী, বিভিন্ন ব্যক্তির ভূমিকা বিষয়ে মন্তব্যগুলিও বেশ আকর্ষণীয়। পত্রাবলীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশলের আলোচনা। এই সব পত্রালোচনার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে পরবর্তীকালে লেনিন বলেছেন : "সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাস, অতি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলি ও বিভিন্ন একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে এক বিস্তারিত চিত্র পাঠকের সামনে উন্মোচিত হয়েছে পত্রাবলীর মাধ্যমে। আরও মূল্যবান দিক হল শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতির ইতিবৃত্ত। পুরনো ও নতুন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ে,

বিভিন্ন ঐতিহাসিক মুহূর্তে মার্কস-এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ইতিকর্তব্য নির্ধারণের প্রধান নীতিগুলি আলোচনা করেছেন।"[১] এই সব পত্রকে মার্কসবাদী চিন্তাধারার অন্যতম প্রধান উৎসরূপে উচ্চমূল্য দিয়ে লেনিন আরও বলেছেন, "যদি কেউ পত্রাবলীর কেন্দ্রীয় মর্মবস্তু একটি শব্দে প্রকাশ করতে চান অর্থাৎ যার মধ্যে সমস্ত আলোচনা, চিন্তা-ভাবনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে তাহলে সেই শব্দটি হল—'দ্বন্দ্ব তত্ত্ব'। বনিয়াদের স্তর থেকে সমগ্র রাজনৈতিক অর্থনীতির পুনর্গঠন এবং ইতিহাস-প্রকৃতিবিজ্ঞান দর্শন, শ্রমিকশ্রেণীর রণকৌশল ও নীতিনির্ধারণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রয়োগ মার্কস-এঙ্গেলসকে সর্বাপেক্ষা উৎসাহিত করেছিল, এখানেই তাঁদের সবচেয়ে বেশী অবদান যা একান্ত প্রয়োজনীয় ও একেবারে নতুন অবদান এবং বিপ্লবী চিন্তাধারার ইতিহাসে এখানেই তাঁদের প্রধান অগ্রগতি।"[২]

১৮৫১ সালের জুলাই মাসে প্রুঁধোর 'উনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লবের সাধারণ প্রবণতা' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় প্যারিসে। মার্কস এই গ্রন্থ পড়ে বিচলিত হয়ে উঠলেন। এই গ্রন্থে প্রুঁধো যেমন সংস্কারবাদের মাধ্যমে সমাজমুক্তির তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, তেমনি যে কোন রাষ্ট্রই প্রতিক্রিয়াশীল, গণতন্ত্র অর্থহীন, রাজনৈতিক শক্তি ছাড়াই উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব ইত্যাদি নৈরাজ্যবাদী চিন্তাভাবনা প্রচার করেন। প্রতি বিপ্লবের যুগে শ্রমিকশ্রেণীর সামনে এক বিপদজনক চিন্তাধারারূপে এগুলিকে চিহ্নিত করে একটি সমলোচনামূলক গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন মার্কস। এক পত্রে বন্ধু এঙ্গেলসের মতামত জানতে চাইলেন এই গ্রন্থ সম্পর্কে। এঙ্গেলস অক্টোবর মাসে দীর্ঘপত্রে তাঁর অভিমত জানালেন। এই সমালোচনা মার্কসের খুব মনঃপুত হয়। তাঁর ইচ্ছা ছিল এঙ্গেলসের রচনার সঙ্গে নিজের মতামত যুক্ত করে কোথাও প্রকাশ করবেন। কিন্তু কোথায় প্রকাশ করবেন, কে প্রকাশ করবেন? এমন সময় একটা সুযোগ এসে গেল। জোসেফ ভেডেমেয়ার নামে তাঁর এক বন্ধু তখন নিউইয়র্কে প্রবাস জীবন যাপন করছিলেন। তিনি সেখানে একটি পত্রিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে মার্কস-এঙ্গেলসকে লেখা পাঠাবার জন্য অনুরোধ করে পাঠালেন। ১৮৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভেডেমেয়ারকে মার্কস জানালেন যে, এই রচনাটি তাঁর পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে বলে প্রাক্-বিজ্ঞপ্তি দিতে। কিন্তু কাজটি সমাপ্ত করে প্রকাশ করা আর হল না। ইতিমধ্যে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজের চাপ এসে গেল। যখন হাতখালি হল তখন অর্থাভাবে ভেডেমেয়ারের পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে।

১-২ : লেনিন—সংগৃহীত রচনাবলী খণ্ড-১৯, পৃঃ ৫৫৩-৫৪

৫

১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি লুই বোনাপার্টের সমর্থকরা ক্যু-দে-তা সংগঠিত করে আইনসভা ভেঙ্গে দিল। ফলশ্রুতিতে ফ্রান্সে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল এবং বোনাপার্ট তৃতীয় নেপোলিয়ান নাম গ্রহণ করে নিজেকে সম্রাট রূপে ঘোষণা করলেন। ফ্রান্সে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সাময়িক সমাধি রচিত হল। ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যে এঙ্গেলস এ ঘটনার উপরে একটি প্রবন্ধ রচনার জন্য মার্কসকে অনুরোধ করে চিঠি লিখলেন। মার্কস তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন। কিন্তু প্রবন্ধ লেখার প্রয়াস ক্রমে গ্রন্থের রূপ নিল। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সংবাদ, মন্তব্য ও পালিয়ে আসা ফরাসী শরণার্থীদের বিবরণের ভিত্তিতে মার্কস এই গ্রন্থ রচনা করলেন। গ্রন্থের নাম দিলেন 'লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার।' এই গ্রন্থ যখন মার্কস লিখছেন তখন একটানা অসুস্থতায় তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। ঘরে নিদারুণ দারিদ্র্য। এঙ্গেলস যা টাকা পাঠাতে পারেন তাতে সংসার চলে না। ঘরের আসবাবপত্র এমন কি মার্কসের ন্যূনতম পোষাকও ঋণের দায়ে বাঁধা পড়েছে বন্ধকী দোকানে। লাইব্রেরীতে যাতায়াত করার মতো পোষাক নেই। অথচ এর মধ্যেই সৃষ্টি হল সমাজবিজ্ঞানের এক মহান গ্রন্থ। ভিলহেলম লীবনেখ্‌ট এই গ্রন্থের রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন: "ব্রুমেয়ারের শব্দগুলি যেন তীরের মতো, বর্শার মতো—এ এমন এক স্টাইল যা বিদ্ধ করে, হত্যা করে। যদি কোথাও ঘৃণা, ভ্রূকুটি, স্বাধীনতার জন্য ঐকান্তিক ভালবাসা জলন্ত, ধ্বংসাত্মক, অথচ সরলভাষায় ব্যক্ত হয়ে থাকে তবে তা হয়েছে 'অষ্টাদশ ব্রুমেয়ারে'—এর মধ্যে ট্যাসিটাসের অবজ্ঞাসূচক ক্ষোভ মিশ্রিত কাঠিন্য, জুভেনালের মারাত্মক শ্লেষ এবং দান্তের পবিত্র ক্রোধের সমাবেশ হয়েছে।"[১]

লুই বোনাপার্টের গণতন্ত্র ধ্বংসকারী এই ক্যু-দে-তা সমকালীন বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদেরও বিচলিত করেছিল। অনেকেই এই আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। মার্কস কিন্তু 'ফ্রান্সের শ্রেণীসংগ্রাম' গ্রন্থে এ বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। ১৮৪৮-৪৯ এর বিপ্লবের প্রতি বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়াদের বিশ্বাসঘাতকতা যে আরও খারাপ পরিণতি নিয়ে আসবে মার্কস তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন। এ ঘটনার পরেও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা ফ্রান্সের এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির সামাজিক উৎস ও তাৎপর্য যথাযথভাবে ধরতে পারলেন না। ভিকটর হুগো একটি পুস্তিকায় এঘটনাকে বোনাপার্টের ক্ষমতা লিপ্সার ফলশ্রুতি রূপে অভিহিত করলেন। প্রুঁধো তাঁর '২রা ডিসেম্বরের ক্যু-দে-তার আলোকে সমাজবিপ্লব' গ্রন্থে যে ভাবে ঘটনাবলীর

১. মার্কস-এঙ্গেলসের স্মৃতি—ভি, লীবনেখ্‌ট। পৃঃ ১০৩

বিশ্লেষণ করলেন কার্যতঃ তা বোনাপার্টের পক্ষে চলে যায়। একমাত্র মার্কস ক্যু-দে-তার পৃষ্ঠপটের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং এর তাৎপর্যের ভয়াবহতা উপস্থিত করতে পারলেন। এঙ্গেলস বলেছেন, সমকালীন ইতিহাস ও ঘটনাবলীর এমন ব্যাখ্যার কোন তুলনা নেই। মার্কসের এই কৃতিত্বের মূলে রয়েছে তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব। তিনি এই ক্যু-দে-তাকে ফ্রান্সের শ্রেণীসংগ্রামের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই চিহ্নিত করলেন। কেননা ফ্রান্সের বুর্জোয়া সমাজে শ্রেণীবিরোধ যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে তাতে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া বিকাশের কোন পথ খোলা নেই। কিন্তু শ্রেণীস্বার্থেই বুর্জোয়ারা সেদিকে পা বাড়াবে না। ফলে বুর্জোয়া আইনসভা প্রহসনে পরিণত হাতে থাকে এবং বুর্জোয়াশ্রেণী ক্রমশ প্রতিবিপ্লবের হাতে আত্মসমর্পণ করে বিশ্বাসঘাতকতা করে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি। প্রচলিত সংসদীয় পথে বুর্জোয়াদের পক্ষে সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব ছিল না; অপর দিকে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম এই পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করার পক্ষে ছিল নিতান্তই দুর্বল। স্বভাবতই এর সুযোগ নিয়েছে লুই বোনাপার্টের মত একনায়কতন্ত্রী।

বোনাপার্টের ক্ষমতা দখলকে মার্কস প্রতিবিপ্লবীদের একনায়কত্ব বলে আখ্যাত করেছেন। আর এই একনায়কত্ব শোষকশ্রেণীকে আড়াল করার জন্য নানারকম সুবিধাবাদী বাগাড়ম্বর, রাজনৈতিক সন্ত্রাস, সামরিক রাহুগ্রাস, ঘুষ-দুর্নীতির মহোৎসব সৃষ্টি করে নৈরাজ্যের চরম পরিবেশ প্রস্তুত করে থাকে। সমগ্র অবস্থার পর্যালোচনা করে মার্কস দেখালেন, এ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বমূলক শাসনের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ কাজ তো সহজ নয়। এই গ্রন্থে মার্কস শুধু ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে ঘটনাবলীর ধারা বিশ্লেষণ করলেন তাই নয় বাস্তবে বিভিন্ন শ্রেণী কোন্ পর্যায়ে অবস্থান করছে তাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে কাছের মিত্র কৃষকসম্প্রদায় কোন্ ভ্রান্ত অবস্থানে রয়েছে তা তিনি অনুপুংখবিশ্লেষণ করেছেন। কৃষক সম্প্রদায় বোনাপার্টের পক্ষাবলম্বন করেছে। কেন? একমাত্র মার্কসই তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেননা তারা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে শহর থেকে বিচ্ছিন্ন এবং পশ্চাদপদ। ফলে বুর্জোয়াদের সম্পর্কে অবিশ্বাস রয়েছে। তাছাড়া বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের করনীতি তাদের আঘাত করেছে। ফলে ঘটনাবলীর সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করতে অক্ষম ও জমির সঙ্গে স্বার্থযুক্ত কৃষকসম্প্রদায় মনে করে বংশানুক্রমিক নেপোলিয়ান রাজবংশই তাদের হৃতগৌরব ফিরিয়ে দেবে। মার্কস বললেন, খুব দ্রুত কৃষকদের এই মোহ ভঙ্গ হবে। মহাজনী শোষণে যখন তারা

আরও জর্জরিত হবে, আরও বেশী বেশী করে জমি হারিয়ে নিঃস্ব হবে তখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শহরের মুক্তিদাতা শ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীর পাশে এসে দাঁড়াবে, বুঝতে পারবে উভয়ের স্বার্থ অভিন্ন। প্রধানতঃ কৃষি অধ্যুষিত দেশে এভিন্ন কোন পথ নেই। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবে কৃষক সম্প্রদায়কে জাগাতেই হবে। এই গ্রন্থে মার্কসের অন্যতম অবদান হল এই শিক্ষাটি।

'অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার' গ্রন্থে মার্কসের অপর কৃতিত্ব হল শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল, পুরনো সমাজ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন ও নতুন সমাজ ব্যবস্থা গঠন বিষয়ে সুস্পষ্ট চিত্র উপস্থাপন ও তার প্রক্রিয়া সম্পর্কে পথনির্দেশ। কমিউনিস্ট ইস্তাহারে যা ছিল কাঠামো রূপে বিমূর্ত এই গ্রন্থে তিনি তার প্রায় পূর্ণ অবয়ব দিলেন। রাষ্ট্র সম্পর্কিত মার্কসবাদী তত্ত্বের বিশদ বিশ্লেষণ এই গ্রন্থেই প্রথম পাওয়া যায়। ১৮৫২ সালের ৫ মার্চ ভেডেমেয়ারকে লিখিত এক পত্রে মার্কস তাঁর এই কৃতিত্ব সম্পর্কে বিনয় সহকারে বলেন, "আমার দিক থেকে বলতে গেলে, আধুনিক সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব বা তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের আবিষ্কার আমার কোন কৃতিত্ব নয়। আমার অনেক আগে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা এই শ্রেণীসংগ্রামের ঐতিহাসিক বিকাশধারা এবং শ্রেণীগুলির অর্থনৈতিক শারীরতত্ত্ব (anatomy) বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা বর্ণনা করে গেছেন। আমি যা নতুন করে করেছি তাহল এটা প্রমাণ করা যে, (ক) শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব উৎপাদনের ধারায় বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরে নিবদ্ধ থাকে; (খ) শ্রেণীসংগ্রাম অনিবার্যভাবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে, (গ) আর এই একনায়কত্বই সমস্ত শ্রেণীগুলির বিলুপ্তি ও শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে উত্তরণের পথে ভূমিকা পালন করে।" [১]

৬

১৮৫১ সালের মে-জুন মাসে জার্মানীতে মার্কসপন্থীদের উপর নেমে এল আর এক দফা সন্ত্রাস। বৈপ্লবিক সংগ্রামকে জার্মানীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করবার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট লীগের কর্মী, সংগঠক থেকে শুরু করে সাধারণ মার্কস-সমর্থককেও গ্রেপ্তার করে জেল ভরে ফেলল সরকার। প্রুশিয় সরকারের পুলিশের গোপন রিপোর্ট ছিল যে উগ্রপন্থী বলে পরিচিতরা যে যাই বলুক সেটা কোন বিপদ নয়, আসল বিপদ মার্কসপন্থীদের নিয়ে। কেননা তাঁরা যেমন তত্ত্বগতভাবে সমৃদ্ধ তেমন সংগঠন গড়ে তুলতেও ওস্তাদ। সুতরাং বিপদ যদি আসে বারেবারে এঁদের থেকেই আসবে। বারগার, দানিয়েল, হারমান বেকার, রোজার, লেসনার প্রমুখ নেতৃস্থানীয়

১. মার্কস-এঙ্গেলস—নির্বাচিত পত্রাবলী। পৃঃ ৬৯

কমিউনিস্ট লীগ কর্মীরা গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। বার্লিনের পুলিশপ্রধান হিংকেলডি এক গোপন রিপোর্টে মন্তব্য করেন, "এটা এখন সঠিকভাবেই বলা যায় যে, সমস্ত শরণার্থী, প্রচারক ও কেন্দ্রীয় কমিটির উপরে মার্কস-এঙ্গেলস পার্টি'র স্থান, কারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তায় এরা প্রশ্নাতীতভাবে সকলের চেয়ে শক্তিশালী। ব্যক্তিগতভাবে মার্কস খুবই সুপরিচিত এবং প্রত্যেকেই অনুভব করেন যে বাকী অন্য সকলের মাথায় যা আছে একা মার্কসের আঙুলের ডগায় তার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমত্তাঘটিত শক্তি রয়েছে।"

প্রুশিয় সরকার কোলোনে এই বন্দীদের বিরুদ্ধে 'চরম বিশ্বাসভঙ্গ ও ষড়যন্ত্রের' অভিযোগ এনে বিচারের সিদ্ধান্ত করল। এই অভিযোগের আওতা থেকে শ্রমিক সংগঠন, গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির নেতারাও বাদ পড়লেন না। স্বয়ং রাজার তত্ত্বাবধানে পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই বিচাব প্রহসনের জন্য মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে লাগল। এ জন্য একদল গোয়েন্দা পুলিশকে ফ্রান্স, লণ্ডন ও অন্যান্য স্থানে পাঠানো হল। পুলিশপ্রধান স্টীবের নিজেই একদল গোয়েন্দা নিয়ে লণ্ডনে এলেন মার্কসের উপর নজরদারি করার জন্য। পুলিশ কমিউনিস্ট নেতাদের বাড়ীর উপর যেমন নজর রেখেছিল তেমন সুকৌশলে প্রবাসী জার্মান ছোট খাট ব্যবসায়ী বা অন্য বৃত্তিজীবী মানুষদের কমিউনিস্ট লীগের মধ্যে, মার্কসের ঘনিষ্ঠদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল সংবাদ ও গোপন কাগজপত্র সংগ্রহ করাব উদ্দেশ্যে। এমন একজন ধরাও পড়ে গেল। স্বভাবতই মার্কস ও তাঁব অনুগামীরা সতর্ক হয়ে গেলেন। বৈঠকের স্থান ইত্যাদি পরিবর্তন করা হল। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রশ্নটিতেও গুরুত্ব দেওয়া হল।

ভিলিখ-স্যাপার উপদলের অসতর্কতা ও ঢিলেঢালা ভাবের জন্য গোয়েন্দা পুলিশদের কিছু সুবিধা হল। তারা উপদলীয় কাজ কর্মের সুযোগ নিয়ে কিছু কাগজপত্র আয়ত্ত করতে সমর্থ হল। ইতিমধ্যে প্রুশিয় ও ফরাসী সরকার জোটবদ্ধ হল এবং তৈরী করল জার্মান ফ্রান্স ষড়যন্ত্রের গল্প। ভিলিখ-স্যাপার উপদলের হঠকারী ও উত্তেজনামূলক বিবৃতিসমূহকে ব্যবহাব করে প্রুশিয় ও ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে বলা হতে লাগল মার্কস ও ভিলিখ-স্যাপার বিবাদ ব্যক্তিগত মাত্র, কিন্তু ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ। এইভাবে কিছু সত্য, কিছু মিথ্যা কাগজপত্র মিলিয়ে গোয়েন্দা পুলিশরা জাল দলিল তৈরী করল কোলোন বন্দীদের বিচারে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। এমনকি কেন্দ্রীয় কমিটির 'মিনিট বুকের' জাল কপি তৈরী হয়ে গেল।

এইভাবে জাল সাক্ষ্য-প্রমাণ, দলিল তৈরী করে ১৮৫২ সালের ৪ অক্টোবর

কোলোনে এগার জন কমিউনিস্টের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতা ও ষড়যন্ত্রের বিচার শুরু হল। গ্রেপ্তারের সংবাদ জানার পর থেকে মার্কসের তৎপরতারও অভাব ছিল না। অভিযুক্তদের পক্ষ অবলম্বনের জন্য তিনি কোলোনে এ্যাডলফ্ বেরম্যান নামে একজন গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন আইনজীবীকে নিয়োগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এঙ্গেলস ও অন্যান্য সাথীদের নিয়ে অভিযুক্তদের পক্ষে ও সরকারী জাল দলিল পত্রের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরী করে পাঠাতে লাগলেন। সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল প্রুশিয় সরকারের এই বিচার প্রহসনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে প্রচার সংগঠিত করা। তাঁরা কয়েকটি বিবৃতি ও নিবন্ধ তৈরী করে প্যারিসে পাঠালেন উদারনৈতিক পত্রপত্রিকাগুলিতে প্রকাশের উদ্দেশ্যে। প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। বোনাপার্ট সরকারের কঠোর সতর্কতায় সে সব প্রকাশ করা গেল না। জার্মানীতে প্রকাশ করার কথা তো চিন্তা করাই যায় না।

মার্কস-এঙ্গেলসের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্বেও বেশীর ভাগ অভিযুক্তর শাস্তি হয়ে গেল। পৃথিবীর ইতিহাসে বিচার-প্রহসনের এ এক নগ্ন দৃষ্টান্ত। সরকারী নির্দেশে বিচারক ও পুলিশ মিলে অভিযোগ-নামা তৈরী করল এবং তার সপক্ষে জাল দলিলপত্রও তৈরী করা হল। কিন্তু তাতেও সরকার নিশ্চিন্ত হতে পারল না। কেননা ওদিকে মার্কস-এঙ্গেলস অভিযুক্তদের পক্ষে নেমেছেন সক্রিয়ভাবে। তাঁরা লণ্ডন থেকে গোপন পথে উকিলের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরী করে পাঠাচ্ছেন, এ সংবাদ সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরে পৌছে গেছে। বিচার-প্রহসনের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির চেষ্টাও শুরু হয়েছে। সুতরাং বিচারকদের হাত করেও সরকার নিশ্চিন্ত হতে পারল না। তাই বশংবদ লোকদের নিয়ে জুরিবোর্ড গঠন করা হল, যাতে কোনভাবেই কমিউনিস্টরা জাল কেটে বেরিয়ে না যেতে পারে। জুরি বোর্ড ছ জন চরম প্রতিক্রিয়াশীল জাঙ্কার, চারজন বুর্জোয়া প্রতিনিধি, দু জন সরকারী আমলাকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এই যেখানে বিচার ব্যবস্থা সেখানে অভিযুক্তরা কয়েক বছরের জন্য জেলের অভ্যন্তরে পচবেন এ আর বেশী কথা কি!

বিচারের প্রহসন হয়ে গেল। মার্কস ঠিক করলেন সমস্ত নেপথ্য ঘটনা ও সরকারী ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটিত করে একটি পুস্তিকা রচনা করবেন। 'কোলোন কমিউনিস্ট বিচার প্রসঙ্গে প্রকৃত ঘটনা' শিরোনামে তীব্র শ্লেষাত্মক একটি পুস্তিকা রচিত হল। কিন্তু মুদ্রণের সমস্যা থেকে গেল। ফ্রান্স বা জার্মানীতে একেবারেই সম্ভব নয়। তিনি পাণ্ডুলিপিটি নিউইয়র্কে পাঠিয়ে দিলেন প্রকাশের জন্য। প্রকাশক এ্যাডলফ্ ক্লজকে লিখিত মার্কসের চিঠিটি মর্মান্তিক। মার্কস লিখেছেন: "পুস্তিকার রস আপনি গ্রহণ করতে পারবেন যখন আপনি বুঝবেন যে এর লেখক প্যান্ট ও জুতোর

অভাবে কার্যতঃ গৃহে অন্তরীণ এবং সর্বোপরি তাঁর পরিবার নিদারুণ দারিদ্র্যে পর্যুদস্ত ছিল এবং এখনও রয়েছে। এই বিচার আমাকে আরও দারিদ্র্যের মধ্যে নিয়ে গেছে কারণ কিছু রোজগারের পরিবর্তে সরকারী অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে পাঁচ সপ্তাহব্যাপী পার্টির জন্য কাজ করতে হয়েছে। তা ছাড়া, এর ফলে জার্মান পুস্তক বিক্রেতারা আমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, আশা ছিল 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' গ্রন্থটি প্রকাশের চুক্তি হবে।"[১]

পুস্তিকাটি ১৮৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে নিউইয়র্কে প্রকাশিত হয়। কিন্তু জার্মানীর অভ্যন্তরে প্রচারের চেষ্টা ব্যর্থ হল। জার্মান সীমান্তে সমস্ত কপি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেল। পুস্তিকাটি বোস্টন থেকে প্রকাশিত 'নয়ে ইংলণ্ড ৎসাইটুঙ্গ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়। কিন্তু এরদ্বারাও জার্মানীর অভ্যন্তরে বহুল প্রচার করা গেল না। পত্রিকার কপিগুলি পুলিশী নজর এড়িয়ে বেশী সংখ্যায় জার্মানীতে পাঠান যায় নি। এর যথাযথ প্রচার হল ১৮৭৫ সালে পুনর্মুদ্রণের পর।

কোলোন-বিচারে কমিউনিস্ট লীগের নেতাদের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডের ফলে প্রকৃতপক্ষে জার্মানীর লীগ সংগঠন পঙ্গু হয়ে গেল। আর এর প্রতিক্রিয়া অন্যান্য দেশের শরণার্থী জার্মানীদের উপরও পড়ে। ফলে মার্কস-এঙ্গেলস অনুভব করলেন পুরনো কাঠামোয় কমিউনিস্ট লীগকে আর চালু রাখা নিরর্থক। ১৮৫২ সালের ১৭ ডিসেম্বর লীগের লণ্ডন জেলা কমিটির এক সভায় কমিটি ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। এর পরে ইয়োরোপে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র লীগের কমিটিগুলি বাতিল হয়ে যায়। লীগ সংগঠন বাতিল হয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী অংশকে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে আর আনার চেষ্টা হবে না। নতুন পরিস্থিতিতে বরং পার্টির কাজ হবে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনগুলির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা। আর সে কাজেই মার্কস-এঙ্গেলস আত্মনিয়োগ করলেন।

মার্কস উপলব্ধি করলেন কমিউনিস্ট লীগ পার্টি হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত নেতা হয়ে উঠতে পারে নি এবং এর সদস্য সংখ্যাও খুব কম। বিভিন্ন সময় ঐকান্তিক প্রয়াস সত্ত্বেও এই সংগঠনকে ব্যাপক শ্রমিক সাধারণের শ্রেণীপার্টি রূপে গড়ে তুলতে মার্কস-এঙ্গেলস সফল হন নি। তা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট লীগের অবদান পৃথিবীর ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে। শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির এটাই প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন, যেখান থেকে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের তত্ত্ব সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়েছে। 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার' বিশ্ববাসীকে উপহার দেওয়ার কৃতিত্বও এই সংগঠনের। সুতরাং এই সংগঠনের গৌরবজনক ঐতিহ্য বহন করে নতুনভাবে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গড়ে

১. মার্কস-এঙ্গেলস : আমেরিকানদের উদ্দেশে পত্রাবলী। পৃঃ ৫১

তুলতে হবে। এই সংগঠন শুধু জার্মানীর শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করেছে তাই নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের মিলন সেতু হিসেবে কাজ করেছে। কমিউনিস্ট লীগই প্রকৃত পক্ষে প্রথম আন্তর্জাতিকের পূর্বসূর়ী। মার্কস-এঙ্গেলসও এই সংগঠনের মধ্যে কাজ করে ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হয়েছেন। যেমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পেয়েছেন তেমনি বিপ্লবের রণকৌশল ও রণনীতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার অবকাশও পেয়েছেন। এক কথায় শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির দর্শন রূপে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠার পথে কমিউনিস্ট লীগের অবদান অনস্বীকার্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিপর্যস্ত ব্যক্তিজীবন : অপরাজিত জ্ঞানান্বেষক

১

উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে সমগ্র ইয়োরোপ নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কোথাও বুঝি কোন আশার আলো নেই। দেশে দেশে হায়েনার দাপাদাপি। গণতান্ত্রিক অগ্রগতির সমস্ত পথই মনে হল রুদ্ধ। কমিউনিস্ট লীগ অনিবার্যভাবেই ভেঙ্গে গেল। জনগণের ন্যূনতম অধিকারও অপহৃত হল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সে তো অলীক স্বপ্ন! সমগ্র ইয়োরোপের প্রতিক্রিয়ার তাণ্ডব ইংলণ্ডের অভ্যন্তরেও বেশ প্রভাব বিস্তার করল। হুইগ ও টোরি দুটি প্রধান শাসক পার্টি সর্বশক্তি দিয়ে প্রগতিধারাকে বাধা দিতে এগিয়ে এল। রাজনৈতিক শরণার্থীদের তারা বিতাড়িত করল না বটে, কিন্তু তাঁদের কাজকর্ম ও গতিবিধির উপর কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ নামিয়ে আনা হল। পত্রপত্রিকায় শরণার্থীদের বিপদজনক মানুষ হিসেবে চিত্রিত করা হতে থাকল এবং ভয় দেখান হল বাড়াবাড়ি করলে নিজ নিজ দেশের হায়েনার খাঁচায় তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

সুতরাং লণ্ডনে মার্কস মাথা গুজবার ঠাঁইটুকু পেলেন বটে, কিন্তু মানসিক শান্তি রইল না। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সামান্যতম স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে আপোষ না করে কেউ যদি চলতে চান তবে তাঁর দুর্দশার অন্ত্য থাকে না। মার্কসের ক্ষেত্রে সেই দুর্দশা শতগুণ হয়ে দেখা দিল। কেননা সে যুগে তিনি ছিলেন উত্তুঙ্গ হিমালয়ের মতো এক সুমহান প্রতিভা, বিপ্লবী দার্শনিক ও মানবমুক্তির শ্রেষ্ঠ নেতা। শ্রেণী সমাজ এমন একজন পুরুষকে মেনে নেয় না যদি না তিনি আপোষ করতে চান। আপোষের জন্য প্রস্তাব বা চাপ বহুবার এসেছে কিন্তু মার্কস তা প্রতিবারই বাতিল করে দিয়েছেন। 'দুঃখ দুর্দশার মধ্য দিয়েও আমি আমার স্থির লক্ষ্যে পৌছব—বুর্জোয়া সমাজের হাতে আমি অর্থ উপার্জনের যন্ত্র হব না'—এ শুধু তাঁর উক্তি নয়, জীবনদর্শন।

প্রতিক্রিয়ার অক্টোপাস বন্ধন যেন তাঁকে গ্রাস করতে উদ্যত। হাতে কোন পত্র-পত্রিকা নেই, শ্রমজীবী মানুষের কাছে নিজের বক্তব্য, বিপ্লবের বাণী পৌছে দেওয়ার কোন মাধ্যম নেই। বইগুলোও প্রকাশ করতে পারছেন না, পুলিশের কঠোর নজরদারির মধ্যে কোন প্রকাশকেরই সাহস নেই মার্কসের বই প্রকাশের। এরই মধ্যে সাহসী প্রকাশক বেকার মার্কসের দুটি রচনা নিয়ে একটি খণ্ড প্রকাশ

করলেন ১৮৫০ সালে। কিন্তু বিক্রীর জন্য যে প্রচার ব্যবস্থা ও আয়োজনের প্রয়োজন হয়, তা করতে না পারায় বইটি লোকচক্ষুব অন্তরালেই থেকে গেল।

এঙ্গেলসের পাঠান টাকা যা পাওয়া যায় তাতে জোড়াতালি দিয়েও সংসার চালান সম্ভব হচ্ছিল না। মার্কসের পরিবার তখন আকারে বেশ বড়। স্বামী-স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, গৃহকর্মী হেলেনি ছাড়াও অতিথি অভ্যাগত নিত্য লেগেই আছে। মার্কসের পরিবারই তখন ইয়োরোপীয় বিপ্লবেব একমাত্র যোগাযোগ কেন্দ্র। বছবের পর বছর অসহ্য দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে তাঁর। একেক সময় অবস্থা এতই চরম হয়েছে যে দুবেলা দুখানা শুকনো রুটিও যোগাড় করতে পাবেন নি। লেখার কাগজ কালি কলমও জোটেনি। ডাক্তার বদ্যি তো কল্পনাবও বাইরে। এমন কি প্যান্ট জামাব অভাবে লাইব্রেরীতে যেতে বা ঋণ সংগ্রহ করতেও বাইরে বেরুতে পাবেন নি। আব ঋণ দেবেই বা কে? মাংসওয়ালা, রুটিওয়ালা, দুধওয়ালা, বাড়িওয়ালা সকল পাওনা দারই তো দরজার কাছে সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে। বন্ধক বা বিক্রী করার মত অস্থাবর সম্পত্তি অবশিষ্ট কিছুই নেই। বাঁচার মতো আহার্য নেই, স্যাঁতসেঁতে অন্ধকূপের মধ্যে বসবাস, ফলে অচিরেই একেব পর এক প্রায় সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন। এর মধ্যে ১৮৫০ সালের ২৯ নভেম্বর বিনা চিকিৎসায় নিউমোনিয়া হয়ে একবছর বয়সে ছোট্ট ছেলে হাইনবিখ গুইডো মারা গেল। মানবমুক্তির বিপ্লবী নেতাব বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সমাজের প্রতিহিংসার প্রথম বলি এই শিশুটি। মর্মন্তুদ এই সন্তান হারানর বেদনা। জেনী লিখছেন: "আমি যে কী ভীষণ কষ্ট পেলাম! আমার সন্তানদের মধ্যে এই প্রথম একটি চলে গেল। তখনও কি বুঝেছিলাম, হায়, আবও কত কিছু সহ্য করতে হবে!"

মাত্র দেড় বছর পার না হতেই মারা গেল শিশুকন্যা ফ্রানৎসিস্কা। আর্থিক দুরবস্থা তখন চরম সীমা অতিক্রম কবেছে। মৃত শিশুকে কবর দেওয়ার মতো সংস্থানটুকুও নেই। পৃথিবীতে আর কোন প্রতিভাবান মানুষকে বোধকরি এমন দারিদ্র্যের শিকার হতে হয় নি। দারিদ্র্য ম্যাক্সিম গোর্কীর জীবনে ছিল কিন্তু তা এত মূল্য আদায় করে নেয় নি। কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম ও মধ্য জীবনে দারিদ্র্য সাময়িকভাবে আঘাত কবেছে, ছেলের মৃত্যু হয়েছে, স্ত্রী অসুস্থ হয়েছেন। কিন্তু গভীরতায় তা মার্কসের তুলনায় কতটুকু! অথচ মার্কস যদি এতটুকু নমনীয় হতেন, সামান্য আপোষ করে আয়ের ব্যবস্থা করতেন তাহলে সপরিবারে এত কষ্ট পেতে হতো না। কিন্তু তাঁর কাছে আদর্শের চেয়ে বড় কিছু ছিল না। ফ্রানৎসিস্কার মৃত্যুর পরের অবস্থা বিবৃত করে জেনী পরে স্মৃতিকথায় লিখেছেন:

"আমাদের ছোট্ট ফ্রানৎসিস্কা কঠিন ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত হল। তিন দিন ধরে

চলল যমে মানুষে টানাটানি। কী নিদারুণ কষ্টই না সে পেল! মৃত্যুর পর তার নিষ্প্রাণ দেহ পিছনের ঘরে শায়িত রেখে আমরা সামনের ঘরে মেঝেতে বিছানা পেতে অপর তিনটি সন্তানকে শুইয়ে বসে থাকলাম। চোখের জলে সময় আর কাটতে চায় না। এমন সময় আমাদের প্রিয় সোনামণি আমাদের ছেড়ে গেল যখন চূড়ান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে আমরা রয়েছি, জার্মান বন্ধুদেরওসাহায্য করার মতো সামর্থ্য নেই।… ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি ছুটে গেলাম কাছেই এক ফরাসী শরণার্থীর বাসায়, যিনি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী আসতেন এবং এই ভয়ংকর প্রয়োজনের সময় কিছু আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করলাম। বন্ধুসুলভ সহানুভূতি জানিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে দু পাউণ্ড দিলেন। সেই অর্থ দিয়ে একটি কফিন সংগ্রহ করা গেল যার মধ্যে আমার শিশুটি শান্তিতে শুয়ে আছে। এই পৃথিবীতে জন্মে সে একটা দোলনা পায় নি, আর এই শেষ আশ্রয়টুকুর জন্যও তাকে কত সময় অপেক্ষা করতে হল।" [১]

দীর্ঘদিন মার্কসের কোন নিয়মিত রোজগার নেই। একমাত্র ভরসা প্রিয় বন্ধু এঙ্গেলসের প্রায় মাসে মাসে পাঠান সামান্য কটা টাকা। ম্যানচেষ্টারে আরমেন ও এঙ্গেলস কোম্পানীর একজন সাধারণ কেরানীর পক্ষে নিজের সংসারের খরচ চালিয়ে কটা টাকাই বা বন্ধুর সংসারের জন্য পাঠান সম্ভব! নিজের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে বন্ধুর পরিবারকে রক্ষা করার এমন মহৎ বৈপ্লবিক দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। ১৮৫২ সালের গ্রীষ্মে 'নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন' পত্রিকায় স্বল্প দক্ষিণার বিনিময়ে নিয়মিতভাবে একটি করে প্রবন্ধ লেখার আমন্ত্রণ পেলেন। মার্কসের সুনাম তখন সুদূর আমেরিকাতেও ছড়িয়ে গেছে একজন অনন্যসাধারণ চিন্তানায়ক হিসেবে। তাই পত্রিকা কর্তৃপক্ষ ব্যবসার স্বার্থেই পত্রিকার একটি অংশে দেশ বিদেশের সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর মূল্যায়নের ভার ন্যস্ত করেছিলেন মার্কসের উপর। সাংসারিক ক্ষেত্রে কিছুটা সুরাহার আশায় খড়খুটোর মতো আঁকড়ে ধরলেন এই সুযোগকে।

যখন সমস্ত দ্বার রুদ্ধ তখন এই প্রস্তাব মার্কসের সামনে মতামত প্রকাশের অন্তত একটি অলিন্দ খুলে দিল। দু লক্ষ গ্রাহক বিশিষ্ট 'নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন পত্রিকা সে কালে যথেষ্ট প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল। পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক চার্লস ডানার সঙ্গে ১৮৪৮ সালে কোলোনে মার্কসের পরিচয় হয়েছিল। বুর্জোয়া গণতন্ত্রী ডানার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রসারে মার্কসের প্রবন্ধাবলী সহায়ক হয়ে উঠুক। যথার্থ বিপ্লবী মার্কস বিশ্বাস করতেন

১. মার্কস-এঙ্গেলস সমকালীনদের দৃষ্টিতে। পৃঃ ১৭৪

প্রকৃত বিপ্লবীর লক্ষ্য হবে সংসদ হোক কিংবা সংবাদপত্র বা আদালত হোক যেখানেই সুযোগ পাওয়া যাবে তার সদ্ব্যবহার করা।

এই পত্রিকায় মার্কস দশ বছর প্রতি সপ্তাহে প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। পাঁচ-শতাধিক প্রবন্ধ মার্কসের নামে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইংরেজী ভাষায় দখল সম্পর্কে সন্দিহান থাকায় প্রথম দিকে মার্কসের প্রবন্ধগুলি এঙ্গেলস ইংরাজীতে অনুবাদ করে পাঠাতেন। লণ্ডন থেকে প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলি ম্যানচেস্টারে বা কখনও বারমেনে বসে এঙ্গেলস অনুবাদ করে সরাসরি নিউইয়র্কে পাঠাতেন শুধু তাই নয়, যে সপ্তাহে শারীরিক কারণে বা অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য মার্কস লিখে উঠতে পারতেন না সে সপ্তাহে এঙ্গেলস নিজেই মার্কসের নামে একটি প্রবন্ধ লিখে পত্রিকায় পাঠিয়ে দিতেন। আত্মত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত একালে অকল্পনীয়। এই পাঁচ শতাধিক প্রবন্ধের বিষয়ের কোন সীমা ছিল না। ইয়োরোপের দেশগুলির সমকালীন পরিস্থিতির বিভিন্ন দিকের চুলচেরা বিশ্লেষণ ছিল এর প্রধান অবলম্বন। প্রতিবিপ্লবের দেশকাল ভিত্তিক প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ, পুঁজিবাদী সমাজের ছলচাতুরি এই সব প্রবন্ধে সম্যকরূপে উদঘাটিত হয়েছে। মার্কস নিজেকে ইয়োরোপের গণ্ডীর মধ্যে শুধু সীমাবদ্ধ রাখেন নি। চীন, ভারত প্রভৃতি এশিয় দেশসমূহের রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতি, উপনিবেশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিপ্লবের সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় নিয়েও বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এই সব প্রবন্ধে তিনি একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত উপস্থিত করেছিলেন যে, উপনিবেশগুলির প্রতিটি মুক্তি আন্দোলনকে ইয়োরোপের সর্বহারাশ্রেণী অনিবার্যভাবে সমর্থন জানাবে। কারণ ইয়োরোপীয় শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে উপনিবেশসমূহের জনগণের স্বার্থ অভিন্ন।

মার্কসের এই প্রবন্ধগুলি ছিল, নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন পত্রিকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। আবার এই প্রবন্ধ লেখা থেকে নিয়মিত আয় মার্কসের পরিবারের দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক হয়েছিল। এই আয় থেকে ঋণ শোধ করে করে প্রথম ১৮৫৩ সালে এসে একটু স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখলেন। দুবেলা দুমুঠো আহারের সংস্থান হয়েছে, ছেলে মেয়েদের শরীর মনের বৃদ্ধির পথে একটু সুরাহাও হয়েছে। আগের বাসাটি ছেড়ে দুকামরার আরেকটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ফ্ল্যাট বাড়ীতে উঠে এসেছেন। এ অঞ্চলটিও ছিল অস্বাস্থ্যকর এবং প্রতিবছরই কলেরা লেগে থাকত। তবুও নিরুপায় হয়ে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত ডীন স্ট্রীটের এই বাসায় থাকতে বাধ্য হন। জেনীর মায়ের মৃত্যুর পর সম্পত্তির ভাগ হিসেবে কিছু টাকা হাতে আসাতে তাঁরা লণ্ডনের উত্তর-পশ্চিমে শহরতলীতে একটি ছোট বাড়ী ভাড়া নিতে সক্ষম হলেন। কিন্তু এই অঞ্চলটিও স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল ছিল না। রাস্তাঘাট অধিকাংশ সময় জলে ডুবে থাকত,

আবর্জনা স্তূপাকার হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যেত। কমরেডরা কাদা ভর্তি জুতো নিয়েই বাড়ীতে ঢুকতে বাধ্য হতেন।

দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে মার্কসের শরীরও ভেঙ্গে পড়ে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে চোখের অসুখ, বাতের ব্যথা ও লিভারের গোলমাল দেখা দিল ও ছেলে মেয়েদের শরীরও বেশী দিন ভাল থাকল না। এরই মধ্যে আট বছরের প্রিয়তম ছেলে এডগারের মৃত্যু মার্কসের পরিবারে প্রচণ্ড আঘাত নামিয়ে নিয়ে এল। বাড়ী মাত করে রাখত এই ছেলে। শুধু বাবা মা বা এঙ্গেলস নয় প্রত্যেক কমরেডেরই প্রিয় ছিল এই শিশু। অনর্গল কথা বলা. বাবার পিঠে ঘোড়ায় চড়া ছিল শিশুর খেলা। এডগার যেদিন থেকে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হল সেদিন থেকে মার্কস ও জেনীর চোখের ঘুমও চলে গেল। সারা দিন রাত সেবা করেও বাঁচান গেল না ছেলেকে। এই ছেলের মৃত্যু মার্কসকে ভেঙ্গে চুরে দিয়ে গেল। ১৮৫৫ সালের ৬ এপ্রিল এডগার সকলকে ছেড়ে গেল। এডগারের মৃত্যুপরবর্তী দৃশ্যের করুণ বিবরণ দিয়ে ভিলহেলম লীবনেখ্‌ট লিখেছেন : "সে দৃশ্য আমি ভুলতে পারি না : মৃত পুত্রের উপর ঝুঁকে মা নীরবে কেঁদে চলেছেন, লেনচেন পাশে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে চলেছে এবং কোনরকম সান্ত্বনা দিতে গেলেই প্রবল দুঃখে উত্তেজনায় মার্কস রাগতভাবে, ক্ষুব্ধভাবে উত্তর দিচ্ছেন, মেয়ে দুটি মায়ের কোল ঘেঁষে বসে কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে, মাও তাদের এমন করে কাছে টেনে রেখেছেন যেন মৃত্যুর হাত থেকে মেয়েদের আড়াল করে রাখতে চাইছেন, যে মৃত্যু একটু আগেই তাঁর ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।"[১]

এঙ্গেলসকে শোকাচ্ছন্ন মার্কস লিখছেন : "আমাদের প্রিয় ছেলেটি মারা যাওয়ার পর ঘরগুলো খাঁ খাঁ করছে, সব কিছু যেন শূন্য হয়ে গেছে। আর তা তো হবেই, বাড়ীটা যে মাতিয়ে রাখত সেই চলে গেল। ওকে হারানর কষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। জীবনে বহুবার দুরবস্থার মধ্যে পড়েছি কিন্তু এবারই যেন সত্যিকারের কষ্ট যে কি তা উপলব্ধি করলাম।" মার্কস এই বাড়ীতে আর টিকতে পারছিলেন না। কয়েকটা দিন ভুলে থাকার জন্য সপরিবারে চলে গেলেন ম্যানচেস্টারে প্রিয় বন্ধু এঙ্গেলসের কাছে।

এত দুঃখ এত কষ্ট কিন্তু মার্কস বা জেনীকে এতটুকু লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। এইসবকে একজন বিপ্লবীর জীবনের পরীক্ষা হিসেবেই তাঁরা বীরত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। একবারও তার.জন্য অনুশোচনা করেন নি। পরবর্তীকালে জামাতা ও কমরেড পল লাফার্গকে এক পত্রে লেখেন : "তুমি জান বিপ্লবী সংগ্রামের

---

১. মার্কস-এঙ্গেলস সমকালীনদের দৃষ্টিতে। পৃঃ ৯০

জন্য আমার যা কিছু আছে সবই আমি ত্যাগ করেছি। এর জন্য আমার কোন আপশোষ নেই। বরং যদি এই জীবন আমাকে আবার শুরু করতে হয় তাতেও আমি রাজী। শুধু বিয়েটা আর একবার করতে পারব না।"[১] জীবনের চরম দুরবস্থার মধ্যেও এমন রসবোধ ও বিপ্লবী প্রতীতি ইতিহাসে সত্যিই বিরল।

২

মার্কসের বিপ্লবী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হল তিনি যেমন দীর্ঘস্থায়ী দুঃখ কষ্ট শোকের জন্য বিপ্লবের কাজে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নি, তেমনি অতিবিপ্লবী মানসিকতার বশবর্তী হয়ে নিজের পরিবারকে কখনও বোঝা হিসেবে মনে করেন নি। দুঃখ কষ্টের মধ্যেই জীবনের তাৎপর্য সন্ধান করে পেয়েছিলেন। দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও সুখের স্বর্গ তিনিই রচনা করতে পারেন যিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী। স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি স্নেহ ভালবাসা কর্তব্যবোধ, বন্ধু ও কমরেডদের প্রতি প্রীতি, মানবসমাজের প্রতি গভীর দরদ মার্কসকে প্রায় এক অতিমানবে পরিণত করেছিল। এই সুমধুর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শোকতাপ দুঃখের উর্ধ্বে এক মহান বিপ্লবী মার্কসকে আমরা যে পেয়েছি তার মূলে তার মহীয়সী স্ত্রী ও কমরেড জেনী। জেনী শুধু মার্কসের সাতটি সন্তানের জননী বা প্রেমিকা ছিলেন না, ধনী পরিবারের মেয়ে হয়েও দুঃখ কষ্টকে হাসি মুখে বরণ করে নিতে পেরেছিলেন স্বামীর আদর্শ ও বিপ্লবী চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলে। সংসারের দায়িত্ব পালন করা, সন্তানদের উন্নত রুচি ও সাংস্কৃতিক চেতনায় বড় করে তোলার পূর্ণ দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি স্বামীর লেখার কপি করা, চিঠি পত্রের মুসাবিদা করে দেওয়া, এমন কি এঙ্গেলসের অনুপস্থিতিতে স্বামীর পাণ্ডুলিপি শোনার কাজও করতে হয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে মার্কসের একান্ত সচিবের দায়িত্ব জেনীকে কাঁধে তুলে নিতে হয়।

এই মহীয়সী নারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা নয় যুবসুলভ প্রেম ফল্গুধারার মত প্রবাহিত ছিল প্রবীণ ও বৃদ্ধ মার্কসের হৃদয়ে। জেনী কয়েকদিনের জন্য ট্রীরে গেছেন মৃত্যু পথগামী মাকে দেখবার জন্য। শতব্যস্ততার মধ্যেও স্বামীর চিঠি তাঁকে অনুসরণ করেছে। সে চিঠির ভাষা যেমন কাব্যিক তেমন উচ্ছ্বাসপূর্ণ। মার্কস লিখছেন: "পৃথিবীতে অবশ্যই অনেক মহিলা রয়েছে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ সুন্দরীও বটে। কিন্তু কোথায় এমন একটি মুখ আমি পাব যার মুখের প্রতিটি রেখা,

১. মহাফেজখানা—ইনস্টিটিউট অব মার্কসিজম-লেনিনিজম।

প্রতিটি বৈশিষ্ট্য আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ও মধুরতম স্মৃতিগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়। তোমার মিষ্টি মুখাবয়বে আমি এমনকি আমার সীমাহীন দুঃখ কষ্ট ও আমার অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি যেন পড়তে পারি, তাই আমি যখন তোমার মিষ্টি মুখে চুমু খাই তখন সমস্ত দুঃখ বেদনা যেন আদর করে মুছে দিতে চাই।"[১]

দুঃখ দারিদ্র্য মার্কসের জীবনে অনেক ক্ষয় ক্ষতি সৃষ্টি করেছে ঠিকই কিন্তু তার মধ্যে কোনও পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি। তাঁর মেয়ে এলিয়ানরের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ছিলেন সদাহাস্যময়, পরিহাস প্রিয় মানুষ, যার উদাত্ত হাসি সংক্রামক ও হৃদয়স্পর্শী, তাঁর বিনম্র ব্যবহার সকলকে স্পর্শ না করে পারে না। শিশুরা ছিল এই বিশ্বজয়ী দার্শনিক ও বিপ্লবীর প্রাণ। ভিলহেলম লীবনেখ্‌ট বলেছিলেন, "শিশু সমাজের সাহচর্য ছাড়া মার্কসের একটি দিনও চলত না, এটাই ছিল তাঁর বিশ্রাম ও কর্মোদ্দীপনার উপাদান।" শুধু নিজের সন্তানদের নিয়েই যে তিনি শিশু সুলভ খেলাধুলো, পার্কে বেড়ান, গল্পগুজব করতেন তাই নয়, সামান্য সময় পেলেই কাছাকাছি বস্তিগুলোতে ছুটে যেতেন মূলত শ্রমিকদের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার উদ্দেশ্যে। দারিদ্র্য যে কি ভয়াবহ তা তিনি জীবন দিয়ে অনুভব করেছিলেন। তাই দরিদ্র শিশুদের দুরবস্থা তাঁকে পাগল করে তুলতো। একটি শিশুর মুখে কোনক্রমে হাসি ফোটাতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতেন।

আর্থিক দুর্দশা একটু দূর হতেই মার্কস ফাঁক পেলেই রবিবারগুলোতে স্ত্রী, ছেলে মেয়ে ও কাছাকাছি কমরেডদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন হাম্পস্টেড হীথ বনাঞ্চলে। ছোট ছোট পর্বত ও উপত্যকা ঘেরা এই বনাঞ্চলে সারাদিন তাঁরা কাটিয়ে দিতেন নানা রকম মজা করে। কুস্তি, দৌড় প্রতিযোগিতা, জল বা ফলের গাছে ইট ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা ছিল তাঁদের ক্রীড়ার অঙ্গ। ছোটদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এক একদিন এমন পাথর ছোঁড়ায় মেতে উঠতেন যে পরের পুরো একসপ্তাহ লেখা তো দূরে থাকুক ব্যথায় হাত নাড়তে পারতেন না। মেয়েরা যখন বড় হয়ে উঠল তখন খেলার ধরনও পাল্টে গেল। দাবা খেলা, ধাঁধা, প্রশ্নোত্তরে মজার খেলায় সময় পেলেই মেয়েদের নিয়ে মেতে উঠতেন। এছাড়া গল্পবলা তো নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। মেয়েরা যখন খুব ছোট ছিল একটি গল্প তিনি প্রায়ই বলতেন। একজন খেলনার দোকানদারের ঋণের দায়ে সমস্ত খেলনা দোকান থেকে চলে যায়। তারপর বহু রোমাঞ্চকর অভিযানের মধ্য দিয়ে খেলনাগুলি আবার দোকানে ফিরে আসে। কল্পনার বিস্তার ও কাব্যিক বর্ণনায় জমজমাট এই গল্পটির মধ্যে কথক ঠাকুরের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা গোপন থাকত না।

১. মার্কস-এঙ্গেলস রচনাবলী, ৩১ খণ্ড পৃঃ ৫৪২

মেয়েরা বড় হতেই মার্কস ও জেনী তাদের সামনে বিশ্ব সাহিত্যের দ্বার করে দিয়েছিলেন। প্রচলিত কথা-কাহিনী, রূপ কথার বই যেমন তারা পরম উৎসাহে পাঠ করত তেমনি একটু বুঝতে শিখেই এসকাইলাস, সোফোক্লিস, দান্তে, সার্ভেন্টিস, হোমার, গ্যেটে, ফিল্ডিং, রবার্ট বার্ণস, হাইনে, ক্রেলগ্রাথ প্রমুখের বইও পাঠ করা শুরু করে। মার্কস ছোট বেলা থেকেই এই সব লেখকের পরম ভক্ত ছিলেন। সবার উপরে আসন ছিল সেক্‌সপীয়রের। মেয়েরাও সেই একই রুচির উত্তরাধিকারী হয়ে উঠল। ওয়াল্টার স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিও তাদের প্রিয় ছিল।

সন্তানদের কাছে মার্কস ছিলেন বন্ধু ও প্রবীণ কমরেডের মতো। শত কাজের মধ্যেও মেয়েদের তিনি কখনও অবহেলা করতেন না। দুর্ধর্ষ পণ্ডিত, দুরন্ত সংগ্রামী, ত্রাসসৃষ্টিকারী বিপ্লবী, কিন্তু সন্তানদের কাছে তিনি বন্ধু। মেয়েরা বাবাকে ডাকত 'মুর' বলে। মাথার চুল কালো ও গায়ের রঙ ফর্সা ছিল না মার্কসের, তাই। সন্তানদের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহশীল হলেও ন্যায় অন্যায় বোধ শিক্ষা দিতে তিনি কখনও ভুল করেন নি। তাঁর বড় দুই মেয়ে জেনী চেন ও লরা কৈশোরেই পড়াশোনা, গান, ছবি আঁকায় গুণপনা দেখিয়ে সকলের প্রিয় হয়ে ওঠে। ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা দুজনেই খুব ভাল রপ্ত করে ফেলে শৈশব থেকে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল জার্মান ভাষা নিয়ে। পরিবেশের মধ্যে এই ভাষার ব্যবহার কম বলে বাবা-মার চেষ্টা সত্ত্বেও খুব ভাল রপ্ত হল না। পরিবারের সমস্ত স্নেহ গিয়ে পড়ল কনিষ্ঠা কন্যা এলিয়ানরের (টুসি) উপর। এডগারের মৃত্যুর কয়েকমাস আগে তার জন্ম হয়ে ছিল। সুতরাং মৃত পুত্রের শূন্যস্থান পূরণ করল এই মেয়ে। দিদিদের কোলে পিঠে খুব যত্নে মেয়েটি বড় হতে থাকল। মার্কস পরিবারের অন্যতমা সদস্যা হেলেনি ডেমুথ বা লেনচেন সর্বক্ষণের কর্মী। এসেছিলেন কর্মী রূপে কিন্তু স্থান দখল করে নিলেন কার্যতঃ কর্ত্রীর। জেনীর সমবয়সী বা ছোট হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কর্তৃত্ব ছিল স্বয়ং মার্কসের উপরেও। স্নেহশীলা এই মহিলা চরম দুর্দিনেও মার্কস পরিবারকে ছেড়ে যান নি। পরিবারের একজনের মতোই তাঁর গতিবিধি ছিল সর্বত্র। এমন কি দাবা খেলার আসরে মার্কসের সঙ্গী হতেও তাঁকে দেখা যেত। আবার যখন কোন কারণে মার্কস ক্রুদ্ধ হতেন তখন যেন সিংহমূর্তি, সারা ঘর দুপদাপ করে পায়চারি করতেন। সে ঘরে প্রবেশের সাহস কারও হত না। একমাত্র লেনচেনই পারতেন সেই সিংহকে শান্ত করতে। প্রবাদ আছে কোন মানুষই তার কর্মচারীর কাছে মহৎ হতে পারে না, মার্কস কিন্তু লেনচেনের দৃষ্টিতে সত্যিই মহৎ ছিলেন।

৩

প্রতি বিপ্লব বিজয়ী হয়েছে, কৌশলগত কারণে কমিউনিস্ট লীগ ভেঙ্গে গেছে। এখন প্রয়োজন খুব ধীরে সুস্থে অগ্রসর হওয়া। ভিলিখ ও অন্যান্য কয়েকজন প্রাক্তন লীগ সদস্যের হঠকারী উত্তেজনা সৃষ্টির বিরোধিতা করে মার্কস-এঙ্গেলস স্থির করলেন উটোপিয় চিন্তাধারাগুলি পরিহার করে কঠোর তিতিক্ষায় সমাজ বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সর্বহারার পার্টি গড়ে তুলতে হবে এবং অপেক্ষা করতে হবে সুযোগের অপেক্ষায়। এঙ্গেলস ম্যানচেস্টারে আর মার্কস লণ্ডনে। উভয়েই একমত—প্রয়োজন গভীর অধ্যয়ন, সমাজ বিজ্ঞান ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে গবেষণা। যে কোন পরিস্থিতির জন্য বিপ্লবীদের তৈরী থাকার মতো তাত্ত্বিক প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে।

আর এই তাত্ত্বিক প্রস্তুতির জন্যই মার্কস 'রণক্ষেত্রে' প্রবেশ করলেন, সেই রণক্ষেত্র হল ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠকক্ষ। বিপক্ষে রয়েছেন ধুরন্ধর সব বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ রয়েছে এই ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগারে। প্রতিদিন সকাল নটা থেকে রাত সাতটা পর্যন্ত মার্কস অধ্যয়ন করে চলেছেন রাজনীতি, প্রকৃতি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা, অর্থনীতি, কূটনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি অজস্র বিষয় নিয়ে। দুঃখ দারিদ্র্য শোকতাপ কোন কিছুই এই জ্ঞান সমুদ্র মন্থন থেকে তাঁকে নিরস্ত করতে পারে নি। যখনই নতুন কোন তথ্য পেয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে পত্রযোগে এঙ্গেলসকে জানিয়ে তাঁর মতামত সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি একদল পড়ুয়া তৈরী করেও ফেলেছেন। উত্তরকালে এই সব পড়ুয়া কর্মীরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন—ভিলহেলম্ লীবনেখ্ট, ফ্রেডরিখ লেসনার, জোহান গেওর্গ, গেওর্গ লোখনার প্রমুখ। 'শিখতে হবে, শিখতে হবে'-এই কথাকটি অবশ্য পালনীয় অনুজ্ঞা হিসেবে মার্কস সবসময় সাথীদের বলতেন। বিশেষ করে ভিলিখ যখন পড়াশোনার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে কর্মীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছিলেন তখন মার্কস তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে বলেন: "গণতন্ত্রী উজবুকরা পড়াশোনা নিয়ে পরিশ্রমকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে, কারণ তারা জ্ঞানের আলো পেয়ে থাকে উর্ধ্বলোক থেকে। এইসব 'রবিবারের শিশুরা' অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক উপাদানের সন্ধানে ব্যস্ত থাকতে যাবেন কেন? অতিপণ্ডিত ভিলিখের কাছে সবকিছুই কত সরল সহজ! সব কিছুই এত সহজ ও সরল? আসলে এইসব গোবরপোরা মাথার মানুষগুলোর কাছে সবই সহজ সরল।"

বাস্তবে মার্কস এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে হাজার হাজার বছর ধরে ভাববাদী দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা যে সব তত্ত্ব রেখে গেছেন, যার দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়ে এসেছে তাকে অতিক্রম করে প্রয়োজনে বাতিল করে

নতুন কালের জন্য সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনৈতিকবিজ্ঞান সৃষ্টি করতে হলে তা উপেক্ষা বা অবহেলা করে সম্ভব হবে না। কঠোর ও গভীরভাবে সে সব অনুশীলন করে, কাটা ছেড়া করে নবীনকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। মার্কস এটা সাধনা হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। ফাঁকিবাজ এক দল মনে করেছিলেন তাত্ত্বিক অনুধ্যানের কাজটা মার্কসই সম্পন্ন করবেন। এঁদের প্রতি ব্যঙ্গ করে এঙ্গেলস এক বন্ধুকে চিঠিতে লেখেন : "সন্দেহ নেই যখন আমাদের মধ্যে এমন মানুষ আছেন যিনি এই নীতি নিয়ে চলেন তখন আর আমাদের এত কষ্ট করে পড়াশোনা করার প্রয়োজন কি? এর জন্য পিতা মার্কসই রয়েছেন, জ্ঞাতব্য যা কিছু তিনিই জানবেন।"

এই সময় মার্কসের গবেষণার বিষয়বস্তু অর্থনীতি। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বুর্জোয়া চিন্তাধারার বিরুদ্ধে বিপ্লবী সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে যে গভীর অধ্যয়ন প্রয়োজন তার উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে পেলেন ব্রিটিশ মিউজিয়াম। পরবর্তীকালে মার্কস নিজেই এ সম্পর্কে বলেছেন : "অর্থনীতি বিজ্ঞানের ইতিহাস বিষয়ে বিপুল পরিমাণ উপাদান রয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত স্থান লণ্ডন এবং বুর্জোয়া বিকাশের এক নতুন পর্বের সূচনা হয়েছে বোধকরি কালিফোর্ণিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ায় স্বর্ণ আবিষ্কারের ফলে—এ সমস্ত কিছুই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে একেবারে প্রথম থেকে শুরু করে বিশ্লেষণ করতে করতে নিজস্ব গতিপথে পৌঁছতে।" ১৮৫০ থেকে ১৮৫৩ সালের মধ্যে মিউজিয়ামে বসে তিনি বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের গ্রন্থ সরকারী দলিলপত্র ও পত্রপত্রিকা থেকে প্রয়োজনীয় নোট নিয়ে তেইশটি নোটবুক ভরিয়ে ফেললেন। রাজনৈতিক অর্থনীতি-বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক সমস্যাবলী, জাতীয় অর্থনীতির ইতিহাস এবং সমকালীন পুঁজিবাদী দুনিয়ার অর্থনীতির বিষয়ে এই সব নোট তিনি সংগ্রহ করেছিলেন।

অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে কিছুটা পরিমাণ প্রকৃতি বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে পড়াশোনার প্রয়োজনীয়তা মার্কস উপলব্ধি করেন। কৃষি বিজ্ঞান বিশেষ করে এ্যাগ্রোকেমিষ্ট্রি নিয়ে গ্রন্থাগারে লভ্য সমস্ত গ্রন্থ পড়ে ফেললেন। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার কারিগরি দিকটির প্রতি তাঁর উৎসাহ এবার কেন্দ্রীভূত হল। ফলে তিনি যতরকম কারিগরি অগ্রগতি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে সে সব সম্পর্কে নোট সংগ্রহ করলেন নিজের খাতায়। প্রায়োগিক বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার বিকাশ পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কতখানি প্রভাব সৃষ্টি করেছে তার পরিচয় সংগ্রহের জন্য তৎকালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিল্পমেলায় থেকে দিনের পর দিন ঘুরে ঘুরে তথ্য আহরণ করলেন। পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ও অঙ্কশাস্ত্রের সর্বশেষ জ্ঞানও তিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অর্জন করলেন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মার্কসের পদ্ধতি ছিল মূলানুগ হওয়ার সর্বরকম প্রয়াস করা। দ্বিতীয় সূত্র থেকে উপাদান তিনি কখনও সংগ্রহ করতেন না। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ক্লান্তিকর পরিশ্রম তিনি কখনও এড়িয়ে যান নি। তাঁর গবেষণার আদর্শ হল 'গবেষকের কর্তব্য হচ্ছে শেষ খুঁটিনাটি পর্যন্ত উপাদানগুলিকে আত্মস্থ করে তোলা।' তথ্যের মূল উৎস সন্ধান না করে তিনি কখনও তৃপ্ত হতে পারতেন না। এই মূলানুসন্ধান করতে গিয়েই তিনি অনেকগুলি ভাষাও আয়ত্ত করে ফেললেন। ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা আগেই আয়ত্ত হয়ে গিয়েছে। কালোত্তীর্ণ গ্রন্থগুলি পাঠের উদ্দেশ্যে গ্রীক ও লাতিন ভাষা তিনি ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন। দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' তাঁর প্রিয় গ্রন্থ, এ গ্রন্থ মূলভাষায় পড়তেই হবে। সুতরাং শিখে ফেললেন ইতালীয় ভাষা। আরিওস্তো ও বোজার্দোর কাব্য, প্রিয়েত্রো আরেতিনোর ব্যঙ্গ কবিতা, ম্যাকিয়াভেলির কমেডি ও ঐতিহাসিক রচনাবলী মূল ইতালীয় ভাষায় পাঠ করে তিনি প্রভূত আনন্দ পেয়েছিলেন। প্রখ্যাত ইতালীয় চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানী শহীদ জিওর্দানো ব্রুণোর রচনাবলীও তিনি লাতিন ও ইতালীয় ভাষায় পড়েছিলেন। ১৮৫৪ সালে মাত্র পাঁচ ছমাসের চেষ্টায় তিনি স্প্যানিশ ভাষা শিখেছিলেন। ক্যাল ডেরন, সারভেণ্টিস প্রমুখ স্প্যানিশ লেখকের রচনাবলী তিনি পাঠ করেছিলেন গভীর আগ্রহে।

রুশ ভাষায় জ্ঞান ভাণ্ডার মন্থন করার উদ্দেশ্যে পঞ্চাশ বছর বয়সেও জ্ঞানতাপস মার্কস রুশ ভাষা শিক্ষায় মেতে উঠলেন। নিছক ভাষাবিদ হওয়া তাঁর লক্ষ্য ছিল না, বিপ্লবের প্রয়োজনে যে মহান তত্ত্ব রচনায় তাঁর প্রাণ সমর্পিত সেই উদ্দেশ্যেই তাঁকে ইয়োরোপীয় ভাষাগুলি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি বলতেন, "বিদেশী ভাষা হল জীবন-সংগ্রামের হাতিয়ার।"

ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলস উভয়েই ছিলেন সমান আগ্রহী। এঙ্গেলসও অনেকগুলি ভাষা জানতেন। মার্কস নিজে ভাষা বিজ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট পারঙ্গম হওয়া সত্ত্বেও এঙ্গেলসকে ভাষাতত্ত্ব বিশারদ বলে অভিহিত করতেন। যেমন সমরশাস্ত্র বিষয়ে এঙ্গেলসের জ্ঞান ও গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ মার্কস ঠাট্টা করে তাঁকে বলতেন 'ম্যানচেস্টারের যুদ্ধমন্ত্রী'। মার্কসের ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞানের পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর বিভিন্ন ইতিহাস ও অর্থনীতিবিষয়ক রচনাবলীতে। ক্যাপিটাল ইন্টারেস্ট, প্রফিট, প্রোডাক্ট প্রভৃতি শব্দের উৎসমূল ও মধ্যবর্তী কালের ব্যবহার নির্ণয় করার জন্য মার্কস দুকাঞ্জের 'গ্লসারি অফ্ মিডিয়াভাল লাতিন' গ্রন্থ সহ বহু গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছেন।

এ পর্যায়ে বিশ্ব ইতিহাস ছিল তাঁর অন্যতম আবশ্যিক বিষয়। কেননা তিনি মনে

করতেন, অর্থনীতির বিভিন্ন সমস্যাবলীর আলোচনায় ইতিহাস অনিবার্য বিষয়। শুধু বৈজ্ঞানিক সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা না করে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের বাস্তব ঘটনাবলীর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে মিশিয়ে পর্যালোচনা করাই অধিকতর সঙ্গত। মার্কস এবিষয়েও অবহিত ছিলেন যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বকে যদি বিকশিত করতে হয় তাহলে ঐতিহাসিক বিজ্ঞানকেও ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করতে হবে। তাঁর মনোযোগ প্রধানতঃ আকৃষ্ট হয়েছিল বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা ও তার ঐতিহাসিক জন্মসূত্র, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে তার বিজয়, আভ্যন্তরীণ শ্রেণীদ্বন্দ্ব, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের উপর বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রতিফলন ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি।

দেশ বিদেশের ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতিবিষয়ে সমুদ্র মন্থন করে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে মার্কস ১৮৫৭ সাল নাগাদ অর্থনীতি-বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ একত্র করে পাণ্ডুলিপি রচনার কাজ শুরু করলেন। গবেষণা লব্ধ জ্ঞান থেকে তিনি এর আগেই বিভিন্ন প্রবন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে পুঁজিবাদে নিয়ম অনুসারেই অর্থনৈতিক সঙ্কটের আবির্ভাব ঘটবে। ১৮৫৭ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে সেই সংকট দেখা দিলে মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে প্রমাণিত হল। ফলে তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তব ঘটনাবলীর মিল তাঁর পাণ্ডুলিপি রচনার কাজ সহজ করেছিল। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ যে হাত ধরাধরি করে চলে মার্কসের এই প্রত্যয় আরও দৃঢ় হল। তিনি দেখালেন, ইয়োরোপে রাজনৈতিক প্রতিবিপ্লবের দশক শেষ হয়ে এসেছে। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও গণআন্দোলনের নতুন এক যুগের সূচনা হতে চলেছে।

এই পাণ্ডুলিপি রচনার কাজে প্রায় প্রতিদিন তিনি সারারাত ধরে কাজ করতেন, ভোর বেলায় ঘুমতে যেতেন। ৮ ডিসেম্বর ১৮৫৭ এঙ্গেলসকে লিখছেন, "আমার অর্থনৈতিক অনুশীলনগুলিকে একসঙ্গে সাজিয়ে তুলবার জন্যে আমি সারারাত ধরে পাগলের মতো কাজ করে চলেছি।" ক্রমাগত একমাস এইভাবে কাজ করে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, বন্ধুকে লিখলেন, "রাত জেগে কাজ করাটা মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেছে।" কিছু দিন বাধ্যতামূলক বিশ্রামের পর পাণ্ডুলিপি রচনার কাজ শেষ হয়। ১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাসে এঙ্গেলসকে জানিয়ে দিলেন পাণ্ডুলিপি রচনার কাজ শেষ, জেনী কপি করতে শুরু করেছেন। কপি না করে প্রেসে দেওয়া সম্ভব নয় কারণ মার্কসের হাতের লেখা খুবই খারাপ। জেনী ও এঙ্গেলস ছাড়া এর পাঠোদ্ধার কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ১৮৫৯ সালের ২৯ জানুয়ারী জেনী কপি করা শেষ করলেন। বার্লিনে প্রকাশকও ঠিক করা আছে। কিন্তু বীমা করে পাণ্ডুলিপিটি ডাকযোগে পাঠানর মতো সামান্য অর্থও কাছে নেই। পরিস্থিতির কী পরিহাস! অর্থনীতির

শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞ তাঁর প্রথম অর্থনীতিসংক্রান্ত মৌলিক গ্রন্থটি প্রকাশকের কাছে পাঠাবার অর্থ সংগ্রহ করতে অক্ষম। মুস্কিল আসান করলেন সেই এঙ্গেলস। সমস্যাটি জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তিনি টাকা পাঠিয়ে দিলেন। পাণ্ডুলিপি অবশেষে বার্লিনে পৌছল এবং জুন মাসে প্রকাশিত হল 'অর্থনীতি-বিজ্ঞানের সমালোচনী, প্রথমখণ্ড' শিরোনামে।

পুঁজিবাদী শোষণের মূল চরিত্রটি মার্কস এই গ্রন্থে উদঘাটিত করে দেখান এবং পরিণতির দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করেন, যা ইতিপূর্বে কোন বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ করতে সক্ষম হন নি। ঐতিহাসিক কারণেই যে পণ্য ও মূল্য ক্ষণস্থায়ী চরিত্রের তা তিনি এই গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন। বুর্জোয়া সমাজে মুদ্রার উৎপত্তি, সারকথা ও ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যাত হয়েছে এই গ্রন্থে। এই মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই অর্থনীতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্কসের ধ্রুপদী অবদানের সূচনা হয় এবং এই তত্ত্বগুলিই 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে আরও বিস্তৃত ও যুক্তিসহভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। গ্রন্থটির ভূমিকা অংশও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ভূমিকায় ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার প্রধান সূত্রগুলি পূর্ণ আকারে উপস্থাপিত হয়েছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি দ্রুত শেষ করবার ইচ্ছা থাকলেও সম্ভব হল না, কারণ বৈপ্লবিক আন্দোলনের সম্ভাবনা ইয়োরোপের বুকে তখন মাথা তুলতে শুরু করেছে এবং মার্কসের নেতৃত্ব সেখানে অনিবার্য হয়ে দেখা দিল।

৪

শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি গঠনের বাস্তব অবস্থা তখনও অবর্তমান কিন্তু মার্কস-এঙ্গেলস চেষ্টার ত্রুটি রাখলেন না। বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলন, শ্রমিকদের গোপন সংগঠনের সঙ্গে মার্কস যোগাযোগ রেখে চললেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় শ্রমিক-আন্দোলন তখন নিষিদ্ধ ছিল না তাই তিনি সচেষ্ট হলেন কিভাবে এদের প্রভাবিত করা যায়। বিশেষ করে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে এই সব দেশে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের পক্ষে প্রচার শুরু করেন। লণ্ডনে থাকাকালীন তাঁকে ঘিরে একদল প্রথম শ্রেণীর কর্মী তৈরী হয়ে গিয়েছিল, এঁদের মধ্যে লীবনেখ্‌ট, ভোল্‌ফ, একারিয়াস, শ্র্যাম, পফানডার, লোখনার, পেপার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁদের তাত্ত্বিক বিকাশের জন্য মার্কসের চেষ্টার অন্ত্য ছিল না। এই সব কমরেডদের নিয়ে তাঁর বাড়ীতে এক পাঠচক্র ও বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

অত্যন্ত অভাবের মধ্যেও মার্কসের বাড়ীতে দেশ বিদেশের সংগ্রামী সাথীদের আনাগোনা অব্যাহত ছিল। শেষ কপর্দক দিয়েও জেনী তাঁদের আতিথেয়তার

সুব্যবস্থা করার চেষ্টা করতেন। কোলোন বিচারে স্বল্পমেয়াদী সাজাপ্রাপ্ত দুয়েকজন কমরেড তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভিলহেলম পেপার তাঁর বাড়ীতে বহুদিন ছিলেন এবং কিছুদিন তাঁর একান্তসচিবের কাজও করেছেন। এই শরণার্থীদের আশ্রয় ও জীবিকার সংস্থান করে দেওয়ার দায়িত্ব তিনি পালন করতেন শত ব্যস্ততার মধ্যেও। ১৮৫৯ সালে ঘনিষ্ঠ কমরেড একারিয়াসের যখন যক্ষা হয়েছিল মার্কস তাঁর স্ত্রীর পোষাক বন্ধক দিয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। প্রতিবিপ্লবের সময়কালে এমনিভাবে বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় কর্মী ও নেতা জীবন-জীবিকার অনিশ্চয়তা ও প্রুশিয়ার জেলের অত্যাচারে অসুস্থ হয়ে পড়েন। রোলাঁ ডানিয়েল, কনরাড শ্র্যাম, গেওর্গ ভের্ট মারাও গেলেন। এই সব মৃত্যু মার্কসের কাছে আত্মীয় বিয়োগের মতো বেদনাতুর হয়েছিল।

সংকটের সময় একদল কর্মী ও নেতার মধ্যে দোদুল্যমানতা প্রায়শই দেখা দিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রেও দেখা দিল। যাঁরা বুর্জোয়া শিবিরে চলে গিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখলেন না মার্কস। বিশেষ করে ড্রোনকের বিশ্বাসঘাতকতা তাঁকে আঘাত দিয়েছিল খুব বেশী। আবার অতীতে সংকীর্ণতাবাদী পথ অনুসরণকারী কার্ল স্যাপারের সঙ্গে সম্পর্ক পুনস্থাপিত হল।

১৮৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে পশ্চিম জার্মানীর প্রাক্তন কমিউনিস্ট লীগ নেতা ও জার্মান সোশ্যালিস্ট গুস্তাভ লিভি মার্কসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানান, রাইন প্রদেশের শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লবী অস্থিরতা দেখা দিয়েছে এবং তিনি অনুমোদন করলে তাঁরা সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত করবেন। মার্কস তাঁকে বহুকষ্টে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, সমকালীন পরিস্থিতিতে এই অভ্যুত্থানের প্রয়াস হবে অসময়োপযোগী ও অবিবেচনা প্রসূত। কয়েকবছর বাদে ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গুস্তাভ লেভি আবার মার্কসের কাছে এলেন এবং জানালেন, রাইন প্রদেশের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবী মানসিকতা এখন তুঙ্গে এবং তাঁরা অস্ত্রধারণের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন। যেহেতু তাঁরা মার্কস এবং এঙ্গেলসকে তাঁদের নেতা বলে মান্য করেন সেহেতু তাঁদের দুজনকে রাইন প্রদেশে উপস্থিত থেকে রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে অভ্যুত্থান পরিচালনা করতে হবে। যে মহান বিপ্লবী বিপ্লবের সামান্যতম ইংগিতের জন্য সতৃষ্ণভাবে অপেক্ষা করে আছেন তিনিই ধৈর্য সহকারে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উপযুক্ত সময়, লক্ষ্য ও কৌশল সম্পর্কে দীর্ঘ বিশ্লেষণ লেভির সামনে উপস্থিত করলেন যা পরবর্তীকালের বিপ্লবীদের কাছে প্রভূত শিক্ষণীয় হয়েছিল। তিনি বললেন, সমগ্র জার্মানীতে যদি গণজাগরণ না দেখা দেয় তাহলে শুধুমাত্র রাইন প্রদেশে গণ-অভ্যুত্থান ঘটাতে গেলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। শুধু জার্মানী নয় ইয়োরোপের অন্যান্য

দেশের বিপ্লবী পরিস্থিতিও অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও জানালেন, যদি প্যারিসের শ্রমিকদের কাছ থেকে বিপ্লবী সংকেত পান তবেই জার্মানীতে এই অভ্যুত্থান শুরু করা যেতে পারে। সাময়িকভাবে আবও কিছুদিন ধৈর্য ধরতেই হবে। তখনকার মতো নিরস্ত কবলেও মার্কস এই উদ্যোগী নেতার সঙ্গে সর্বদা সংযোগ রক্ষা কবে চলতেন কেননা জার্মানী বিপ্লবেব জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এটা তাঁব কাছে পবম আনন্দেব বিষয়।

পঞ্চাশের দশকে ইংলণ্ড একমাত্র দেশ যেখানে শ্রমিকদেব বাজনৈতিক শ্রেণী-পার্টি গঠন কবা সম্ভব। তাই মার্কস-এঙ্গেলস ইংলণ্ডের শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি গভীব মনসংযোগ কবলেন। বিশেষ কবে বামপন্থী চার্টিস্টদেব নতুন ভাবে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত কবাব প্রয়াস তাঁদেব উৎসাহিত করল। চার্টিস্ট নেতা জোনস সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দি পিপলস পেপাব' মার্কসেব সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কবল। বিনা পাবিশ্রমিকেই তিনি এই পত্রিকায় প্রথম সংখ্যা থেকে প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন এবং অন্যান্যদেবও লিখবাব জন্য পবামর্শ দিলেন। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে তিনি প্রধানতঃ ইংলণ্ডেব তৎকালীন পবিস্থিতিতে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীব সংগ্রামেব কৌশল কি হবে তা ব্যাখ্যা কবেন। শুধু লেখা দেওয়া নয়, এই পত্রিকাব অর্থনৈতিক সঙ্কট সুবাহা কবাব জন্যও মার্কসকে দবজায় দবজায় ঘুবতে হয়েছে সম্পাদকের সাথে। তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতায় অচিবেই পত্রিকাটি শ্রমিকশ্রেণীব জঙ্গী মুখপত্র রূপে সাড়া জাগাল সমগ্র ইংলণ্ডে ও অন্যান্য দেশে।

এই সময় সমগ্র ইংলণ্ডে অর্থনৈতিক দাবীব ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘট সংগ্রামেব জোয়াব বয়ে গেল। মার্কস পত্রিকা মাবফৎ শ্রমিকশ্রেণীব প্রতি আহ্বান জানিযে বললেন, তাদেব এই সংগ্রামেব বিজয়েব উপব নির্ভর করছে শুধু ইংলণ্ড নয় সমগ্র ইযোবোপেব শ্রমিক আন্দোলনেব ভবিষ্যৎ। ১৮৫৩ সালেব শেষে ও ১৮৫৪ সালের প্রথমে চার্টিস্টবা সমস্ত সংগঠিত ট্রেডইউনিয়ন, বিচ্ছিন্ন শ্রমিক কর্মচারী ও চার্টিস্ট গ্রুপগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে এক শ্রমিক সংসদ গঠন করলেন। এই শ্রমিক সংসদ নিয়মিত অধিবেশনের ভিত্তিতে সরকারী সংস্থাব মতোই কাজ করতে থাকে। সংসদেব প্রথম অধিবেশন হয় ১৮৫৪ সালের ৬ থেকে ১৮ মার্চ। মার্কস আমন্ত্রিত হওযা সত্ত্বেও উপস্থিত হতে পাবেন নি নানা কারণে। তিনি এক পত্রে সংসদকে কেন্দ্রীয ভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন গড়ে তোলাব জন্য জঙ্গী সংগ্রামের আহ্বান জানালেন। কিন্তু এই সংসদ মার্কসের আশা পূরণ করতে ব্যর্থ হল। রাজনৈতিক দাবীসমূহ উপেক্ষা করে জোন্স এবং অন্যান্য নেতারা সাধারণ ট্রেড ইউনিয়নের স্তরেই নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রাখলেন। এর ভিত্তিতে

সত্যিকারের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গঠনের কোন সম্ভাবনা সৃষ্টি হল না। তা সত্ত্বেও মার্কস এই সংগঠনের পরিচালনায় ঘনিষ্ঠভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেন। কিন্তু কার্যকর কিছু হল না। পত্রিকাটি ব্যবসাদারদের হাতে চলে গেল। সুতরাং আর সেখানে মার্কসের পক্ষে থাকা চলে না। জোন্‌সের সঙ্গেও তাঁর বহুদিনের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। মার্কস-এঙ্গেলস লক্ষ্য করলেন ইংলণ্ডের শ্রমিক নেতাদের মধ্যে সংস্কারপন্থা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন উপনিবেশ লুণ্ঠন করে বিপুল সম্পদের অধিকারী ইংলণ্ডের বুর্জোয়া সমাজ অন্যান্য দেশের তুলনায় নিজেদের শ্রমিকদের কিছুটা বেশী সুবিধা সুযোগ দিয়ে এক উদারনৈতিক আবহাওয়া তৈরী করে ফেলেছে। ফলে শ্রমিক নেতারাও বিপ্লবী চার্টিস্ট ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে সংস্কারবাদের মধ্যেই নিমজ্জিত হয়ে যেতে থাকলেন।

মার্কস এই সময় জার্মানী সহ ইয়োরোপীয় দেশগুলির ও আমেরিকার শ্রমিক সংগঠন ও প্রথম সারির নেতাদের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করে চলেন। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে জার্মানীর ব্রেসলাউ-এর সংবাদপত্র 'নয়ে ওডার ৎসাইটুঙ্ক'-এ লেখার প্রস্তাব যখন তাঁর কাছে আসে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সুযোগ গ্রহণ করেন। এই লেখার জন্য অর্থ তিনি সামান্যই পেয়েছেন কিন্তু জার্মানীর অভ্যন্তরে তাঁর বক্তব্য পৌঁছে দেবার আবেগই ছিল প্রবল।

আমেরিকাতে মার্কসবাদের প্রচারের প্রধান দুই স্তম্ভ ছিলেন জোসেফ ভেডেমেয়ার ও এ্যাডলফ ক্লজ। ক্লজ ১৮৫৪ সালের পরে আদর্শ থেকে সরে দাঁড়ান। কিন্তু ভেডেমেয়ার ১৮৬৬ সালে তাঁর জীবনাবসান পর্যন্ত মার্কস-এঙ্গেলসের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং মার্কসের রচনাবলী প্রকাশ ও পত্রপত্রিকা মারফৎ বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের আদর্শ আমেরিকায় প্রচারে পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করেন। আব্রাহাম জ্যাকোবি নামে একজন শরণার্থীও একাজে তাঁকে সহায়তা করেন। আমেরিকান লেবার ইউনিয়ন নামে একটি শ্রমিক সংগঠনও গড়ে তোলেন ভেডেমেয়ার। এই শ্রমিক সংগঠনটি আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টির উৎস হিসেবে কাজ করবে এটাই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। ভেডেমেয়ার ও ক্লজ 'ডাই রিফর্ম' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং এই পত্রিকাই লেবার ইউনিয়নের মুখপত্রে পরিণত হয়। এই পত্রিকার মুখ্য সংগঠক ক্লজকে মার্কস সমস্ত রকম পরামর্শ পাঠিয়ে সাহায্য করেন। সঙ্গে সঙ্গে বিনা পারিশ্রমিকে তাঁর যে কোন লেখা উপযুক্ত বিবেচনায় মুদ্রণ ও পুনর্মুদ্রণের ঢালাও অনুমতি দেন। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট ও আভ্যন্তরীণ মতান্তরে পত্রিকাটি যখন বন্ধ হয়ে যায় মার্কস তখন খুবই বিরক্তবোধ করেন।

এরপর ফ্রেডেরিখ ক্যাম, আলব্রেখট কল্প, ফ্রেডেরিখ এ্যাডলফ্ সর্জ প্রমুখ নিউ ইয়র্কের একদল জার্মান শরণার্থী ভেডেমেয়ারের সাহায্যে একটি কমিউনিস্ট ক্লাব গঠন করেন। মার্কসবাদের চর্চা, মার্কস-এঙ্গেলসের রচনাবলী পাঠ ও বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের প্রচার করাই ছিল তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। তাঁরা মার্কসের সঙ্গে এ ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেও চলতেন। এঁদের পক্ষ থেকে কমিউনিস্ট লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রস্তাব যখন তাঁর কাছে করা হল তখন তিনি বললেন, পূর্বতন সংগঠনের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আর শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন গঠন করা সম্ভব নয়। নতুন পরিস্থিতি ও চেতনার উদ্ভব হয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই নতুন পার্টি গড়তে হবে।

৫

পঞ্চাশের দশক মার্কসের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য সময়। তিনি প্রগতিশীল বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাগুলিতে অফুরন্তভাবে লিখেছেন। শুধু নিজে লিখেছেন তাই নয় এঙ্গেলসকেও উদ্বুদ্ধ করেছেন লিখবার জন্য। লেখা প্রকাশের প্রধান ক্ষেত্র ছিল 'দি নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন' পত্রিকা। আগেই বলা হয়েছে এই পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক চার্লস ডানা ছিলেন মার্কসের একজন গুণমুগ্ধ উদারনৈতিক চিন্তাধারার মানুষ। মূলতঃ ডানার উৎসাহেই এই পত্রিকায় লেখার জন্য মার্কসের কাছে অনুরোধ যায়। ইংরেজী ভাষায় মার্কসের স্বাচ্ছন্দ্য না থাকায় প্রথম প্রথম এঙ্গেলস সেগুলি অনুবাদ করে পত্রিকায় পাঠাতেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মার্কস এই ভাষায় অধিকার অর্জন করে ফেললেন। ইংরেজীতে তাঁর প্রথম লেখা পাঠ করে এঙ্গেলস মহানন্দে তাঁকে লিখলেন, "আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর। তোমার ইংরেজী শুধু ভাল নয় এক কথায় চমৎকার।" এরপর বিষয় ভাগাভাগি করে মার্কস এঙ্গেলস দুহাতে লিখে চললেন। মার্কসের প্রবন্ধগুলি পত্রিকার সম্মান ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সহায়ক হয়ে উঠল। পাঠকের আগ্রহ লক্ষ্য করে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় স্বীকৃতি স্বরূপ লিখলেন, "মিঃ মার্কসের নিজস্ব সুচিন্তিত মতামত রয়েছে, এর কিছু কিছু মতের সঙ্গে আমাদের খুবই অমিল আছে, কিন্তু যাঁরা তাঁর লেখা পড়বেন না তাঁরা সমকালীন ইয়োরোপীয় রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহের মূল্যবান উপাদানগুলি থেকে বঞ্চিত হবেন।" মার্কসের বহু প্রবন্ধ এই পত্রিকা থেকে 'দি নিউ ইয়র্ক টাইমস' ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় পত্রপত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হতে দেখা গেছে। ফলে সমগ্র ইয়োরোপের শিক্ষিত সমাজে মার্কসের চিন্তাধারার প্রসারলাভ ঘটে এইভাবে।

'ট্রিবিউন' পত্রিকা কর্তৃপক্ষ যতই উদার ও মার্কস-এঙ্গেলসের লেখা থেকে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করে থাকুন, শ্রেণীচরিত্রজনিত দ্বন্দ্ব অনিবার্যভাবেই দেখা দিল। একটি বুর্জোয়া পত্রিকার মাধ্যমে মার্কসবাদ প্রসারলাভ করবে আর বুর্জোয়া শ্রেণী নীরবে সহ্য করে যাবে তা তো হয় না। দেখা গেল এঙ্গেলস লিখিত বেশ কিছু লেখা মার্কসের কাছে ডানা ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। জার শাসিত রুশিয়া ও বোনাপার্ট শাসিত ফরাসী সম্পর্কিত মার্কসের কিছু রচনাও ফেরৎ এল। কিছু কিছু লেখা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ সম্পাদনা ও সংশোধন করতেও শুরু করল। এছাড়া লেখার জন্য নির্ধারিত টাকা পাঠানোও অনিয়মিত হয়ে গেল। পত্রিকার পক্ষ থেকে ডানা বারবার অনুরোধ করতে থাকেন তাঁদের লেখার মধ্যে যেন কোন পার্টি-দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত না হয় এবং পাঠকের ধর্মীয় মনোভাব আঘাত প্রাপ্ত না হয়। এই অনুরোধ রক্ষা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এর পরে মার্কসের কাছে প্রস্তাব আসে 'নিউ আমেরিকান সাইক্লোপেডিয়ার' জন্য দর্শনের ইতিহাস তিনি লিখুন। মার্কস সেই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করলেন কেননা দর্শনের ইতিহাস তিনি যেভাবে লিখবেন তা সম্পাদকমণ্ডলীর পছন্দ হবে না। নানাভাবে পত্রিকা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠলেও মার্কস-এঙ্গেলস সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করতে চাইছিলেন না, কারণ ইয়োরোপের ব্যাপক পাঠকের কাছে পৌছনর আর কোন বিকল্প উপায় তাঁদের সামনে নেই। বিষয় পরিবর্তন করেও তাঁরা লেখা পাঠানর ব্যাপারটা আরও কিছুদিন অব্যাহত রাখলেন।

এই সময় জার্মানীর একমাত্র বুর্জোয়া-গণতন্ত্রী সংবাদপত্র "নয়ে ওডার-ৎসাইটুঙ্ক"-এর পক্ষ থেকে মার্কসের কাছে লেখার জন্য অনুরোধ আসে। প্রতিবিপ্লবী রাষ্ট্রীয় আক্রমণ ও সেন্সরশীপের মধ্যেও এই একটি মাত্র পত্রিকা কোনক্রমে অস্তিত্ব রক্ষা করে সীমাবদ্ধভাবে হলেও গণতন্ত্রের সপক্ষতা অবলম্বন করে চলেছিল। মার্কস তৎক্ষণাৎ এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন প্রধানতঃ দুটি কারণে—প্রথমতঃ যথাসম্ভব এর পাশে দাঁড়ান উচিত, দ্বিতীয়তঃ এর মাধ্যমে জার্মানীর জনগণের মধ্যে কিছুটা বক্তব্য পৌছে দেওয়া যাবে। অর্থনৈতিক সংকটে যখন পত্রিকা কর্তৃপক্ষ পারিশ্রমিক দিতে পারেনি তখনও তিনি লেখা পাঠান বন্ধ করেন নি। বাঁচার জন্য একটি কপর্দকও তাঁর কাছে মূল্যবান কিন্তু নিজের বক্তব্য দেশের মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া আরও জরুরী। ১৮৫৬ সালের শেষে পত্রিকাটি নিদারুণ আর্থিক সংকটে বন্ধ হয়ে গেল।

পঞ্চাশের দশকে এই দুটি পত্রিকায় মার্কসের রচনাবলী প্রমাণ করে দিল তিনি কতবড় ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ও রাজনৈতিক প্রচারক ছিলেন। মার্কসবাদীদের রাজনৈতিক

প্রচারমূলক রচনার পদ্ধতি ও রীতি কি হবে তার আদর্শ দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন স্বয়ং মার্কস। দেশ বিদেশের বুর্জোয়া অর্থনীতির আসন্ন সংকট সম্পর্কে তাঁর সংকেত যেন দৈববাণীর মতো সত্যে প্রমাণিত হল। বলাবাহুল্য অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্পর্কিত তাঁর এই প্রবন্ধগুলি যতটা তত্ত্বমূলক ছিল তার চেয়ে বেশী ছিল সহজবোধ্য ও বিশ্লেষণমূলক। তিনি শুধু গণতন্ত্রের সমস্যা, বুর্জোয়া চাতুর্য ইত্যাদিই তুলে ধরেছেন তা নয় তিনি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের নতুন সম্ভাবনারও দিক্ নির্দেশ করেন।

সংবাদপত্রের মাধ্যমে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে যখন সমকালান রাজনীতি ও অর্থনীতির ব্যাখ্যা করে চলেছেন তখন মার্কস বন্ধু এঙ্গেলকে লিখছেন, জার্মানীতে যত দ্রুত সম্ভব শ্রমিকশ্রেণার পার্টি গড়ে তুলতে হবে। অবশ্যই এই নতুন পার্টি পূর্বতন কমিউনিস্ট লীগের দ্বিতীয় সংস্করণ হবে না। এই পার্টি গড়ে উঠবে শ্রেণীসংগ্রামের সর্বশেষ পরিস্থিতির এবং জার্মান, ইংলণ্ড, ফ্রান্স সহ অন্যান্য দেশের শ্রমিকশ্রেণীর বাস্তব অবস্থার চাহিদা অনুসারে। ইয়োরোপের অর্থনৈতিক সংকটের ফলে অন্যান্য দেশের মতো জার্মানীতেও শ্রমিক অসন্তোষ ও বেকার মানুষদের বিক্ষোভ ফেটে পড়ল। শুরু হল লাগাতার ধর্মঘট ও হাজার হাজার মানুষের দাবী মিছিল। এর মধ্য থেকেই শ্লোগান আকারে বেরিয়ে এল ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর দাবী। জার্মানীর ঐক্যর বিষয়টির প্রতি যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে মার্কস বললেন, ঐক্য আসতে পারে একমাত্র বিপ্লবী গণআন্দোলনের মাধ্যমে। আর সেই গণআন্দোলন পরিচালিত হবে সামন্ত-অভিজাত ও রাজবংশগুলির বিরুদ্ধে এবং সংগ্রামের সারিতে থাকবে শ্রমিক কৃষক, পেটিবুর্জোয়া ও বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল অংশ। লক্ষ্য থাকবে গণতান্ত্রিক রিপাবলিক গঠন। পেটিবুর্জোয়াদের সংখ্যা বেশী হলেও তাদের দোদুল্যমানতার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে মার্কস বললেন, এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে শ্রমিকশ্রেণী। আর এই সংগ্রামের মধ্য থেকে গড়ে উঠবে যথার্থ শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি। ১৮৫৯ সালের মার্চ মাসে মার্কস প্রকাশ্যে পার্টি গড়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন।

'ডাস ফোলক' নামে শ্রমিকদের দ্বারা প্রকাশিত একটি পত্রিকাকে ভিত্তি করে কাজ করার একটা সুযোগ এসে গেল। পত্রিকাটির আয়ু স্বল্পস্থায়ী, কিন্তু মার্কস একে কমিউনিস্ট মুখপত্রের রূপ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। জার্মানীর উপর ফ্রান্সসহ অন্যান্য বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আভ্যন্তরীণ অনৈক্যের অবসান, অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ার অধীনস্থ জনগোষ্ঠির মুক্তি ইত্যাদি দাবীর ভিত্তিতে গঠিত কর্মসূচী নিয়ে প্রচার চলতে লাগল। ফলে দেশী বিদেশী সমস্ত শত্রুরাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। জাতীয় বিপ্লবী কর্মসূচীর জনপ্রিয়তা দেখে ফরাসী সম্রাট তৃতীয়

নেপোলিয়ান থেকে শুরু করে প্রুশিয়া, অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রশক্তি পর্যন্ত সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে নেমে পড়ল। আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠলেন কার্ল মার্কস যদিও তিনি সুদূর লণ্ডনে। মানুষটাকে হাতের কাছে পাওয়ার উপায় নেই, তাই শুরু হল তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা। কার্ল ফোগ্‌ট নামে একজন কুচক্রী রাজনীতিবিদকে এই কাজে নিযুক্ত করা হল। বুর্জোয়া ও সামন্তপন্থী পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সমগ্র ইয়োরোপে প্রচার করা হল যে মার্কস একজন বিশ্বাসঘাতক, ভয় দেখিয়ে ব্যক্তিগত সুবিধা আদায় করেন এবং নোট জাল করার মতো জঘন্য কাজও করেছেন।

এই কুৎসার বিরুদ্ধে মার্কস আইনের সাহায্য নিতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন, কেননা আইন শাসকশ্রেণীর হাতধরা। বাধ্য হয়ে 'হেরফোগ্‌ট' শিরোনামে একটি পুস্তিকা লিখে তিনি সমস্ত কুৎসার রাজনৈতিক জবাব দিলেন। তিনি স্পষ্ট করেই বললেন, এই সব কুৎসার লক্ষ্য হল জার্মানীর একীকরণের বিরুদ্ধে ফরাসীর আগ্রাসী নীতিকে সমর্থন করা। পরবর্তীকালে জানা গেল যে ফোগ্‌ট তৃতীয় নেপোলিয়ানের গোপন তহবিল থেকে চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ দালালির মজুরি বাবদ পেয়েছে।

এই সময় মার্কসের স্ত্রী, একান্ত সচিব, দুঃখ দারিদ্র্যের সাথী জেনী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। গুটি বসন্তে এমন ভয়ানকভাবে আক্রান্ত হলেন যে প্রাণসংশয় দেখা দিল। কিন্তু যেভাবেই হোক প্রিয়তমা সাথীকে বাঁচাতেই হবে। সারাক্ষণ মার্কস স্ত্রীর পাশে থেকে অভিজ্ঞ নার্সের মতো সেবাযত্ন করে স্ত্রীকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। জেনীর লেখা থেকে ১৮৬০ সালের এই দিনগুলির বিবরণ পাওয়া যাবে :

"লীবনেখ্‌টরা ভয় পেলনা কিন্তু বাচ্চাদের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। দুপুরের মধ্যেই মেয়েরা নিজেদের সামান্য পোষাক আসাক নিয়ে চলে গেল। সারা শরীরে গুটি বেরিয়ে যাওয়ার পরে আমার অবস্থা আরও সংকটজনক হয়ে ওঠে। খুবই কষ্ট হতে লাগল আমার।·· ···কার্ল আমাকে সেবা যত্ন করছে গভীর মমতার সঙ্গে, কিন্তু কার্লের জন্যও আমার উদ্বেগের শেষ নেই।"

প্রায় একমাস যাবৎ নিদ্রাহীনতা ও কঠোর পরিশ্রমে মার্কস নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দুজনের চিকিৎসা চালানর মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই। জেনী লিখছেন : "রোগ শয্যা থেকে আমি উঠেছি কি উঠিনি এমনি সময়ে প্রিয়তম কার্ল অসুস্থ হয়ে পড়ল। মাত্রাতিরিক্ত-উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও মানসিক যন্ত্রণার কারণেই এই অসুখ। বরাবরই ওর লিভারের গোলমাল ছিল, এবার সেটা খুবই বাড়াবাড়ি হল। ভাগ্য ভাল, সপ্তাহ চারেকের মধ্যেই ও ভাল হয়ে উঠল। 'ট্রিবিউন' পত্রিকা আগের চেয়ে অর্ধেক টাকা এখন আমাদের দিচ্ছে। বই থেকে আয় কিছুই নেই, বরং তার

জন্যই ব্যয় করতে হচ্ছে। এর সঙ্গে রয়েছে দুজনের এই কঠিন অসুখের চিকিৎসার জন্য মোটা ব্যয়। গোটা শীতকাল আমাদের যে কীভাবে কেটেছে তা সহজেই অনুমেয়।"

অসুস্থতার মধ্যেও মন পড়ে আছে জার্মানীতে। ইতিমধ্যে আইনজীবী ও লেখক ফার্ডিনাণ্ড লাসাল ও তাঁর বান্ধবী কাউণ্টেস হাৎস্‌ফেলট বার্লিন থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন মার্কসের কাছে। একটি পত্রিকার প্রয়োজন মার্কস গভীরভাবে অনুভব করছিলেন। কিন্তু লাসালের সঙ্গে পত্রালাপে বন্ধুত্ব হলেও বার্লিনের পরিস্থিতি সরেজমিনে না দেখে সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলেন না। ইতিমধ্যে প্রুশিয়ার রাজা চতুর্থ ভিলহেল্‌ম ফ্রেডরিখের মৃত্যুর পর নতুন রাজা শরণার্থীদের সম্পর্কে কিছুটা নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছে, বার্লিনে ঘুরে আসার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পারিবারিক কারণে হল্যাণ্ডে যাওয়ার প্রয়োজনও ছিল মার্কসের। শরীর সুস্থ হওয়ার পর ১৮৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকে তিনি এলেন প্রুশিয়ায়। প্রায় তিন সপ্তাহ আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে থেকে মার্চের মাঝামাঝি হতে মধ্য এপ্রিল পর্যন্ত তিনি বার্লিনে লাসালের আরামপ্রদ সুসজ্জিত বাড়িতে অবস্থান করলেন। এই সময়ের মধ্যে জার্মানীর পরিস্থিতি যা প্রত্যক্ষ করলেন তাতে তাঁর ধারণা হল, চতুর্দিকে ভাঙনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, একটা সর্বাত্মক বিপর্যয় আসন্ন হয়ে উঠেছে।

এই যেখানে পরিস্থিতি সেখানে বিপর্যয় যাতে সুপরিকল্পিত হতে পারে তার আয়োজন করা দরকার। আর তা করতে গেলে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ ও কৌশলগত দিকে হাল ধরা উচিত। এর জন্য পত্রিকা একটা হাতে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু পত্রিকার ক্ষেত্রে লাসাল প্রধান শর্ত দিলেন, পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিচালননীতি নির্ধারণে মার্কস-এঙ্গেলসের সম পরিমাণ অধিকার তাঁর থাকবে। এইখানেই মার্কস প্রমাদ গুণলেন। লাসালের সঙ্গে কয়েকদিন বসবাস করে তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছে, ভদ্রলোকের চিন্তাধারা আপাদমস্তক ভাববাদে নিমজ্জিত এবং ব্যক্তিগত আচরণে অত্যন্ত দাম্ভিক ও কূটপরায়ণ। তাছাড়া তাঁর জীবনযাত্রাও একজন বিপ্লবীর মতো নয়। এসব কারণে এঙ্গেলসের সঙ্গে পরামর্শ করে মার্কস যৌথভাবে পত্রিকা প্রকাশ সংক্রান্ত লাসালের প্রস্তাবে রাজী হলেন না।

বার্লিনে থাকাকালীন মার্কস যথাসম্ভব রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে অনুসন্ধান করলেন। কয়েকটি নাটক দেখলেন, একদিন সংসদের অধিবেশন দেখলেন প্রেস গ্যালারি থেকে। পুরনো বন্ধুদের খোঁজ খবর করতে গিয়ে হতাশ হলেন। একমাত্র কোয়েপেন ছাড়া সকলেই প্রতিক্রিয়ার শিবিরে ভাল

ভাবে মিশে গেছেন। লাসালের পারিবারিক পরিবেশ তাঁকে আরও বিরক্ত করে তুলল। সবসময়ে বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া স্তাবকদলে পরিবৃত থাকতে লাসাল পছন্দ করেন। তাঁর অমিতব্যয়ী জীবনযাত্রার অধিকাংশ ব্যয় বহন করেন কাউন্টেস হাৎস ফেল্‌ট। তিনি সেখান থেকে বিরক্তি নিয়ে চলে গেলেন এল্‌বের ফেল্‌ট ও কোলোনে পুরনো বন্ধুদের সন্ধান করতে। এখানে এসে তিনি অনেকটা স্বস্তি পেলেন। অনেক কিছুই যেন আগের মতো আছে। ফেরার পথে কয়েকদিন তিনি ট্রির-এ মায়ের কাছে থেকে গেলেন।

এই সফর থেকে মার্কসের প্রত্যয় দৃঢ় হল যে শ্রমিকশ্রেণী সংগ্রামের জন্য রাজনীতিগতভাবে প্রস্তুত হচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলি শ্রমিক সমিতি জার্মানীতে গঠিত হয়েছে, যদিও সেগুলির উপর উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের প্রভাব বেশ ভালই আছে। অবশ্য তিনি এও লক্ষ্য করলেন যে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া যতই রাজনৈতিক দাবীতে উত্তরিত হচ্ছে ততই বুর্জোয়া নেতারা সরে দাঁড়াচ্ছেন। সভা-সমাবেশ ও সংগঠনের অবাধ অধিকার, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, সমানাধিকারের ভিত্তিতে সর্বজনীন ভোটাধিকার ইত্যাদি দাবীর ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণী দৃঢ় পদক্ষেপে সংগঠিত হচ্ছে। দেশকে সৈনিকের পোষাকে ছেয়ে দেওয়ার পরিবর্তে জনগণকে সশস্ত্র করে তোলার দাবীও উত্থাপিত হয়েছে। এমন সুযোগ উপেক্ষা করা যায় না। মার্কস স্থির করলেন, যে কোন ভাবে একে সাহায্য করতেই হবে। বার্লিনে থাকার সময় তিনি প্রুশিয়ার নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সরকার জানিয়ে দিল তিনি রাজতন্ত্রের সমর্থক নন বলে তাঁকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না। সুতরাং প্রয়োজনমত জার্মানীতে যাওয়া আসার সুযোগ থাকল না। তাই মার্কস বিশ্বস্ত ভিলহেল্‌ম লীবনেখ্‌টকে পাঠালেন সংগঠন গড়ার কাজে। ১৮৬২ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে লীবনেখ্‌ট জার্মানীতে থেকে মার্কসের মতবাদ প্রচার ও সংগঠন তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

চতুর্দিকের শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবীদাওয়ার ভিত্তিতে একটি সারা জার্মান শ্রমিক কংগ্রেস আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। এই সংগঠনগুলির নেতাদের পক্ষ থেকে লাসালের কাছে আবেদন এল। লাসাল সোৎসাহে সম্মতি দিলেন। ১৮৬৩ সালের মে মাসে লাইপৎসিক সম্মেলনে গঠিত হল সারা জার্মান শ্রমিক সমিতি। এই সমিতির সভাপতি হলেন লাসাল। লাসাল নিজে মার্কস-এঙ্গেলসের মতবাদ ও রচনাবলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হলেও মার্কসের বিপ্লবী দর্শন সম্পর্কে তাঁর ধ্যান ধারণা ছিল অস্বচ্ছ। তিনি মূলত ছিলেন ভাববাদী। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করতে হবে—এটা তিনি

বিশ্বাস করতেন। সেই সঙ্গে আরও বিশ্বাস করতেন সংসদীয় পন্থায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। বুর্জোয়াদের নেতৃত্বমুক্ত সারা জার্মান শ্রমিক সমিতি প্রতিষ্ঠা যেমন তাঁর একটি কৃতিত্ব, অপরদিকে সংশোধনবাদী সংসদীয় মোহসৃষ্টি করা তাঁর অন্যতম প্রধান বিপ্লববিরোধী ভূমিকা। তিনি বিশ্বাস করতেন পুরনো রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেই সমবায় ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণী সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

এইভাবে লাসালবাদ নামে একটি বিচিত্র মতবাদ গড়ে উঠল। তার চিন্তাধারায় শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রাম অপ্রয়োজনীয়, শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র হিসেবে কৃষক ও বুর্জোয়ারা অবহেলিত। জার্মানীর ঐক্যর প্রশ্নটিকে তিনি প্রুশিয় রাজশক্তির সঙ্গে আপোষমূলকভাবে সমাধান করা যাবে বলে মনে করতেন এবং সেই অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী বিসমার্কের সঙ্গে আলাপ আলোচনাও শুরু করলেন। সুতরাং লাসালের এই ভ্রান্ত মতবাদ জার্মানীর শ্রমিক আন্দোলনে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের চিন্তাধারা অনুপ্রবেশের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল।

স্বভাবতই বুর্জোয়ারা লাসালের মতবাদকে সাধুবাদ দিতে লাগল এবং লাসালকে প্রচারের শীর্ষে স্থাপন করল। বলা হতে থাকল, 'সারা জার্মান শ্রমিক সমিতি'ই হল জার্মানীর প্রথম শ্রমিক সংগঠন এবং লাসাল তার প্রতিষ্ঠাতা। এর দ্বারা কমিউনিস্ট লীগের ইতিপূর্বের ভূমিকা বেমালুম অস্বীকার করা হল। ফ্রেডরিখ লেসনার এই ধরনের প্রচারকে খণ্ডন করে লিখলেন : "মার্কস-এঙ্গেলসের সঙ্গে যাঁরা শুরু থেকে কাজ করে আসছেন তাঁরা যখন শোনেন 'সারা জার্মান শ্রমিক সমিতি'ই হল জার্মানীর শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত তখন খুবই অবাক হতে হয়। এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ষাটের দশকের গোড়ায় কিন্তু তার কুড়ি বছর আগে থেকে মার্কস-এঙ্গেলস ও অন্যান্যরা নিরবচ্ছিন্ন প্রচার ও তীব্র সংগ্রাম করে আসছেন।"

নতুন সংগঠনকে মার্কস-এঙ্গেলস প্রথমে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন শোষণ নিপীড়নের প্রতিমূর্তি প্রুশিয় সরকারের সঙ্গে লাসাল বেশ সৌহার্দ্য রেখে চলেছেন তখন তাঁরা হতাশ হয়ে পড়লেন। শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র হওয়ার পরিবর্তে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সমঝোতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৮৬৩ সালের মে মাসে এক চিঠিতে এঙ্গেলস লিখলেন মার্কসকে, "লাসালের কীর্তিকলাপের ফলে জার্মানীতে এক কুৎসিত পীড়াদায়ক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। আর কাল বিলম্ব না করে তোমার কর্তব্য হল বইটা লেখার কাজ শেষ করা।"

নবম পরিচ্ছেদ

আন্তর্জাতিকের কর্তা ও ক্যাপিটালের স্রষ্টা

১

ষাটের দশকে মার্কসের সামনে প্রধান কর্তব্য জার্মানীর বিপ্লবী আন্দোলনকে সংশোধনবাদী লাসালবাদ থেকে মুক্ত করা, চতুর্দিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণীকে আন্তর্জাতিক সংহতিতে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলা। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখলেন মার্কস রুশিয়া ও প্রুশিয়ার দমনপীড়নের বিরুদ্ধে পোলাণ্ডের জনগণের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। ১৮৬৩ সালের শেষ দিকে পোলিশ দেশপ্রেমিকদের এক প্রতিনিধিদল যখন মার্কসের সঙ্গে দেখা করে সহযোগিতা প্রার্থনা করলেন তখন তিনি শুধু নৈতিক সমর্থন নয়, পোলিশদের সংগ্রামী তহবিলে অর্থসংগ্রহেও নেমে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আহ্বান জানালেন পোলাণ্ডের শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াবার জন্য। কারণ পোলাণ্ড ও জার্মানীর স্বার্থ এক ও অভিন্ন। এইভাবে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শের উপর সমগ্র ইয়োরোপ ও আমেরিকার দেশগুলি নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে উঠল।

পোলাণ্ডের সমর্থনে ১৮৬৩ সালে লণ্ডনে একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখনই সিদ্ধান্ত হয়েছিল পরের বছর আবার সভা হবে। ১৮৬৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সেণ্ট মার্টিন হলে অনুষ্ঠিত হল সেই ঐতিহাসিক সম্মেলন, যেখানে ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, পোলিশ, ইতালীয় ও সুইস শ্রমিক নেতা ও গণতন্ত্রীরা যোগ দিলেন। শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মাঝখানে মঞ্চে কার্ল মার্কস উপবিষ্ট রয়েছেন। প্রতিটি দেশের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করলেন এবং এই সব বক্তৃতা থেকে একটি সর্বসম্মত সুর বেরিয়ে এল—গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা, জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক অগ্রগতির প্রশ্নে সকল দেশের শ্রমিকদের স্বার্থ এক। এই ঐক্যমত্যের উপর ভিত্তি করে সর্বসম্মতভাবে একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতি গঠিত হল। যে আন্তর্জাতিকতার পতাকা মার্কস একা তুলে ধরেছিলেন এবার তা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের পতাকা হয়ে গেল এবং সেই মহান ঘটনার সাক্ষী রইলেন স্বয়ং মার্কস।

এই সম্মেলনে মার্কস নিজে বক্তৃতা করেন নি, জার্মান শ্রমিকদের পক্ষে তিনি বক্তৃতা করতে এগিয়ে দিয়েছিলেন কমরেড একারিয়ুসকে। আত্মপ্রচারের বদলে নেপথ্যে থেকে অন্যদের সামনে এগিয়ে দিতেই তিনি পছন্দ করতেন। মঞ্চে হৈ চৈ

করতে তাঁকে কেউ দেখে নি কিন্তু সাধারণ পরিষদে গৃহীত সমস্ত দলিলেরই রচয়িতা ছিলেন তিনি। এঙ্গেলস পরবর্তীকালে বলেছেন, "আন্তর্জাতিকে মার্কসের ভূমিকার বিবরণ দিতে গেলে পুরো সমিতিরই ইতিহাস রচনা করতে হয়। সাধারণ পরিষদের তিনি একজন সদস্য মাত্র ছিলেন অথচ তিনি হলেন এর প্রাণ। ষাটের দশকে তিনি আপাদমস্তক নিমজ্জিত রয়েছেন অর্থনীতি বিজ্ঞানের গবেষণায় এবং ক্যাপিটাল গ্রন্থ রচনার কাজে। তত্ত্বগত কাজের ফাঁকেও যখনই প্রয়োজন জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে, তিনি এক মুহূর্তও দ্বিধা করেন নি সময় ব্যয় করতে, যদিও এই সময়ের মূল্য তাঁর কাছে এখন অপরিসীম।

১৮৪৮-৪৯ সালে ইয়োরোপের প্রতিবিপ্লবের বিজয় ও দেশে দেশে তার বিকট চেহারা থেকে বুর্জোয়ারা নিশ্চিন্ত হয়েছিল যে শ্রমিকশ্রেণীর মাথা চিরতরে অবনত করে দেওয়া গেছে, মার্কসের মতবাদের প্রভাব নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া গেছে। কিন্তু মার্কস জানতেন শ্রমিকশ্রেণী জাগবেই এবং জাগবে আরও ব্যাপকতর চালচিত্রে। এই লক্ষ্য নিয়েই তিনি অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছিলেন উভয়ত তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত ক্ষেত্রে। তাই প্রথম ইণ্টারন্যাশনাল তাঁর মানস ও কর্মজাত সংগঠন। দুঃখ দারিদ্র্য, কুৎসা অপবাদ সমস্ত কিছু তুচ্ছ হয়ে গেল এই ঐতিহাসিক সাফল্যে। এ আনন্দ শুধু মার্কস-এঙ্গেলসের নয়, তাঁর সমগ্র পরিবার ও সাথীদের। তাঁর স্ত্রী ও কমরেডদের সুখী মনোভাব ব্যক্ত করে মার্কস লিখেছেন : "ইণ্টারন্যাশনালের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। চতুর্দিকের সমস্ত বাধাবিপত্তির অবসান ঘটিয়ে সর্বহারার শ্রেণী সংগ্রামের অগ্রগতি অব্যাহত, আর তার পুরোভাগে পরিচালনা করে নিয়ে চলেছেন তাঁর স্বামী। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের দুঃখ ক্লেশের যেন খানিকটা ক্ষত পূরণ হল। তাঁর জীবৎকালের মধ্যেই তিনি দেখে গেলেন মার্কসের উপর চাপান কুৎসার স্তূপ ঝড়ের মুখে খড় কুটোর মতো উড়ে গেল। তিরি আরও প্রত্যক্ষ করলেন, মার্কসের যে শিক্ষা ও মতাদর্শকে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বাধা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে আজ তাই প্রত্যেকটি দেশে প্রতিটি আধুনিক ভাষায় বাহিত হয়ে প্রচারিত হচ্ছে।"

কোন মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাই আপনা-আপনি হয় না, প্রচলিত অস্বচ্ছ চিন্তাভাবনাকে পরিচ্ছন্ন করেই স্থান করে নিতে হয়। ইণ্টারন্যাশনালের সর্বোচ্চ কমিটির প্রথম অধিবেশনে খসড়া কর্মসূচী ও নিয়মাবলী রচনার জন্য নয়জন সদস্যের যে কমিটি গঠিত হয়, মার্কস তাঁর অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। এই কমিটির প্রথম কয়েকটি সভায় অসুস্থতার কারণে তিনি উপস্থিত হতে পারেন নি। যখন উপস্থিত হলেন, দেখলেন যে খসড়া রচনা করা হয়েছে তাতে যেন একটি ষড়যন্ত্রী সংগঠনের রূপ

নিয়েছে। এবারের সভা বসল মার্কসের বাড়ীতে। ইংরেজ নেতা ক্রেমার, ফরাসী নেতা লুবেনৎস, ইতালীয় নেতা ফনতানা প্রমুখ সমবেত হয়েছেন। গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা হল কিন্তু কাজটা সহজসাধ্য ছিল না। ফলে কমিটির সদস্যরা হাল ছেড়ে দিয়ে আলোচনার ভিত্তিতে দলিলগুলি নতুন করে রচনার দায়িত্ব দিলেন মার্কসের উপর। পুরো আটদিন অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি রচনা করলেন দুটি দলিল—নিয়মাবলী ও আবেদন পত্র। একাজ খবই দুরূহ ছিল। সমকালীন শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন ধারার কাছে গ্রহণযোগ্য করতে হবে, আবার বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের মূল নীতিগুলিকেও মূর্ত করে তুলতে হবে। অনবদ্য নমনীয় প্রকাশভঙ্গিতে মার্কস রচনা করলেন এই ঐতিহাসিক দলিল যা হয়ে উঠল সমকাল ও উত্তরকালের বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর সামনে অমোঘ হাতিয়ার।

বিশ্বের শ্রমিকদের উদ্দেশে নিবেদন করে আবেদন পত্রে বলা হল, আলোচ্য যুগে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যন্ত্রের উন্নতি ও নানারূপ রাসায়নিক আবিষ্কারের ফলে প্রভূত অগ্রগতি ঘটলেও শ্রমজীবী জনগণের দুঃখ দুর্দশার অবসান হয়নি বরং এর ফলে সামাজিক বৈষম্য তীব্র হয়ে উঠেছে। কারিগরি অগ্রগতির কারণে সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত হবে বুর্জোয়াদের এই তত্ত্বকে মার্কস মিথ্যা প্রমাণ করলেন। বিশেষ করে দশ ঘণ্টা কাজের সময়ের দাবী স্বীকৃত হওয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তিনি তাও উল্লেখ করলেন। শ্রমিকদের সমবায় আন্দোলনের সাফল্যও যে কিছুটা পরিবর্তন এনেছে তার স্বীকৃতি দিয়ে দলিলে বলা হল 'মজুরি শ্রম'-এর স্থানে আসবে 'সমিতিবদ্ধ শ্রম'। কিন্তু সমবায় ভিত্তিক উৎপাদনের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে দেখান হল যে এরদ্বারা একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্যকে পরাজিত করা যায় না। এর জন্য পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্ব করতে হবে এবং পরিবর্তে "রাজনৈতিক ক্ষমতা আয়ত্ত করাটাই হবে শ্রমিক-শ্রেণীর মহান কর্তব্য।" রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে গেলে গঠন করতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি এবং সেই পার্টির সামনে দিকদর্শন হিসেবে থাকবে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম।

আবেদন পত্রের শেষে শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈদেশিক নীতির আদর্শ উপস্থিত করে বলা হয়েছে দেশে দেশে শ্রমজীবী জনগণের মুক্তির জন্য চাই ঐক্যবোধ ও সৌভ্রাতৃত্ব। জাতীয় পক্ষপাতদুষ্ট সংস্কার ও দেশীয় স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্রীড়নক রূপে আগামী যুদ্ধে সামিল হলে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা। নিজের দেশের শাসকগোষ্ঠীর অন্য দেশের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রয়াস ও ষড়যন্ত্রের স্বরূপ শ্রমিকশ্রেণীকে বুঝতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে

রূপে দাঁড়াতে হবে। ব্যক্তিগত মানবতাবোধ শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবোধে উত্তেলিত হবে। পুঁজিবাদী সমাজের মধ্যেও শ্রমিকশ্রেণীকে এই ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে হবে। আবেদনপত্র শেষ হল 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' এই শ্লোগান বুকে নিয়ে। নিয়মাবলীও রচিত হল এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে যাতে দেশ বিদেশের চিন্তাধারার বিভিন্নতা সত্ত্বেও সংগঠনগুলি ইণ্টারন্যাশনালের মধ্যে সহজেই স্থান করে নিতে পারে, আবার বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে।

এই আবেদন পত্রের ভাষা ও বক্তব্য কমিউনিস্ট ইস্তাহারের তুলনায় নমনীয় হলেও মূল বক্তব্যসমূহে একই ছিল। দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান লক্ষ্য অর্থনৈতিক শোষণ মুক্তি এবং সেই মুক্তি অর্জনের পূর্বশর্ত হল শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা—এই মূল কথাগুলি ভালভাবেই বলা হল। মার্কস রচিত এই দলিল দুটি সংগঠনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল এবং এর দ্বারা আন্তর্জাতিকে তাঁর সুস্পষ্ট নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু সাধারণ পরিষদে তিনি তখনও সংখ্যালঘিষ্ঠ। অন্যান্য মানুষই বেশী। মার্কস সুকৌশলে একের পর এক তাঁর অনুসারী কয়েকজনকে সাধারণ পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়ে একটা শক্ত গ্রুপ গড়ে তুললেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি পদে নির্বাচিত জর্জ ওজার হলেন ইংলণ্ডের প্রথম সারির একজন শ্রমিক নেতা, সাধারণ সম্পাদক উইলিয়াম র‍্যাণ্ডেল ক্রেমারও ইংলণ্ডের শ্রমিক নেতা। উভয়েই পেটি-বুর্জোয়া শোধনবাদের ধারকবাহক। ফরাসী সম্পাদক লে লুবনেৎস ছিলেন বুর্জোয়া গণতন্ত্রী, যোসেফ মন্তানা হলেন মাৎসিনির সমর্থক। এইভাবে দূর দূরান্তর মতাদর্শের নেতাদের এক সূত্রে, এক সংগঠনে ধরে রাখা খুবই কঠিন কাজ। মার্কসকে বাস্তব কারণেই যথাসম্ভব নেপথ্যে থাকতে হবে, কেননা অন্যান্যরা যদি বুঝতে পারেন তিনি সাংগঠনিক সমস্ত ক্ষমতা আয়ত্ত করতে চাইছেন তাহলে সংগঠন ভেঙ্গে যাবে। উচ্চ পদগুলি অন্যদের ছেড়ে দিয়ে তিনি সাধারণ পদে থেকেই নেতৃত্বের চাবিকাঠিটি নিজের হাতে রেখে দিলেন। এই নমনীয় কৌশলই তখনকার পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। জার্মানীর প্রতিনিধি হিসেবেই তিনি কেন্দ্রীয় পরিষদে থেকে গেলেন বহুদিন। অন্যদের মত সম্পর্কে তাঁর সহিষ্ণুতা ছিল অপরিসীম। তিনি প্রথমে ধৈর্যের সঙ্গে অন্যদের বক্তব্য শুনতেন যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে, তারপর ধীরে ধীরে আলোচনার মধ্য দিয়ে ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়ে নিজের মতের দিকে অন্যদের টেনে আনতেন। এর জন্য তাঁকে অনেক অমূল্য সময় ব্যয় করতে হত। অনেক সময় আনুষ্ঠানিক সভার পরে এই আলোচনা

মার্কসের বাড়ী বা কোন পানশালা পর্যন্ত গড়াত। মার্কস রসিকতা করে বলতেন, "দিনে আট ঘণ্টা কাজের সময়ের জন্য আমরা সংগ্রাম করছি কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা নিজেরা কিন্তু দ্বিগুণ বেশী সময় কাজ করে চলেছি।"

লণ্ডনে বিপুল কর্মব্যস্ততার মধ্যে মায়ের গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ পেলেন। ছুটে গেলেন দেশে! কিন্তু মাকে দেখতে পেলেন না। ১৮৬৩ সালের ৩০ নভেম্বর মায়ের মৃত্যু হয়েছে। শেষ কৃত্য সম্পন্ন করে ভারাক্রান্ত মনে প্রায় তিন মাস দেশের বাড়ীতে এবং আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে বাড়ীতে কাটিয়ে ১৮৬৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডনে ফিরে এলেন। কিছুদিন পরে দেশের বাড়ী থেকে পেলেন বেশ কিছু অর্থ নিজের উত্তরাধিকারের অংশ হিসেবে। এই অর্থে সাময়িকভাবে সংকট থেকে উদ্ধার পেলেন। যেখানে যত ঋণ ছিল সব শোধ হল। অস্বাস্থ্যকর বাসাটি ছেড়ে মেইটল্যাণ্ড পার্ক এলাকায় একটা অপেক্ষাকৃত ভাল বাড়ীতে উঠে এলেন। খোলামেলা পরিবেশে নতুন বাড়ীতে সকলের মনে ও শরীরে যেন স্ফূর্তির জোয়ার বয়ে গেল।

নিজের সংসারে সুরাহা তো হলই, তিনি খোঁজ করতে লাগলেন ঘনিষ্ঠ কমরেডরা কে কোথায় কষ্টে আছে। লীবনেখ্‌ট জার্মানীতে রয়েছেন, সেখানেই সারা জার্মান শ্রমিক সমিতির মধ্যে কাজ করছেন। তাঁর অবস্থা ভাল নয়, তাঁকে কিছু টাকা পাঠালেন মার্কস। ম্যানচেস্টার থেকে খবর এল ভিলহেলম ভোল্‌ফ মরণাপন্ন। ছুটে গেলেন এই প্রিয় কমরেডের কাছে. কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। বহু দুঃখের দিনের বন্ধুর কবরের পাশে তাঁকে শোক প্রকাশ করে ভাষণ দিতে হল। আর্থিক দিক দিয়ে সুখ খুবই ক্ষণস্থায়ী হল। দুটি বছর না যেতেই চরম সংকটে নিপতিত হলেন। ফুটো পাত্রে জল আর কত সময় থাকে। কোন আয় নেই, হঠাৎ পাওয়া এককালীন টাকায় বেশী দিন চলতে পারে না। ১৮৬৫ সালের মে মাসে আবার দারিদ্র্য নেমে এল বিকট চেহারা নিয়ে মার্কস-পরিবারে। বন্ধকী দোকানে বাঁধা পড়ল সংসারের জিনিষপত্র। এরই মধ্যে চলছে 'ক্যাপিটাল' মহাগ্রন্থ রচনার কাজ। এঙ্গেলসকে লিখিত এক চিঠিতে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মার্কস লিখলেন, "অর্ধেক জীবন অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকা সত্যিই বড় পীড়াদায়ক। তা সত্ত্বেও আমি যে সোজা আছি তা একমাত্র এই কারণে যে আমরা দুজনে যে যৌথ কোম্পানী চালাচ্ছি তাতে তাত্ত্বিক ও পার্টিগত দিকে আমি অধিক সময় দিতে পারছি।" বাধা যত অনতিক্রমণীয় হোক তা তুচ্ছ করে মার্কস 'ক্যাপিটাল' রচনার কাজে সমাহিত রইলেন।

'ক্যাপিটাল' রচনার কাজ চলাকালীন বিশেষ করে ১৮৬৪ থেকে ১৮৭২ সাল

পর্যন্ত মার্কস আত্মনিয়োগ করেছিলেন আন্তর্জাতিকের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে সাংগঠনিক কাজের মেলবন্ধন তিনি সারাজীবনই করতে চেয়েছিলেন, এ পর্যায়ে তাঁর সেই চেষ্টা সর্বোচ্চ সাফল্যলাভ করে। আগেই বলা হয়েছে মার্কস আন্তর্জাতিকের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক কোনটাই ছিলেন না। পদাধিকারে তিনি ছিলেন জার্মানীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। তবে বলা বাহুল্য তিনিই ছিলেন সম্পাদকমণ্ডলীর কেন্দ্রবিন্দু। তিনি যে পদেই থাকুন বুর্জোয়ারা ঠিকই জানতো যে এই ভদ্রলোকই ইণ্টারন্যাশনালের তাত্ত্বিক নেতা ও প্রধান উপদেষ্টা। তাই আক্রমণের লক্ষ্যও ছিলেন তিনি। বুর্জোয়া প্রেস থেকে সুকৌশলে তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা হল, তিনি আন্তর্জাতিকতার বিষয়টিই বেশী ভাবেন, একজন জার্মান হিসেবে তাঁর মধ্যে জাতীযতা ও দেশপ্রেমের অভাব রয়েছে।

কিন্তু মার্কসের জীবন ও কর্মকাণ্ড যাঁরা অনুসরণ করবেন তাঁরা দেখবেন এই কুৎসা কত মিথ্যা। যৌবনে প্রুশিয় সরকার কর্তৃক দেশ থেকে বিতাড়িত, নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত মার্কস যখনই সামান্যতম সুযোগ পেয়েছেন ছুটে গেছেন দেশের মাটিতে, প্রবাসে থেকেও দেশের প্রতিটি বিষয়ের প্রতি নজর রেখেছেন তাই নয়, সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কমিউনিস্ট লীগের যুগে এবং আন্তর্জাতিকের কালে তিনি অন্য কোন পদ গ্রহণে আগ্রহী না হলেও জার্মান শাখার সম্পাদক পদটি কখনও অবহেলা করেন নি। পিতৃভূমি জার্মানীর ভালমন্দ, রাজনৈতিক উত্থান পতন, বৈপ্লবিক সংগ্রামে অগ্রগতি ও স্থিতাবস্থা ইত্যাদির প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল সর্বদা সজাগ। তাঁর জীবনকালে জার্মানীতে এমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি বা এমন কোন পরিস্থিতি দেখা দেয় নি যার সম্পর্কে তাঁর কোন পর্যালোচনা বা দিক দিশারী মন্তব্য নেই। বিশ্বের ইতিহাসে মার্কসই প্রথম মানুষ, যিনি সারা জীবন কোন দেশের নাগরিক ছিলেন না। বিশ্বনাগরিকত্বই তাঁর পরিচয়। সর্বহারার দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে তাঁর শিক্ষার মর্মবস্তু হল—দেশের জনগণের প্রতি ভালবাসা ও জনগণের শত্রুদের প্রতি ঘৃণা এবং দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে সংহতিবোধ।

জার্মানীর বিপ্লবের প্রশ্নে লাসালের সঙ্গে মার্কসের মতবিরোধের উৎসও দেশপ্রেম। দেশের মানুষকে ভালবেসেছিলেন বলেই তাদের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করতে ব্যাক্তিগত বন্ধু লাসালের বিরোধিতা করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। ১৮৬৪ সালে এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে লাসাল নিহত হন। কিন্তু তাঁর সুবিধাবাদী চিন্তাধারা অনুগামীরা আরও নগ্নভাবে বহন করে চলছিলেন। লাসালপন্থী নেতা যোহান শ্বাইৎসার বার্লিন শ্রমিক সমিতির মুখপত্র হিসেবে 'ডেয়ার সোস্যাল ডেমোক্রাট' প্রকাশ করেন।

লীবনেখ্‌ট এই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন। লাসালপন্থীদের প্রাধান্য থাকলেও সহযোগিতা করার অনুরোধ পাওয়া মাত্রই মার্কস-এঙ্গেলস রাজী হয়ে গেলেন। ইণ্টারন্যাশনালের আবেদন পত্র ও নিয়মাবলী এই পত্রিকায় জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হল। এছাড়া মার্কস-এঙ্গেলস বেশ কয়েকটি নিবন্ধে সুবিধাবাদী নীতিগুলি বিশেষ করে বিসমার্কের সরকারের সঙ্গে কোন রকমের আপোষের বিপদ সম্পর্কে জার্মানীর শ্রমিকদের বারবার সতর্ক করে দিলেন। প্রুশিয় সরকার সমাজতন্ত্র নিয়ে আসবে, লাসালের এই অন্তঃসারশূন্য মোহ থেকে যদি শ্রমিকশ্রেণীকে মুক্ত না করা যায় তাহলে জার্মানীর বিপ্লবের সর্বনাশ হয়ে যাবে, সংগ্রামের সূচিমুখ বিপথ চালিত হবে। তাই মার্কস সমস্ত বিষয় উদ্ঘাটিত করে একটি পুস্তিকা রচনার জন্য এঙ্গেলসকে অনুরোধ করে পাঠালেন। এঙ্গেলস একমাসের মধ্যেই পুস্তিকা রচনা করে পাণ্ডুলিপি মার্কসের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিছু সংশোধন, সংযোজন করে 'প্রুশিয় সামরিক প্রশ্ন ও জার্মান শ্রমিক পার্টি' নামে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হল। ইতিমধ্যে জানাজানি হয়ে গেল যে স্বাইৎসার হল বিসমার্কের বেতনভুক গোপন এজেণ্ট। সঙ্গে সঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলস 'ডেযার সোশ্যাল ডেমোক্রাট' পত্রিকার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। উপরোক্ত পুস্তিকায় বলা হল জনগণের প্রধান শত্রু প্রুশিয় সামরিক রাষ্ট্র, এই শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গেলে শ্রমিকশ্রেণীকে কৃষক ও পেটি-বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়াদের একাংশের সঙ্গে জোট বাঁধতে হবে। সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া ও অভিজাতদের সঙ্গে জোট বাঁধা থেকে বিরত থাকতে হবে। তা সত্ত্বেও বুর্জোয়ারা যদি ১৮৪৮-৪৯ সালের মতো বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীকে এঙ্গেলস আরও বললেন, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের স্বার্থেই শ্রমিকশ্রেণীকে গণতন্ত্রের লড়াইকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু বুর্জোয়াদের সঙ্গে জোটবদ্ধ-আন্দোলন যেন তাদের লেজুড়বৃত্তিতে পরিণত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এরজন্য একান্তভাবে প্রয়োজন বুর্জোয়াদের প্রভাবমুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব পার্টি।

লাসাল ও স্বাইৎসারের প্রভাব থেকে মুক্ত করে ইণ্টারন্যাশনালের ভিত্তি জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে গড়ে তুলতে মার্কস এবার বেশ কয়েকজন বিশ্বস্ত কমরেডের সাহায্য পেলেন। লীবনেখ্‌ট বার্লিন থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর লাইপ্‌ৎসিকে, লুডভিগ কুগেলমান হানোভারে, অগাস্ট ফোগ্‌ট বার্লিনে, ভিলহেম ক্লাইন সোলিঙ্গেনে মার্কসের মতাদর্শ সামনে রেখে আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছেন। এসব কমরেড

জার্মানীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন শহরে ইণ্টারন্যাশনালের শাখা গঠন করলেন। বাইরের জগতে জেনেভায় যোহান ফিলিপ বেকার ইণ্টারন্যাশনালের মুখপত্র 'ডেয়ার ফোর-বোর্টে' জার্মান ভাষায় প্রকাশ করেন। এই ভদ্রলোক ছিলেন একজন প্রথম সারির মার্কসবাদী। জার্মানীর অভ্যন্তরে নতুন যাঁরা এগিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম অগাস্ট বেবেল। ১৮৬৭ সালে বেবেল জার্মান শ্রমিক সমিতি সমূহের ফেডারেশনের সভাপতি পদে নির্বাচিত হন এবং লীবনেখ্‌টের সুপারিশে ইণ্টার-ন্যাশনালের সদস্যপদ লাভ করেন।

ইণ্টারন্যশনালের কাজকর্ম সম্পর্কে মার্কস জার্মানীতে সবচেয়ে বেশী পত্রালাপ করতেন লীবনেখ্‌টের সঙ্গে। এই সব চিঠি পুলিশ খুলত বলে তাঁরা ছদ্মনামে চিঠি লিখতেন। মার্কস ব্যবহার করতেন এ. উইলিয়ামস নাম এবং লীবনেখ্‌ট জে মিলাব নাম। স্থানীয়ভাবে সাধারণ পরিষদের কেন্দ্রীয় দলিলপত্র প্রকাশের দায়িত্বও ছিল লীবনেখ্‌টের উপর। এই সময় লাইপ্‌ৎসিকের প্রেস কর্মীরা ধর্মঘটে নামলে মার্কসের কাছে সংবাদ পৌছন মাত্র তিনি বিভিন্ন দেশের ইণ্টারন্যাশনালের কেন্দ্র-গুলিকে সমর্থন জানান ও অর্থ পাঠাবার জন্য আবেদন জানালেন। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে লণ্ডন, প্যারিস, ব্রাসেলস, ভিয়েনা, সেণ্টপিটার্সবুর্গ, রিগা প্রভৃতি কেন্দ্র থেকে অর্থ সাহায্য এল লাইপ্‌ৎসিকের ধর্মঘটী প্রেস শ্রমিকদের কাছে। শ্রেণীসংহতি ও শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হল। একবছর পরে লণ্ডনের দর্জিরা যখন মালিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন তখন মালিকরা জার্মানী থেকে দর্জি এনে আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা করে। মার্কস জার্মানীর দর্জিদের কাছে আন্দোলন ভাঙতে দেশ ছেড়ে না আসার জন্য এবং লণ্ডনের দর্জিবন্ধুদের সংগ্রামের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করতে আবেদন জানালেন। মার্কসের আবেদনে কাজ হল। দর্জিরা এলেন না, যাঁরা এসে পড়েছিলেন দেশে ফিরে গেলেন।

এইভাবে মার্কসের প্রভাব দুর্বার গতিতে ছড়িয়ে পড়ছিল জার্মানীর অভ্যন্তরে। প্রুশিয় প্রধানমন্ত্রী বিসমার্ক প্রমাদ গুণলেন। তাঁরা ফিকির খুঁজতে লাগলেন কীভাবে মার্কসকে আয়ত্তে আনা যায়। মার্কসের আর্থিক অভাব তাঁদের অজানা ছিল না। এবার প্রস্তাব পাঠালেন বিসমার্ক সরকারী পত্রিকায় মোটা অর্থের পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শেয়ার বাজার সম্পর্কে নিয়মিত লেখা পাঠাতে। মার্কস ঘৃণার সঙ্গে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। দ্বিতীয়বার তিনি যখন হানোভারে ডাঃ কুগেল-মানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন তখন বিসমার্কের একজন এজেণ্ট আরেকটি লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে তাঁর কাছে আসেন এবং 'জার্মান জনগণের স্বার্থে তাঁর মহান প্রতিভা নিয়োগ করার' আবেদন পেশ করেন। মার্কস তীব্র ধিক্কারে প্রস্তাব ফিরিয়ে

দিলেন এবং বলে পাঠালেন জার্মান জনগণের সেবা তিনি নিজস্ব পদ্ধতিতেই করে যাবেন।

ইণ্টারন্যাশনালের সাধারণ পরিষদে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনেক সময় বিতর্ক দেখা দিত এবং সমাধান হত প্রায়শই মার্কসের হস্তক্ষেপে। ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের লক্ষ্য ও কর্তব্য নিয়ে বিতর্কে একবার একজন ইংরেজ প্রতিনিধি বললেন, ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে কাজকর্ম করা তাদের পক্ষে স্বার্থহানিকর। কারণ শ্রমিকদের দাবীদাওয়ার আন্দোলনের ফলে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি হলে বাজারে জিনিসপত্রের দামও বেড়ে যায়। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও বিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্কিত এই জাতীয় প্রশ্ন আজও কখনও কখনও উত্থাপিত হতে দেখা যায়। শ্রমিক কর্মচারীর বেতন বাড়লে জিনিস পত্রের দাম বাড়ে বা মুদ্রাস্ফীতি হয় এ ধরনের প্রচার ভারতের মতো দেশে এখনও রাষ্ট্র শক্তি বা বুর্জোয়া পত্র পত্রিকার পক্ষ থেকে করতে শোনা যায়। ইণ্টারন্যাশনালের সাধারণ পরিষদের দুটি অধিবেশনে মার্কস এর উত্তর দিয়েছিলেন। তাঁর সেই ভাষণ দুটি 'মজুরি, মূল্য, ও মুনাফা' নামে পরিচিত। এই বক্তব্যটি তিনি তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে পরবর্তীকালে আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। এই ভাষণে মার্কস বলেন, মজুরি বৃদ্ধির জন্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আবশ্যিক, কারণ পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বাঁচার মতো ন্যূন ম মান অর্জন করার চেষ্টা করতেই হবে। পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থার মধ্যে এই সংগ্রাম অবিরাম চলবে: ট্রেড ইউনিয়নগুলি হবে পুঁজির জবরদখলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দুর্গস্বরূপ। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নগুলি যেন অর্থনীতিবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়ে যায় সেদিকেও মার্কস সতর্ক করে দিলেন। শোষণের সমগ্র ব্যবস্থাটি ধ্বংস করে নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলাই শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব। আর এই দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত হয়ে ওঠার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন হবে পাঠশালা ও সংগঠিত শক্তি।

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির প্রথম জেনেভা কংগ্রেসে মার্কস 'ক্যাপিটাল' রচনায় ব্যস্ত থাকার জন্য যোগ দিতে পারেন নি। কিন্তু সমস্ত প্রস্তুতি আগেই সম্পূর্ণ করে দিয়েছিলেন সাধারণ পরিষদের সভায়। তাঁর রচিত সমস্ত প্রস্তাবাবলী কংগ্রেসে পাশ হয়। ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রাম, সমবায়, কাজের সময় আট ঘণ্টা করার প্রস্তাব, শিল্পশ্রমিকদের কর্মভার লাঘব, নারীশ্রমিকদের স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি কংগ্রেসে গৃহীত হয়। এইভাবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বৈপ্লবিক সাংগঠনিক নীতি স্বীকৃত হল আন্তর্জাতিক সংগঠনের মধ্যে।

জার্মানীর ঐক্যের জনপ্রিয় দাবীটি নিয়ে প্রুশিয় সরকারের প্রধান বিসমার্ক নতুন

খেলায় মেতে উঠলেন। যুদ্ধের মাধ্যমে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এই ছিল তাঁর শ্লোগান। এই শ্লোগান অর্থাৎ সমগ্র জার্মানীর উপর প্রুশিয়ার আধিপত্য বিস্তার করতে হবে এই লক্ষ্য নিয়ে ১৮৬৬ সালে বিসমার্ক অস্ট্রিয়া, স্যাকসনি ও অন্য কয়েকটি ছোট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। এই যুদ্ধের অপর লক্ষ্য ছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একীকরণের আন্দোলন স্তব্ধ করা। বুর্জোয়ারা বিসমার্কের পক্ষে দাঁড়িয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রচারে মেতে উঠল। ইণ্টারন্যাশনালের নেতৃবৃন্দ লীবনেখ্‌ট, বেবেল প্রমুখ চেষ্টা করলেন যাতে যুদ্ধের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক একীকরণের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা যায়। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত বিপ্লবী পার্টির অভাবে এই প্রয়াস উগ্র জাতীয়তাবাদী জিগিরের মুখে তেমন উল্লেখযোগ্য প্রভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হল না।

মার্কস বুঝতে পারলেন এই যুদ্ধে প্রুশিয়ার জয়লাভের পরিণতি হবে সমগ্র জার্মানীর উপর জাঙ্কার-বৃহৎ বুর্জোয়া সমরবাদের বিপর্যয়কর আধিপত্য এবং তলোয়ার ও চাবুকের শাসন। হলও তাই। ১৮৬৬ সালের ৩ জুলাই অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে প্রুশিয়া বাইশটি একক রাষ্ট্র ও উত্তর জার্মান ফেডারেশনের মুক্ত শহরগুলি দখলে নিয়ে এল। এইভাবে সমরবাদের মধ্য দিয়ে জার্মানীর একীকরণ প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেললেন বিসমার্ক। জার্মানীর শ্রমিকশ্রেণীর সামনে এখন একমাত্র শত্রু জাঙ্কার-বৃহৎবুর্জোয়া সমরবাদ। মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের অনুগামীদের পরামর্শ দিলেন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের দাবীতে শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করতে ও সমস্ত বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া প্রভাবমুক্ত একটি স্বতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গড়ে তুলতে।

৩

ইণ্টারন্যাশনালের কাজে সময় ও শ্রম দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত না হলেও মার্কসের এই সময়ে প্রধান সাধনা ছিল 'ক্যাপিটাল' রচনা। ১৮৪৪ সাল থেকে তিনি অর্থনীতি বিষয়ে অনুসন্ধান করে আসছিলেন। পুঁজিবাদের অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করাই ছিল প্রাথমিক কাজ। এই অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার মধ্য দিয়েই তিনি বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলেন তাই নয়, আবিষ্কারকও হলেন। বিশবছরেরও বেশী সময় ধরে গবেষণার ফলশ্রুতি 'ক্যাপিটাল' মহাগ্রন্থ। এই গ্রন্থ রচনায় যে বিপুল পরিমাণ পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ তাঁকে করতে হয়েছিল তার কোন সীমা পরিসীমা ছিল না।

লণ্ডনের প্রবাস জীবনে রাজনৈতিক কাজকর্ম ছাড়া তাঁর সময় কাটত প্রধানত নিজের বাড়ীর পড়ার ঘরে ও লণ্ডন মিউজিয়ামে। ঘরের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত দেওয়ালে ঠাসা বই ও পাণ্ডুলিপি, লেখার টেবিলও বইতে উপচে পড়ছে। আসবাব

বলতে একটি চেয়ার ও একটি আরাম কেদারা। সারা দিন রাত, কখনও কখনও গোটা সপ্তাহ পড়ার টেবিল থেকে নড়তেন না। পড়া ও লেখার ফাঁকে ফাঁকে ঘরের মধ্যে পায়চারি করা ছিল তাঁর অভ্যাস। এর ফলে মেঝেতে পা চলতি একটা দাগ হয়ে গিয়েছিল। আর সাথী ছিল সস্তা দামের চুরুট। ধূমপানে অত্যধিক আসক্তি তাঁর শরীরের ক্ষতিও করেছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে ডাক্তারদের নিষেধ তিনি কোনদিন মান্য করতে পারেন নি। রসিকতা করে বলতেন, 'ক্যাপিটাল' লিখতে গিয়ে যতো চুরুট টেনেছি এই বই বিক্রী থেকে ততো টাকাও বোধ করি উঠবে না।'

'ক্যাপিটাল' রচনার প্রস্তুতি হিসেবে মার্কসকে পড়তে হয়েছিল পনেরশোরও বেশি বই। এইসব বই থেকে উদ্ধৃতি ও নোট নিতে গিয়ে পাহাড় জমা হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া বই-এর পাশে পাশে মন্তব্য লেখা ও দাগ দেওয়া ছিল তাঁর পঠন রীতি। স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ, যে কোন বই হাতে নিয়েই কোন্ পৃষ্ঠায় তার প্রার্থিত বিষয়টি রয়েছে মুহূর্তের মধ্যে বের করতে পারতেন। বই সম্পর্কে তিনি বলতেন, "ওরা হচ্ছে আমার দাসানুদাস, আমার ইচ্ছাপূরণ ওদের করতেই হবে।" 'ক্যাপিটাল' রচনার কাজ যত এগিয়েছে ততো দারিদ্র্য যেন তাঁকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। বন্ধকী দোকানের উপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকার মাঝখানে কোন বড় কাজ করে ওঠা যে কত দুঃসাধ্য তা মার্কস অস্থিমজ্জায় অনুভব করেছিলেন। একবার খুবই বিরক্তির সঙ্গে এঙ্গেলসকে লিখলেন, "পরিবারের ভরণপোষণের জন্য আমার যদি যথেষ্ট অর্থ থাকত আর বইটা লেখা শেষ করতে পারতাম তাহলে আজ বা কাল একটা মড়ার মতো আমাকে ভাগাড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেও আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ করার থাকত না।" ডাঃ কুগেলমানকে লিখিত চিঠিতে জেনী বলেছেন, "বিশ্বাস করুন, এর থেকে দুঃসহ পরিস্থিতিতে আর কোন বই বোধ করি লেখা হয় নি।" জেনীর সেবা এবং এঙ্গেলসের সহায়তা ও উৎসাহ একমাত্র ভরসা যার উপর নির্ভর করে মার্কস এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করতে পারলেন।

১৮৬৭ সালের মার্চ মাসে 'ক্যাপিটালের' প্রথম খণ্ড রচনার কাজ শেষ হল। বাড়ীতে উৎসবের সাড়া পড়ে গেল, যদিও উপকরণ কিছু নেই। তৎক্ষণাৎ জানান হল সুখবরটা এঙ্গেলসকে। এখন হামবুর্গে যেতে হবে পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশক মাইস্নার-এর কাছে। কিন্তু কি করে যাবেন? পোষাক, ঘড়ি সমস্ত কিছু বন্ধকী দোকানে বাঁধা পড়ে আছে। এঙ্গেলস টাকা পাঠালেন। সেই টাকায় বন্ধকী দোকান থেকে পোষাক ছাড়িয়ে, টিকিট সংগ্রহ করে যাত্রা করলেন পাণ্ডুলিপি নিয়ে। হামবুর্গে প্রকাশকের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে হানোভার-এ গেলেন বন্ধু ডাঃ কুগেল-মানের সঙ্গে কয়েকদিন অতিবাহিত করার জন্য। তারপরে লণ্ডনে ফিরে এলেন

মে মাসের মাঝামাঝি। ইতিমধ্যে ছাপার কাজ শুরু হয়েছে। প্রুফ সংশোধন চলতে লাগল। এঙ্গেলসের সঙ্গে পরামর্শ করলেন বইয়ের পরিশিষ্টে কিছু সংযোজন করার ব্যাপারে। অবশেষে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি প্রুফ সংশোধনের কাজ শেষ হল। গ্রন্থাকারে 'ক্যাপিটাল' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল ১৮৬৭ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর হামবুর্গে।

'ক্যাপিটাল' বিশ্বের সর্বকালের মহত্তম সৃষ্টিগুলির অন্যতম। এঙ্গেলস বলেছেন, "শ্রমিকশ্রেণীর প্রয়োজনীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'ক্যাপিটালে'র মতো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি।" এই গ্রন্থটি প্রাথমিক পাঠের জন্য নয়। রাজনৈতিক অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আয়ত্ত না করে এই গ্রন্থ পাঠে অগ্রসর হলে দুর্বোধ্য মনে হবে। এর দুরূহতা সম্পর্কে মার্কস নিজেই সচেতন ছিলেন। তিনি বলেছেন, "বিজ্ঞানের পথ সহজ নয় এবং যাঁরা পর্বত শৃঙ্গে উঠবার চড়াই-এর কথা ভেবে অবসন্ন বা ভীত হয়ে পড়বেন না, তাঁরাই একমাত্র আলোকোজ্জ্বল শীর্ষচূড়া দেখতে পাবেন।"[১] এই মহাগ্রন্থের চারটি খণ্ডের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ আজও প্রকাশিত হয় নি। কয়েক বছর আগে একটি প্রকাশন সংস্থার পক্ষে চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু প্রথম খণ্ডের একটি অংশমাত্র বাংলায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বিপ্লবী আন্দোলনের পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এ একটা মস্ত অভাব।

"মার্কসবাদ কেবল সমাজবাদেরই তত্ত্ব নয়, মার্কসবাদ হলো এক সামগ্রিক বিশ্বদৃষ্টি, এক নতুন দার্শনিক পদ্ধতি। সেই বিশ্বদৃষ্টি বা দার্শনিক পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে এসেছে মার্কসের শ্রমিক-সমাজবাদ।"[২] এই বিশ্বদৃষ্টির মূল তত্ত্বই ক্যাপিটাল গ্রন্থ—সমাজবাদের এক বিশ্বকোষ। ক্যাপিটাল গ্রন্থের দ্বিতীয় শিরোনাম 'এ ক্রিটিক অফ্ পলিটিক্যাল ইকনমি'। এই গ্রন্থকে লেনিন মার্কসবাদের গভীরতম, সর্বব্যাপী ও সম্যক প্রয়োগের অখণ্ডরূপ বলে অভিহিত করেছেন। ধনতান্ত্রিক সমাজের গতি-প্রকৃতির অর্থনৈতিক নিয়মাবলী অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব, বিকাশ ও ধ্বংসের নিয়মাবলী এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্য :

"মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে সমগ্র পুঁজিবাদী সমাজ গঠনকে একটি জীবন্ত সত্তারূপে হাজির করেছেন। সেই সমাজ গঠনের বিশ্লেষণে তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন এর দৈনন্দিন রূপ, পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্বন্ধের মধ্যে উদ্ভূত শ্রেণীবিরোধের সামাজিক প্রকাশের বাস্তব রূপ এবং নগ্ন করে দেখিয়েছেন সেই বুর্জোয়া রাজনৈতিক বহির্গঠন

---

১. ক্যাপিটাল—প্রথম খণ্ড। পৃঃ ২১

২. জে. ভি. স্তালিন—গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড পৃঃ ২৯৭

গুলিকে (উপরিতলের রাষ্ট্র প্রভৃতি)—যে বহির্গঠন স্বাধীনতা, সমতা প্রভৃতি বুর্জোয়া ভাবধারা ও বুর্জোয়া পারিবারিক সম্বন্ধের সাহায্যে পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রভুত্ব রক্ষা করে।"

বুর্জোয়া সমাজদেহের ব্যবচ্ছেদ করে তিনি তার সমস্ত রহস্যভেদ করে প্রথম তিনটি খণ্ডে সন্নিবেশিত করেছেন। প্রথম খণ্ডে রয়েছে পুঁজির উৎপাদন ধারার বিশ্লেষণ, দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে পুঁজির প্রচলন ধারার বিশ্লেষণ এবং তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে সমগ্রভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির বিশ্লেষণ। চতুর্থ খণ্ডে আলোচিত হয়েছে উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব। মার্কস অর্থনৈতিক আলোচনাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে সাজিয়ে এক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর দ্বারা বহু মৌলিক অর্থনৈতিক তত্ত্বমূলক সিদ্ধান্তেও পৌঁছেছেন।

গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা ও দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে মার্কস 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের তৎকালে লভ্য সমস্ত সিদ্ধান্তগুলিকে চুলচেরা ব্যাখ্যা করে তার অসারতা প্রমাণ করে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা করেছেন। পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্ক, পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন পুঁজিবাদে শ্রেণীসংগ্রামের গতিমুখ সর্বদাই ধাবিত হবে পুঁজিবাদী শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের বিজয়ের অভিমুখে।

'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে মার্কসের মহৎ অবদানগুলির মধ্যে অন্যতম 'মূল্যের শ্রমতত্ত্বের' মূল্যায়ন। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো ইতিপূর্বে শ্রমতত্ত্বটি উদ্ভাবন করেন। তিনি বলেছিলেন, শ্রমিকের কায়িক শ্রমই একমাত্র সৃজনীশক্তি এবং এই শ্রমদ্বারাই পণ্যের মূল্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু তিনি এই তত্ত্বের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচনা করতে পারেন নি। মার্কসই প্রথম 'মূল্যের শ্রমতত্ত্ব'কে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা দেন। অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে তিনি দেখিয়েছেন এক বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে শ্রম (labour) মূল্যে (value) রূপান্তরিত হয়। 'পণ্য'-কে 'বুর্জোয়া সমাজের অর্থনৈতিক একক' হিসেবে তিনি গণ্য করেছেন। তাঁর শ্রমতত্ত্ব অনুযায়ী পণ্যের মধ্যে নিহিত সামাজিক শ্রমের (Socially necessary labour) দ্বারাই পণ্যের মূল্য স্থিরীকৃত হয়। আর এই শ্রমতত্ত্ব দিয়েই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সমস্ত রহস্যের উদ্‌ঘাটন সম্ভব। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার শোষণ প্রক্রিয়াটি বুঝবার মাপকাঠি হল এই শ্রমতত্ত্ব।

নির্ধারিত মজুরিতে শ্রমিক তার শ্রমশক্তি (labour power) মালিক বা

পুঁজিপতির কাছে বিক্রী করে। শ্রমিকের এই শ্রমশক্তিই কলকারখানায় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপাদানের সাহায্যে শ্রমে অর্থাৎ পণ্যে রূপান্তরিত হয়। একটি পণ্য উৎপাদনে যতখানি সময় আবশ্যক হয় সেই সময় নিয়েই পণ্যের মধ্যেকার শ্রমের পরিমাণ স্থির করা হয়। প্রচলিত ব্যবস্থায় কোন পণ্যের উৎপাদনের জন্য যত সময়ের শ্রম প্রয়োজন হয় তত সময়ের শ্রমই হল ঐ পণ্যের মূল্যের মাপকাঠিস্বরূপ। কোন পণ্যের মূল্য স্বতই প্রকাশিত হতে পারে না। যখন ভিন্ন ধরনের এক বা একাধিক পণ্যের সঙ্গে ঐ পণ্যের বিনিময় হয়, তখনই প্রথম পণ্যটির মূল্য ঐ ভিন্ন ধরনের এক বা একাধিক পণ্যের সম্পর্কে আত্মপ্রকাশ করে। এই বিনিময় ছাড়া পণ্যের অন্তর্নিহিত মূল্য প্রকাশিত হয় না। ভিন্ন ভিন্ন ধরনের এক বা একাধিক পণ্যকে বলা যায় প্রথম পণ্যটির মূল্যের বা আপেক্ষিক মূল্যের রূপ। বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মধ্য দিয়ে মূল্যের রূপটির ক্রমবিকাশ ঘটেছে এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পৌঁছে মূল্যের মুদ্রা-রূপ (Moneyform of value) স্থায়িত্ব লাভ করেছে। বর্তমান পৃথিবীতে মুদ্রাই সকল পণ্যের মূল্যের সর্বসম্মতরূপ।

পুঁজিপতিরা তাদের পণ্য বাজারে নিয়ে গিয়ে তার অন্তর্নিহিত শ্রম বা মূল্যকে মুদ্রার সঙ্গে বিনিময় অর্থাৎ বিক্রী করে মুদ্রায় পরিণত করে। এর থেকেই তারা লাভ করে মুদ্রার আকারে উদ্বৃত্ত-মূল্য। সেই উদ্বৃত্ত-মূল্যকে খাজনা, সুদ ও মুনাফা হিসেবে ভাগ করে জমিদার, ব্যাঙ্ক মালিক ও শিল্পপতি নিজ নিজ ভাগ বুঝে নেয়। অতএব শ্রমিক তার শ্রমের দ্বারা যে মূল্য সৃষ্টি করে তারই একটা ক্ষুদ্র অংশ মজুরি হিসেবে পায়, বাকী বৃহদংশ অন্যান্য বিভিন্ন নামের মূলধনীরা ভাগ করে নেয়। মার্কস তাঁর গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, শ্রমিককে বঞ্চিত করা এই উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করবার উদ্দেশ্যেই পুঁজিপতিরা কলকারখানায় পণ্য উৎপাদন করে, আর একেই বলে 'পুঁজিপতিদের দ্বারা শ্রমিক শোষণ।' শোষণই হলো পুঁজিবাদী সমাজের মূলভিত্তি। এটাই হলো মার্কসের মূল্যের শ্রমতত্ত্বের সারকথা।

ধনতান্ত্রিক সমাজের শোষণের মূল ভিত্তি হলো উদ্বৃত্ত-মূল্য। ক্যাপিটাল মহাগ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডটি সম্পূর্ণই তিনি নিয়োজিত করেছেন এই 'উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্ব' বিশ্লেষণে।

মার্কস বলেছেন, "উদ্বৃত্ত মূল্য হল বুর্জোয়া সমাজের নিষ্কর্মা ও অলসদের আয়।" তিনি পুঁজিকে রক্তচোষা বাদুড়ের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন এই রক্তচোষা "বাদুড়" বেঁচে থাকে জীবন্ত শ্রমকে (অর্থাৎ শ্রমিককে) শোষণ করে, আর যতোবেশী সে বাঁচে ততো বেশী করে সে জীবন্ত শ্রমের শোষণ তীব্র করে। অথচ এই শোষণ ক্রিয়াটাই এতকাল পুঁজিবাদীদের অর্থভুক অর্থনীতিবিদরা আড়াল করে এসেছেন নানা তাত্ত্বিক

বাতাবরণে। তাঁরা শ্রমিকের মজুরির ব্যাপারটা এমন ভাবে ব্যাখ্যা করেন যেন শ্রমিক প্রতিদিন যতো উৎপাদন করে তার পূর্ণ মূল্যই সে পেয়ে থাকে। মার্কস 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে বুর্জোয়াদের এই কারচুপিকে ফাঁস করে দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে ধনতান্ত্রিক সমাজের মজুরি প্রথার মধ্যেই নিহিত রয়েছে শ্রমিক শোষণের সমগ্র কৌশলটি। যেমন, একজন শ্রমিক কোনো কারখানায় আটঘন্টা কাজ করে ১০০ টাকা মূল্যের পণ্য উৎপন্ন করে। এই আট ঘন্টার মধ্যে দু ঘন্টার শ্রম দ্বারা সে একদিনের পূর্ণ মজুরির (মালিক তাকে যা দেয়) সমান মূল্য উৎপাদন করে। অর্থাৎ সেই শ্রমিক তার আট ঘন্টার শ্রমের মধ্যে দু ঘন্টার শ্রমের দাম ২৫ টাকা মজুরি হিসেবে পায়, বাকী ছ ঘন্টার শ্রমের দাম বাবদ সে এক পয়সাও পায় না। এই ছ ঘন্টার শ্রমের মূল্যবাবদ ৭৫ টাকা মালিকরা উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসেবে আত্মসাৎ করে। শ্রমিকটির দু ঘন্টার শ্রম হলো মার্কসের ভাষায় ক্রীতশ্রম (Paid labour) আর বাকী ছ ঘন্টার শ্রম অক্রীতশ্রম (Unpaid labour)।

লেনিন তাই উদ্বৃত্তমূল্যের তত্ত্বকেই মার্কসীয় অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভরূপে অভিহিত করেছেন। এই তত্ত্বই আমাদের দেখিয়েছে, কি ভাবে মজুরি দিয়ে শ্রমিক নিয়োগ এবং শ্রমশক্তির কেনা বেচার মাধ্যমে কলকারখানা, জমি ইত্যাদির কতিপয় মালিক কোটি কোটি শ্রমিককে অমানবিক শোষণ ও মজুরি দাসত্বের নাগপাশে আবদ্ধ করেছে। পুঁজিবাদের বিকাশ ধারার বিশ্লেষণ করে মার্কস দেখিয়েছেন ধনতন্ত্র কিভাবে পুঁজির পুঞ্জীভবন করে ক্ষুদ্র শিল্পকে ক্রমশ গ্রাস করে বৃহৎ ও একচেটিয়া পুঁজির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ধনতন্ত্রের সর্বাধিক বিকাশের ফলেই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান দুস্তর হয়ে উঠছে এবং বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ ক্রমশ চরম রূপ ধারণ করছে।

মার্কস আরও প্রমাণ করেছেন যে উদ্বৃত্তমূল্য বেশীমাত্রায় আত্মসাৎ করার জন্যই বুর্জোয়ারা নতুন নতুন যন্ত্রের প্রবর্তন করে উৎপাদন ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। যন্ত্রের দ্বারাই পুঁজি শ্রমিকশ্রেণীকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে। মার্কস দেখিয়েছেন, পুঁজিপতিদের দ্বারা শ্রমিক শোষণের উদ্দেশ্যে যন্ত্রের এই ব্যবহারের ফলে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তার অবসান হবে অনিবার্যভাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংসসাধনে আর সমাজতান্ত্রিক-উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায়।

'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের রচনারীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অসংখ্য ঐতিহাসিক তথ্য ও যুক্তির সমাবেশ। শিল্পোন্নত গ্রেট ব্রিটেনের পুঁজিবাদী সমাজের শোষণ প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে অজস্র দৃষ্টান্তের সাহায্যে মার্কস দেখিয়েছেন শ্রমিক আর শ্রমজীবী জনসাধারণের রক্ত শুষে ও অস্থিমজ্জা চর্বন করেই পুঁজিবাদের শ্রীবৃদ্ধি।

তাই মার্কসের ভাষায়, "পুঁজির মাথা দিয়ে, পা দিয়ে এবং প্রত্যেকটি রন্ধ্র দিয়েই ঝরে পড়ছে বিন্দু বিন্দু রক্ত, নিস্রাবিত হচ্ছে অসহ্য পুঁতিগন্ধ।"[১] উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করার অতিরিক্ত লোভ থেকে বুর্জোয়া অর্থনীতির সংকটও দেখা দেয়। পণ্যোৎপাদনের সামাজিক রূপের সঙ্গে ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের মুনাফার দ্বন্দ্ব রয়েছে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকেই পণ্যোৎপাদনে অরাজকতা দেখা দেয়। ক্রমশ অধিক পরিমাণ পুঁজি শিল্পে নিয়োজিত হয়ে উৎপাদন শক্তিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি করে এবং এরদ্বারা যন্ত্রপাতি ও শিল্পকৌশলের দ্রুত উন্নতি হয়। অপরদিকে শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। মোট মজুরির পরিমাণও কমে যায়। মোট মজুরির পরিমাণ অর্থাৎ সমাজের সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত মুনাফার আশায় পুঁজিপতিরা জিনিষের মূল্যও বৃদ্ধি করে। ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেলে, জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি পেলে বাজারে জিনিষ অবিক্রীত থাকে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সংকট দেখা দেয়।

এই সংকট বিশ্লেষণ করে মার্কস বলেছেন, শ্রমিকরা নিজেদের শ্রম দিয়ে যে পণ্য উৎপাদন করে তা ক্রয় করার ক্ষমতা তাদের থাকে না। সুতরাং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই এই সংকটের চেহারা প্রকট করে তোলে। আর দ্বন্দ্ব নিরসন করার কোন কৌশল পুঁজিপতিদের জানা নেই। কৃষিতে ধনতান্ত্রিক শোষণের গতি প্রকৃতির চিত্রটিও তিনি 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করেছেন এবং কৃষক সম্প্রদায়ের মুক্তির পথও নির্দেশ করেছেন।

পুঁজির একীকরণ ও কেন্দ্রীকরণ (Concentration and Centralisation) হওয়ার ফলে বিকশিত পুঁজিবাদী সমাজে কি ভাবে চরম সংকট দেখা দেয় এবং শ্রমজীবী জনগণের দারিদ্র্য ও দুঃখ কিরূপে সীমাহীন ভাবে বৃদ্ধি পায় তার চিত্র মার্কস নিঃখুত ভাবে অঙ্কন করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এর চরম পরিণতি সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন :

"পুঁজির বৃহৎ মালিক গোষ্ঠীর ক্রম হ্রাস প্রাপ্তির (অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজির সৃষ্টির) সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় ব্যাপক দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দশা, অত্যাচার, উৎপীড়ন, দাসত্ব, অধঃপতন ও শোষণ ; আর অপরদিকে বেড়ে ওঠে শ্রমিকশ্রেণীর বিদ্রোহ-বিপ্লব। পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী উৎপাদন ধারার মধ্য দিয়েই দ্রুত বৃদ্ধি পায় শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা ; তারা হয়ে ওঠে শৃঙ্খলাবদ্ধ ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত। পুঁজির যে একচেটিয়া অবস্থা পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হয়ে বেড়ে ওঠে, পুঁজির সেই একচেটিয়া অবস্থাই সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার

---

১. ক্যাপিটাল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭৬৪।

সামনে অনতিক্রমনীয় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। উৎপাদনের উপকরণসমূহের কেন্দ্রীভূত অবস্থা আর শ্রমের সামাজিক রূপ শেষে একটা সীমায় এসে পৌছয় যেখানে ঐগুলি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার খোলসের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে। তখনই এই খোলস ফেটে যায় টুকরো টুকরো হয়ে, পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির মৃত্যু ঘণ্টা বেজে ওঠে, শুরু হয় বঞ্চনাকারীদের বঞ্চিত হওয়ার পালা।”[১]

মার্কসের বৈপ্লবিক ভবিষ্যৎবাণী প্রথম সত্যে পরিণত হয় মহান লেনিন-স্তালিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে সোভিয়েত রুশিয়ায়। আজ তা আরও সম্প্রসারিত, এক-তৃতীয়াংশ বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির প্রতিষ্ঠিত। পুঁজিবাদী সমাজের অবসানে নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার রূপরেখাও মার্কস অঙ্কিত করেছেন তাঁর ‘ক্যাপিটাল’ গ্রন্থে। ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা, সুপরিকল্পিত বণ্টন, সামাজিক শ্রমের ভিত্তিতে দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন, উৎপাদনের সকল শাখার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, উৎপাদন শক্তিগুলির যুক্তিসম্মত সমাজভিত্তিক ব্যবহার, শ্রমজীবী জনসাধারণের সৃজনীশক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ইত্যাদি সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি তিনি সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কস বলেছেন, “যখন উৎপাদন হবে সমাজের সচেতন ও সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কেবল তখনই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনে ব্যবহৃত সামাজিক শ্রম সময়ের পরিমাণ এবং সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রীর জন্য সামাজিক চাহিদার সমতা।”[২] সমাজতান্ত্রিক সমাজে উদ্বৃত্ত দ্রব্যসামগ্রী সমগ্র সমাজের সম্পত্তি হয়ে উঠবে এবং শ্রমজীবী জনগণের জীবনের মান বিকশিত করবে।

ক্যাপিটাল গ্রন্থের বৈপ্লবিক শিক্ষার মর্মোদ্ধার করে লেনিন বলেছেন, “একথা বলা যায়, মার্কসের সম্পূর্ণ গ্রন্থখানিতে এই সত্যই উচ্চস্থান পেয়েছে যে, পুঁজিবাদী সমাজের মূল শক্তি মাত্র দুটি—পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণী। পুঁজিপতিশ্রেণী হলো পুঁজিবাদী সমাজের স্রষ্টা, তার পরিচালক; আর শ্রমিকশ্রেণী হলো পুঁজিপতি শ্রেণী ও পুঁজিবাদী সমাজের কবর খননকারী এবং একমাত্র শক্তি যা পুঁজিপতিশ্রেণীর স্থান দখল করতে পারে।”[৩]

মার্কস যখন ‘ক্যাপিটাল’ রচনা করেছিলেন তখন ছিল পুঁজিবাদের বিকাশের যুগ। এই গ্রন্থে বিশ্লেষিত তত্ত্বের আলোকে লেনিন তাঁর সমকালে পুঁজিবাদের

---

১. ক্যাপিটাল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭৬৩।

২. ক্যাপিটাল, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯৫

৩. লেনিন—সংগৃহীত রচনাবলী। ২৪ খণ্ড পৃঃ ১৫৯।

আরেকটি স্তর প্রত্যক্ষ করেছেন ও বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, প্রত্যেক দেশেই পুঁজিবাদী বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজিবাদে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়, সমাজের উপর একচেটিয়া পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম হয়। পুঁজিবাদের একচেটিয়া রূপগ্রহণ ও সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরের নিয়মটিই লেনিন 'সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' গ্রন্থে সূত্রবদ্ধ করেন। সাম্রাজ্যবাদ পতনোন্মুখ পুঁজিবাদ। এখান থেকেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগের সূচনা হয়েছে বাস্তব ক্ষেত্রে।

শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী মহা অস্ত্রভাণ্ডার মার্কসের এই 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থ। এর মধ্যেই স্তরে স্তরে সাজান আছে পুঁজিপতিদের সমস্ত অস্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য পাল্টা অস্ত্রসমূহ। এই অস্ত্রগুলিকেই শানিত করে ব্যবহার করেছেন লেনিন, স্তালিন, মাওসেতুঙ, হোচিমিন প্রমুখ বিপ্লবীরা এবং বিজয়ীও হয়েছেন। তাই আজও 'ক্যাপিটালের' প্রতিটি সিদ্ধান্ত, প্রতিটি শিক্ষা সমানভাবে সত্য ও কার্যকরী। তথাকথিত মার্ক্সীয় গবেষক, ছদ্ম মার্কসবাদী, সংশোধন-বাদী ও সংকীর্ণতাবাদীদের দূষণ প্রয়াস থেকে মুক্ত রেখে 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের মধ্যে বিধৃত মার্কসের শিক্ষাগুলির অনুশীলনের মধ্যেই আজ বিশ্বের সমস্ত দেশ ও জাতির সুস্থ ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।

৫

প্রথম খণ্ড প্রকাশের আগেই মার্কস মোটামুটিভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড রচনার কাজ শেষ করে রেখেছিলেন। কিন্তু ছাপাখানায় পাঠাবার উপযোগী করে যেতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর এঙ্গেলস এই কাজ নিজের কাধে তুলে নিলেন। মার্কসের দুর্বোধ্য হাতের লেখা পাঠ করা যেমন অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল তেমনি এই গ্রন্থের গভীরতার পরিমাপ করা এঙ্গেলস ছাড়া কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না।

প্রথম খণ্ড প্রকাশের পরে বুর্জোয়া পত্রপত্রিকাগুলি নীরবতার নীতি গ্রহণ করে চলল। ফলে মার্কসকে উদ্যোগ নিতে হলো যাতে এই গ্রন্থের মূল বিষয়গুলির প্রচার হয়। এঙ্গেলস ও ডাঃ কুগেলমান বিভিন্ন দেশে শ্রমিকদের পত্রপত্রিকাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। যোহান ফিলিপ বেকার তাঁর 'ডেয়ার ফোরবোটে' পত্রিকায় গ্রন্থটির ব্যাপক প্রচার করলেন। লীবনেখ্‌ট তাঁর 'ডোমোক্রাটিশেস ভোখেনব্লাট' পত্রিকায় নিয়মিত ক্যাপিটালের অংশবিশেষ প্রকাশ করতে লাগলেন। মার্কসের অনুগামীরা সর্বত্র শ্রমিকদের মধ্যে এইগ্রন্থের বক্তব্য নিয়ে বিভিন্ন সভাসমাবেশে বক্তৃতা দিতে লাগলেন নিয়মিতভাবে। ১৮৭১ সালের মধ্যেই ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডের

প্রথম জার্মান সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে গেল। প্রকাশক মাইসনার দ্রুত দ্বিতীয় সংস্করণের পরিমার্জনার কাজ সমাপ্ত করতে মার্কসকে অনুরোধ জানালেন। দ্বিতীয় সংস্করণে মার্কস ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করলেন। প্রথম সংস্করণের ছটি পরিচ্ছেদের বদলে দ্বিতীয় সংস্করণে সাতটি অধ্যায় ও পঁচিশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করলেন সমগ্র গ্রন্থটি। অবশেষে ১৮৭৩ সালে প্রথম সংস্করণের প্রায় তিনগুণ আকার নিয়ে এবং একটি উপসংহার পরিচ্ছেদ যুক্ত হয়ে দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হয়।

প্রথম জার্মান সংস্করণটি প্রকাশের অব্যবহিত পরেই রুশভাষায় অনুবাদের প্রস্তাব আসে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে। অনুবাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন হারমান লোপাটিন নামে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক। লোপাটিন ১৮৭০ সালে লণ্ডনে আসেন মার্কসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। অল্পদিনের আলাপেই পঁচিশ বৎসর বয়স্ক এই যুবকের সঙ্গে মার্কসের বেশ গভীর বন্ধুত্ব হয়ে যায়। এই যুবকের বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞানৈষণা মার্কসকে মুগ্ধ করে। বিপ্লবী চের্নিশেভস্কির শিষ্য লোপাটিনের চোখে মার্কস ছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ। মার্কসের পরামর্শ ও আলোচনা-ক্রমে লোপাটিন প্রথম খণ্ড অনুবাদের কাজ শুরু করেন কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। সেই সময় সাইবেরিয়ার নির্বাসন থেকে চের্নিশেভস্কিকে মুক্ত করতে গিয়ে লোপাটিন নিজেই গ্রেপ্তার হয়ে যান এবং ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত বন্দী থাকেন। অনুবাদের কাজ শেষ করেন লোপাটিনের বন্ধু নিকোলাই দানিয়েলসন ও নিকোলাই লুবাভিন। অবশেষে ১৮৭২ সালের মার্চ মাসে তিন হাজার কপির প্রথম রুশ সংস্করণ প্রকাশিত হলো এবং এক বছরের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেল। যদিও জারের সেন্সর অফিসার প্রকাশের ছাড়পত্র দিয়েছিল এই ভরসায় যে 'রুশিয়ায় সামান্য কয়েকজন এই বই পড়বে এবং বুঝবে হয় তো এক আধজন।' কিন্তু অন্য যে কোন দেশ অপেক্ষা রুশিয়ায় এই বই বেশী সমাদৃত হয়েছিল এবং বহু মার্কসবাদী পাঠচক্র ও কেন্দ্র দ্রুত গড়ে উঠেছিল। এটাই ছিল প্রথম বিদেশী সংস্করণ। প্রকাশের দিন মার্কসের পরিবারে আনন্দের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিদেশী ভাষায় ক্যাপিটাল প্রকাশিত হয় ফরাসীতে। মার্কসের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অনুবাদের কাজ হয়। ১৮৭২ ও ১৮৭৫ সালে দুটি ভাগে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রকাশকাল ফরাসী দেশের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়, কারণ প্যারিকমিউনের পরাজয় ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। কমিউনের পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল কমিউনের বেশীরভাগ সদস্যের বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাব এবং প্রুঁধোবাদের ব্যাপক প্রভাব। একারণেই মার্কস ক্যাপিটালের ফরাসী অনুবাদ প্রকাশে বেশী আগ্রহী ছিলেন। লুডভিগ বুশনারকে এক পত্রে

মার্কস লেখেন, "আমার বিশ্বাস এই গ্রন্থ ফরাসীদের ভ্রান্ত চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে, যে ভ্রান্ত অবস্থার মধ্যে তাদের প্রুঁধো তাঁর পেটিবুর্জোয়া আদর্শবাদ দিয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।" তাছাড়া বেলজিয়াম, স্পেন ও ইতালিতে ফরাসী ভাষা বেশী মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ক্যাপিটাল ফরাসী ভাষায় অনূদিত হলে এই সব দেশের নৈরাজ্যবাদী রাজনীতিবিদদের প্রভাব থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে মুক্ত করা সহজ হবে। ফরাসী সংস্করণের অনুবাদ করেন যোসেফ রয়। যদিও রয় একজন যোগ্য অনুবাদক ছিলেন কিন্তু তাঁর এই অনুবাদ মার্কসকে খুশী করতে পারে নি। তিনি নিজে ফরাসী ভাষা ভালই জানতেন, তাই অনুবাদ আদ্যন্ত পরিমার্জনা করলেন। ফলে গ্রন্থের আকার বেড়ে গেল। মোট আটটি অধ্যায় ও তেত্রিশটি পরিচ্ছেদে ফরাসী সংস্করণ প্রকাশিত হল। এতে তিনি একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত করেন। এই সংস্করণটি মূল জার্মান সংস্করণের চেয়েও মার্কসের কাছে বেশী প্রিয় ছিল। পরবর্তীকালে অন্যান্য ভাষার অনুবাদকদের তিনি এই ফরাসী সংস্করণ অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এমনকি জার্মান পাঠকদেরও তিনি এই সংস্করণটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে অনুরোধ করতেন। আজ বিশ্বে এমন দেশ খুব কমই আছে যেখানে ক্যাপিটালের অনুবাদ হয় নি এবং কোটি কোটি মানুষ পাঠ করেন নি।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রথম আন্তর্জাতিকের সংগঠক কার্লমার্কস

'ক্যাপিটাল' মহাগ্রন্থের প্রথম খণ্ড রচনার কাজ শেষ হয়ে ছাপার কাজ চলাকালীন ইণ্টারন্যাশনালের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের চাপ মার্কসের উপর প্রভূত পরিমাণে বর্তায়। ব্যস্ত থাকায় জেনেভার প্রথম কংগ্রেসে তিনি যোগদান করেন নি, কিন্তু খসড়া প্রস্তাব ইত্যাদি সবই রচনা, এমন কি কমিটির সম্ভাব্য গঠন কি হবে তাও স্থির করে দিয়েছিলেন। ১৮৬৭ সালের সেপ্টেম্বরে লুসানে দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অধিকতর সংকটজনক পরিবেশে। ১৮৬৬ সালের মার্কস কর্তৃক পূর্বঘোষিত অর্থনৈতিক সংকট শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও যেমন নতুন চেতনার সঞ্চার করল তেমনি শ্রমিকদের সংগঠনগুলির তৎপরতাও বৃদ্ধি পেল। মার্কস অনুভব করলেন আন্তর্জাতিকের রাজনৈতিক প্রস্তাব ও দাবীদাওয়ার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব দাবীদাওয়া অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। যদিও ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত সমাজবাদী কর্মসূচীর মূল বিষয় অর্থাৎ সম্পত্তি-সম্পর্কের প্রশ্নটি আন্তর্জাতিকে উত্থাপিত হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় লুসান কংগ্রেসে বেশ কয়েকটি মূল শ্রেণীগত বিষয় বিতর্কের ঝড় তোলে।

লুসান কংগ্রেসে ডি পেপি খানিকটা আকস্মিক ভাবেই বললেন, ভূমিকে সর্বজনীন সামাজিক সম্পত্তিতে রূপান্তরিত না করলে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংকট থেকে মুক্তি সম্ভব নয়। তোলাঁ্যা ও অন্যান্য প্রুঁধোপন্থীরা ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সপক্ষে জোরদার বক্তব্য উপস্থিত করলেন; অপরদিকে লণ্ডনের প্রতিনিধিবৃন্দ, লেসনার ও একারিয়ুস, জেনেভার বেকার, বার্লিনের ল্যাডেনডর্ফ, মাইনৎসের প্রবীণ প্রতিনিধি স্টাম্প প্রমুখ সোচ্চারভাবে ডি পেপির প্রস্তাবকে সমর্থন জানালেন। বিশেষ করে মার্কসের শিষ্য একারিয়ুস পূর্ণ তাত্ত্বিক প্রস্তুতি নিয়েই এই বিতর্কে যোগ দিয়েছিলেন। মার্কসের পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে তিনি একবছর আগে 'দি কমনওয়েলথ' পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন যার মধ্যে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিলের ভূমিসংক্রান্ত কায়েমী স্বার্থবাহী মতগুলিকে খণ্ডন করেন।

ক্যাপিটালের মুদ্রণের কাজে ব্যস্ত থাকায় লুসান কংগ্রেসের ব্যাপারে মার্কস সামান্যই অংশ গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু লুসান কংগ্রেসে প্রুঁধোবাদীদের ন্যক্কার জনক ভূমিকা তাঁর এত বিরক্তি উৎপাদন করেছিল যে তিনি এঙ্গেলসকে এক চিঠিতে লেখেন, "পরবর্তী ব্রাসেলস কংগ্রেসে আমি নিজে এইসব প্রুঁধোপন্থী গর্দভদের সামাল

দেব।" ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডের প্রকাশ হওয়ার পর এই কাজ অনেকটা সহজ হয়ে গেল। এই গ্রন্থের ভিত্তিতে ব্যাপক আলাপ আলোচনা ও গণতান্ত্রিক পত্রপত্রিকায় এর সমালোচনা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। বেকার, সর্জ, ডিয়েৎজেন, কুগেলমান, লীবনেখ্‌ট, লাফার্গ, শিলি, লেসনার, একারিয়ুস প্রমুখ মার্কসপন্থী নেতৃবৃন্দ ব্যাপকভাবে এই গ্রন্থের মূল মতাদর্শ ও শিক্ষাগুলি নিয়ে প্রচার সংগঠিত করেন। এইভাবে মোটামুটি একবছরের মধ্যেই মার্কসের মতাদর্শ এমন ভাবে সুপ্রচারিত হল যে ব্রাসেলস কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী উত্থাপনের ক্ষেত্র অনেকটা প্রস্তুত হয়ে গেল। ১৮৬৮ সালের শুরু থেকেই মার্কস ব্রাসেলস কংগ্রেসের প্রস্তুতি শুরু করলেন। জুলাই মাসে সাধারণ পরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সদস্যদের সামনে তিনি সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করার দিকে অগ্রসর হতে আহ্বান জানান।

প্রথমে মার্কস পরিকল্পনা করেছিলেন ভূমির মালিকানার প্রশ্নে তিনি ব্রাসেলস কংগ্রেসে প্রস্তাব উত্থাপন করবেন। পরে সিদ্ধান্ত করেন, প্রস্তাব তুলবেন ডি পেপি। প্রথম দিকে কোন কোন বিষয়ে ছোটখাট মতপার্থক্য থাকলেও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ডি পেপি মার্কসের মতাদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হন। তাঁর উত্থাপিত প্রস্তাব বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয়। গৃহীত প্রস্তাবে ভূমির সামাজিক মালিকানার দাবী স্বীকৃত হয়। এইভাবে একটি সমাজতান্ত্রিক মঞ্চে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে মার্কসবাদী মতবাদ বিজয়ী হল।

ইতিমধ্যে ইয়োরোপ ভূখণ্ডে যুদ্ধের আবহাওয়া বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রশক্তির পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধের প্রশ্নে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা কী হবে সে শিক্ষাও মার্কস দিলেন। ফরাসী সরকার লুকসেমবুর্গকে ফ্রান্সের আওতায় নিয়ে আসার জন্য উত্তর জার্মান কনফেডারেশনের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি করতে লাগল। ফরাসীর বুর্জোয়া পত্রপত্রিকাগুলির উগ্র জার্মান-বিদ্বেষ প্রচার করার বিরুদ্ধে মার্কসের শিক্ষায় শিক্ষিত ফ্রান্সের আন্তর্জাতিকের নেতৃবৃন্দ শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করলেন এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে জার্মানীর সাধারণ মানুষের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করে মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত করতে থাকলেন। সম্প্রসারণবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি মার্কসের শিক্ষা হল—"আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্তর্স্থলে প্রবেশ কর, নিজ নিজ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে সক্রিয় বিরুদ্ধতা কর।" মার্কসের এই আহ্বান তখন যুদ্ধবাজ দেশগুলির মধ্যে এমন প্রভাব সৃষ্টি করল যে সেই সব দেশের শাসকশ্রেণী প্রমাদ গুণলেন। সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিকের কর্তা ডঃ মার্কসের বিরুদ্ধে কুৎসার বান ডেকে গেল। অর্থের অভাবে যখন আন্তর্জাতিকের দৈনন্দিন

কাজকর্ম অব্যাহত রাখাই দুরূহ হয়ে পড়েছে তখন বুর্জোয়া পত্রিকাগুলি প্রচার করতে লাগল লক্ষ লক্ষ মুদ্রা নাকি আন্তর্জাতিকের পিছনে ব্যয়িত হচ্ছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে বিভিন্ন দেশের অসম বিকাশ ও বাস্তব অবস্থার বিভিন্নতা সত্ত্বেও মার্কস প্রয়াসী ছিলেন কিভাবে ন্যূনতম দাবীর ভিত্তিতে আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। মার্কসের শিক্ষায় পরিচালিত আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সামনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের ওতপ্রোত সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট করে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের সঙ্গে গণতন্ত্রের সংগ্রামের অবিচ্ছিন্নতা জাতীয় কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে ভূমিকা নির্দেশ করে দিল। রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের গুরুত্ব মার্কস শুধু বোঝাতে সক্ষম হলেন তাই নয়, এমন কি অন্য দেশের শ্রমিকশ্রেণীর জীবনজীবিকার সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানানও যে কর্তব্য তাও প্রকাশ করলেন। প্রুঁধো ও লাসালের ট্রেড ইউনিয়নবিরোধী সংকীর্ণ চিন্তাধারার প্রভাব থেকে মার্কস এইভাবে শ্রমিকশ্রেণী সংগঠনগুলোকে মুক্ত করলেন।

শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব দাবীভিত্তিক সংগ্রামের সঙ্গে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দাবীসমূহ অর্জনের জন্য সংগ্রামও যে আবশ্যিক মার্কস-এঙ্গেলস তা শ্রমিকশ্রেণীকে বোঝাতে সক্ষম হলেন। সামন্ত ও বুর্জোয়া শক্তিকে দুর্বল করে এবং ব্যাপক জনসাধারণকে শ্রমিকশ্রেণীর পাশে সমবেত করে এমন যে কোন সংগ্রাম যে নিষ্ঠার সঙ্গে লড়তে হবে এ বিষয়ে আন্তর্জাতিককে তাঁরা একমত করে তুললেন। ১৮৬৫ থেকে ১৮৬৭ সালে একুশ বছর বয়সের ভিত্তিতে সর্বজনীন ভোটাধিকারের দাবীতে ইংলণ্ডে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল মার্কস তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানালেন তাই নয় সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের উদ্যোগে 'রিফর্ম লীগ' নামে একটি সংস্থা গড়ে তুলে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন। ফলে এই আন্দোলন অতি দ্রুত সমগ্র ইংলণ্ডে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু আন্দোলনের সাফল্য আংশিক হল। রিফর্ম লীগের নেতৃত্বে ছিলেন যে সব বুর্জোয়া নেতা তারা যে যে-কোনভাবে আপোষ করতে পারেন তা মার্কস আগেই অনুমান করে শ্রমিকদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সেই আপোষই হল। সরকার যেটুকু সংস্কার করল তাতে ভোটাধিকার থেকে শ্রমিকশ্রেণীর বড় অংশ বঞ্চিত থেকে গেল।

এই পর্যায়ে মার্কসের আরেকটি কীর্তি হল ইংলণ্ডের গ্রাস থেকে আয়ারল্যাণ্ডের জনগণের মুক্তির সংগ্রামের সপক্ষতা অবলম্বন। তিনি ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বললেন, নিজের দেশের শোষকশ্রেণীর কবল থেকে মুক্তি পেতে হলে আয়ারল্যাণ্ডের জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রতি প্রত্যক্ষ সমর্থন জানানো

উচিত। একজন প্রবাসী শরণার্থী হয়েও ইংলণ্ডের বুকে বসে সেই দেশের রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে এমন করে যুদ্ধ ঘোষণার সাহস একমাত্র মার্কসেরই ছিল। ইতিপূর্বে পোলাণ্ডের জনগণের সপক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি নিজের দেশ জার্মান ও রুশিয়ার উগ্র-জাতীয়তাবাদী নীতির বিরুদ্ধতা করে আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। আয়ারল্যাণ্ডের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে প্রচার আন্দোলনে বড় মেয়ে জেনী চেন ছিলেন প্রধান সহকারী। ১৮৭০ সালে জেনী চেন অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখে আয়ারল্যাণ্ডের উপর ইংলণ্ডের শোষণ নিপীড়নের চিত্র উদঘাটিত করলেন। বিশেষ করে আইরিশ বন্দীদের মুক্তির সপক্ষে জেনীর জ্বালাময়ী প্রবন্ধগুলি দেশ বিদেশের পত্রপত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। এর দ্বারা চতুর্দিকে এমন আলোড়ন সৃষ্টি হল যে ইংলণ্ড সরকার আইরিশ বন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হল। যে দিন আইরিশ বন্দীরা কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন সেদিন মার্কস পরিবারে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। মেয়ের জন্য মার্কসের গর্বের অন্ত্য রইল না।

ইণ্টারন্যাশনালের কেন্দ্র তখন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি কেন্দ্রে খুবই সক্রিয়। জার্মানীতে সংগঠনের প্রচেষ্টা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। এবার প্রস্তাব এল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। আডোল্‌ফ জোর্গে নামে একজন জার্মান শরণার্থী মার্কসকে জানালেন নিউইয়র্কের কাছে হোবোকেনে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির একটি শাখা স্থাপন করতে চান। শিল্পে অগ্রসর এই দেশে আন্তর্জাতিকের কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাবে মার্কস খুবই খুশী হলেন এবং উৎসাহ সহকারে পরামর্শ দিয়ে ও কাগজ পত্র নিয়মিত পাঠিয়ে সাহায্য করতে লাগলেন। আশ্চর্যজনকভাবে মার্কস নিগ্রো সমস্যাকে আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমস্যা রূপে চিহ্নিত করে বললেন, শ্রেণী সচেতন শ্রমিকরা নিগ্রো সমস্যাকে কী ভাবে গ্রহণ করবে তার উপর নির্ভর করছে আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ। কেননা তাঁর মতে "কালো চামড়ার শ্রমিক যদি গায়ের রক্তের জন্য দাগী হয়ে থাকে তাহলে সাদা চামড়ার শ্রমিক কখনও নিজের মুক্তি অর্জন করতে পারবে না।" তাই তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন একটি বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচীর ভিত্তিতে সর্ববর্ণের সর্বস্তরের শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধ করে আন্তর্জাতিকের মধ্যে টেনে আনার। ১৮৬৯ সালে ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি দেখা দিলে আমেরিকার জাতীয় শ্রমিক ইউনিয়নের কাছে আহ্বান জানালেন পুঁজিবাদী স্বার্থসমন্বিত এই যুদ্ধ প্রতিরোধ করার জন্য। কেননা পুঁজিবাদীদের যুদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর শৃঙ্খলদশা মোচন করার পরিবর্তে আরও দৃঢ় করে। মার্কস বললেন, "আপনাদের উপর এক মর্যাদাজনক দায়ভার অর্পিত হয়েছে, আপনারা বিশ্ববাসীকে দেখাবেন যে ইতিহাসের খোলা মঞ্চে শ্রমিকশ্রেণী তার উপযুক্ত ভূমিকা

গ্রহণ করেছে, তারা আর পূর্বের মতো দাস মনোভাবাপন্ন নয় বরং কর্তব্য সচেতন এবং কায়েমীস্বার্থে যেখানে যুদ্ধের রণহুংকার তুলছে সেখানে তারা শান্তি প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

আন্তর্জাতিকের ফরাসী কেন্দ্রের সঙ্গেও মার্কসের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। সাধারণ পরিষদে ফ্রান্সের সমস্যা নিয়ে আলোচনার সময় মার্কসের সাহায্য অনিবার্যভাবে গ্রহণ করা হত। ১৮৬৭ সালে ফরাসীর ব্রোঞ্জ শ্রমিকরা ধর্মঘট সংগ্রামে সামিল হল এবং আন্তর্জাতিকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। মার্কস সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ পরিষদের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে অর্থসংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিলেন। এই ঘটনা ফরাসীতে এমন প্রভাব সৃষ্টি করল যা আন্তর্জাতিকের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মালিকরা হার স্বীকার তো করলই, ফরাসী পত্রিকায় এনিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেল। আন্তর্জাতিকের শক্তিও কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়ে গেল। ফরাসীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইউজিন দুঁপো ছিলেন মার্কসের ঘনিষ্ঠ সমর্থক এবং সবসময় ব্যক্তিগতভাবেও মার্কসের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতেন। আন্তর্জাতিকের এই শক্তিবৃদ্ধিতে আতঙ্কিত তৃতীয় নেপোলিয়ান সরকার প্রথম সারির নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করে আক্রমণ নামিয়ে নিয়ে এল। মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রাম তুঙ্গ স্পর্শ করে নেতাদের মুক্ত করতে অনেকাংশে সমর্থ হল।

১৮৬৭ থেকে ১৮৬৯ সালে আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বে বেলজিয়াম ও সুইজারল্যাণ্ডে শ্রমিক আন্দোলন শীর্ষসীমায় পৌঁছয়। বিশেষ করে বেলজিয়ামে কয়লাখনি শ্রমিকরা যখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও মজুরি হ্রাসের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে তখন সরকার সামরিক শক্তি নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বহু শ্রমিককে আহত ও নিহত করে। এই নৃশংস ঘটনায় বেলজিয়ামের সর্বস্তরের শ্রমিকদের বিক্ষোভ চরমে পৌঁছয় শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক থেকেও এই ঘটনার প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা হয়। মার্কসের নেতৃত্বে সাধারণ পরিষদের সভায় স্থির হল এই বর্বর ঘটনার বিরুদ্ধে প্রচার ও প্রতিকার আন্দোলন বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এর জন্য সমস্ত তথ্য বর্ণনা করে একটি পুস্তিকা রচনা করা দরকার। আর একটি বিবৃতি আন্তর্জাতিকের কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদ থেকে অবিলম্বে প্রচারিত হবে। এই বিবৃতি ও পুস্তিকার রচনার ভার অর্পিত হল মার্কসের উপর। ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় এই বিবৃতি রচিত হয়ে 'ইয়োরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকদের প্রতি আবেদন' শিরোনামে প্রচারিত হল এবং প্রায় সবভাষার পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত হল। এই ঐতিহাসিক বিবৃতি যেমন বর্বর হত্যাকাণ্ড ও নিপীড়নের রণনৈতিক চরিত্র উদ্‌ঘাটন করে দিল তেমনি আহ্বান জানাল বেলজিয়ামের সংগ্রামী শ্রমিক ভাইদের পাশে

সক্রিয়ভাবে দাঁড়াবার। মার্কসের আবেদনে বলা হল, "বেলজিয়ামে যাঁরা নিহত ও আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের স্বামীহীনা স্ত্রী ও পরিবারের দুর্দশা দূর করার জন্য ও অভিযুক্তদের মামলা পরিচালনার ব্যয়ভার বহনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হবে।" মার্কসের আবেদনে বিপুল সাড়া পাওয়া গেল। এই ভাবে বেলজিয়ামের শ্রমিকদের সংগ্রাম আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করল এবং আন্তর্জাতিকের প্রভাব আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেল।

সুইজারল্যাণ্ডেও শ্রমিকরা ব্যাপক সংখ্যায় কাজের ঘণ্টা হ্রাস, মজুরিবৃদ্ধি প্রভৃতি দাবীতে ধর্মঘট শুরু করল। মালিকপক্ষ ও সরকার যৌথভাবে মারমুখী হয়ে এগিয়ে এল। আন্তর্জাতিকের জেনেভা কেন্দ্র এই ধর্মঘট আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে লাগল। আন্তর্জাতিকের রাজনৈতিক প্রভাব এমন দৃঢমূল হয়েছিল যে মালিকরা ধর্মঘট মীমাংসার পূর্বশর্তরূপে আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করার প্রস্তাব দিল শ্রমিকদের কাছে। শ্রমিকরা সেই প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করল। আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বে সুইজারল্যাণ্ডের শ্রমিকদের জয় এক ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে রইল।

রুশ দেশের জারতন্ত্র তখন শুধু রুশিয়ার বা পোলাণ্ডের জনগণের পক্ষে বিপদ তাই নয়, ইয়োরোপের বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও বাধাস্বরূপ। মার্কস বহুবার সাধারণ পরিষদের সভায় এই জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুশিয় শ্রমিকশ্রেণী ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের যৌথ সংগ্রাম পরিচালনার আহ্বান জানান। রুশিয়ার গণতন্ত্রীদের এন. জি. চেনিশেভস্কি ও এন. এ. ডেব্রোলিউভব গোষ্ঠী মার্কসের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন, তিনি যাতে আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদে রুশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেন। মার্কস এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। অতঃপর তিনি জার্মান ও রুশিয়ার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে কাজ করতে লাগলেন, যদিও সমস্ত শাখাতেই তাঁর মতামতই ছিল সকলের কাছে শিরোধার্য। রুশিয় বিপ্লবীদের প্রস্তাব সম্পর্কে মার্কস এঙ্গেলসকে এক চিঠিতে লিখলেন, "এরা আমাকে এমন শ্রদ্ধার উচ্চাসনে বসিয়েছে যা আমার কাছে ভাল লাগছে না। ওরা ধরেই নিয়েছে যে আমি একজন আশী থেকে একশো বছরের বৃদ্ধ।" রুশিয় বিপ্লবীদের সংগ্রাম অন্যান্য স্থানের তুলনায় অগ্রসর ছিল। তাই মার্কস দৈনন্দিন পরামর্শ দিয়ে, সাধারণ পরিষদের নিয়মিত আলোচনার মধ্যে রুশিয় সমস্যাগুলিকে স্থান দিয়ে আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব রুশিয়ার উপর প্রতিষ্ঠা করেন। মার্কসের প্রস্তাবানুসারে জি. এ লোপাটিনকে সাধারণ পরিষদের সভ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। মার্কসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের একনিষ্ঠ অনুসরণকারী হয়ে ওঠেন লোপাটিন।

এইভাবে সমগ্র ইয়োরোপে আন্তর্জাতিকের সুঠাম নেতৃত্ব গড়ে ওঠে এবং শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামের প্রসার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। আন্তর্জাতিকের 'বুড়ো কর্তার' শিক্ষায় প্রতিটি দেশে বেশ কয়েকজন প্রথম সারির নেতাও তৈরী হল, যাঁদের অবদান ইতিহাসে স্থায়ী মর্যাদা পাবে। শ্রমিক নেতা রূপে তাঁরা অগ্রগণ্য তো ছিলেনই, বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের মার্কসবাদী শিক্ষায়ও তাঁরা নিজেদের শিক্ষিত করে তোলেন। আন্তর্জাতিকের এইসব নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—রুশিয়ার গেরমান লোপাটিন, ফরাসী শ্রমিক আগস্ট সেরাইএ, ফরাসী মেডিকেল ছাত্র ও স্পেনের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক পল লাফার্গ, ফরাসীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইউজিন দুপোঁ, ইংলণ্ডের সাধারণ পরিষদের কোষাধ্যক্ষ ও আমেরিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রবার্ট শ, সুইজারল্যাণ্ডের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও আন্তর্জাতিকের বেশীরভাগ কংগ্রেসের সভাপতি হেরমান য়ুঙ্ক, পোলাণ্ডের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এ্যান্টনি ৎসাবিকি, আন্তর্জাতিকের প্রথম সারির নেতা ফ্রেডরিখ লেসনার প্রমুখ। এই সব নেতাদের অধিকাংশই নিজ নিজ দেশের শ্রমিকদের বিপ্লবী পার্টির সংগঠক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

২

আন্তর্জাতিকের সামগ্রিক নেতৃত্ব ছাড়াও জার্মানীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে মার্কসের দৈনন্দিন কাজ ছিল নিরবচ্ছিন্ন। জার্মানীর রাষ্ট্রগুলির স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্র জার্মানীতে শ্রমিক আন্দোলনের প্রসারে নিরন্তর বাধা সৃষ্টি করে আসছিল। তদুপরি লাসালের ভ্রান্ত নেতৃত্ব শ্রমিক সংগঠনের কাজ অনেকটা পিছিয়ে দিল। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আগস্ট বেবেল ও লীবনেখ্‌টের সাহায্যে জার্মানীতে একটি খাঁটি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গঠনের প্রচেষ্টা মার্কস সর্বদাই করে আসছিলেন। অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছিল ষাটের দশকের শেষ দিকে। বেবেল ও লীবনেখ্‌ট উভয়েই উত্তরজার্মান ফেডারেশনের সংসদে নির্বাচিত হলেন এবং সংসদের অধিবেশনে প্রুশিয় সমরবাদকে আক্রমণ করে গণতান্ত্রিক দাবীসমূহ উত্থাপন করলেন। ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নুরেমবুর্গে এক সম্মেলনে জার্মানীর শ্রমিক সমিতিগুলির ফেডারেশন তৈরী হল। এই ফেডারেশন শুধু আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সহমত পোষণ করল তাই নয়, মার্কসের মতাদর্শের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করল। লাসালের সংস্কারবাদ নয়, মার্কস-এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক সমাজবাদই যে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির একমাত্র পথ তা অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে স্বীকৃত হল।

কিন্তু ফেডারেশন বা অপর সংগঠন সাধারণ জার্মান শ্রমিক সমিতি সম্পূর্ণভাবে

সংস্কারবাদ ও পেটিবুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের প্রভাবমুক্ত ছিল না। বিশেষ করে স্বাইৎসারের সভাপতিত্বে শোষোক্ত দলটিতে পেটি-বুর্জোয়াদের প্রভাব বেশ জোরদার ছিল। ফলে মার্কসের মতাদর্শের প্রভাবে একদল কর্মী ও নেতা স্বাইৎসারের নেতৃত্ব অস্বীকার করে লীবনেখ্‌ট ও বেবেলের নেতৃত্বে ১৮৬৯ সালের আগষ্ট মাসে আইজেনখে এক সম্মেলনে মিলিত হলেন। এই কংগ্রেস থেকেই জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি প্রতিষ্ঠিত হল। এই পার্টিকে আন্তর্জাতিকের শাখা হিসেবে ঘোষণা করে উৎপাদনের হাতিয়ারগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ও শ্রেণী শাসন লোপ করার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হল। এই পার্টিই হল পরবর্তীকালে প্রথম মার্কসবাদী শ্রমিক পার্টি।

সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি গঠনের পাকাপাকি খবর পাওয়ার পর মার্কস বড় মেয়ে জেনী চেনকে নিয়ে জার্মানীতে গেলেন। উদ্দেশ্য মেয়ের স্বাস্থ্যোদ্ধার এবং জার্মানীর নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতে আলাপ-আলোচনা করা। কয়েকদিন আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কাটিয়ে হানোভারে কুগেলমানের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। এখানে নবগঠিত পার্টির নেতাদের সঙ্গে বেশ কয়েকদিন আলোচনা হল এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন। এখানে আলাপ হল ভিলহেল্‌ম ব্রাকের সঙ্গে। এই তরুণ যুবক বেবেল ও লীবনেখ্‌টের নেতৃত্বে সংগঠনের প্রথম সারিতে উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছিলেন। মার্কসের স্বল্প সান্নিধ্য ব্রাকের জীবনে স্মরণীয় ঘটনা হয়ে রইল।

জার্মানীতে ফিরে এলেন খুশী মনে। কিন্তু এসেই দেখলেন আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদে নতুন বিপদ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। প্রুঁধোবাদকে নির্বাসন দিয়ে আন্তর্জাতিককে পরিচ্ছন্ন ও ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছিলেন। কিন্তু নতুন বিপদরূপে দেখা দিল বাকুনিনবাদ। রুশিয়া থেকে দেশত্যাগী এম. এ. বাকুনিন সুইজারল্যাণ্ডে ঘাঁটি করে তাঁর নৈরাজ্যবাদী ও সংকীর্ণ চিন্তাধারা সুইজারল্যাণ্ডে, ইতালী, স্পেন প্রভৃতি স্থানের শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন। ট্রেডইউনিয়ন ও পার্টির মধ্যে সংগঠিতভাবে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মার্কসবাদী পদ্ধতির বিরুদ্ধে বাকুনিন শ্রমিকদের চকিত-আক্রমণের কৌশলে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাকুনিনের লক্ষ্য ছিল ইণ্টারন্যাশনাল দখল করা। হঠকারী মতবাদের একটা চমক থাকে যা সহজেই অপরিণত জঙ্গী কর্মীদের আকৃষ্ট করে, আর হলও তাই। মার্কস বিপদ অনুমান করে বাকুনিনের চিন্তাধারা থেকে আন্তর্জাতিককে মুক্ত রাখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, কেননা এতদিনের পরিশ্রমে গড়ে তোলা সংগঠন নষ্ট হতে দেওয়া কোনক্রমেই যায় না। তাই তাঁর শক্তঘাঁটি জার্মানীর শ্রমিক পার্টির ব্যবস্থাপনায় মাইনৎস-এ ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে ইণ্টারন্যাশনালের পরবর্তী কংগ্রেস অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত করলেন। কিন্তু

পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিল। জার্মান ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রশক্তি যুদ্ধের জন্য পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল।

১৮৭০ সালের ১৯ জুলাই ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, আন্তর্জাতিকের সামনে উপস্থিত হল এক নতুন পরীক্ষা। যুদ্ধের প্রথম দিনেই সাধারণ পরিষদের সভা বসল। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে উভয় দেশের শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা কী হবে সেটাই হল আলোচ্য বিষয়। আন্তর্জাতিককে অবিলম্বে বিবৃতি দিতে হবে না হলে শ্রমিকরা কর্তব্য সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। সভা থেকে আন্তর্জাতিকের বক্তব্য নির্ধারণ ও খসড়া করার দায়িত্ব অর্পিত হল মার্কসের উপর। সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে যুদ্ধের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর করে চারদিনের একটানা পরিশ্রমের শেষে দলিলের খসড়া প্রস্তুত হল এবং সাধারণ পরিষদের সভায় পেশ করা হল। পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে মার্কসের খসড়া অনুমোদিত হল এবং ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় প্রচার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে মার্কসবাদী নীতির এ এক ঐতিহাসিক দলিল। মার্কস দেখালেন বোনাপার্ট জার্মানীর উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে একনায়কতন্ত্রী দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই জার্মানীর দিক থেকে যুদ্ধ প্রতিরক্ষামূলক ও জাতীয় ঐক্য রক্ষার স্বার্থমণ্ডিত। কিন্তু এই যুদ্ধের পিছনে প্রুশিয় সরকারের প্রধান বিসমার্কের প্ররোচনা মূলক ভূমিকা চিহ্নিত করতে মার্কসের ভুল হল না। তাই তিনি বললেন, জার্মানীর শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা হবে কঠোর ভাবে প্রতিরক্ষামূলক, কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যেন উগ্রজাতীয়তাবাদের শিকার হয়ে ফরাসীর জনগণের বিরোধিতায় নিমজ্জিত না হয়। উভয়দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সামনে মূল লক্ষ্য হবে যুদ্ধ নয় শান্তি, কেননা যুদ্ধে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। মার্কসের আহ্বান সত্যে পরিণত হল। জার্মান ও ফ্রান্সের প্রধান শহরগুলিতে শ্রমিক কর্মচারীদের বিশাল বিশাল সমাবেশ হতে লাগল যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির সপক্ষে। একটিই শ্লোগান ধ্বনিত হল উভয় যুদ্ধরত দেশে 'দুনিয়ার মজদুর এক হও।'

যুদ্ধের দৈনন্দিন পরিস্থিতি ও সামরিক কৌশল ইত্যাদি নিয়ে মার্কসের অনুরোধে এঙ্গেলস 'পল মল গেজেট' পত্রিকায় অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধগুলি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে বিভিন্ন কাগজে পুনর্মুদ্রিত হতে থাকে। মার্কসের বড় মেয়ে জেনী চেন এঙ্গেলসের নাম দিলেন 'জেনারেল'। এই জেনারেল নামেই সকলে এঙ্গেলসকে বাকি জীবন ডাকতেন। মার্কস-এঙ্গেলস জানতেন এই যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কেননা প্রুশিয় সরকার একীকরণের ফলে বেশ শক্তিশালী, তাছাড়া পাশে রয়েছে জার্মানীর অন্যান্য ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি। অপর দিকে ফ্রান্স

সামরিক শক্তিতে এবং নানা আভ্যন্তরীণ সংকটে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাঁরা এও বুঝেছিলেন যে জার্মানীর শ্রমিক পার্টির অপেক্ষাকৃত উন্নত সংগঠন যুদ্ধ শেষে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এই সময় জার্মানীর অভ্যন্তরে বেবেল ও লীবনেখ্টের শান্তির পক্ষে সাহসী প্রচার মার্কসের প্রশংসালাভ করে।

আন্তর্জাতিকের দৃষ্টিভঙ্গি আবেদন মারফৎ প্রচার সত্ত্বেও জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি একপত্রে মার্কসের কাছে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইতিকর্তব্য জানানর জন্য অনুরোধ করলেন। মার্কস-এঙ্গেলস পরামর্শ করে নির্দেশ পাঠালেন—যতক্ষণ পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলন প্রতিরক্ষার স্তরে সীমাবদ্ধ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলন সমর্থন কর, জার্মানীর জনগণের স্বার্থ ও প্রুশিয়ার রাজ বংশের স্বার্থ যে পরস্পর বিরোধী তা সুস্পষ্টভাবে প্রচার কর, প্রুশিয় সরকারের যে কোন সম্প্রসারণ প্রয়াস ব্যর্থ কর, ফরাসীতে প্রজাতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শান্তি স্থাপন করার জন্য উদ্যোগী হও, উভয় দেশের শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ যে এক ও অভিন্ন সে সম্পর্কে প্রচার সদা সর্বদা চালিয়ে যাও। সমরবাদী প্রুশিয় সরকার ফরাসী প্রদেশ আলসাস-লোরেন গ্রাস করার যে ষড়যন্ত্র করেছে তার বিরুদ্ধে প্রচার জোরদার করার নির্দেশও দিলেন মার্কস। কেননা এই আগ্রাসন ভবিষ্যতে আরও বড় যুদ্ধের পথ প্রশস্ত করবে, রুশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়বে।

১৮৭০ সালের ২ সেপ্টেম্বর তৃতীয় নেপোলিয়ান প্রায় এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে প্রুশিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করল এবং আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ক্ষমতা দখল করল। কিন্তু যুদ্ধ এখানেই শেষ হল না। ক্ষমতা লোলুপ প্রুশিয় সম্রাট আলসাস-লোরেন দখল করার উদ্দেশ্যে সামরিক বাহিনীকে ফরাসীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিল। এই পরিস্থিতি যে ঘটতে পারে তা মার্কস-এঙ্গেলস অনুমান করে আগেই জার্মানীর পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও সম্প্রসারণবাদী ভূমিকা যখন প্রুশিয় সরকার অব্যাহত রাখল তখন উভয় দেশের শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা নির্ধারণের জন্য আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদকে সভায় মিলিত হতে হল। বক্তব্য কী হবে তা স্থির করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হল মার্কসকে। মার্কস এঙ্গেলসের সহায়তায় খসড়া প্রস্তুত করলেন এবং সেই খসড়া সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে গেল। মার্কসের এই ভাষণটি সংবাদ পত্রে প্রচারের জন্য দেওয়া হল কিন্তু লণ্ডনের কোন কাগজ ছাপল না। ফলে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে দেশ বিদেশে পাঠান হল। প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জার্মানী ও ফরাসীর বেশীর ভাগ পত্রিকা প্রকাশ করল।

মার্কসের এই দ্বিতীয় ভাষণটি এক কঠোর কর্তব্যের মধ্যে জার্মানীর শ্রমিকশ্রেণী

ও পার্টিকে নিক্ষেপ করল। ভাষণে মার্কসের নির্দেশ যত দুঃসাধ্যই হোক জার্মানীর শ্রমিকশ্রেণীকে ফরাসীর প্রজাতন্ত্রের পাশে দাঁড়াতে হবে। আলসাস-লোরেনে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে সোচ্চার করে তুলতেই হবে কেননা এটা নৈতিকতার প্রশ্ন। তাছাড়া এর ফলে রুশ-ফ্রান্স জোটের সঙ্গে আবার একটা যুদ্ধের প্রবল সম্ভাবনা থেকে যাবে। জার্মানীর শ্রমিক পার্টি মার্কসের এই ভাষণ হাজার হাজার ছেপে বিতরণ করল এবং অজস্র সভা সমাবেশে এই মার্কসবাদী নীতি প্রচারিত হল। ফলে জাতিদম্ভী ও বিজয়গর্বী বিসমার্ক সমস্ত শক্তি নিয়ে শ্রমিক পার্টির উপর আক্রমণ নামিয়ে নিয়ে এল। ব্রাকে ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয়কে গ্রেপ্তার করে বন্দী করে রাখল। লীবনেখ্‌ট ও বেবেল রাইখস্ট্যাগের অধিবেশনে তীব্রভাষায় আগ্রাসীনীতির সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠার আবেদন জানালেন। পরিণতিতে তাঁদেরও গ্রেপ্তার বরণ করতে হল। নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের ফলে যাতে হতাশা বা বিশৃঙ্খলা না দেখা দেয় তার জন্য মার্কস দূর থেকেই হাল ধরলেন। মামলার খরচ, বন্দীদের পরিবারগুলিকে সাহায্য করা ইত্যাদির জন্য অর্থ সংগ্রহ করে পাঠান, বিভিন্ন দেশে চিঠি লিখে উৎসাহ দান ইত্যাদি কাজ মার্কস কাঁধে তুলে নিলেন। উগ্র জাতিদম্ভের বিরুদ্ধে জার্মানীর শ্রমিক পার্টির আন্তর্জাতিকতাবাদী গৌরবজনক ভূমিকায় মার্কসের খুশীর সীমা থাকল না।

পাশাপাশি আন্তর্জাতিকের মঞ্চ থেকে মার্কস নবজাত ফরাসী প্রজাতন্ত্রের পিছনে শক্তি সমাবেশের প্রয়াস করতে লাগলেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি বৃহৎ রাষ্ট্র যাতে ফরাসী প্রজাতন্ত্রকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয় তার জন্য প্রচার সংগঠিত করতে লাগলেন। কেননা তিনি অনুভব করলেন ক্ষমতা-মদমত্ত প্রুশিয় সরকারকে নিরস্ত করার এটাই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পথ। ফরাসীর নতুন সরকারের প্রতি সংহতি— এই শ্লোগান নিয়ে মার্কসের নেতৃত্বে ইংলণ্ড ও অন্যান্য স্থানে প্রচারাভিযান শুরু হয়ে গেল। ফরাসী শ্রমিকদের পরামর্শ দিয়ে মার্কস বললেন, বাকুনিন পন্থীদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলুন। শত্রু যখন প্যারিসের দরজায় তখন কোন রকম হঠকারী অভ্যুত্থান না ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্রকে শক্তিশালী করুন। পাশাপাশি শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব শ্রেণীপার্টি গড়ে তুলুন।

এই সময়ে প্রায় এককভাবেই সমগ্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হয়েছে মার্কসকে। তাঁর শরীর ক্রমাগত গুরুতর শ্রমে ভেঙে পড়ার দশায় পৌছল। যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে মেয়ে জামাই লরা ও লাফার্গের জন্যও উদ্বেগ রয়েছে। এমন সময় তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন চিরসাথী এঙ্গেলস। তিনি চাকরি ছেড়ে স্থায়ী ভাবে লণ্ডনে মার্কসের কাছে চলে এলেন এবং মার্কসের বাসার কাছেই একটা

বাসা ভাড়া করলেন। চাকরি জীবন থেকে যা সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন তা দিয়ে মার্কসের পরিবার ও তাঁর নিজের বাকী জীবন চলে যাবে। আর্থিক অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পেয়ে মার্কসের কাছে এবং কাজের মধ্যে ফিরে আসতে পেরে এঙ্গেলসের বয়স যেন কমে গেল। দুরন্ত আবেগে দুই বন্ধু কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। মার্কসের প্রস্তাবক্রমে এঙ্গেলসকে আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদে গ্রহণ করা হল এবং বেলজিয়ামের সম্পাদক পদের দায়িত্ব দেওয়া হল। অসাধারণ কর্ম ক্ষমতার পরিচয় দেওয়ার ফলে তাঁর উপর অচিরেই স্পেন, ইতালী, পর্তুগাল ও ডেনমার্কের দায়িত্ব বর্তাল।

৩

ইতিমধ্যে ১৮৬৯ সালের ৬-১১ সেপ্টেম্বর বাসেল-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসে বাকুনিনের সঙ্গে মার্কসবাদীদের রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক সংগ্রাম নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্ক দেখা দিল। বাকুনিন ও বেলজিয়ামের প্রতিনিধি ইউজিন হিনস বললেন, সংসদীয় কাজকর্মে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ রীতিমতো অবিপ্লবী ব্যাপার। লীবনেখ্‌ট এবং-অন্যান্য মার্কসপন্থী এই মতের তীব্র বিরুদ্ধতা করেন। পরের দিন লেসনার এক চিঠিতে মার্কসকে জানালেন, "গতকাল বিকেলে বেশ উত্তপ্ত বিতর্ক হয়ে গেল···আলোচনা চলা কালে বাকুনিন যে কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী সম্পর্কে তাঁর অসম্মতি জানালেন। যাহোক লীবনেখ্‌ট, রিটিংহাউজেন এবং অন্যান্যরা তাঁকে বেশ ভালই প্রত্যুত্তর দিয়েছেন, এমনকি সভা শেষ হওয়ার পরেও তিনি বন্য সিংহের মতো গর্জন করতে থাকেন। বেশীর ভাগ ফরাসী সদস্যই তাঁর বিরোধিতা করেন।" বাকুনিনের সঙ্গে বিতর্ক প্রসঙ্গে মার্কসপন্থীরা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, শ্রমিকশ্রেণীকে রাষ্ট্রকাঠামো দখল করার জন্য লড়াই করতেই হবে। ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান এবং সমাজতন্ত্রমুখী কর্মসূচী বাসেল কংগ্রেসেও আরেকবার গৃহীত হল। ফলে বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাগুলিতে সমালোচনার ঝড় উঠল। কিন্তু বিভিন্ন দেশে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বাসেল কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

এইসব কর্মসূচী সত্ত্বেও মার্কস-এঙ্গেলস লক্ষ্য করলেন গ্রামাঞ্চলে সমাজবাদী প্রচারের বিষয়ে লীবনেখ্‌টের মতো কমরেডরাও যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়। এঙ্গেলস তাই 'জার্মানীতে কৃষক যুদ্ধ' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথমে একটি বড় ভূমিকা যুক্ত করে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, পুঁজিবাদী দেশে কৃষক সমাজকে একটি সমচিন্তাসম্পন্ন ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টি হিসেবে গণ্য করলে ভুল করা হবে। যদি

শ্রমজীবীদের সঙ্গে এর ঐক্য গড়ে তুলতে হয় তাহলে কৃষক সমাজের যে বিভিন্ন স্তর আছে সেগুলি সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে বিচার বিবেচনা করতে হবে। এঙ্গেলসের এই ভূমিকা পৃথক ভাবে জার্মানীর শ্রমিক পার্টির মুখপত্র 'ভোল্‌কস্টাট'-এ প্রকাশিত হয় এবং পুস্তিকাকারেও প্রচারিত হয়। এই ঘটনার পর বাকুনিন প্রকাশ্যে আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন, যদিও তিনি জেনেভায় তাঁর পূর্ব প্রভাব হারান এবং সুইজারল্যাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রামে মার্কস বেশ কিছু রুশিয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সহায়তা লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উতিন ও তোমানোভস্কায়ার নাম উল্লেখযোগ্য যাঁরা তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন।

প্রশিয়-ফরাসী যুদ্ধের আগে মার্কস একবার ১৮৬৯ সালের জুলাই মাসে প্যারিসে গিয়েছিলেন লরার সদ্যজাত পুত্রকে দেখতে। জামাতা লাফার্গ ও কন্যা লরা তখন প্যারিসে রয়েছেন। এই সময় তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ব্লাঙ্কিবাদীদের সঙ্গে লাফার্গের বেশ সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। ব্লাঙ্কি মার্কসের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাও প্রকাশ করতেন। এই সময় ব্লাঙ্কিবাদী, বামপন্থী গণতন্ত্রী ও আন্তর্জাতিকের নেতা দুপোঁ ও লাফার্গ প্রমুখের একটি কমিটি 'লা মার্সাই' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থাও করলেন। এই পত্রিকার সাহায্য নিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস দক্ষিণ ফরাসী থেকে বাকুনিনের প্রভাব নির্মূল করলেন। ফরাসী ক্রমশ বিপ্লবী আন্দোলন ও আন্তর্জাতিকের কাজকর্মের উর্বর ক্ষেত্র হয়ে উঠল। মার্কসের মাথায় এক সময় এই চিন্তা উঁকি দিল বিপ্লব বুঝিবা ফরাসী থেকেই শুরু হবে। আন্তর্জাতিকের কেন্দ্রীয় সদরদপ্তর প্যারিসে স্থানান্তরিত করার প্রস্তাবও কোন কোন কমরেড করলেন। কিন্তু মার্কস এই প্রস্তাবে দ্বিধা তখনও সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

এমন সময় আক্রমণ এল ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানের সরকারের দিক থেকে। নিজের নড়বড়ে অবস্থা সামলে নেওয়ার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ান ১৮৭০ সালের মে মাসে প্লেবিসাইট নিয়োগ করলেন। আর এর প্রাক্‌কালে সারা ফরাসী জুড়ে আন্তর্জাতিকের নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হল। অভিযোগ আন্তর্জাতিকের কর্মীরা সম্রাটকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে। এই মিথ্যা অভিযোগের কুৎসিৎ স্বরূপ উদঘাটন করে বীর বিপ্লবী মার্কস দৃঢ়তার সঙ্গে লিখলেন: "জাতিসমূহের বৃহৎ অংশ শ্রমিকশ্রেণী, যারা সম্পদ উৎপাদন করে এবং যাদের নাম করে আত্মসাৎকারী শ্রেণীগুলি শাসন করে, সেই শ্রমিকশ্রেণী যদি ষড়যন্ত্র করে তবে প্রকাশ্যেই করবে, যেমন সূর্য অন্ধকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, আর এই ষড়যন্ত্র হবে

সম্পূর্ণ সচেতনভাবে কেননা এই খুঁটি ছাড়া কোন আইনসম্মত শক্তিই অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না।"

এরপর পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে অন্যদিকে মোড় নিল। যুদ্ধ বেধে গেল ফরাসীর সঙ্গে প্রুশিয় রাষ্ট্রশক্তির। সে কথা আগেই বলা হয়েছে। পরের ঘটনা উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ঘটনা।

৪

১৮৭১ সালের জানুয়ারী মাসের শেষে ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয় যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হল ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে। মাথা নত করেই ফ্রান্স রেহাই পেল না। প্রুশিয় সমরবাদ মাশুল ভালই আদায় করে নিল। প্রুশিয়ার রাজা নিজেকে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর কাইজার রূপে ঘোষণা করে ফ্রান্সের এলাকায় নিজের সীমানা বেশ খানিকটা বিস্তার করে বসলেন। আলসাস-লোরেন তো দখল করাই হল, উপরন্তু শান্তির শর্ত হিসেবে বিসমার্ক পাঁচশো কোটি ফ্রাঁ যুদ্ধ ঋণ দাবী করে বসলেন। আর এই অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে কয়েকহাজার জার্মান সৈন্য ফরাসীর বুকে ঘাঁটি করে বসে রইল। জার্মানীর বহু আকাঙ্ক্ষিত একীকরণ ঘটল, কিন্তু তা হল সমরাস্ত্র দ্বারা। মার্কস এই ঐক্য চান নি। এই দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁর আস্থা ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সমরবাদের মোহ ছিন্নভিন্ন করে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকের আদর্শ জয়ী হবে।

এই সময় বিশ্ববাসীকে চমকিত করে ঘটে গেল শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ঘটনা। পরাজিত ম্রিয়মান ফরাসীর বৃহৎ বুর্জোয়া সরকার যখন শান্তির শর্ত পূরণে হিমশিম তখন ১৮৭১ সালের ১৮ মার্চ সকলে দেখলেন প্যারিসের সিটি হলের মাথায় লাল পতাকা মহানন্দে উড়ছে। এই পতাকা তুললেন প্যারিসের শ্রমিকরা। তাঁদের হাতে তখনও রয়েছে অস্ত্র, যে অস্ত্র দিয়ে তাঁরা জার্মান বাহিনী প্রতিরোধ করেছিল। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী তিয়ের আহত, পরাজয়ের গ্লানিতে জর্জরিত কিন্তু শ্রেণী-উন্মাদনা যাবে কোথায়। আদেশ দিলেন অবিলম্বে শ্রমিকদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হোক। শ্রমিকরা অস্ত্র ফেরৎ দিলেন না, বরং সৈন্যদের একটা অংশ শ্রমিকদের পক্ষে চলে গেল। যে দুজন সেনাধ্যক্ষ জবরদস্তি করেছিল তাঁরা শ্রমিকদের হাতে নিহত হল। ভীত হয়ে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী তিয়ের, রাজধানী থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে কেন্দ্রীয় দপ্তর ভার্সাইতে স্থানান্তরিত করলেন।

রাজধানীর প্রশাসনের ভার চলে গেল প্যারিসের বিপ্লবী শ্রমিকদের হাতে। ২৬ মার্চ সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হল কমিউনের শাসন পরিষদ। সিটি

হলের চত্বরে হাজার হাজার কণ্ঠের 'কমিউন জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্যে মানব ইতিহাসে প্রথম শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হল। ইতিপূর্বে ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বরে মার্কস সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন যথেষ্ট প্রস্তুতির আগে এবং প্রতিকূল বাস্তব অবস্থার মধ্যে যেন শ্রমিকশ্রেণী অভ্যুত্থান করে না বসে। বিশেষ করে প্রুশিয় সমরশক্তি ঘাড়ে চেপে রয়েছে। তাঁর সতর্কবাণী অভ্যুত্থানের জন্য অস্থিরতার কোলাহলের মধ্যে হারিয়ে গেল। কিন্তু যে মুহূর্তে অভ্যুত্থান ঘটল মার্কস কমুনার্ডদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। প্রস্তুতি সম্পর্কে গভীর সন্দেহ থাকলেও জনগণ যেহেতু মূল শক্তি হিসেবে এগিয়ে এসেছেন সেহেতু তিনি এই ঘটনার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করলেন।

ক্ষমতা দখলের কয়েকদিনের মধ্যেই কমিউন সরকারী বাহিনীকে নিরস্ত্র করে জনগণকে অস্ত্রে সজ্জিত করলেন, বিচারক ও আমলাতন্ত্রকে বিদায় দিয়ে সেখানে শ্রমিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতায় বসালেন; মালিকদের পরিত্যক্ত বন্ধ কল কারখানা শ্রমিকদের সমবায় গঠন করে চালু করলেন, কর লোপ করে ডিক্রী জারী করলেন, নারীদের সমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার দিয়ে আইন তৈরী করলেন। সমস্ত কিছুর মধ্যে মার্কস লক্ষ্য করলেন এক অভিনব ব্যবস্থা। এসব ব্যবস্থার কথাই তো তিনি 'কমিউনিস্ট ইশ্তাহার' ও 'লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার' গ্রন্থে বলেছিলেন। শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের প্রকৃতি, একনায়কত্বের স্বরূপ নিয়ে তিনি যে তাত্ত্বিক পরিকল্পনা রেখেছিলেন তার বাস্তব রূপ যেন প্রত্যক্ষ করা গেল।

মার্কস জ্ঞান চক্ষুতে সুস্পষ্ট দেখতে পেলেন কমিউন যা শুরু করেছে তা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ও অভূতপূর্ব, কিন্তু টিকে থাকা বা সাফল্য অর্জন করা খুবই কঠিন কাজ। কেননা অনিবার্যভাবেই প্রুশিয় সরকার ও দেশ বিদেশের বুর্জোয়া শক্তি চরম আক্রমণ হানবে। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে কমিউনকে বাঁচিয়ে রাখার সর্বরকম চেষ্টা করতেই হবে। কমিউনের সৃষ্টি আন্তর্জাতিকের মধ্য থেকে হয় নি, তাই সেখানে বিভিন্ন ধরনের চিন্তাধারার মানুষ রয়েছেন। তাঁর মতে আন্তর্জাতিকের কর্তব্য হবে সর্বশক্তি নিয়ে কমুনার্ডদের পাশে দাঁড়ান। কিন্তু প্রুশিয় বাহিনী ও তিয়ের বাহিনীর দ্বারা কার্যত ঘেরাও প্যারিস থেকে প্রকৃত ঘটনা সামান্যই তাঁর কাছে পৌঁছচ্ছিল। তিনি আইলাউ নামে একজন ব্যবসায়ীর মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করলেন কমুনার্ডদের সঙ্গে। প্রয়োজনীয় পরামর্শও পাঠালেন। ইয়োরোপের সমস্ত আন্তর্জাতিকের কেন্দ্রে নেতা ও কর্মীদের কাছে লিখিত অজস্র চিঠিতে কমিউনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন এবং সংহতি প্রকাশের জন্য আহ্বান জানালেন। প্রুশিয়

রাষ্ট্রশক্তিকে যাতে সতর্ক করা যায় সেজন্য মার্কসের পরামর্শে আগস্ট বেবেল রাইখ-স্টাগে সাহসিকতাপূর্ণ ভাষণে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন : "আপনারা ভাল করে জেনে রাখুন, মুক্তি ও স্বাধীনতার স্বপ্নে জাগ্রত সমগ্র ইয়োরোপের সর্বহারা শ্রেণীর দৃষ্টি প্যারিসের দিকে।...কমিউন সাময়িকভাবে পরাজিত হতে পারে কিন্তু এ লড়াই তো শুরুর খণ্ডযুদ্ধমাত্র, আসল লড়াই ইয়োরোপের চালচিত্রে আমাদের সামনে রয়েছে। 'রাজপ্রাসাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, দরিদ্র মানুষের কুটিরের জন্য শান্তি, দারিদ্র্য দূর হটো, পরশ্রম আত্মসাৎকারীদের খতম কর'—এই রণধ্বনি আর কয়েকটি দশকের মধ্যেই সমগ্র ইয়োরোপের রণধ্বনিতে পরিণত হবে।" জার্মান শ্রমিক পার্টি ও বেবেলের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা মার্কস-এঙ্গেলস গর্বের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন। এটাই তো আন্তর্জাতিকের শিক্ষা।

মার্কসের মন ও চিন্তা ঘিরে রয়েছে প্যারিসের অভ্যন্তরের ঘটনাবলী। কীভাবে শেষ রক্ষা করবে কমুনার্ডরা বিরাট দেশী বিদেশী শত্রুর মুখোমুখি। তাঁর আশংকার কারণ কমুনার্ডদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতার অভাব এবং ব্লাঙ্কিবাদী ও প্রুধোঁপন্থীদের কমিউনে প্রাধান্য। মার্কস সংবাদ পেয়েছেন ভার্সাই-এর তিয়ের সরকার লাজলজ্জার মাথা খেয়ে বিসমার্কের কাছে যুদ্ধবন্দী ফরাসী সৈন্যদের মুক্তিভিক্ষা করেছে কমিউনের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানার উদ্দেশ্যে। এদিকে অবরুদ্ধ প্যারিসে দেখা দিয়েছে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব। 'ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স' দখলে থাকা সত্ত্বেও কমিউন তাতে হাত দেয়নি। শত্রুদের আক্রমণ হানার বদলে প্রতিরক্ষা দৃঢ় করাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ভার্সাই আক্রমণ করার পরিবর্তে সময় নষ্ট করাতে মার্কস আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন। মার্কসের অনুমান সত্যে প্রমাণিত হল। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তিয়ের বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কমুনার্ডদের ভুল ভ্রান্তিকে বড় করে না দেখে একমাত্র মার্কসই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বললেন, "কী স্থিতিস্থাপকতা, কী ঐতিহাসিক উদ্যোগ, কী অসাধারণ আত্ম-ত্যাগের ক্ষমতা এই প্যারিসবাসীদের।...সে যাই হোক, নেকড়ে, শুয়োর ও নোংরা কুত্তাদের দ্বারা প্যারির এই অভ্যুত্থান যদি পর্যুদস্তও হয় তাহলেও বলতে হবে প্যারির জুন অভ্যুত্থানের পর এটাই সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক কর্মকাণ্ড।" অপর একটি চিঠিতে কুগেলমানকে লেখেন, "প্যারির এই সংগ্রামের ফলে পুঁজিবাদী শ্রেণী ও তার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম এক নতুন স্তরে প্রবেশ করল। আশু পরিণতি যাই হোক সারা বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ এক নতুন ব্যতিক্রম ঘটে গেল।" প্যারি কমিউনের প্রতি মার্কস শুধু যথাযোগ্য গুরুত্বই আরোপ করলেন না, তার বিজয়ের জন্য দূর থেকে যাকিছু করা সম্ভব করতে লাগলেন। সাধারণ

পরিষদের পক্ষ থেকে তিনি প্যারিসের আন্তর্জাতিকের কর্মীদের সঙ্গে গোপনে সংযোগ স্থাপন করলেন। বিসমার্ক ও তিয়ের-এর মধ্যে বোঝাপড়া সম্পন্ন হওয়ার আগেই উত্তর দিকে বিপ্লবী বাহিনীকে সমবেত করে অভিযান চালানর পরামর্শ দিলেন। কিন্তু বিলম্ব দেখে একটু বিরক্তি নিয়ে মার্কস লিখলেন, "তাঁদের আমি আগেই বলেছিলাম, এখনও সময় আছে নতুবা একেবারে ফাঁদে পড়ে যাবে।" ১৩ মে ফ্রাঙ্কেল ও ভার্লিনকে লিখে পাঠালেন, "আমার মনে হচ্ছে কমিউন তুচ্ছ ব্যাপারে ও নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করে বড বেশী সময় নষ্ট করছে। শ্রমিকরা ছাড়া অন্যান্যদের প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।"

বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাগুলির বীভৎস কুৎসা ও মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে প্রকৃত ঘটনা প্রচার করা মার্কসের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হয়ে উঠল। লাবনেখ্‌টকে লিখিত চিঠিতে মার্কস লিখলেন, "খবরের কাগজে প্যারিসের ভিতরের খবর যা সব পড়ছ তা একটি অক্ষরও বিশ্বাস করো না। এর আগাগোড়াই মিথ্যা ও বিকৃত।" লণ্ডনে বসে তিনি সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় ও ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে প্যারি কমিউনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে থাকেন। তিনি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন ইংলণ্ডের শ্রমিক সংগঠন ও গণতান্ত্রিক মানুষদের প্যারি কমিউনের পাশে সমবেত করার প্রয়াসে। কেননা তিনি বুঝতেই পারছিলেন আর বেশী দিন প্যারি কমিউন রক্ষা পাবে না। এখনই প্রয়োজন ইয়োরোপের শ্রমিক ও গণতন্ত্রীদের সমবেত করা। ২৩ মে লণ্ডনে এক সভায় দীর্ঘ ভাষণে মার্কস প্যারি কমিউনের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, "কমিউনের নীতিগুলি শাশ্বত এবং তা ধ্বংস করা যাবে না। যতদিন পর্যন্ত না সর্বহারার মুক্তি ঘটছে ততদিন সেগুলির কার্যকারিতা থাকবেই।" তিনি সাধারণ পরিষদের ইংরেজ সদস্যদের জনসভা করে কমিউনের সমর্থনে প্রচারাভিযানে নেমে পড়তে আহ্বান জানান। তদনুযায়ী ৩১ মে একটি সভা আয়োজিত হয়। এই সভায় গ্লাডস্টোনও সমর্থনে ভাষণ দেন।

রণকৌশলগত ভুলভ্রান্তি কিছু ঘটলেও কমুনার্ডরা বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে দেন নি। একদিকে প্রুশিয় সরকারের সহায়তাপুষ্ট তিয়েরের ভার্সাই বাহিনী এবং অপরদিকে প্যারিসের শ্রমিক, কারিগর, ছোট ব্যবসায়ী, ছাত্র যুব ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশের বিপ্লবী বাহিনী। বিদেশী শরণার্থীদের মধ্যে বড় একটি অংশ কমিউনের পক্ষে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। পোল দেশীয় ইয়ারোস্লাভ ডোমব্রোভস্কি ও ভেলেরি ভ্রোবলেভস্কি, হাঙ্গেরির লিও ফ্রাঙ্কেল, বিপ্লবী নারী দিমিত্রিয়েভনা ছদ্মনামে পরিচিতা তোমানভস্কায়া প্রমুখের নাম ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। লড়াই চলতে লাগল শহরের পথে পথে, ব্যারিকেড রচিত হল এলাকায়

এলাকায়। শুধু বীর দেশপ্রেমিক কমুনার্ডরা নন পরিবারের মহিলা ও শিশুরা পর্যন্ত হাতের কাছে যা পেলেন তাই নিয়ে তিয়ের বাহিনীর মুকাবিলা করলেন। শিক্ষিকা লুই মিশেই-এর বীরাঙ্গনা মূর্তি আমাদের দেশের প্রীতিলতা, মাতঙ্গিনীকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

স্বভাবতই তিয়েরের অফুরন্ত সামরিক শক্তির মুখোমুখি কয়েক সপ্তাহ অভূতপূর্ব প্রতিরোধ ও প্রতিআক্রমণ হেনেও পিছু হঠতে হল কমিউনকে। চলতে লাগল তিয়েরের ঘৃণ্যতম জিঘাংসা, হিটলারের ফ্যাসিস্ট নৃশংসতার পূর্বে এর কোন দ্বিতীয় নজির নেই। মে মাসের শেষে কমুনার্ডরা শেষ রক্তবিন্দু ঢেলেও শেষ রক্ষা করতে পারলেন না, পরাজয় বরণ করতে হল। শ্রমিক ও বিপ্লবীদের রক্তে স্রোত বয়ে গেল প্যারি নগরীতে। তিয়ের খুনের নেশায় মাতাল হয়ে উঠল, রাইফেল দিয়ে এক এক করে খুন করা সময় সাপেক্ষ তাই দেয়ালে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে মেশিন গানের গুলিতে হত্যা করল হাজার হাজার কমুনার্ড বন্দীদের। প্রায় ষাট হাজার বন্দীর উপর হত্যার উদ্দেশ্যে নিপীড়ন চলতে লাগল।

লড়াই যখন চলেছে মার্কস-এঙ্গেলস সর্বশক্তি দিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়েছেন। এখন কমুনার্ডদের রক্ষা করার পালা। মার্কস পরিবারের অনেক পরিচিত মানুষ কমিউনের মধ্যে রয়েছেন, তাঁদের কারও কারও নিহত হওয়ার সংবাদও মার্কসের কাছে পৌঁছেছে। দ্বিতীয় মেয়ে লরা ও জামাতা কমরেড লাফার্গ-এর খবরও পাচ্ছেন না। প্রতিবিপ্লবের উন্মত্ত আস্ফালন মার্কস কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। অথচ কীই বা করবেন! চিন্তায় অস্থিরতায় তিনি প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। যতটা সম্ভব রক্ষা করতেই হবে কমুনার্ডদের। লণ্ডনে শরণার্থী কমিটি গঠন করে আশ্রয় দিতে লাগলেন আত্মরক্ষা করতে সমর্থ বিপ্লবীদের। বিভিন্ন দেশের পাশপোর্ট গোপন পথে পাঠিয়ে অনেক নেতাকে প্যারিস থেকে পালিয়ে আসতে সাহায্য করলেন। শরণার্থীদের প্রাথমিক আশ্রয় হল মার্কস ও এঙ্গেলসের বাড়ী। কতটুকুই বা সামর্থ্য, দুটি বাসাও নিতান্ত ছোট্ট। তারই মধ্যে পরস্পর আত্মীয়ের মতো সংকটময় দিনগুলো কাটিয়ে দিলেন শরণার্থীরা। এই বিপুল ব্যয় বহন করার মতো সঙ্গতি মার্কসের ছিল না, কেননা সম্বল বলতে এঙ্গেলসের সহায়তা। ফলে জেনীকে ঋণ করতে হতো প্রতিবেশী বন্ধুদের কাছে।

যে সব বীর কমুনার্ড আত্মরক্ষা করে লণ্ডনে আসতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁর মধ্যে ছিলেন অঁগ্যা পোতিএ, ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের স্রষ্টা। সর্বহারা বিপ্লবের মহান ধ্রুবতারা প্যারি কমিউনের বীর বিপ্লবী রচিত সেই গান চিরকালের জন্য বিপ্লবীদের অগ্নিমন্ত্র হয়ে রইল :

জাগো, জাগো, জাগো সর্বহারা
অনশন বন্দী ক্রীতদাস
শ্রমিক দিয়াছে আজ সাড়া
উঠিয়াছে মুক্তির আশ্বাস।

সনাতন জীর্ণ কু-আচার
চূর্ণ করি জাগে জনগণ
ঘুচাও এ দৈন্য হাহাকার
জীবন মরণ করি পণ।

শেষ যুদ্ধ আজ কমরেড
এসো মোরা মিলি একসাথ
গাও ইণ্টারন্যাশনাল
মিলাবে মানব জাত।

বিপ্লবী যুদ্ধে সহযোগিতা, বিপ্লবীদের আত্মরক্ষায় সাহায্য করা—এখানেই মার্কসের ভূমিকা শেষ নয়। আরও বড় কাজ তিনি করলেন তা হল প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতার রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উত্তরকালের বিপ্লবীদের জন্য। ৩০ মে প্যারিসের পতনের দুদিন পরে আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে তিনি 'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ' নামের ঐতিহাসিক লিখিত ভাষণটি পাঠ করেন। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি নমুনা হিসেবে তিনি কমিউনকে অভিহিত করেন। তিনি দেখালেন, কমিউনের ঐতিহাসিক কৃতিত্ব হল বুর্জোয়া রাষ্ট্র তথা সেনাবাহিনী, পুলিশ, প্রশাসক ও বিচারকদের দ্বারা গঠিত আমলাতন্ত্রের ধ্বংসসাধন। কুগেলমানকে লিখিত এক চিঠিতে মার্কস বলেন, "অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার অফ্ লুই বোনাপার্ট গ্রন্থের উপসংহারে আমি বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংস ও শ্রমিকমুক্তি সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তগুলি উপস্থিত করেছিলাম কমিউনে তার বাস্তব ও দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ প্রত্যক্ষ করা গেল।"

'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থে মার্কস সুস্পষ্টভাবে বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের সংস্কারবাদী চিন্তাভাবনাকে আঘাত করেন এবং বলেন রাজতন্ত্র, বোনাপার্টিস্ট শাসন বা সংসদীয় প্রজাতন্ত্র যে রূপেই দেখা দিক এর মূল চরিত্র শোষণমূলকই থেকে যায়। কিন্তু বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থার সীমাবদ্ধ গণতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করেও তিনি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির সদ্ব্যবহার ও

পুনরুদ্ধারের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার ধ্বংসসাধনের অর্থ এই নয় যে ঐতিহ্যপূর্ণ গণতান্ত্রিক সংগঠন ও অধিকারগুলি বাতিল করে দেওয়া। এই গ্রন্থে তিনি ইযোরোপীয় দেশগুলির বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আরও দেখালেন শান্তিপূর্ণ পথে নয় সশস্ত্র বিপ্লবই শোষণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা ধ্বংসের অনিবার্য পথ। রাষ্ট্র কাঠামোর বিকল্প হিসেবে কমিউনের স্বল্পস্থায়ী রূপকে মার্কস আদর্শ হিসেবে গণ্য করেন। যে কোন রকম রাষ্ট্রের অস্তিত্বই অস্বীকার করার বাকুনিনপন্থী নৈরাজ্যবাদী চিন্তাধারার কবর রচিত হল কমিউনের অভিজ্ঞতায় তিনি তাও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। কমিউন সম্পর্কে তাত্ত্বিক মূল্যায়নে মার্কস বলেন, "প্রধানত এটি ছিল শ্রমিকশ্রেণীর সরকার, আত্মসাৎকারী শ্রেণীর বিরুদ্ধে উৎপাদনকারী শ্রেণীর সংগ্রামের ফলশ্রুতি যার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব। এটাই এক আবিষ্কার।"

কমিউন মাত্র ৭২ দিন অস্তিত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল, স্বভাবতই এই স্বল্প সময়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমস্ত ব্যবস্থাগুলির রূপায়ণ বা সূত্রপাত করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু শ্রমিকদের হাতে কলকারখানার পরিচালন ব্যবস্থা তুলে দেওয়া, নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী বিচার ব্যবস্থা ও প্রশাসন গড়ে তোলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে তিনি গণ্য করেন। সেই সঙ্গে আবার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে দ্রুত ও হঠকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শও দেন, কেননা সামাজিকবিপ্লব যাদু প্রদর্শনী নয়। কমিউনের ইতিবাচক দিকগুলির প্রতি যেমন তিনি উচ্চমূল্য দিলেন তেমনি ব্যর্থতার কারণগুলির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে ত্রুটিগুলি নির্দেশ করেন। কমুনার্ডদের বিপ্লবী নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের কোন তুলনা ছিল না। কিন্তু প্রুধোঁপন্থী, বাকুনিনপন্থী নিও-জ্যাকোবিনপন্থী প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের নেতৃবৃন্দের টানাপোড়েনে কমিউনের পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল। মার্কস তাঁর বিশ্লেষণে যে বিষয়ের প্রতি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন সেটি হল, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি ও জনসংখ্যার ব্যাপক অংশ কৃষক সম্প্রদায়ের সমর্থনের অভাব। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি ছাড়া অর্জিত ক্ষমতা রক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। আর কৃষক সম্প্রদায়কে সংগ্রামের সারিতে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে সামিল না করতে পারলে বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলাও দুঃসাধ্য। মার্কস এই গ্রন্থে আরও দেখালেন কমিউনের বিজয়ের মতো বিষয়গত বা বিষয়ীগত পরিস্থিতি তৎকালীন ফ্রান্সে ছিল না। শ্রমিকশ্রেণীর জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতও ছিল না। কমিউনের ধ্বংসকারী ও কমুনার্ডদের হত্যাকারী রক্তপিপাসু শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা বর্ষণ করে মার্কস কমিউনের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে উত্তর কালের

বিপ্লবীদের কাছে জাজ্বল্যমান ধ্রুবতারা হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি কমুনার্ডদের 'প্যারিসের স্বর্গ অভিযানকারী' বলে সম্মানিত করেন। তাঁর মতে কমিউন হল সর্বকালের বিপ্লবের অগ্রদূত।

'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ' মার্কসের গ্রন্থগুলির মধ্যে সমকালে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে তিনটি সংস্করণ নিঃশেষিত হয় এবং কয়েক সহস্র কপি বিক্রী হয়ে যায়। ইয়োরোপের প্রায় সব কটি ভাষায় কয়েকমাসের মধ্যে অনূদিত হয়। বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাগুলি প্রথম দিকে নীরবতা অবলম্বন করলেও বিপুল জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে দ্রুত আক্রমণের প্রবাহ সৃষ্টি করে দিল। মার্কস-এঙ্গেলস এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে পত্র বিবৃতি মিলিয়ে প্রায় কুড়িটি প্রতিবাদ পাঠালেন। ভেবেছিলেন প্রতিবাদগুলি সব ছাপা হবে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল কয়েকটি মাত্র ছাপা হল। এই গ্রন্থকে কেন্দ্র করে বুর্জোয়া পত্রপত্রিকাগুলি ইন্টারন্যাশনালকেই আক্রমণ করতে লাগল এবং এর ফলে দক্ষিণপন্থী ইংরেজ ট্রেডইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও প্রুধোপন্থীদের মধ্যে দোদুল্যমানতা দেখা দিল। মার্কস প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে ঘোষণা করলেন 'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ' আন্তর্জাতিকের এই দলিলটি তাঁর রচনা এবং এতে সরকার সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য তিনি প্রয়োজনে কোর্টে প্রমাণ করতে প্রস্তুত আছেন। এর ফলে বুর্জোয়া কুৎসা খানিকটা প্রশমিত হল বটে কিন্তু আন্তর্জাতিকের দক্ষিণপন্থী অংশের সঙ্গে ব্যবধান বৃদ্ধি পেল। ওজার, লুকাফট, তোলাঁ প্রমুখ নেতারা আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন।

দুর্বল, দোদুল্যমান দক্ষিণপন্থীরা সম্পর্ক ত্যাগ করার ফলে ইন্টারন্যাশনালের চরিত্র অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল এবং কমিউনিজমের দিকে পক্ষপাত আরও বৃদ্ধি পেল। মার্কসবাদের শিক্ষায় আলোকিত শ্রমিকশ্রেণী ক্রমশ আন্তর্জাতিকের পতাকা তলে ব্যাপক সংখ্যায় সমবেত হতে থাকে। প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতায় এই ঐতিহাসিক অগ্রগতি সম্ভব হল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

প্রথম আন্তর্জাতিকের অবসান

১

প্যারি কমিউনের আবির্ভাব এবং কার্যকলাপ শুধু ফ্রান্সের বুর্জোয়া সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দিল তাই নয় সমগ্র ইয়োরোপের দেশে দেশে শাসকশ্রেণীর মধ্যে আতঙ্ক নেমে এল। কোন দেশে যাতে এই জাতীয় অভ্যুত্থানের পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য আন্তর্জাতিক ও মার্কসপন্থীদের প্রতিরোধ করতে হবে। সমস্ত আক্রমণের লক্ষ্য স্থল হয়ে দাঁড়াল আন্তর্জাতিক। আন্তর্জাতিককে খতম কর এই হল ইয়োরোপের বুর্জোয়াদের রণধ্বনি। ফরাসী সরকারের নতুন আইনে আন্তর্জাতিকের সভ্য হওয়াও শাস্তিযোগ্য বলে ঘোষিত হল। প্রুশিয় সরকার বেবেল ও লীবনেখ্‌টকে দেশদ্রোহী-তার কল্পিত অভিযোগে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল। নানাভাবে আন্তর্জাতিকের কর্মীদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। শুধু নিজের দেশের মধ্যেই আক্রমণ চালিয়ে নিশ্চিন্ত হতে না পেরে বিসমার্কের পক্ষ থেকে রুশিয়ারজার ও ভিয়েনা সরকারের সঙ্গেও আন্তর্জাতি-কের নেতা ও কর্মীদের জব্দ করার জন্য শলাপরামর্শ করা হল। স্পেনে আন্তর্জাতি-কের কেন্দ্র নিষিদ্ধ হয়ে গেল। রাষ্ট্র শক্তিগুলির পাশে এসে দাঁড়াল ধর্মীয় প্রভুরা। ভ্যাটিকানের পোপ ঘোষণা করলেন, আন্তর্জাতিকের কর্মীরা হল শয়তানের অনুচর, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অনুচিত কাজ।

প্রতিক্রিয়াশক্তির আক্রমণের প্রধান কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠলেন মার্কস এবং তাঁর পরিবারবর্গ। তিনি নিজেই লিখেছেন, "এই মুহূর্তে লণ্ডনের সবচেয়ে সমালোচিত ও আতঙ্ক সৃষ্টিকারী মানুষ হয়ে উঠেছি আমি।" তাঁর চলাফেরার উপর কঠোর নজরদারি রেখে চলল লণ্ডনের পুলিশ। কয়েক দিনের জন্য সমুদ্রের ধারে বিশ্রাম নিতে গিয়েছিলেন, সেখানেও ছায়ার মতো অনুসরণ করত সাদা পোষাকের পুলিশ। এই দুর্ব্যবহার থেকে তাঁর মেয়েরাও বাদ যায় নি। ১৮৭১ সালের শেষের দিকে বড় মেয়ে জেনি চেন ও ছোট মেয়ে এলিয়ানর দক্ষিণ ফ্রান্সে গেলেন বোন লরা ও ভগ্নিপতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। পৌছনর সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সরকার তাঁদের সাধারণ কয়েদীর মতো গ্রেপ্তার করল এবং পোষাক খুলতে বাধ্য করে তল্লাসি চালাল। অকথ্য শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন চালাল তাদের উপরে, উদ্দেশ্য ভগ্নিপতী লাফার্গ কোথায় জানা। আক্রমণ এড়াবার জন্য লাফার্গ এই সময় স্পেন সীমান্তে আত্মগোপন করে ছিলেন এবং কোনক্রমে স্প্যানিশ পাসপোর্ট সংগ্রহ করে স্পেনে পালিয়ে

গিয়েছিলেন। কোন ভাবেই যখন চাপ সৃষ্টি করে দুই বোনের কাছ থেকে লাফার্গের খবর সংগ্রহ করা সম্ভব হল না তখন বাধ্য হয়েই তাদের মুক্তি দিতে হল।

চতুর্দিকে আক্রমণ তখন মার্কস এবং ইণ্টারন্যাশনালের বিরুদ্ধে। সরকারী সন্ত্রাস, বুর্জোয়া পত্র পত্রিকার কুৎসা ও হুমকী, সন্ত্রাসের মুখে দুর্বলচিত্ত নেতা ও কর্মীদের দলত্যাগ এই সব কিছু প্রৌঢ় মার্কসের সামনে একটা পরীক্ষা হিসেবে দেখা দিল। তার উপর অনুকুল আবহাওয়ায় নৈরাজ্যবাদী বাকুনিন আন্তর্জাতিক দখল করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধ করবেন না ঘর সামলাবেন, উভয় সংকট তখন মার্কসের সামনে। তিনি অধিক গুরুত্ব দিলেন আন্তর্জাতিকের বিপ্লবী চরিত্র রক্ষার দিকে।

বাকুনিনপন্থীরা এক বিচিত্র তত্ত্ব শ্রমিকশ্রেণীর সামনে হাজির করল। তারা বলতে থাকল যে-কোন রকম রাষ্ট্রই শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী, এমন কি শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রও। শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টিতে সংগঠিত করারও তারা বিরোধী। অথচ প্যারিকমিউনের শিক্ষা সম্পূর্ণ বিপরীত। শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রগঠন যে সম্ভব এবং তা যে আদর্শ, স্বল্প দিনের জন্য হলেও প্যারিকমিউন তা প্রমাণ করেছে। আর শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি ছাড়া যে বিপ্লব সফল হয় না এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র ধরে রাখা যায় না, সে শিক্ষাও কমিউনের পরাজয়ের মধ্য থেকে অর্জিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও বাকুনিনপন্থীরা স্বতঃস্ফূর্ততার উপর নির্ভর করে শুধু 'ধ্বংস আর ধ্বংস' এই শ্লোগান নিয়ে প্রচার সমাবেশ, উপদলীয় চক্রান্ত ইত্যাদি করতে লাগল। সুতরাং বাকুনিনপন্থীদের সঙ্গে বিরোধ দুয়েকটি প্রশ্নে মত বিরোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না, আন্তর্জাতিকের সমগ্র রাজনৈতিক লাইনের বিরোধিতায় পর্যবসিত হল। সুতরাং যে কোন মূল্যে বাকুনিনপন্থাদের প্রভাব থেকে আন্তর্জাতিককে রক্ষা করতে হবে এটাই হল মার্কস-এঙ্গেলসের লক্ষ্য।

প্যারি কমিউনের পরাজয়-উত্তর অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে ১৮৭১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিকের লণ্ডন কংগ্রেস শুরু হল। কংগ্রেসের আগে মার্কস সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সিদ্ধান্ত করে নিতে পেরেছিলেন যে, এই সম্মেলন হবে শুধু নীতিগত ও সাংগঠনিক প্রশ্নে। সম্মেলনের মূল প্রস্তাব রচনা করলেন মার্কস এবং খসড়া রচনা কমিটিতে সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হল। যেহেতু লণ্ডনে সম্মেলন হচ্ছে আতিথেয়তার মূল দায়ভারও অর্পিত হল মার্কস ও এঙ্গেলসের উপর। আনসেলমো লোরেঞ্জো নামে একজন স্প্যানিশ প্রতিনিধির স্মৃতিচারণা থেকে মার্কসের অতিথিবৎসল রূপটি সুন্দরভাবে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হবে। দীর্ঘদিন বাদে স্মৃতি কথায় লোরেঞ্জো লিখছেন :

"লজ্জানম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে আমি সম্ভাষণ জানালাম এবং আন্তর্জাতিকের স্প্যানিশ ফেডারেশনের একজন প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দিলাম। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করে কপালে চুমু খেলেন এবং স্প্যানিশ ভাষায় স্নেহ সম্ভাষণে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেলেন। এই মানুষটিই কার্ল মার্কস। পরিবারের অন্যান্যরা শুয়ে পড়েছিলেন, তাই তিনি নিজেই বিনয় সহকারে আমাকে সুস্বাদু কিছু খাবার পরিবেশন করলেন। তারপর চা খেতে খেতে দীর্ঘক্ষণ আমরা বিপ্লবী মতাদর্শ, প্রচার ও সংগঠন নিয়ে আলোচনা করলাম। স্পেনে আমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে মার্কস খুবই সন্তোষ প্রকাশ করলেন।" এরপর উভয়ের মধ্যে স্প্যানিশ সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে গভীর আলোচনা হল। লোরেঞ্জো বিস্মিত হয়ে গেলেন স্প্যানিশ সাহিত্য সম্পর্কে মার্কসের জ্ঞানের গভীরতা লক্ষ্য করে। সে রাতের মতো তিনি মার্কসের অতিথি হলেন। পরের দিন মার্কস নিজে তাঁকে প্রতিনিধি ক্যাম্পে পৌঁছে দিলেন।

লণ্ডন সম্মেলনে মার্কস তাঁর প্রাবম্ভিক ভাষণে পরিস্থিতি অনুযায়ী সংগঠন গড়ে তোলার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সেটা হবে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন। মূল রাজনৈতিক দলিল উত্থাপন করেন এডুয়ার্ড ভাইল্যাঁ। এই দলিলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ শক্তি বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়। নৈরাজ্যবাদীদের মুখপাত্র লোরেঞ্জো প্রস্তাব করেন আন্তর্জাতিকের পরিবর্তে ট্রেডইউনিয়নগুলির একটি রাজনীতিমুক্ত আন্তর্জাতিক এ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলা হোক। ফরাসী প্রতিনিধি প্রাক্তন কমিউন সদস্য পিয়েরি দেলায়া কমিউনের মতোই একটি শ্রমিক ফেডারেশন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। মার্কস ভাইল্যাঁর সরকারী প্রস্তাবের সমর্থনে দাঁড়িয়ে ইংলণ্ডের ট্রেডইউনিয়নগুলির সীমাবদ্ধ কার্যকলাপ ও ক্রমশ সাধারণ স্তরের শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ার অক্ষমতা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বৈপ্লবিক জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সঙ্গে সঙ্গে বলেন ট্রেডইউনিয়ন কখনও রাজনৈতিক পার্টির বিকল্প হতে পারে না। ট্রেডইউনিয়ন গণসংগঠন রূপে নিশ্চয়ই তার ভূমিকা পালন করবে কিন্তু নেতৃত্বে থাকবে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি। শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামের বিপ্লবী কৌশল সম্পর্কে মার্কস বলেন, "আমরা সরকারগুলিকে অবশ্যই বলব : আমরা জানি তোমরা হলে সর্বহারার বিরুদ্ধে একটি সশস্ত্র শক্তি; যেখানে সম্ভব সেখানে তোমাদের বিরুদ্ধে আমরা শান্তিপূর্ণ ভাবে কাজ করব, কিন্তু যখনই প্রয়োজন হবে তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব।"[১] এঙ্গেলসও এই প্রস্তাবের পক্ষে ভাষণ দেন। অবশেষে লণ্ডন কংগ্রেসে বিপুল ভোটাধিক্যে ভাইল্যাঁ উপস্থাপিত সরকারী রাজনৈতিক

১. মার্কস-এঙ্গেলস রচনাবলী—খণ্ড-১৭, পৃঃ ৬৫২

প্রস্তাব এবং অন্যান্য প্রস্তাবাবলী গৃহীত হল। যদিও একাজ সহজে হয় নি। কেননা কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে মার্কসকে ৯৭ বার বক্তব্য বলার জন্য উঠতে হয়। সম্মেলন ভালভাবে মিটে গেল কিন্তু নৈরাজ্যবাদী বাকুনিনপন্থীরা উপদলীয় চক্রান্ত অব্যাহত রেখে গেল। তাই এক বছরের মধ্যেই ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বরে ইণ্টারন্যাশনালের হেগ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল এবং এই কংগ্রেসে বাকুনিনপন্থীদের সঙ্গে বোঝাপড়া সম্পন্ন হল।

হেগ কংগ্রেস সম্পর্কে মার্কস গুরুত্ব দেন আরও বেশী। এঙ্গেলস, জেনী ও মেয়ে এলিয়ানরকে নিয়ে তিনি হেগ-এ হাজির হলেন ১ সেপ্টেম্বর। মার্কসের উপস্থিতি মাত্রেই পুলিশের গুপ্তচরের তৎপরতা যেমন বেড়ে গেল, বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাগুলিতেও সাড়া পড়ে গেল। মার্কসকে নিযে বিভিন্ন পত্রিকা নানা ধরনের সংবাদ প্রকাশ করল। বাকুনিন নিজে এই কংগ্রেসে অনুপস্থিত থেকে অনুগামিদের দিয়ে অন্তর্ঘাত করার প্রয়াস করেন। কিন্তু তাঁরা সফল হলেন না, শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন। রাজনৈতিক সংগ্রাম চাই ও শ্রমিকশ্রেণীর সাচ্চা পার্টি চাই, এই শ্লোগান নিয়ে সম্মেলন মঞ্চ থেকে প্রতিনিধিরা বেরিয়ে এলেন। সম্মেলনের শেষ অধিবেশনের আলোচ্য বিষযে আন্তর্জাতিকের সংগঠনগত শৃঙ্খলার উপর জোর দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিকের নীতি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী সংগঠন বা কেন্দ্রকে বহিষ্কার করার অধিকার দেওয়া হল সাধারণ পরিষদের উপর। দীর্ঘ আলোচনার পর বাকুনিনপন্থীদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হল।

বিভেদমূলক কার্যকলাপ থেকে ইণ্টারন্যাশনালকে রক্ষার জন্যই এঙ্গেলস প্রস্তাব করলেন সাধারণ পরিষদের দপ্তর নিউইয়র্কে স্থানান্তরিত করা হোক। তাছাড়া সংশোধনবাদী ট্রেডইউনিয়ন নেতা, ব্লাঙ্কি ও বাকুনিনপন্থী শরণার্থী ও পুলিশী সন্ত্রাস থেকে সাধারণ পরিষদের কাজকর্ম মুক্ত রাখার জন্যই মার্কস-এঙ্গেলসের এই প্রস্তাব। প্যারি কমিউনের পরে বিভিন্ন দেশে সংগ্রামের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল, ফলে জাতীয় শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গঠনই এখন মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধনের জন্য নিউইয়র্ক থেকে পরিচালনা সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হয়েছিল। এই প্রস্তাব সকলকেই বিস্মিত করেছিল। কেননা সদর দপ্তর লণ্ডন থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হওয়ার অর্থ মার্কস-এঙ্গেলসের সঙ্গে পরিষদের বিচ্ছেদ। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা প্রস্তাবে সায় দিলেন বটে কিন্তু এই আশংকা সদস্যদের বক্তব্যে প্রকট হয়ে উঠল। মার্কস এই আশংকা নিরসন করে বললেন, "ইণ্টারন্যাশনাল থেকে আমি নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছি না। বিগত দিনগুলিতে যেমন সচেষ্ট ছিলাম

ঠিক তেমনই বাকি জীবন সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের বিজয়ের জন্য উৎসর্গীকৃত থাকব। আপনারা নিশ্চিত হতে পারেন, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের বিজয়ের ফলশ্রুতিতে একদিন বিশ্বে সর্বহারার শাসন কায়েম হবেই।" ১

সম্মেলনের পর মার্কস সদলবলে আমস্টারডামে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে এক শ্রমিকসভায় ভাষণে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের উপর জোর দেন। এরপর হেগে ফিরে এসে কয়েকদিন সপরিবারে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন, সঙ্গে রয়েছেন বন্ধু এঙ্গেলস। সমুদ্রে স্নান, সমুদ্রতীরে ভ্রমণ ও গল্পগুজোবে কয়েকটা দিন কেটে গেল। ছায়ার মতো অনুসরণ করল পুলিশের গুপ্তচর। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে তাঁরা লণ্ডনে ফিরে এলেন।

নিউইয়র্কে স্থানান্তরিত সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হলেন ফ্রেডরিখ অ্যাডলফ জোর্গে। মার্কস নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করে জোর্গেকে পরামর্শ দিতে লাগলেন সংগঠন পরিচালনার ব্যাপারে। বাকুনিনপন্থী ও সংশোধনবাদীদের সংশ্রব থেকে যাতে আন্তর্জাতিককে দূরে সরিয়ে রাখা হয় তার জন্য বারবার সতর্কও করে দেন। ক্রমশ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠল যে পরিবর্তমান পরিস্থিতিতে একটি কেন্দ্র থেকে বিশ্বশ্রমিক আন্দোলনকে আর পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। তিনি জোর্গেকে এক পত্রে লেখেন, "সমগ্র ইয়োরোপের পরিস্থিতি দেখে আমার মনে হচ্ছে ইণ্টারন্যাশনালের সংগঠনকে নেপথ্যে নিয়ে যাওয়াই সঠিক হবে। কিন্তু যতদিন সম্ভব হয় নিউইয়র্কের কেন্দ্র থেকে সবকিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে যাতে কিছু স্বল্পবুদ্ধি লোক কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দখল করে ইণ্টারন্যাশনালের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে না পাবে। ঘটনার জটিলতার গতি ও অনিবার্য বিকাশ থেকে আগামীদিনে আরও উন্নততর ইণ্টারন্যাশনাল জন্ম নেবে। আপাততঃ লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বিভিন্ন দেশের সাচ্চা নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে না যায়—পরিস্থিতি অনুযায়ী সেটুকু করাই যথেষ্ট হবে।"

ইণ্টারন্যাশনালের বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে হেগ কংগ্রেসের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক নীতি অমান্য করার প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় ১৮৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত জেনেভা কংগ্রেসে মার্কস-এঙ্গেলস উপস্থিত হন নি। বেশীর ভাগ দেশের প্রতিনিধিই অনুপস্থিত থাকেন। কার্যতঃ সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও মার্কসপন্থী বেকার একাই কঠোর লড়াই করে হেগ কংগ্রেসের নীতি অব্যাহত রাখতে সমর্থ হন এবং সাধারণ পরিষদের সদর দপ্তর জেনেভায় স্থানান্তরণের প্রস্তাব বাতিল করে দেন। জেনেভা কংগ্রেস আরও প্রমাণ করে দিল যে যখন

১. মার্কস-এঙ্গেলস রচনাবলী—১৮ খণ্ড। পৃঃ ১৬১

প্রতিটি দেশের সীমানার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি সংগঠিত ও পরিচালনা মুখ্য কাজ তখন দুর্বল আন্তর্জাতিকের মধ্যে কোন্দল করার অর্থ নেই। প্রথম ইণ্টারন্যাশনাল তার ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করেছে এবং তার প্রয়োজন তখনকার মত নিঃশেষিত হয়েছে।

১৮৭৬ সালের ১৫ জুলাই ফিলাডেলফিয়ায় অনুষ্ঠিত প্রথম ইণ্টারন্যাশনালের সর্বশেষ কংগ্রেসে ইণ্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেনস এ্যাসোসিয়েশন আনুষ্ঠানিকভাবে ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশে প্রচারিত এক আবেদনে বলা হয়ঃ "ইযোরোপের সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করে আমরা ইণ্টারন্যাশনালের বিলুপ্তি ঘোষণা করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এও লক্ষ্য করছি যে, বিভিন্ন দেশে সংগ্রামী শ্রমিকদের সাংগঠনিক নীতিগুলি ক্রমশ স্বীকৃতি পাচ্ছে।·· পরিস্থিতি অনুকূল হলে একই সংগ্রামের পতাকাতলে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী আবার ঐক্যবদ্ধ হবে এবং তখন বিশ্ব কাঁপিয়ে শ্লোগান উঠবে দুনিয়ার মজদুর এক হও।"

মার্কসের জীবনের গৌরবময় এক অধ্যায়ের সমাপ্তি হল। এঙ্গেলসের ভাষায় ইণ্টারন্যাশনালের প্রতিষ্ঠাতা যদি জীবনে আর কিছুই না করতেন তাহলেও এই গৌরব তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখত। মার্কস তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা দীর্ঘ নয় বৎসর স্থগিত রেখে, শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে স্নেহময় প্রতিপালকের মত ইণ্টারন্যাশনাল সংগঠনকে পরিচালনা করেছেন অগ্রগতির দিকে, রক্ষা করেছেন অশুভ শক্তির প্রভাব থেকে। ইণ্টারন্যাশনাল সংগ্রামী শক্তি হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর চেতনাকে উচ্চধাপে উন্নীত করেছে। শুধু শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নয় ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে এর ফলে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের চিন্তাধারা প্রসারিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির দিক্‌দর্শন রূপে প্রথম ইণ্টারন্যাশনালের ভূমিকা ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

আন্তর্জাতিকের ইতিহাসের বিবর্তনের পথ ধরে মার্কসের পরিবারেরও বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে যায়। ইতিমধ্যে মেয়েরা বড় হয়েছে। বিপ্লবী পিতা মাতার সন্তান, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক কাজের মধ্যে নিজেদের বিজড়িত করে ফেলেছেন। দ্বিতীয় মেয়ে লরার সঙ্গে বিপ্লবী লাফার্গের বিয়ে হয়েছে। লাফার্গের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা আন্তর্জাতিকের মধ্যে এবং অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে তখন সকলের প্রশংসা লাভ করেছে। বড় মেয়ে জেনী চেন বাবার সচিবের কাজ অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি কপি করা, চিঠিপত্র সংরক্ষণ করা এবং উত্তরের খসড়া প্রস্তুত করা

ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। মাঝে মাঝে পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লি
সমকালীন বিভিন্ন দেশীয় আন্তর্জাতিক প্রশ্নে মার্কসীয় ভাবাদর্শের প্রচারও করছিলেন
কমিউনের শরণার্থীদের আতিথেয়তা, পুনর্বাসনের কাজে জেনীর তৎপরতা ছিল
অপরিসীম। এই সময়ই ফরাসী সাংবাদিক ও শরণার্থী শার্ল ল'গের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠত
হয় এবং ১৮৭২ সালের অক্টোবরে উভয়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন।

মার্কসের পরিবার-জীবন ছিল সর্বকালের কমিউনিস্টদের কাছে আদর্শ স্বরূপ।
মেয়েরা তখনকার লণ্ডনের ডাকসাইটে সুন্দরী পিতা হিসেবে মেয়েদের ইচ্ছে
করলেই তিনি স্বচ্ছল পরিবারে পাত্রস্থ করতে পারতেন, কিন্তু তা করেন নি। মেয়েরাও
পিতা মাতার আদর্শে বিপ্লবীদের ঘিরেই নিজেদের জীবনের ভবিষ্যৎ বেছে নেন
এর জন্য বিয়ের পরে একদিনের জন্যও তাঁদের স্বস্তি ছিল না। প্যারি কমিউনের
উত্তাল সময়ে এবং পরবর্তী দিনগুলিতে লরার একের পর এক সন্তানের মৃত্যু ঘটে,
তার উপর রয়েছে তিয়ের সরকারের উন্মত্ত অত্যাচার। ফলে লাফার্গ ও লরাকে হেগ
কংগ্রেসের পর লণ্ডনে চলে আসতে হয়। জেনী ও শার্ল আশ্রয় নিলেন অক্সফোর্ডে।
বড় মেয়ে ছিলেন মার্কসের সবচেয়ে বড় নির্ভরতা। মেয়েও বাবা বলতে অজ্ঞান।
প্রিয় মুরকে ছেড়ে দূরে যেতে তাঁর মন সায় দেয় না। অক্সফোর্ডে টিউশানি এবং
ছোটখাট সাংবাদিকতা করে শার্ল ও জেনী চেন টিকে থাকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন।
ফিরে এলেন লণ্ডনে। মেয়ে জামাই সকলকে মার্কস পাশে পেলেন যদিও কারও
সংসারেই স্বস্তি বা স্বাচ্ছল্য ছিলনা। এই সময় মার্কসের দৈনন্দিন জীবনের সবচেয়ে
আনন্দ ছিল জেনীর ছেলে জনিকে কেন্দ্র করে। দাদুর পিঠে চেপে ঘোড়া ঘোড়া
খেলতে জনির আনন্দের সীমা ছিল না। বৃদ্ধ মার্কসের এটাই ছিল পরম আনন্দের
খেলা।

দুই দিদির আলাদা সংসার হওয়ার পর ছোট মেয়ে এলিয়ানর-এর উপর দায়িত্ব
পড়ল পিতা মাতাকে দেখার। পিতার সচিবের পদেও তখন অধিষ্ঠিতা কিশোরী
এলিয়ানর। দীর্ঘ পরিশ্রমে ও অপুষ্টিজনিত কারণে মার্কস বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন।
অনিদ্রা, মাথা ঘোরা, দুর্বলতা তাঁকে প্রায় শয্যাশায়ী করে ফেলল। তাঁর চিকিৎসা
করলেন মানচেস্টারের ডাঃ গুমপার্ট এবং ডাঃ কুগেলমানও হানোভার থেকে পরামর্শ
পাঠাতে লাগলেন। কোন ভাবেই যখন শরীরের উন্নতি হচ্ছেনা তখন ডাক্তারের
পরামর্শে ছোট মেয়ে এলিয়ানরকে নিয়ে কার্লসবাদ-এ এলেন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য।
একটি ঘর নিয়েছেন 'হাউস গেরমানিয়া' হোটেলে, যার বর্তমান নাম 'কুরহাউস
মার্কস'। কিন্তু চিকিৎসা করতে এসেও কি শান্তি আছে। পুলিশ তো চব্বিশ
ঘণ্টা পিছনে লেগে আছে। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য এবং হোটেল

মালিকের সন্দেহ এড়াবার জন্য তিনি হোটেলের খাতায় নাম লেখালেন চার্লস মার্কস। কিন্তু বেশীদিন পরিচয় গোপন রাখা গেল না। ভিয়েনার একটি পত্রিকা 'স্প্রুতেল' এ সংবাদ বেড়িয়ে গেল, ফলে পুলিশের নজরদারিও শুরু হয়ে গেল। সম্পূর্ণ বিশ্রাম ও মেয়ের কঠোর শাসন ও সেবায় মার্কস দ্রুত সেরে উঠলেন। একমাসের উপর বিশ্রাম নেওয়ার পর তাঁরা ড্রেসডেন হয়ে বার্লিনে এলেন। বার্লিনে তখন শ্যালক এডগার ফন ভেস্টফালেন রয়েছেন, তিনি সরকারের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। তাঁর সঙ্গে মার্কসের দেখা সাক্ষাৎ হল বটে কিন্তু তাঁরা এডগারের আতিথ্য গ্রহণ না করে হোটেলে বেনামে স্থান নিলেন। এডগারের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সে জন্যই মার্কস এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। দু-দিন বার্লিনে থেকে তাঁরা হামবুর্গে চলে এলেন। ইতিমধ্যে পুলিশ টের পেয়ে গিয়েছিল, তাঁরা হোটেল ছেড়ে আসার ঘণ্টা খানেক পরেই পুলিস এসে হাজির হয়েছিল। হামবুর্গে তাঁর প্রকাশক কার্ল মাইৎসনারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে অক্টোবরের প্রথমে লণ্ডনে ফিরে এলেন।

লণ্ডনে ফিরেই মার্কস ক্যাপিটালের কাজে মন দিলেন এবং আবার কঠোর পরিশ্রম করতে লাগলেন। ভাঙা শরীর আর এত পরিশ্রম সইতে পারছিল না, ফলে বারবার অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন। ১৮৭৫ ও ১৮৭৬ পরপর দুবছর কার্লসবাদে এলেন এক মাস করে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য। ১৮৭৮ সাল থেকে পুলিশী আইন সমাজ-তন্ত্রীদের সম্পর্কে কঠোর হওয়ায় মার্কসের পক্ষে কার্লসবাদে যাওয়া আর সম্ভব হয় নি। ইতিমধ্যে মেইটল্যাণ্ড পার্কে একটি অপেক্ষাকৃত বড় বাড়ীতে তিনি সপরিবারে উঠে এলেন। এই বাড়ীটি হয়ে উঠল সমাজতন্ত্রীদের মেলামেশার অবাধ কেন্দ্র। সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও জেনীর কল্যাণী হাতের আতিথেয়তায় সকলে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। ফ্রেডরিখ লেসনার এই দিনগুলির স্মৃতিচারণায় জেনী সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন: "আস্থাভাজন কমরেডদের জন্য মার্কস পরিবারের দরজা সর্বদাই উন্মুক্ত ছিল। আমার মতো অনেকেরই মার্কসের বাড়ীতে অতিবাহিত করা সময়গুলোর স্মৃতি বিস্মৃত হওয়ার নয়। এই বাড়ীর মধ্যমণি ছিলেন ফ্রাউ মার্কস নামের এক মহিলা। মহৎ হৃদয়, অসামান্যা রূপবতী, ব্যক্তিত্বময়ী, মন কেড়ে নেওয়া বুদ্ধি সম্পন্না অথচ যান্ত্রিক ভদ্রতা ও আড়ম্বরীতা থেকে মুক্ত এই মহিলার সংস্পর্শে এলে মনে হবে নিজের বাড়ীতে মা বা বোনের সান্নিধ্যে রয়েছি।"

দর্শন ও অর্থনীতির কূট প্রশ্নের সমাধান কল্পে যিনি ডুবুরির মতো জ্ঞানসমুদ্রে স্বচ্ছন্দে বিহার করতেন, তিনিই আবার গল্পগুজব, জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্যের যে কোন শাখায় অবাধে বিচরণ করতে পারতেন। দেশ বিদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের নিরন্তর

যাতায়াতে তাঁর বাড়ীটি হয়ে উঠেছিল লণ্ডনের বিশ্বভারতী। কিন্তু সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেতেন এঙ্গেলসের সান্নিধ্যে। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করেও দুই বন্ধুর ক্লান্তি ছিল না। পরস্পরের কাছে প্রতি মুহূর্তে তাঁরা যেন নতুন হয়ে উঠতেন। বড় মেয়ে জেনী চেনের ভাষায়, ডাক্তারের দেওয়া ওষুধের চেয়ে এঙ্গেলসের সাহচর্য ও একসঙ্গে বেড়ান মার্কসকে অনেক বেশী সুস্থ করে তুলত। এঙ্গেলসও এই সময় মার্কসের বহু দৈনন্দিন কাজ নিজের হাতে তুলে নিলেন। উদ্দেশ্য বন্ধুকে ক্যাপিটালের দ্বিতীয় খণ্ডের কাজে সময় সুযোগ করে দেওয়া। ফ্রেড পাশে না থাকলে শেষ জীবনে মার্কস যেন চোখে অন্ধকার দেখতেন।

মার্কসের বন্ধু ও অনুগামীদের চাপে ক্যাপিটালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড রচনার কাজ সমাপ্ত করা জরুরী হয়ে উঠলেও শেষ করে উঠতে পারছিলেন না। কেননা বিভিন্ন ভাষায় প্রথম খণ্ডের অনুবাদ ও একের পর এক সংস্করণের প্রকাশ তদারকি করতে গিয়ে বহু সময় তাঁকে ব্যয় করতে হয়েছে। তাছাড়া ইণ্টারন্যাশনাল উঠে গেলেও দেশ বিদেশের শ্রমিক পার্টিগুলির মার্কসের নেতৃত্ব ও পরামর্শের প্রতি মুখাপেক্ষিতা বেড়েই গেল। এঙ্গেলস বলেছেন, "তাঁর তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত কৃতিত্বের ফলে মার্কস এমন এক স্তরে পৌঁছেছেন যে সারা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ মানুষদের পূর্ণ আস্থা তাঁর উপর ছিল। বিভিন্ন সংকটময় মুহূর্তে তাঁরা পরামর্শের জন্য তাঁর কাছে ছুটে আসেন এবং দেখা গেছে তাঁর পরামর্শই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ।"

এই সময় জার্মানীর শ্রমিক আন্দোলনের সামনে প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দিল সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি ও লাসালবাদী জেনারেল এ্যাসোসিয়েশন অব জার্মান ওয়ার্কাস সংগঠন দুটির মিলনের প্রশ্ন। জার্মানীর ঐক্যের প্রশ্নে প্রধানত এই দুটি দলের মধ্যে মত পার্থক্য ঘটেছিল, কিন্তু ১৮৭১ সালে জার্মান রাইখ গঠনের পরে তার অবসান হয়। ফলে উভয়দলের নীচুতলার কর্মীদের মধ্যে ঐক্যের আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু ঐক্যের ভিত্তি কি হবে এটাই সকলকে চিন্তিত করে তুলল। মার্কস বললেন, ঐক্য প্রয়োজন শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের স্বার্থে কিন্তু সে ঐক্য হবে মতাদর্শগত দলিলের ভিত্তিতে। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির ১৮৭৪ সালের কোবার্গ কংগ্রেস থেকে ঐক্যের দাবী জোরদার হয় এবং পার্টির পক্ষে লীবনেখ্‌ট লাসালবাদীদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে থাকেন। ১৮৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লীবনেখ্‌ট, বার্ণস্টাইন প্রমুখ নেতারা লাসালবাদীদের সঙ্গে ঐক্যমত হয়ে একটি ঐক্যসূচক দলিলের খসড়া প্রস্তুত করেন। দলিলটি আলোচনার জন্য মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়।

খসড়া দলিলটি মার্কস-এঙ্গেলসের হাতে এল। তার আগে বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে বেবেল এক পত্রে এই ঐক্য সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলসের মতামত জানতে চাইলেন। দলিলের খসড়াটি সংবাদপত্র মারফৎ পড়ার সুযোগ পেয়ে তাঁরা বিস্মিত হয়ে গেলেন। তাঁদের বিস্ময়ের কারণ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি তাদের ১৮৬৯ সালে গৃহীত আইজেনাখ কংগ্রেসের কর্মসূচী থেকে অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক ঐক্যের নামে লাসালপন্থীদের কাছে কয়েক পা বরং পিছিয়ে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন। প্রাথমিকভাবে এঙ্গেলস খসড়াটি বিচারবিবেচনা করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এই সময় ব্রাকে এক পত্রে লিখলেন, "এই কর্মসূচী মেনে নিতে আমি অক্ষম, বেবেলেরও তাই মত। সবার আগে জানা দরকার এ সম্পর্কে মার্কস ও আপনার মতামত কি? আপনারা আরও অভিজ্ঞ, আপনাদের অন্তর্দৃষ্টি আমাদের চেয়ে অনেক বেশী তীক্ষ্ণ।" অতএব মার্কস-এঙ্গেলসকে জরুরী ভিত্তিতে গুরুত্ব দিয়ে খসড়াটি বিশ্লেষণ করতে হল। কয়েক সপ্তাহ সময় ব্যয় করে 'জার্মান শ্রমিক পার্টির কর্মসূচী সম্পর্কে আশু বক্তব্য' নামে একটি নাতিদীর্ঘ পুস্তিকা রচনা করে ফেললেন মার্কস। পরবর্তীকালে এই বক্তব্যটি 'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা' নামে মার্কসবাদের ইতিহাসে সুবিখ্যাত হয়।

মার্কস তাঁর বক্তব্যটিকে বেবেল, ব্রাকে, লীবনেখ্‌ট প্রমুখ নেতাদের কাছে অনেকটা স্মারকলিপির আকারে পাঠালেন। এই বক্তব্যে তিনি এই ধরনের নীতিহীন ঐক্যপ্রয়াস যে কি বিপর্যয়কর ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করতে পারে, সে বিষয়ে সতর্ক করে দিলেন। ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি অর্থাৎ আইজেনাখ পার্টি ইতিপূর্বে কমিউনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের শিক্ষাটি গ্রহণ করেছে। কিন্তু মার্কস লক্ষ্য করলেন নিজেদের রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণে জার্মানীর নেতারা কমিউনের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট কাজে লাগাতে পারেন নি। তাঁদের খসড়া দলিল থেকে এমন মনোভাব বেরিয়ে আসছে যেন প্রুশিয় জার্মানীর বিসমার্কের শাসন উৎখাত করে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন করতে পারলেই সমাজতন্ত্র এসে যাবে। মার্কস তাঁর বক্তব্যে গণতান্ত্রিক রিপাবলিক ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানকে আবার বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিলেন। গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের জন্য সংগ্রামকে সমর্থন করে মার্কস বললেন, বুর্জোয়া রিপাবলিকের মধ্যে সমাজতন্ত্র গঠন করা যায় না। মার্কস সুস্পষ্টভাবে জানালেন, "পুঁজিবাদী সমাজ ও কমিউনিস্ট সমাজের মধ্যে রয়েছে একটা উত্তরণের কাল। এই রাজনৈতিক রূপান্তরণের সময়কালে রাষ্ট্রকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বমূলক হতেই হবে।"

বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রাম করতে হবে এবং এই সংগ্রাম

ছাড়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায় না। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যদি এই মোহ সৃষ্টি হয় যে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সমাজতন্ত্র এসে যাবে তাহলে মারাত্মক পরিণতি হবে। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বমূলক রাষ্ট্রের জন্য সংগ্রামের লক্ষ্যকে কর্মসূচীর মধ্যে রাখতেই হবে। ঐক্যের খসড়া দলিলে কৃষক সম্প্রদায় ও পেটি-বুর্জোয়া বিভিন্ন স্তরের মানুষ সম্পর্কে যে সংকীর্ণ মনোভাব গ্রহণ করা হল মার্কস তার সংশোধন করলেন এবং প্রুশিয় সমরবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত ছোটবড় শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানালেন। এই বক্তব্যে মার্কস সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রগতির সম্ভাব্য প্রক্রিয়াটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আবার উপস্থিত করলেন এবং বললেন কমিউনিজম পযন্ত এই গতিপথে দুটি পর্যায় থাকবে। প্রথম পর্যায়ের নীতি হবে সামর্থ অনুসারে বণ্টন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের নীতি হবে প্রয়োজন অনুসারে বণ্টন।

১৮৭৫ সালের ৫মে প্রস্তাবিত খসড়ার উপর সমালোচনা প্রস্তুত করে মার্কস ব্রাকের কাছে পাঠালেন যাতে গোথা সম্মেলনের আগেই বেবেল, লীবনেখ্‌ট প্রমুখের কাছে পৌঁছে যায়। তাঁর এই সমালোচনার মধ্যে একটি সুরই প্রাধান্য পেয়েছিল সেটা হল, বাস্তব কারণে কোথাও কোথাও চুক্তি বা মোর্চা করতে নিশ্চয়ই হয় কিন্তু তার জন্য কোন অবস্থাতেই মতাদর্শের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া যায় না। ২২ থেকে ২৭ মে ১৮৭৫ গোথা শহরে ঐক্য-কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল এবং সেখান থেকে 'ইউনাইটেড সোশালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি অফ্‌ জার্মানী' নামে একটি ঐক্যবদ্ধ পার্টিও গঠিত হল। এবং মার্কসের সমালোচনা ও সতর্কবাণী সামান্যই প্রতিফলিত হল এই কংগ্রেসের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহে। কয়েকটি ছোটখাট বিষয় মার্কসের সমালোচনা থেকে গৃহীত হয়েছিল। জার্মানীর পার্টির আন্তর্জাতিক চরিত্র ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায় দায়িত্ব প্রসঙ্গটি মার্কসের অভিমত অনুসারে কংগ্রেস গ্রহণ করে নিয়েছিল। কিন্তু মোটের উপর গোথা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচী ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের কৌশলগত আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে বলে মার্কস-এঙ্গেলস মনে করেছিলেন।

'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা' মার্কসের জীবন সায়াহ্নের এক মহামূল্যবান তত্ত্বমূলক দলিল। এই দলিলে তিনি পুঁজিবাদের স্তর থেকে সমাজবাদে উত্তরণ, শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রের বিবর্তন এবং সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার দুটি স্তর সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করে ভাবী সমাজের এক বাস্তবসম্মত চিত্র অংকন করেন। এই রূপরেখার বাস্তবায়নই লক্ষ্য করা গেল ১৯১৭ সালের বিপ্লবোত্তর রুশিয়ায়। এই দলিলে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী স্তর সম্পর্কে আলোচনা বিস্তৃত হলেও সাম্যবাদের অগ্রগতি ও রাষ্ট্রের বিলুপ্তির পর্যায় সংক্ষিপ্ত। লেনিন তাই রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে খানিকটা আক্ষেপ করেই বলেছিলেন, লাসালবাদের সমালোচনা এই দলিলের

ব্যাপক অংশ অধিকার করে থাকায় সাম্যবাদের উত্তর পর্ব অনেকটা গৌণ হয়ে গেছে। শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ পার্টির প্রসঙ্গটি মার্কসের সমর্থন পেলেও গোথা কংগ্রেসের কর্মসূচীর মধ্যে যে সুবিধাবাদী চিন্তাধারা সুপ্ত থেকে গেল তা তাঁকে আশঙ্কিত করল।

মার্কসের আশঙ্কা খুব অল্পদিনের মধ্যেই সত্য প্রমাণিত হল। আপোষমূলক কর্মসূচীর ফলে সমাজতন্ত্রের বিকৃত চিন্তাধারাসম্পন্ন কিছু কিছু তাত্ত্বিকের অচিরেই আবির্ভাব ঘটল পার্টির মধ্যে। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ কেউ সমকালীন সমাজের মধ্যে তাঁদের প্রতিষ্ঠার সুযোগ নিয়ে হঠাৎ কল্পিত সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা হয়ে কার্যত মার্কসবাদের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হলেন। পার্টির দরজাও এই সব তাত্ত্বিকদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল। সবচেয়ে বড় বিপদ দেখা দিল বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক বুর্জোয়া দার্শনিক ইউজিন ড্যুরিংকে কেন্দ্র করে। এই ভদ্রলোক ১৮৬৯ সাল থেকে অজস্র বক্তৃতা ও প্রবন্ধে দাবী করলেন যে তাঁর বিশ্ববিজ্ঞানই সর্বাপেক্ষা আধুনিক এবং এর দ্বারাই মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ সাধিত হবে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে ইতিপূর্বের সমস্ত আবিষ্কার ও মতবাদ বাতিল হয়ে গেছে তাঁর মতবাদের কাছে।

১৮৬৭ সালের শেষ দিকে ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ড সমালোচনার সূত্রে ড্যুরিং কিছুটা নম্রতার সঙ্গেই মার্কসের কিছু কিছু ভুল ধরার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী রচনাগুলিতে বিশেষ করে 'এ ক্রিটিক্যাল হিস্ট্রি অফ পলিটিকাল ইকনমি এ্যাণ্ড সোশ্যালিজম' (১৮৭১), 'এ কোর্স অফ পলিটিকাল এ্যাণ্ড সোশ্যাল ইকনমি' (১৮৭৩) 'এ কোর্স অফ্ ফিলজফি এ্যাজ এ স্ট্রিক্ট সায়েন্টিফিক আউটলুক এ্যাণ্ড দি অরিজিন অফ্ লাইফ' (১৮৭৫) প্রভৃতিতে তিনি মার্কসবাদের প্রতিটি অবদানকে বিকৃত সমালোচনায় আক্রমণ করেন। মার্কসবাদের পরিবর্তে ড্যুরিং আদিম যান্ত্রিক জড়বাদ, সমাজের ভাববাদী ও বিবর্তনবাদী চিন্তাধারা এবং পজিটিভিস্ট ও পেটি বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকদের বক্তব্যসমূহের এক বিচিত্র মিক্সচার উপহার দিলেন। যখন ইউটোপিয় সমাজবাদ বাতিল হয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ দৃঢ় মূল প্রতিষ্ঠা করেছে দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনে, তখন ড্যুরিং-এর মতাদর্শ 'হাস্যকর, বিবর্ণ ও আমূল প্রতিক্রিয়াশীল' ছাড়া কিছু নয় বলে মার্কস অভিমত প্রকাশ করলেন। কিন্তু এইসব খিচুড়ি মতবাদ জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের মধ্যে বেশ প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হল। এমন কি মার্কসপন্থী বেবেলও বার্নস্টাইনের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে দুয়েকটি ক্ষেত্রে ড্যুরিং-এর প্রশংসা করে ফেললেন। লীবনেখ্ট এক পত্রে এঙ্গেলসকে লিখলেন, "যদিও চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে ঘোলাটে কিন্তু ড্যুরিং আগাগোড়া একজন সৎ মানুষ এবং দৃঢ়ভাবে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।"

প্রথম দিকে মার্কস-এঙ্গেলস একজন সাধারণ বুদ্ধিজীবী বিবেচনা করে ড্যুরিং-এর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণের প্রয়োজনের প্রতি গুরুত্ব দেন নি। কিন্তু যখন দেখলেন বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের প্রসার এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তখন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। যদিও বেবেল, লীবনেখ্‌ট, ব্রাকে, ডিয়েৎজেন প্রমুখ মার্কসবাদী দ্রুত বিভ্রান্তিমুক্ত হলেন নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই এবং মার্কস-এঙ্গেলসের কাছে দাবী করলেন প্রকাশ্যে ড্যুরিং-এর চিন্তাধারার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখা হোক। ড্যুরিং-এর মতাদর্শ খণ্ডনের দায়িত্ব নিলেন এঙ্গেলস। তিনি ১৮৭৭ সালের জানুয়ারী থেকে ১৮৭৮ জুলাই মাস পর্যন্ত নিয়মিত জার্মানীর সোশ্যালিস্ট শ্রমিক পার্টি'র মুখপত্র 'ভোরবার্ত্ত'-এ লিখে গেলেন ড্যুরিং এর বিরুদ্ধে। পত্রিকায় প্রকাশ সমাপ্ত হলে গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হল। স্বভাবতই মার্কসবাদের যুগ্ম-রচয়িতা মার্কস-এঙ্গেলসের যৌথ চিন্তার সৃষ্টি এই গ্রন্থ 'ড্যুরিং-এর বিরুদ্ধে।' এই গ্রন্থের দশম অধ্যায়টি রচনা করেছিলেন মার্কস। পরে এঙ্গেলস তাঁর স্মৃতি প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "এই গ্রন্থে যে সব বক্তব্য বিস্তারিতভাবে উপস্থিত করা হয়েছে বহুলাংশে তা মার্কসের উদ্ভাবন ও সৃষ্টি ছিল, সামান্য অংশই ছিল আমার। আর এই কারণেই স্থির করেছিলাম তাঁকে না দেখিয়ে আমার পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করব না। ছাপতে দেওয়ার আগে সমগ্র পাণ্ডুলিপি আমি তাঁকে পাঠ করে শুনিয়েছিলাম। অর্থনীতি বিষয়ক অংশের দশম অধ্যায়টি (সমালোচনামূলক ইতিহাস) লিখে দিয়েছিলেন মার্কস। বাস্তব কারণে অধ্যায়টি আমি একটু সংক্ষেপ করেছিলাম। এইভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরস্পরকে সাহায্য করাটা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস ছিল।" এই গ্রন্থ তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে এক সংকটময় সময়ে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের মতাদর্শকে সুবিধাবাদ ও সংশোধনবাদের কবল থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে মুক্ত করায় অমোঘ হাতিয়ার হিসেবে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করল।

২

স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে, এখন তিনি বহু ব্যাপারে এঙ্গেলসের উপর বেশী করে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। দার্শনিক মার্কস ইতিহাস ও অর্থনীতির আলোচনায় বিশ্ব জয় করেছেন। এবার তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল গণিতের প্রতি। গণিত ভিত্তি না হলে বিজ্ঞানের প্রকৃত অগ্রগতি হতে পারে না এটাই ছিল তাঁর বিশ্বাস। ডিফারেন-সিয়াল ক্যালকুলাস চর্চা ও তার প্রয়োগ ছিল তাঁর অন্যতম বিষয়। নিউটন, লেবনিৎস, য়ুলার, ল্যাগরেঞ্জ প্রমুখের গণিত শাস্ত্র মার্কস ছাত্রের মতো শিক্ষা করেন।

মার্কস এঙ্গেলসের মধ্যে কর্ম বিভাগের সূত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও প্রকৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয় এঙ্গেলসই চর্চা করে আসছিলেন। এবার মার্কসও এবিষয়ে গভীর অধ্যয়নে নিয়োজিত হলেন বন্ধুর সহায়তায়। যদিও মার্কসের মূল লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন শাখায় তত্ত্বের প্রয়োগ বিষয়ে। রসায়ন, বিদ্যুতের ব্যবহার ইত্যাদিও তাঁর অনুধ্যান থেকে বাদ পড়েনি। প্রজাতির উদ্ভব সংক্রান্ত চার্লস ডারউইনের ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্পর্কে মার্কস প্রগাঢ় শ্রদ্ধাপোষণ করতেন এবং যেখানেই ডারউইনের বিকৃতির অপচেষ্টা হয়েছে, তিনি তার বিরুদ্ধতা করেছেন। কিন্তু ডারউইনের 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' ইত্যাদি পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর সমালোচনাও ছিল। ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ড রচনায় যেমন তিনি ইংলণ্ডের পুঁজিবাদী সমাজের পর্যালোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তেমান দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড রচনার সময় রুশিয়া ও আমেরিকার পরিস্থিতি প্রভূতভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। আমেরিকান সমাজের উপর গ্রন্থাদি ও তথ্যসূত্র সংগ্রহ করা লণ্ডনে বসে কঠিন ছিল না। কিন্তু রুশিয়া সম্পকে তথ্যাদি সংগ্রহ তাকে অনেক কষ্ট করে নানাজনের সাহায্য নিয়ে করতে হয়েছিল। মার্কসের নিজস্ব গ্রন্থাগারের তালিকায় দেখা যায় ২০০টিরও বেশী রুশ গ্রন্থের নাম ছিল। কিন্তু ক্যাপিটালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড থেকে দেখা যাবে তিনি আরও বেশী সংখ্যক রুশ গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই গ্রন্থ সংগ্রহে তাঁকে সাহয্য করেছিলেন লাভরভ, সাইবার, কফমাণ, কারলুকভ, মিনা গবুনভা, ভেরা জাসুলিচ প্রমুখ রুশিয় বুদ্ধিজীবী ও বিপ্লবী নেতা। রুশিয়ার ইতিহাস, রাজনৈতিক অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন মার্কসের গবেষণায় প্রভূত সাহায্য করেছিল। বিশেষ করে চের্নিশেভস্কির বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক রচনাগুলি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ. এন. এঙ্গেলহার্দৎ নামে জনৈক নারদনিক প্রচারবিদের ভূমি সংক্রান্ত গ্রন্থগুলিও তৎকালীন রুশ সমাজের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি বুঝার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল।

আমেরিকার অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামো সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির প্রকাশিত তথ্যমূলক সরকারী প্রকাশনা সমূহ সংগ্রহ করে মার্কসকে পাঠিয়ে সহায়তা করেছিলেন সর্জ, হার্ণে ও তাঁর অন্যান্য অনুরাগীরা। এই সব তথ্যের সাহায্যে মার্কস বিশ্লেষণ করলেন কিভাবে পুরানো সামন্ত কাঠামো ভেঙে আমেরিকান পুঁজিবাদ দ্রুত বিকাশ লাভ করল এবং এক একটি কোটিপতি মালিক গোষ্ঠীতে পরিণত হল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পশ্চিম ইয়োরোপের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও পর্যালোচনা করলেন গভীর অভিনিবেশ সহকারে। জার্মান অর্থনীতিবিদ রুডল্ফ মেয়ার-এর গ্রন্থ অনুসরণ করে তিনি জার্মানীর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে

সিদ্ধান্তে এলেন, "শিল্পোৎপাদন ও বৃহৎ বাণিজ্য ক্রমান্বয়ে ব্যাঙ্ক ও বৃহৎ পুঁজিবাদীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে।"

বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদদের রচনাবলী পাঠ করে মার্কস লক্ষ্য করলেন, সমগ্র ইয়োরোপ ভূখণ্ডে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ গ্রহণের প্রতি ক্রমান্বয় আগ্রহ দেখে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা তথাকথিত 'ক্যাথেডার সমাজবাদ' নামে একধরনের সমাজবাদীমোড়কআবৃত পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রচার করে চলেছে। সমাজবাদ এখন এমনই এক চিন্তাধারা যাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই সমাজবাদের বাতাবরন রচনা করে পুঁজিবাদকে নিরাপদ করে তোলাই এদের কাজ হল। জার্মান অধ্যাপক আডল্ফ ভাগনার, আলবার্ট শাফ্‌ল প্রমুখের এই প্রচেষ্টা মার্কস তীব্রভাবে সমালোচনা করলেন। এই সময় তিনি দেশ বিদেশের ভূতাত্বিকদের ভূতত্ব ও খনিজবিদ্যা সম্পর্কে রচনাদি পাঠ করেন। আন্তর্জাতিক বিদ্যুৎ কংগ্রেসে ফরাসী বিজ্ঞানী এডুয়ার্ড হসপিটালিয়ের ও মার্সেল দেপ্রে কর্তৃক বিদ্যুতের বৃহত্তর ব্যবহার সংক্রান্ত আবিষ্কারগুলি মার্কসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বুঝেছিলেন এই আবিষ্কার ইয়োরোপের পুঁজিবাদী বিকাশকে আরও বহুদূর অগ্রসর করে নিয়ে যাবে। বিজ্ঞানের মৌলিক আবিষ্কার মানবসভ্যতা বিকশিত করবে এটা সব সময় তিনি স্বাগত জানাতেন। 'অঙ্ক শাস্ত্র' সম্পর্কিত তাঁর পাণ্ডুলিপিগুলি এঙ্গেলসের কাছে উচ্চমূল্য পেয়েছিল এবং মার্কসের মৃত্যুর পর তিনি সেগুলি সম্পাদনা করে প্রকাশের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। কিন্তু সময়াভাবে তাঁর এই ইচ্ছা পূরণ করে যেতে পরেন নি। মার্কসের এই বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কে লাফার্গ খুব সুন্দর করে বলেছিলেন, "তাঁর মস্তিষ্ক যেন ছিল বন্দরে নোঙ্গর করা এক বাষ্পীয় যুদ্ধ জাহাজ, যেন কোন চিন্তার জগতে অভিযান করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত।" [১]

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মার্কসের জ্ঞান পিপাসা যেমন তৃপ্ত হয় নি তেমনি শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামের যোদ্ধা হিসেবেও তিনি কখনও ক্লান্ত হন নি। এঙ্গেলসের ভাষায় : "অর্থনৈতিক উৎপাদনের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নাগপাশ থেকে মজুরি শ্রমিকদের শ্রেণীকে মুক্ত করার সংগ্রামই ছিল তাঁর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র। তাঁর চেয়ে সক্রিয় যোদ্ধা এ-ব্যাপারে আর কাউকে পাওয়া যাবে না।" তাঁর শেষ জীবনে ইয়োরোপ ও আমেরিকার দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি গঠনকেই প্রধান করণীয় হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত একমাত্র জার্মান ও অস্ট্রিয়া অধিকৃত হাঙ্গেরীতে দুটি শ্রমিক পার্টির অস্তিত্ব ছিল। ১৮৭৯ সালের অক্টোবর মাসে মার্সাই শ্রমিক কংগ্রেস থেকে ফরাসী শ্রমিক পার্টি গঠিত হল।

১. মার্কস-এঙ্গেলসের স্মৃতি। পৃঃ ৭৭

ঐ বছরেই জন্ম নিল বেলজিয়ামের সোশ্যালিস্ট পার্টি। তার ঢেউ গিয়ে পৌছল প্রতিবেশী হল্যাণ্ডে সেখানে পার্টি গঠিত হল এবং একটি সোশ্যালিস্ট মুখপত্রও প্রকাশিত হল। ১৮৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হল নেদারল্যাণ্ডে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন নামে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি। ১৮৭৬ সালে ডেনমার্কে এবং ১৮৭৮ সালে বোহেমিয়ায় বিপ্লবী পার্টি কাজ করতে থাকে। ১৮৮২ সালে সুইডেনে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচারের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। মেসা ও ইগলেসিয়ার নেতৃত্বে ১৮৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় স্পেনের সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কাস পার্টি। পর্তুগালেও সোশ্যালিস্ট পার্টির আবির্ভাব ঘটেছিল ১৮৭৭ সালে। বেশীদিন না টিকলেও ১৮৭৭ সালে সুইজারল্যাণ্ডের সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

ইতালীতে নৈরাজ্যবাদীদের বাধা দানের ফলে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষতি হয় এবং বিপ্লবী সোশ্যালিস্ট পার্টি গঠনের জন্য ১৮৮১ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ১৮৭৮ সালে চেকোস্লাভাক সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। মার্কসবাদের প্রভাব আরও পূর্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পোল্যাণ্ডে সোশ্যালিস্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে ১৮৮২ সালে পোলিশ সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। রুশিয়াতে নারদনিকদের মতবাদ থেকে মার্কসবাদের দিকে ক্রমশ বিপ্লবীদের দৃষ্টি প্রসারিত হতে থাকল। দক্ষিণ রুশিয় শ্রমিক ইউনিয়ন (১৮৭৫) ও উত্তর রুশিয় শ্রমিক ইউনিয়ন (১৮৭০) পশ্চিম ইয়োরোপের শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাবে মার্কসবাদের তত্ত্বগত সূত্রগুলি অনুসরণ করতে থাকে। জাস্লাভস্কি, ওবনোরস্কি, খালতুরিন প্রমুখ শ্রমিক নেতাদের উপর আন্তর্জাতিকের প্রভাব কার্যকরী হয়েছিল, তাছাড়া এইসব নেতা মার্কসের রচনাবলী পাঠ করতেও শুরু করেছিলেন।

আমেরিকা মহাদেশে সমাজবাদী বিভিন্ন সংগঠনের অভ্যুত্থান ঘটতে থাকে এই একই সময়ে। ১৮৭৬ সালে ফিলাডেলফিয়ায় বিভিন্ন সোশ্যালিস্ট দল একটি কংগ্রেসে মিলিত হয়ে ওয়ার্কিং মেন পার্টি গঠন করে। ফরাসী ও জার্মান শরণার্থী যাঁরা আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা সমাজবাদী ভাবধারা প্রসারে এবং পার্টি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ল্যাফার্গের বন্ধু ও কমিউনের লড়াইয়ে অংশ গ্রহণকারী রেমণ্ড ভিলমার আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও চিলিতে মার্কসবাদের ভাবধারা প্রচারে ঐতিহাসিক কাজ করেছিলেন। বিপ্লবী প্রচার সমিতি ও পার্টি গঠিত হয় ১৮৭৯ সালে আর্জেন্টিনায় এবং ১৮৭৮ সালে মেক্সিকোয়।

এইভাবে ইণ্টারন্যাশনালে মার্কস-এঙ্গেলসের শিক্ষার সুফল ফলতে লাগল সমগ্র

ইয়োরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি গঠনই যথেষ্ট নয়, বিভিন্ন উদারনৈতিক ও সংকীর্ণতাবাদী ভাবধারা থেকে এগুলি রক্ষা করা এবং বিপ্লবের পথে পবিচালনাই বড় কাজ। বিশ্বেব শ্রমিকশ্রেণীর অবিসংবাদী নেতা মার্কস ও এঙ্গেলস সকলকেই আশ্বস্ত করলেন যে নেতৃত্ব তাঁরা পাবেন। মার্কসের মৃত্যুর কিছুদিন আগে এঙ্গেলস বললেন, "আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রবাদেব প্রতিনিধি হিসেবে আমাদেব বিশেষ ক্ষমতা আমবা একাজে নিয়োগ করেছিলাম।" সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলির কর্মসূচী ও দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডকে আন্তর্জাতিক সমাজবাদী ভাবধাবায় একসূত্রে যাতে গ্রথিত কবা যায় এবং পার্টিগুলিব মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা যায় তার জন্য ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও মার্কস বন্ধু এঙ্গেলসের সহায়তায় প্রাণপণ চেষ্টা কবে যেতে লাগলেন। লেনিন বলেছেন যে আন্তর্জাতিকের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে "মার্কস-এঙ্গেলসের ঐক্যপ্রয়াসী ভূমিকা স্তব্ধ হয়ে যায় নি। বরং বলা যায় যে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের আত্মিক নেতা রূপে তাঁদের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, কারণ আন্দোলনও নিরবচ্ছিন্নভাবেই বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে।"[১]

মার্কস একটা শিক্ষাই সব দেশের সোশ্যালিস্টদের দিতে চেয়েছিলেন তা হল, বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ একটি তৈরী মশলা নয় যে সব তরকারীতেই যখন তখন ব্যবহার কবা যাবে। এর জন্য প্রত্যেকটি দেশেব নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ও প্রস্তুতিব স্তর এবং শ্রেণী বিন্যাস বিশ্লেষণ কবতে হবে এবং সেভাবেই কর্মসূচী নির্ধারণ কবতে হবে, তাড়াহুড়ো করে কিছু করা যাবে না। তাই সমাজবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপনেব জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস করেও মার্কস মনে করতেন আরেকটি ইণ্টাবন্যাশনাল গঠনেব সময় এখনও হয় নি। জনৈক কমরেডকে লিখিত এক পত্রে তিনি বলেন, এটা আমার স্থির বিশ্বাস যে একটি নতুন ইণ্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেনস এসোসিয়েশন গঠনেব উপযুক্ত সময় এখনও সৃষ্টি হয় নি।"[২] এই উক্তিব সত্যতা প্রমাণিত হল ১৮৮১ সালে সুইস শহর চুর-এ অনুষ্ঠিত সোশ্যালিস্ট কংগ্রেসে। মার্কসেব জীবৎকালে এটাই শেষ আন্তর্জাতিক কংগ্রেস। মোট বারটি দেশের শ্রমিকশ্রেণীব পার্টির প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই কংগ্রেসেব কর্মসূচীতে আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট এসোসিয়েশন গঠনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

১. ভি. আই. লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৬

২ মার্কস-এঙ্গেলস—নির্বাচিত পত্রাবলী, পৃঃ ৩৩৭

সত্তরের দশকের শেষে জার্মানীতে নতুন করে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল। ১৮৭৮ সালের ১২ মে মার্কস খবর পেলেন জার্মানীর কাইজারকে গুপ্ত হত্যার চেষ্টা হয়েছে। বিচক্ষণ নেতা সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলের সামনে মন্তব্য করলেন, "সমাজতন্ত্রীদের উপর নতুন করে নিপীড়ন শুরু হবে এবার।" হলও তাই। মুষ্টিমেয় দুয়েকজন সন্ত্রাসবাদীর এই সব হঠকারী ভূমিকাকে অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করে বিসমার্ক ঝাঁপিয়ে পড়লেন সমাজতন্ত্রীদের উপর। রাইখে আইন পাশ করে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক সংগঠন, পত্র-পত্রিকা, প্রকাশনা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। পার্টি কর্মীদের কর্মক্ষেত্র ও বাসস্থান থেকে বিতাড়িত করা হল। স্বভাবতই এরকম একটা প্রতিকূল অবস্থার জন্য শ্রমিকপার্টি প্রস্তুত ছিল না। এই চরম আঘাত ছত্রভঙ্গ করে দিল পার্টি সংগঠনকে।

ত্রাতার ভূমিকায় এগিয়ে এলেন মার্কস। বিসমার্কের কালা আইনের বিরুদ্ধে বেবেল, লীবনেখ্‌ট, ব্রাকে প্রমুখ নেতাকে প্রতিরোধের কৌশল সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য তৎপরতার সঙ্গে জাল বিস্তার করলেন। একদিকে যেমন গুপ্ত হত্যা ও সন্ত্রাসবাদীদের ধিক্কার জানালেন, তেমনি বিসমার্কের নিপীড়নের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেন। একটি বেআইনী মুখপত্র প্রকাশ করে বেনামীতে তীব্র ভাষায় প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। উদ্দেশ্য জার্মানীর অভ্যন্তরে এবং সমগ্র ইয়োরোপে এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রচার কৌশল সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা। সঙ্গে সঙ্গে বে-আইনী পার্টি কিভাবে পরিচালনা করতে হয় তারও উপদেশ গোপনে পৌঁছে দিলেন স্থানীয় নেতাদের কাছে। বিসমার্কের আক্রমণের চেয়ে আরও বড় বিপদ দেখা দিল পার্টির মধ্যে সংস্কারবাদীদের দিক থেকে। আক্রমণের মুখোমুখি তাঁরা ভীত হয়ে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি ও তাদের কেন্দ্রীয় মুখপত্র দখল করে পার্টিকে বিসমার্কের লেজুরে পরিণত করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। যদিও বেবেল, লীবনেখ্‌ট প্রমুখ নেতারা বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ ও শ্রেণীসংগ্রামের প্রতি গভীর আনুগত্য সহকারে পার্টির সংগ্রামী চরিত্র রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন, তবুও মার্কস এঙ্গেলস অনুভব করলেন জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাসির উদ্দেশে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা দরকার। এঙ্গেলস এই আবেদন রচনা করেন। এটি ইতিহাসে ১৮৭৯ সালের সেপ্টেম্বরের বিজ্ঞপ্তি নামে খ্যাত হয়ে আছে।

মার্কস-এঙ্গেলসের কোন রচনাই শুধুমাত্র সমকালীন ঘটনাবলীর নিছক বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। তাঁরা সব সময়ই বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠকের মনকে টেনে

আনতেন বিপ্লবী তত্ত্বের দিকে। এই দলিলেও তাঁরা সুবিধাবাদী ও সংস্কারপন্থীদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখালেন কিভাবে পার্টির মধ্যে আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম করতে হয়। পার্টির অভ্যন্তরে সংগ্রামের কৌশল হিসেবে তাঁরা বললেন, যদি কৌশল হিসেবে এইসব পচনশীল সদস্যদের সহ্য করতে হয় তাহলে সতর্কতার সঙ্গে করাই ভাল, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে তারা যেন পার্টি নেতৃত্বে চলে আসতে না পারে। যদি এসে যায় তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হল :

"বিগত প্রায় চার দশক ধরে আমরা সোচ্চারভাবে বলে আসছি যে শ্রেণী সংগ্রামই হল ইতিহাসের আশু চালিকাশক্তি এবং বিশেষ করে বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামই হচ্ছে বর্তমান সমাজবিপ্লবের হাতিয়ার। সুতরাং আন্দোলন থেকে শ্রেণী সংগ্রামকে যাঁরা বাদ দিতে চান তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। ইণ্টারন্যাশনাল গঠনের সময় থেকেই আমরা শ্লোগান তুলেছি, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি শ্রমিকশ্রেণীকেই জয় করে আনতে হবে। যাঁরা বলে থাকেন যে শ্রমিকশ্রেণী অশিক্ষিত তাই তারা নিজেদের মুক্তি নিজেরা অর্জন করতে পারবে না, কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া নেতা তাঁদের মুক্তি এনে দেবে—তাঁদের সঙ্গে আমরা কোন সহযোগিতা করতে প্রস্তুত নই।"[১]

এই পত্রে মার্কস-এঙ্গেলস প্রয়োজনে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের হুমকীও দেন। কিন্তু তাঁরা দেখলেন এই আবেদনে খুবই কাজ হল। যথার্থ নিশানা সামনে রেখে বেবেল, লীবনেখ্ট, ব্রাকে প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কঠোর অন্তর্পার্টি সংগ্রামে সুবিধাবাদীদের পরাজিত করতে সমর্থ হলেন। এতে তাঁদের গৌরবের সীমা রইল না। সংসদের ভিতরে বাইরে আইনী ও বেআইনী উভয় পদ্ধতির সংগ্রামের মাধ্যমে জার্মানীর মার্কসবাদীরা বিসমার্কের চ্যালেঞ্জকে সার্থকভাবে শুধু মুকাবিলা করলেন তাই নয় পার্টিকেও শুদ্ধ করলেন বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের শিক্ষায়।

---

১. মার্কস-এঙ্গেলস নির্বাচিত পত্রাবলী. পৃঃ ৩২৭

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জীবন সায়াহ্নে মহান বিপ্লবী

১

সমগ্র বিশ্বের শ্রমজীবী, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত জনগণের ঘরে ঘরে যিনি সুখ, শান্তি মুক্তি পৌঁছে দিতে সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন, নিজের পরিবারের ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি, স্ত্রী কন্যাদের স্বাস্থ্য ও প্রয়োজনীয় আহার্যের প্রতি এতটুকু দৃষ্টি দেন নি যিনি, আশীর দশকের সূচনা থেকেই তাঁর পরিবারে নেমে এল ঘন অন্ধকার। মার্কসের আকৈশোর প্রেমিকা, একান্ত সচিব, দুঃখ বেদনার সাথী স্ত্রী জেনীর লিভারে ক্যান্সার ধরা পড়ল ১৮৮০ সালের অক্টোবরে। তাঁর স্বাস্থ্য বিপদজনক সীমায় পৌঁছে গেল ১৮৮১ সালের জুন মাসে। মার্কস তাঁর বড় মেয়েকে লিখলেন, "তুমি জান সে যে রোগে ভুগছে তার কোন চিকিৎসা নেই এবং সে ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছে।" জুনের শেষে তিনি জেনীকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গেলেন এবং এক মাস কাটালেন। জেনী নাতি নাতনীদের দেখার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মার্কস তাঁর শেষ ইচ্ছায় বাধা দিলেন না, তাঁকে নিয়ে ফ্রান্সে এলেন। বড় মেয়ের বাসায় পৌঁছেই লণ্ডন থেকে খবর পেলেন ছোট মেয়ে এলিয়ানর অসুস্থ। সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এলেন লণ্ডনে। একা একা এলিয়ানর ভয় পেয়ে মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পিতার উপস্থিতিতে সে সুস্থ হয়ে উঠল কয়েকদিনের মধ্যে। ইতিমধ্যে জেনীও প্যারিস থেকে ফিরে এলেন লণ্ডনে।

যে সময় জেনীর স্বাস্থ্য নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ঠিক সেই সময় ১৮৮১ সালের শরৎকালে মার্কস নিজে কঠিন অসুখে পড়লেন। ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়াসহ প্লুরিসি দ্বারা তিনি আক্রান্ত হলেন। তাঁর বাঁচার আশা প্রায় রইল না। পাশের ঘরে দুরারোগ্য ব্যাধিতে দিন গুনছেন স্ত্রী। পাশাপাশি ঘর অথচ কত দূরত্ব। এত দূরে তাঁরা ইতিপূর্বে কখনও থাকেন নি। অক্টোবর মাসে যখন সংকট অনেকটা কেটেছে, বিছানা থেকে উঠবার মত সামর্থ্য হয়েছে মার্কস ছুটে গেলেন স্ত্রীর বিছানার পাশে। দুচোখ ভরে দেখলেন শুকিয়ে আসা চন্দ্রমল্লিকার মত পাণ্ডুর মুখখানিকে। রোগ জর্জরিত দুই বৃদ্ধ, কিন্তু মনে হল ফিরে পেলেন যৌবনের সেই মধুময় দিনগুলিকে। এরিয়ানর লিখেছেন, "আমি সেদিন সকালের কথা ভুলব না যেদিন তিনি মায়ের ঘরে যাওয়ার মত ক্ষমতা ফিরে পেলেন। তারা যখন সামনা সামনি হলেন যেন দুজনেই যৌবন ফিরে ফেলেন। মা যেন যুবতী মেয়ে আর বাবা

যেন প্রেমিক যুবক যদিও তাঁরা দুজনেই জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে, তাঁরা যেন আর সারাজীবনের মতো বিচ্ছেদের দ্বারপ্রান্তে উপনীত রোগ জর্জরিত বৃদ্ধ পুরুষ ও আসন্ন-মৃত্যু বৃদ্ধা নন।[1]

১৮৮১ সালের ২ ডিসেম্বর জেনীর মৃত্যু হল। প্রিয়তমা সাথীর মৃত্যু মার্কসের ভগ্ন শরীরে চরম আঘাত বয়ে নিয়ে এল। চল্লিশ বছরের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক যখন ছিন্ন হয়ে গেল এক বিশ্বগ্রাসী শূন্যতা তাঁকে গ্রাস করল। জেনীর শেষ কৃত্যের দিন ডাক্তাররা তাঁকে বাড়ী থাকার জন্য অনুরোধ করলেন, কেননা তাঁর শরীর এত দুর্বল যে সমাধি স্থল পর্যন্ত যাওয়াব কষ্ট সহ্য হবে না। সব ব্যবস্থার দায়িত্ব নিলেন এঙ্গেলস। তাঁর ব্যবস্থাপনায় শেষ কৃত্যের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হল। সমাধি পাশে ভাষণে এঙ্গেলস এই মহীয়সী নারীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জানিয়ে সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে তাঁব অপরিসীম অবদানের কথা। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সমাজতন্ত্রের একজন প্রবীণ-প্রহরী হিসেবে তাঁকে সম্মান জানিয়ে এঙ্গেলস বলেন, "বারবার আমরা দুঃখের সঙ্গে তাঁর সাহসিকতাপূর্ণ ও প্রাজ্ঞ উপদেশ থেকে বঞ্চিত বোধ করব, তাঁর সাহসিকতা ছিল অহমিকাশূন্য এবং প্রাজ্ঞতা ছিল অসৌজন্য মুক্ত।"

জেনীর অবর্তমানে গৃহ পরিবেশ তাঁর পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠল। ব্রঙ্কাইটিসের কষ্টটাও বাড়ল। ডাক্তারের পরামর্শে মেয়ে এলিয়ানরকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রের ধারে স্বাস্থ্যোদ্ধারে এলেন ১৮৮২ সালের জানুয়ারী মাসে। এখানে এসে শারীরিক কষ্টটা বেশ কমল, নিদ্রাহীনতা থেকেও মুক্তি পেলেন। তিন সপ্তাহ বিশ্রাম নেওয়ার পর তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল কাজের মধ্যে ফিরে যাওয়ার জন্য। লণ্ডনে এসে ক্যাপিটালের কাজে মনোসংযোগ করলেন। কিন্তু বেশী দিন পারলেন না, লণ্ডনের স্যাঁতসেতে আবহাওয়া তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। ডাক্তারদের পরামর্শে তিনি এবার আলজিয়ার্সের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে দুদিনের জন্য ফ্রান্সে গেলেন বড় মেয়ে জেনী চেনের কাছে। সেখান থেকে এলেন আলজিয়ার্সের। সে বছর আলজিয়ার্সের আবহাওয়া ছিল খুবই প্রতিকূল। কাশিটা প্রবল হয়ে উঠল, আবার প্লুরিসির লক্ষণ দেখা দিল। এ সব সত্ত্বেও আলজিয়ার্সের রমণীয় প্রকৃতি ও নিসর্গশোভা তাঁর অসুস্থ শরীরে প্রশান্তি নিয়ে এল। তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকৃতির রূপ বর্ণনা করে এঙ্গেলসকে চিঠি লিখেছেন। প্লুরিসি থেকে সেরে উঠলেও কাশিটা কিছুতেই সম্পূর্ণ সারল না। গরম পরার আগেই মে মাসের প্রথমে তিনি মন্টিকার্লোতে চলে এলেন। সেখানে এসে আবার প্লুরিসিতে আক্রান্ত হলেন। পুরো চিকিৎসাধীনে বিছানায় শুয়ে থকেতে বাধ্য হলেন।

---

১. মার্কস-এঙ্গেলসের স্মৃতি, পৃঃ ১২৭

৩ জুন ১৮৮২ একজন ফুসফুস বিশেষজ্ঞ মার্কসকে পরামর্শ দিলেন কোন শৈলনিবাসে থেকে বুকের চিকিৎসা করাবার জন্য। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন কিছুদিন বড় মেয়ে জেনী ও নাতিনাতনিদের কাছে থাকবেন। মেয়ে জামাইয়ের যত্নে ও নাতিনাতনিদের সঙ্গে খেলা করে তাঁর দিনগুলো ভালই কাটতে লাগল। পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে তিনি বেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন। তিনমাস বড় মেয়ের কাছে থাকার পর তিনি মেজমেয়ে লরাকে সঙ্গে করে সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা হ্রদ অঞ্চলে গেলেন। সেখানে একমাস অতিবাহিত করে জেনেভায় এলেন পুরনো বন্ধু বেকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে। দুয়েকদিন সেখানে কাটিয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর বড় মেয়ের বাড়ী পৌছলেন। ডাক্তাররা তাঁর শরীর পরীক্ষা করে সন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং লণ্ডনে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। কিন্তু সতর্ক করে দিলেন এক নাগাড়ে দু তিন সপ্তাহের বেশী যেন তিনি লণ্ডনের আবহাওয়ায় না থাকেন।

পুরো অক্টোবর মাসটা মার্কস লণ্ডনে তাঁর মেইটল্যাণ্ড পার্কের বাসায় থাকলেন, মনোনিবেশ করলেন আদিম সমাজব্যবস্থার ইতিহাস, রুশ কৃষি সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ের অধ্যয়নে। ক্যাপিটাল নিয়ে কাজ শুরু করবেন, জার্মান পার্টির মুখপত্র 'ডেয়ার সোৎসিয়াল ডেমোক্রাট'-এ নিয়মিত প্রবন্ধ লিখবেন বলে মনঃস্থির করলেন। কিন্তু শরীর দিল না। আবার তিনি চলে এলেন ভেনট্‌নর-এ। এখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করেছিল আর এক নিদারুণ সংবাদ। মেয়ে জেনী চেনের মৃত্যু সংবাদ। ১২ জানুয়ারী ছোট মেয়ে এলিয়ানর এই মর্মান্তিক সংবাদ নিয়ে এলেন বাবার কাছে। সেই মর্মন্তুদ ঘটনার বিবরণ দিয়ে তিনি লিখেছেন, "মনে হচ্ছিল বাবার সামনে আমি যেন তাঁর মৃত্যুদণ্ডাদেশ নিয়ে হাজির হয়েছি। দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর সারাটা আসার পথে ভেবে মরেছি কেমন করে তাঁকে খবরটা দেব। কিন্তু আমাকে কিছু বলতে হল না, আমার মুখের চেহারাই তাঁকে যেন সব বলে দিল। মুখোমুখি হতেই মূর বলে উঠলেন, আমি বুঝতে পেরেছি জেনী চেন আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। তৎক্ষণাৎ আমাকে বললেন, অমি যেন শিশুদের দেখাশোনার জন্য প্যারিসে চলে যাই।"

একের পর এক শোক তাঁর জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। সন্তানের মৃত্যু শোক তাঁর কাছে নতুন নয় কিন্তু তখন তাঁর পাশে ছিলেন স্ত্রী জেনী। কিন্তু আজ তিনি বড় একাকী। পর দিনই ফিরে এলেন লণ্ডনে। কাশি ও শ্বাসকষ্ট তো নিত্যসাথী, তার সঙ্গে যুক্ত হল কণ্ঠনালীর প্রদাহ। ফেব্রুয়ারী মাসে ফুসফুসে ফোড়া ধরা পড়ল। শক্ত খাবার অনেকদিনই বারণ হয়ে গিয়েছিল। শুধু দুধের উপর ভরসা ফলে শরীরের দুর্বলতা বৃদ্ধি পেতেই থাকল। এঙ্গেলস, লেনচেন ও এলিয়ানরের সেবা যত্ন ও ব্যবস্থাপনায় মার্চের প্রথমে তিনি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। ডাক্তার

ঘোষণা করলেন এভাবে মাস দুই কাটিয়ে দিতে পারলে মার্কস নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠবেন।

২

এই আশ্বাস যে কয়েক দিনের মধ্যেই মিথ্যে হয়ে যাবে এ কেউ স্বপ্নেও ভাবেন নি। এঙ্গেলস রোজই আসেন বন্ধুর খোঁজখবর করতে, গোটা পরিবারের অভিভাবক এখন তিনিই। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের প্রবক্তা ও পাথরুতের জীবনের দায়িত্ব এখন সম্পূর্ণই তাঁর উপর ন্যস্ত। যথারীতি ১৪ মার্চ এসেছেন বন্ধুকে দেখতে। নীচেই লেন চেনের কাছে দুঃসংবাদ পেলেন কয়েকঘণ্টা আগে তাঁর রক্তবমণ হয়েছে। ছুটে গেলেন বন্ধুর ঘরে, দেখলেন আরাম কেদারায় শুয়ে আছেন মার্কস। ভাবলেন ঘুমিয়ে আছেন। পাশের ঘরে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করে সবকথা শুনে আবার যখন মিনিট দুই বাদে ঘরে ঢুকলেন, গায়ে হাত দিয়েই বুঝলেন এ নিদ্রা নয়, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন। সর্জকে লিখিত পত্রে এঙ্গেলস সেই অন্তিম মুহূর্তের বিবরণ দিয়ে লিখেছেন :

"আমরা যখন ঘরে ঢুকলাম, তিনি তখন নিদ্রামগ্ন, কিন্তু সে নিদ্রা আর ভাঙবার নয়। তাঁর নাড়ী ও শ্বাস স্তব্ধ হয়ে গেছে। সেই দু মিনিটের মধ্যেই শান্তিতে, বিনা যন্ত্রণায় তিনি সকলকে ছেড়ে চলে গেছেন।

"ডাক্তারিশাস্ত্রের কল্যাণে হয়তো আরও কয়েকবছরের আয়ু তাঁর নিশ্চিত হতে পারত, কিন্তু সেটা হত এক অসহায় অস্তিত্বের জীবন, চিকিৎসকদের কৃতিত্বের নিদর্শন স্বরূপ বেঁচে থেকে তাঁকে তিল তিল করে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হত। আমাদের মার্কস তা হতে দিলেন না। সমস্ত অসমাপ্ত কাজ সামনে, সেগুলো শেষ করতে চান অথচ সামর্থ নেই এমন ভাবে বেঁচে থাকাটা তাঁর কাছে প্রশান্তভাবে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে হাজারগুণ কষ্টকর হত।"[১]

মার্কসের মৃত্যু সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল সারা বিশ্বে। ইয়োরোপে ও আমেরিকায় বাম ও দক্ষিণ সমস্ত পত্র-পত্রিকাতেই মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হল। বেশীরভাগ পত্রিকাতেই মৃত্যুপরবর্তী মন্তব্যে শ্রদ্ধা নিবেদিত হল। একটি রুশ উদার নৈতিক পত্রিকায় 'অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও বিরল পাণ্ডিত্য সম্পন্ন বিজ্ঞানী' বলে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান হল। অস্ট্রিয়ার একটি বুর্জোয়া পত্রিকায় তাঁকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও অসাধারণ সমকালীন মনীষীদের মধ্যে অন্যতম বলে অভিহিত করা হল। কিন্তু

মার্কস-এঙ্গেলস—নির্বাচিত পত্রাবলী, পৃঃ ৩৬০-৬১

বেশীর বুর্জোয়া পত্রপত্রিকা মৃত্যুর পরেও এই মানুষটি সম্পর্কে তাদের বিদ্বেষ গোপন করল না। তাঁর গুণাবলীর নানা কথার মধ্যে জীবনেতিহাসের বিকৃত, অবদানের অবমূল্যায়ন করতে দ্বিধা করল না।

ঠিক বিপরীত দৃশ্য শ্রমিকশ্রেণী ও সমাজবাদীদের মধ্যে। শোকের ছায়া নেমে এল সারা বিশ্বের নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের মধ্যে। তাঁরা হারালেন 'পিতা মার্কসকে'। সমাজবাদী পত্রপত্রিকাগুলি আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল শোকবর্ণনায় ও শ্রদ্ধা প্রকাশে। শোকবার্তা এসে পৌঁছতে লাগল এঙ্গেলস ও এলিয়ানরের কাছে। চার্টিস্ট নেতা হার্নে, বেকার, সর্জ, লোষনার গভীর শোক জ্ঞাপন করে বার্তা পাঠালেন। এলিয়ানরকে লিখিত শোকপত্রে লোষনার লিখলেন, "যতদিন পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন তাঁর নাম ও শিক্ষা বেঁচে থাকবে। সূর্যের মত তাঁর প্রতিভা সমগ্র মানবসমাজকে আলোয় উদ্ভাসিত করবে, পৃথিবীতে কোন কিছুই সে পথে বাধা দিতে পারবে না।" জার্মানী থেকে অগাস্ট ও জুলি বেবেলের পক্ষ থেকে শোকবার্তা এল। জার্মানীর পার্টির পক্ষ থেকে লীবনেখ্‌টকে পাঠান হল সমাধি পাশে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য। ফরাসী ওয়ার্কাস পার্টির শোক সভায় গৃহীত শোকলিপি এসে পৌঁছল। স্পেনের সোশ্যালিস্ট পার্টির পক্ষে যোশ মেসা, বেলজিয়ান পার্টির পক্ষে ডি পেপি, ডাচ সমাজবাদীদের পক্ষে নয়ে বেনহুই শোক জ্ঞাপন করলেন। জুরিখের সমাজবাদীরা শোকসভা করে স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের সাহায্যে মার্কসের নামে তহবিল গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

লণ্ডনে ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটি ও শাখা কমিটিগুলির উদ্যোগে কয়েকটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সব শোকসভা থেকে 'মহান চিন্তানায়ক ও প্রতিভাবান এবং দুনিয়ার শ্রমজীবীমানুষের বন্ধু'র স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। নিউইয়র্কে আমেরিকান সোশ্যালিস্টরা ১৯ মার্চ এক বৃহৎ স্মৃতিসভা সংগঠিত করেন, এই সভায় ভাষণ দেন আন্তর্জাতিকের অন্যতম প্রতিনিধি কুনো। রুশ বিপ্লবীদের পক্ষ থেকেও বহু শোকবার্তা এঙ্গেলসের কাছে এল। রুশ সোশ্যালিস্টদের পক্ষে লাভরভ লিখলেন "কার্লমার্কসের মৃত্যু তাঁদের হৃদয়ে গভীর শোকের উদ্রেক করবে যাঁরা তাঁর ভাবাদর্শ বুঝতে এবং আমাদের যুগের উপর তাঁর প্রভাব স্বীকার করতে সক্ষম হয়েছেন।" জেনেভা থেকে প্রবাসী রুশ বিপ্লবী লোপাতিন, প্লেখানভ ও সোফিয়া বারদিনা এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে গভীর শোক প্রকাশ করলেন। ২৮ মার্চ এলিয়ানরকে লিখিত ব্যক্তিগত পত্রে লোপাতিন বলেন, "মার্কস আমার কাছে এমন একজন মানুষ যাঁকে আমি বন্ধুর মত ভালবাসতাম, শিক্ষকের মত শ্রদ্ধা করতাম এবং পিতার মত সম্মান করতাম।" মস্কো, সেন্ট পিটার্সবুর্গ, ওডেসা প্রভৃতি স্থান থেকে

ছাত্র, মহিলা, শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে চাঁদা তুলে এঙ্গেলসের কাছে পাঠান হয় মার্কসের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে। দানিয়েলসন প্রমুখ রুশ নেতারা মার্কসের রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশের অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। প্লেখানভ, আক্সেলরড, ভেরা জাসুলিচ প্রমুখ নেতারা মার্কসের সমগ্র রচনাবলী রুশভাষায় প্রকাশের জন্য তহবিল গঠনে উদ্যোগী হন। এছাড়া দেশ বিদেশ থেকে বহু প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী শোকবার্তা পাঠালেন এঙ্গেলসের কাছে। সকলের বক্তব্যেরই মোটামুটি মূল কথা "তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি সমাজবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।" এঙ্গেলস করলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যায়ন, "মানবজাতি এমন এক মস্তিষ্ক হারাল যা ছিল আমাদের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক।"

১৭ মার্চ ১৮৮৩ লণ্ডনের হাইগেট সমাধি ক্ষেত্রের সেই অংশে স্ত্রীর পাশে মার্কসকে সমাধিস্থ করা হল যে অংশ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, অভিজাত ও পাদ্রীরা বর্জন করেছিল। খুব সাধারণ ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমাধিস্থ করার কাজ সম্পন্ন হল, কেননা সেটাই মার্কস ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সমাধি পাশে উপস্থিত ছিলেন পল ও লরা লাফার্গ, লোঁগে, লীবনেখ্‌ট, লেসনার ও লোখনার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এডুইন রয় ল্যাঙ্কেস্টার ও কার্ল শোরলেমার। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের পক্ষ থেকে লীবনেখ্‌ট শপথ বাক্য পাঠ করে বলেন: "আমরা শোকার্ত হব না, যে মহান বিপ্লবীকে আমরা হারিয়েছি তাঁর চেতনার আলোকে আমরা আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করব। তিনি যা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং আশা করে গেছেন আমাদের আপ্রাণ চেষ্টায় আমরা তা বাস্তবে রূপায়িত করব। তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানানর সেটাই হবে শ্রেষ্ঠ পথ।

"হে প্রয়াত বন্ধু। তোমার সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে এই আমাদের শপথ, তোমার প্রদর্শিত পথে আমরা চূড়ান্ত লক্ষ্য পর্যন্ত এগিয়ে যাবই।"

মার্কসের প্রায় চার দশকের সাথী, মার্কসবাদের অন্যতম স্রষ্টা, মার্কস পরিবারের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী এঙ্গেলস সমাধি পাশে এক ঐতিহাসিক ভাষণে ব্যক্তিগত শোককে সার্বজনীন শোকে রূপান্তরিত করে মার্কসের অবদানের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করেন। তিনি বলেন:

"এই মানুষটির জীবনাবসানে ইয়োরোপ ও আমেরিকার জঙ্গী শ্রমিকশ্রেণীর এবং ইতিহাস-বিজ্ঞানের অপরিমেয় ক্ষতি হয়ে গেল। এই মহান শক্তিশালী প্রতিভার বিদায়ে যে শূন্যতা সৃষ্টি হল তা অচিরেই অনুভূত হবে।

"ডারউইন জৈব প্রকৃতির বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেছেন আর মার্কস আবিষ্কার করেছেন মানব ইতিহাসের বিকাশের নিয়ম: মতাদর্শের অতিরিক্ত

ঘনঘটায় একটি সরলসত্য চাপা পড়ে গেছে তাহল রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্প, ধর্ম ইত্যাদি চর্চার আগে মানব সমাজের প্রয়োজন খাদ্য পানীয়, আশ্রয়, পরিচ্ছদ, তাই মানুষের জীবনধারণের আশু প্রয়োজনগুলির উৎপাদন এবং নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর একটি নির্দিষ্ট যুগের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্তরই হল সেই ভিত্তি যার উপর জনগণের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আইনী চিন্তাভাবনা, শিল্প, এমনকি ধর্মীয় মতামত গড়ে উঠেছে এবং এই সবের ব্যাখ্যাও হবে সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে, এতদিনকার মতো উল্টো দিক থেকে নয়।

"এটাই সব নয়। বর্তমানের পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি ও এই উৎপাদন পদ্ধতি দ্বারা সৃষ্ট বুর্জোয়া সমাজটি যে বিশেষ গতির নিয়মে পরিচালিত হয় তাও আবিষ্কার করেছেন মার্কস। যুগপৎ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও সমাজবাদী সমালোচকদের এতকালের সমস্ত গবেষণা অন্ধকারে হাতড়ে মরেছে যে সমস্যাকে কেন্দ্র করে উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব হঠাৎ তার উপর আলোকপাত করেছে।

"একজনের জীবনসীমায় এরকম দুটি আবিষ্কারই যথেষ্ট। এমন একটি আবিষ্কারের সৌভাগ্য যাঁর হয় তিনিও যথেষ্ট সুখী। জ্ঞান বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে এমনকি গণিতের ক্ষেত্রেও মার্কস অনুসন্ধান চালিয়েছেন এবং কোন ক্ষেত্রেই তাঁর অনুসন্ধান ওপর ওপর ছিল না এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর আবিষ্কার ছিল স্বতন্ত্র ও মৌলিক।

"এমনই ছিলেন এই বৈজ্ঞানিক মানুষটি। কিন্তু এটা তার অর্ধেক পরিচয়ও নয়। মার্কসের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান হল ইতিহাসগতভাবে গতিশীল এক বিপ্লবী শক্তি।......

"সমস্ত পরিচয়ের উর্ধ্বে তিনি ছিলেন একজন বিপ্লববাদী। তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল পুঁজিবাদী সমাজ ও সেই সমাজ থেকে উদ্ভূত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাটন ও আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সাধনে সহযোগিতা প্রদান এবং মুক্তির জন্য নিজস্ব অবস্থান সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি ও চেতনা তিনিই সর্বপ্রথম দিয়েছিলেন। সংগ্রামই ছিল তাঁর প্রধান ক্ষেত্র। আর এই সংগ্রাম তিনি করেছেন এমন আবেগ এমন জিদ ও সাফল্যের সঙ্গে যার কোন তুলনা নেই বললেই চলে।......

"তাঁর জীবনাবসান হল সাইবেরিয়ার খনি অঞ্চল থেকে ক্যালিফোর্ণিয়া এবং সমগ্র ইয়োরোপ ও আমেরিকার সর্বাংশের কোটি কোটি জনগণের ভালবাসা, শোক ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মধ্যে। আমি জোর দিয়েই বলতে পারি যে তাঁর হয়তো অনেক থাকতে পারে কিন্তু তাঁর একজনও ব্যক্তিগত শত্রু ছিল না।

"তাঁর নাম ও অবদান যুগে যুগে বেঁচে থাকবে।"[১]

---

১. সমকালীনদের দৃষ্টিতে মার্কস- এঙ্গেলস, পৃঃ ৭-৯

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মার্কসবাদ ও উত্তরকাল

১

মার্কসবাদ আপ্তবাক্য নয়, কর্মের পথে নির্দেশিকা। এই নির্দেশিকার ভিত্তিতেই মার্কসের জীবৎকালে তাঁর নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল ইয়োরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী ইণ্টারন্যাশনাল সংগঠন। সংশোধনবাদ ও সুবিধাবাদের কবল থেকে মুক্ত করে শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে নতুন করে ইণ্টারন্যাশনাল গঠনের লক্ষ্য নিয়ে সাময়িকভাবে প্রথম ইণ্টারন্যাশনাল ভেঙ্গে দিতে হয় তাঁর জীবদ্দশাতেই। বুর্জোয়ারা ভেবেছিল 'সাম্যবাদের ভূতকে নামান গেছে চিরতরে।' মৃত্যুর কয়েক বছর আগে থেকেই তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করে গিয়েছিলেন যে ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রায় সব দেশেই বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের আদর্শ নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি গড়ে উঠেছে। সাম্যবাদের ভূতকে নামান গেছে বুর্জোয়াদের এই দিবাস্বপ্ন মিথ্যে হয়ে যেতে তিনি নিজেই স্বজ্ঞানে দেখে গেছেন। মার্কসবাদ সত্য, তাই চিরায়ত। মার্কসের জন্মশতবর্ষ অভিনন্দিত হয়েছিল লেনিনের নেতৃত্বে রুশ বিপ্লবের সাফল্যে। তারপর থেকে আজও পর্যন্ত মার্কসবাদের বিজয়ী অভিযান স্তব্ধ করার সামর্থ্য কোন শক্তির হয় নি যদিও বিশ্বব্যাপী প্রতিবিপ্লবী শক্তি ও বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাগুলি এর জন্য চেষ্টার কসুর করে নি। মার্কসের জন্মের একশো পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রবন্ধে প্রখ্যাত মার্কসবাদী রজনী পাম দত্ত যথার্থই বলেছেন:

"মার্কসবাদের ঐতিহাসিক অগ্রগতির পথে নোংরা ছড়িয়েছে মার্কসবাদ খণ্ডন ও বিরুদ্ধ প্রমাণ উপস্থিত করার নামে কেতাবী পণ্ডিতরা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁদের সোচ্চার প্রচার মহিমা অনেক শূন্যপথ পরিক্রমা করে এখন আস্তাকুঁড়ে স্থান পেয়েছে। ক্যাভিকনাক থেকে টিয়ার্স, বিসমার্ক থেকে কোলচাক, হিটলার থেকে ডালেস প্রতিবিপ্লবের এই সব নাইট ক্রুসেডার এবং গ্লাডিয়েটররা সাম্যবাদের ভূতকে চিরদিনের জন্য নির্বাসিত করার আষাঢ়ে গল্প প্রচার করতে গিয়ে নিজেদের পরাজয়কেই ডেকে এনেছে। বিপ্লবের দুর্গম অগ্রগতির পথের প্রত্যেকটি বাঁক ফেরার সময় কালের যন্ত্রণাময় পরিস্থিতিতে জ্ঞান দেওয়ার লোকের কখনও অভাব হয় নি। এইসব পণ্ডিতমন্য মূর্খেরা বিশ্ব সাম্যবাদের চরম সংকট, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে ইত্যাদি গগন বিদারী প্রচারে নিজেদের মত্ত করেছে। তাদের ভাষায় বিশ্বসাম্যবাদ শেষ হয়ে গিয়েছিল কমিউন ধ্বংস হওয়ার পর, ১৯১৪ সালে আন্তর্জাতিকের অবসানের

পর, 'নেপ' এর পর, বিংশ কংগ্রেসের পর। তাঁদের মতে আজ আবার চীনের বিপ্লবের বর্তমান পর্যায়ে বা ইয়োরোপের নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোয় উদ্ভূত সংকটের সময়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। অথচ অভিজ্ঞতা বলছে পন্ডিটি আকস্মিক বাঁকের মুখেই বাস্তবক্ষেত্রে বিশ্বে মার্কসবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে নতুন শক্তিতে এবং ব্যাপকতর সামর্থ্য নিয়ে।"

মার্কসবাদের বয়স বাড়ছে। আজ এই বিশ্ববিজ্ঞানের প্রভাব থেকে কোন শক্তিই নিজেকে মুক্ত রাখতে পারছে না। পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের যুগে মার্কসবাদের প্রয়োগ এবং সর্বহারার বিপ্লবের প্রয়োগগত দিকে মহান লেনিনের অবদান আজ মার্কসবাদকে সমৃদ্ধ করেছে। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দর্শনের নাম আজ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। এই দর্শনের ভিত্তিতে বিশ্বে এমন কোন দেশ নেই যেখানে মুক্তির সংগ্রাম না চলছে। রুশ বিপ্লবের পরে লেনিন ও স্তালিনকে কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছিল বিশ্বময় প্রতিবিপ্লবের ষড়যন্ত্র ও আক্রমণের বিরুদ্ধে একক একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গঠন করতে গিয়ে। তাঁদের সে সাফল্য এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্তালিনের নেতৃত্ব ও রুশ লালফৌজের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে অনেকগুলি দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে। এশিয়া ভূখণ্ডে মাও সে তুঙ, চৌএনলাই প্রমুখের নেতৃত্বে বিপ্লব বিজয়ী হয়েছে। আজ পুঁজিবাদী শিবিরের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক শিবির এক বিরাট শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই বিজয় অভিযান আতঙ্কিত করে তুলেছে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিকে। তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে কেন্দ্র করে দুনিয়া জুড়ে চেষ্টা চলছে বিশ্বযুদ্ধের, উদ্দেশ্য বিশ্বে ভারসাম্য রক্ষা করা, মার্কসবাদকে রুখে দেওয়া। কিন্তু মার্কসবাদ আজ বিশ্ববাসীর মর্মমূলে স্থান করে নিয়েছে। সমগ্র বিশ্বে একালে যে যুদ্ধ বিরোধী শান্তির সংগ্রাম দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে তা কার্যত মার্কসবাদের বিজয় অভিযান বাধামুক্ত করার সংগ্রাম। এই সংগ্রাম চলছে এবং চলবে।

মানব সমাজের শোষণ মুক্তির বিশ্বব্যাপী সংগ্রামে মার্কসবাদ একালে এমনই এক শক্তি যাকে প্রতিরোধ করার জন্য শুধু কয়েকহাজার মেগাটন বিধ্বংসী বোমা ও মারণাস্ত্র জড় করা হয়েছে তাই নয়, কোটি কোটি ডলার ব্যয়িত হচ্ছে দেশে দেশে মানুষকে মার্কসবাদ লেনিনবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে। বিশ্বের বৃহৎ পুঁজিবাদী দেশগুলির রাষ্ট্রের এই অর্থ শর্তকণ্টকিত ঋণ ও অনুদানের আকারে অনুন্নত দেশগুলিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। এই মহাজনী ব্যবসা ছাড়াও বৃহৎ পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে সমাজতান্ত্রিক দেশ ও অন্যান্য মুক্তিকামীদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি ও মার্কসবাদ বিরোধী, বিপ্লব বিরোধী

প্রচারাভিযানে। এই প্রচারাভিযানের আওতার মধ্যে রয়েছে রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি সমস্ত কিছুই। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই বিপুল পরিমাণ দেশী ও বিদেশী পুঁজি নিয়োজিত রয়েছে জনগণের মধ্যে বিপ্লববিরোধী মনস্কতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

এতেও তারা নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সরাসরি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ দূষণের কাজে নিযোগ করা হয়েছে একদল বুদ্ধিজীবীকে, যাঁদের একাংশ আবার ছদ্মবেশী মার্কসবাদী। এঁদের কাজ বিরাট পাণ্ডিত্যপূর্ণ কুটকচালির সমাবেশ করে প্রমাণ করা যে মার্কসবাদ এখন প্রাচীন হয়ে গেছে, এর দ্বারা আধুনিক বিশ্বের সমস্যাগুলিকে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। ইংরেজীভাষাপ্রীতির কল্যাণে বিরাট মূল্যের এই সব গ্রন্থ আমাদের মতো দেশগুলির বুদ্ধিজীবী পাঠক ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক মহলে ভালই চালু হয়েছে। এর প্রভাব থেকে বহু মার্কসবাদীও নিজেদের মুক্ত রাখতে পারছেন না। এমন কি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও নতুন নতুন পরিস্থিতির মুকাবিলায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রয়োগে সাময়িক ব্যর্থতা অনেক সময় সংশোধনবাদ, সংকীর্ণতাবাদ ইত্যাদি ধরনের বিচ্যুতির জন্ম দিচ্ছে। ইউরো-কমিউনিজমের ভূত চেপে বসেছে কয়েকটি দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে। অপর দিকে বেশ কিছু দেশের স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীও বহু মার্কসবাদী বুলি আওড়াতে শুরু করেছে। এককথায় পরিস্থিতি খুবই জটিল। এই অবস্থার মধ্যে মার্কসবাদ লেনিনবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং এই বিশ্ববীক্ষার আলোকে নতুন নতুন পরিস্থিতির সৃজনশীল ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য অর্জন করা আজকের বিপ্লবী সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক মহাসাধনা। এ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে গেলে মার্কসবাদের ঐকান্তিক অনুশীলন অপরিহার্য। মার্কস-এঙ্গেলসের সমগ্র রচনাবলী আজও পূর্ণ প্রকাশিত হয় নি। রাশিয়া ও সমাজতান্ত্রিক জার্মানীতে সেই বিরাট কর্মকাণ্ড চলেছে। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করছেন এ পর্যন্ত যে পরিমাণ পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করা গেছে তাতে একশো খণ্ডে পঞ্চাশ হাজার পৃষ্ঠায় তা বিন্যস্ত করার প্রয়োজন হবে। এই একশো খণ্ড প্রকাশনার কাজ সমাজতান্ত্রিক জার্মানীতে শুরু হয়ে গেছে।

মৃত্যুর আগে প্রায় এক বছর মার্কসকে স্বাস্থ্যের সন্ধানে বেশীর ভাগ সময় বাড়ী থেকে দূরে দূরে থাকতে হয়েছে। নিজের পড়ার ঘরে কমই বসতে পেরেছেন। তাছাড়া জেনীর মৃত্যুর পর গৃহস্থালীতে বিশৃঙ্খলাও দেখা দিয়েছিল। একান্ত সচিবের দায়িত্ব ছিল প্রথমে জেনী এবং পরে বড়মেয়ের উপর। কেউই পাশে নেই। একমাত্র ভরসা গৃহকর্মী ডেলমুথ ও ছোট মেয়ে এলিয়ানর। স্বভাবতই প্রয়াত সহকর্মীর মহামূল্যবান পাণ্ডুলিপিগুলির সংরক্ষণ ও অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণকরার দায়িত্ব

হাতে নিলেন এঙ্গেলস। এলিয়ানরের সাহায্য নিয়ে প্রায় চারমাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে মোটামুটি ভাবে এঙ্গেলস সাজিয়ে গুছিয়ে ফেললেন মার্কসের পাঠগৃহটি. সন্ধান পেলেন মার্কসের প্রায় সমস্ত পাণ্ডুলিপি, নোট বই এবং তাঁদের যৌথ রচনাগুলি। কিছু কিছু বই ও পাণ্ডুলিপি ইঁদুরে অল্প কেটে দিলেও চল্লিশের দশক থেকে রচিত গ্রন্থ, পুস্তিকা ইত্যাদির পাণ্ডুলিপি. আন্তর্জাতিকের প্রায় সব দলিল উদ্ধার করা গেল।

পাঠগৃহটি গুছিয়ে নিয়ে এঙ্গেলস ক্যাপিটালের সম্পাদনার কাজে মনোনিবেশ করলেন। দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদনায় বসে প্রথমেই বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন পুঁজির প্রচলন বিষয়ে রচিত এই খণ্ডের এক হাজার পৃষ্ঠার চারটি পৃথক পাণ্ডুলিপি রয়েছে। এই পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে পাঠান্তর ও ব্যাখ্যার বিভিন্নতাও রয়েছে। এঙ্গেলসও বোধকরি বিস্মিত ও বিমূঢ় হয়ে গেলেন বন্ধুর এই কীর্তি দেখে। এই পরিশ্রম কি মানুষের পক্ষে সম্ভব! একটি বিষয়ে চারটি প্রায় সম আকারের পাণ্ডুলিপি রচনা সম্ভবতঃ বিশ্বের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। দীর্ঘ দুবছর একটানা শ্রমসাধ্য কাজের পরে ক্যাপিটালের দ্বিতীয় খণ্ড পকাশ ১৮৮৫ সালের মে মাসে এঙ্গেলস শেষ করতে সমর্থ হলেন। এবার হাত দিলেন তৃতীয় খণ্ডের কাজে। আরও দুরূহ ব্যাপার। কেননা মার্কস এই খণ্ডটির মুদ্রণযোগ্য পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারেন নি। মধ্যে কয়েকটি অধ্যায় খসড়া আকারে রয়েছে। তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থাও ভাল নয়, কঠোর পরিশ্রম ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠল। সারাদিনে মাত্র দু তিন ঘণ্টা পরিশ্রম করার অনুমতি ডাক্তাররা দিলেন। যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা মানব জাতিকে উপহার দানে মার্কসকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এঙ্গেলস জীবনের মূল্যবান সময় কেরানীগিরি করেছেন তা বোধকরি প্রকাশ করে যেতে পারলেন না এঙ্গেলস। তাঁর ভয় হয়ে গেল। দ্রুত কাজ করার জন্য তিনি দুজন তরুণ সহকারী নিলেন—এডয়ার্ড বার্ণস্টাইন ও কার্ল কাউটস্কি।

মার্কসের হস্তাক্ষর পাঠোদ্ধার করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। একমাত্র এঙ্গেলস ছাড়া কারও পক্ষে তা সহজ ছিল না। প্রথম কয়েকমাস বার্ণস্টাইন ও কাউটস্কির লাগল মার্কসের হস্তলিপি পড়া শিখতে। দুজনের মধ্যে কাউটস্কি এব্যাপারে দক্ষতার পরিচয় দিলেন। দুজন সহকারী পাণ্ডুলিপি কপি করে পর্যায়ক্রমে এঙ্গেলসের সামনে পেশ করতে লাগলেন, আর তিনি সংশোধন করে প্রেসে পাঠাতে থাকলেন। এই ভাবে ১৮৯৫ সালের ৫ই আগস্ট চেয়ারে বসে লেখাপড়ার কাজ করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন মার্কসবাদের অন্যতম স্রষ্টা এঙ্গেলস। আরেকবার বিষণ্ণতা নেমে এল সমগ্র বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের অন্যতম প্রধান স্থপতী ও রক্ষক চলে গেলেন। অবশ্য ইতিমধ্যে দেশে দেশে প্রস্তুত হয়েছে

লক্ষ লক্ষ মুক্তি যোদ্ধা, নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী বেশ কিছু সাচ্চা মার্কসবাদী। মার্কসবাদের পতাকা সামনে নিয়ে ভাবীকালের শ্রমজীবী মানুষ ঐতিহাসিক নিয়মেই তাঁদের সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

কিন্তু মার্কস-এঙ্গেলসের পাণ্ডুলিপির রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রকাশের কি হবে? এঙ্গেলসের উইল থেকে জানা গেল মার্কস-এঙ্গেলসের সামান্য কয়েকটি পাণ্ডুলিপির উত্তরাধিকার এলিয়ানর পেলেন এবং বাকী সমস্ত কিছুর দায়িত্ব অর্পিত হল জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির উপর। সমস্যা দেখা দিল মার্কসের বিশাল গ্রন্থসংগ্রহ এবং বিপুল পরিমাণ পাণ্ডুলিপি কোথায় রাখা হবে। জার্মানীতে পাঠান নিরাপদ নয়। বিসমার্কের সোশ্যালিস্ট বিরোধী কালা কানুন শিথিল হলেও নেতৃবৃন্দ এই সব অমূল্য সম্পদ জার্মানীতে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ বিবেচনা করলেন না। সাময়িকভাবে সমস্ত পাণ্ডুলিপি, নোট বই ইত্যাদি দুটো কাঠের বাক্সে বন্দী করে লণ্ডনের এক প্রবাসী পার্টি সদস্যের বাড়ীতে রেখে দেওয়া হল। তারপর ১৯০০ সালে সোশ্যালিস্ট পার্টির উপর সমস্ত বাধা নিষেধ প্রত্যাহৃত হলে নেতৃবৃন্দ পাণ্ডুলিপির বাক্স দুটি বার্লিনে পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তরে এনে রাখলেন। কিন্তু দীর্ঘ পাঁচ বছর সেই পাণ্ডুলিপির গায়ে বিশেষ হাত পড়ল না।

এঙ্গেলসের সহকারী হিসেবে কাজ করার সূত্রে কার্ল কাউটস্কি কিছুটা যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন সম্পাদনার। তাঁর সম্পাদনায় মার্কসের 'উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব' তিনটি ভাগে বিন্যস্ত হয়ে প্রকাশিত হল ১৯০৫ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে। ইতিমধ্যে ঐতিহাসিক ফ্রানৎস মেহেরিঙ্‌ মার্কস এঙ্গেলসের প্রথম জীবনের গ্রন্থ ও বিচ্ছিন্ন রচনাবলী সংকলিত করে চার খণ্ডে প্রকাশ করলেন। বার্ণস্টাইনের উপর দায়িত্ব পড়ল মার্কস-এঙ্গেলসের চল্লিশ বছরের পত্রালাপের সংকলন চার খণ্ডে প্রকাশের। তিনি সেকাজ করতে গিয়ে বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি নিজের বাড়ীতে পাচার করলেন। এই সময় পার্টির নেতৃবৃন্দের মধ্যে মার্কসবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষা নিয়েও বিতর্ক দেখা দিল। সংশোধনবাদীদের নেতা বার্ণস্টাইন পত্রাবলী-সংকলন সম্পাদনার সময় তাঁর চিন্তাধারা অনুসারে কিছু কিছু শব্দ বা লাইন বাদ দিলেন। এমন কি কোথাও কোথাও সংযোজনও করলেন। এইভাবে মার্কস-এঙ্গেলসের পাণ্ডুলিপি অবহেলা ও অসতর্কতায় প্রায় বিশ বছর জার্মান পার্টির মহাফেজখানায় আবদ্ধ হয়ে রইল। কিছু কিছু বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে গেল।

এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম মহামতী লেনিন এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব

আরোপ করলেন। রুশ বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই লেনিনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠিত হল মার্কস-এঙ্গেলসের রচনাবলী রুশ ভাষায় অনুবাদ করে ২৮ খণ্ডে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে। এক বছরের মধ্যেই প্রথম খণ্ড প্রকাশিতও হল। রুশ নেতাদের পক্ষে একাজ করা খুবই দুঃসাধ্য ছিল। প্রথম কথা তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন প্রতিবিপ্লব রোধ করার কাজে। তাছাড়া মূল জার্মান পাণ্ডুলিপি তাঁদের হাতে নেই। বার্ণস্টাইন, কাউটস্কির অনির্ভরযোগ্য সংকলনগুলির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে, যা লেনিনকে খুশী করতে পারেনি। তাই চারখণ্ড প্রকাশের পর রচনাবলী প্রকাশের পরিকল্পনাটি ১৯২২ সালে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়।

ইতিমধ্যে ১৯২১ সালের জানুয়ারিতে মস্কোতে মার্কস এঙ্গেলস ইনস্টিটিউট গঠিত হয় লেনিনের নির্দেশে। ডেভিড রায়াসানভ এর অধিকর্তা নিযুক্ত হন। এই ইনস্টিটিউটের প্রথম কাজ হল লণ্ডন ও জার্মানীতে লোক পাঠিয়ে মার্কস-এঙ্গেলসের জীবৎকালে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ, পুস্তিকা ও পত্র পত্রিকার কপি সংগ্রহ করা। এঁরা লরা ও এলিয়ানরের কাছ থেকেও কিছু সংগ্রহ করতে পারলেন। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই লেনিন ইনস্টিটিউটের অধিকর্তাকে নির্দেশ দিলেন মার্কস এঙ্গেলসের রচনাবলী ও পত্রাবলী সংগ্রহের জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাতে এবং অগ্রগতি সম্পর্কে তাঁকে নিয়মিত অবহিত রাখতে। রায়াসানভ লেনিনের এক অপূর্ব নির্বাচন। এই ভদ্রলোক ছিলেন একজন দেশত্যাগী মেনশেভিক, বার্লিনে জার্মান সোশ্যালিস্ট পার্টির মহাফেজখানায় বসে তিনি বেশ কয়েকবছর 'নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন' এ প্রকাশিত মার্কস-এঙ্গেলসের প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করে সম্পাদনার কাজ করেছিলেন। সুতরাং তাঁদের পাণ্ডুলিপির সন্ধান রায়াসানভের ভালই জানা ছিল। তিনি বহু চেষ্টায় বেশ কিছু দিন বার্লিনে পার্টির মহাফেজখানায় থেকে মার্কস এঙ্গেলসের পাণ্ডুলিপির সাত হাজার ফটো কপি করিয়ে নিয়ে আসলেন। এছাড়া বার্ণস্টাইনের সঙ্গে সম্পাদিত এক চুক্তি অনুসারে দুশো পাউণ্ডের বিনিময়ে চিঠিপত্র-সহ মার্কস-এঙ্গেলসের রচনাবলীর উপর মস্কোর মার্কস-এঙ্গেলস ইনস্টিটিউটের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। রায়াসানভ লক্ষ্য করলেন মহাফেজখানায় সব পাণ্ডুলিপি নেই। একদিন বার্ণস্টাইনের বাড়ীর তাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ধুলোবালির মধ্যে আবিষ্কার করলেন 'জার্মান ইডিওলজি'র পাণ্ডুলিপি। এইভাবে অস্ট্রিয়ার সোশ্যালিস্ট নেতা ফ্রেডরিক এ্যাডলারের হেফাজত থেকেও বেশ কিছু দলিল উদ্ধার করলেন।

এইভাবে ট্রির শহরের বিদ্যালয় ও ইয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংগ্রহ করা হল মার্কসের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের বহু রচনা। এঙ্গেলসের আত্মীয়স্বজন এবং

লণ্ডন, ফ্রান্স, আমেরিকার নীলামের দোকানগুলো থেকেও কিছু কিছু উদ্ধার করা গিয়েছিল। কিন্তু সংগ্রহের কাজে বাধা এল কিছুদিন পর জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির তৎকালীন নেতাদের কাছ থেকে, বিশেষ করে বার্ণস্টাইনের পক্ষ থেকে। তাঁরা নানা অজুহাত তুলে দলিল হস্তান্তর করতে আপত্তি জানাতে থাকল। এমনকি ইতিপূর্বের চুক্তিও বাতিল করে দিল। রায়াসানভ কথাবার্তা চালনার সূত্রে বেশ খানিকটা সময় কাটিয়ে দিলেন, উদ্দেশ্য ইতিমধ্যে যতবেশী সংখ্যায় সম্ভব দলিলগুলির ফটো কপি করিয়ে নেওয়া। জার্মান পার্টির সঙ্গে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটার আগেই রায়াসানভের কর্মকুশলতায় মস্কো মার্কস-এঙ্গেলস ইনস্টিটিউট ৪৩৭ টি মূল দলিল, ৫৫,০০০ হাজার পৃষ্ঠার ফটো কপি এবং মার্কস-এঙ্গেলসের সংগৃহীত বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করে ফেলতে সমর্থ হল।

সংগ্রহের পর সম্পাদনা করে প্রকাশের কাজ। মার্কস-এঙ্গেলসের রচনাবলী যা মেগা (Mega) নামে প্রচলিত প্রকাশের সিদ্ধান্ত ১৯২৪ সালের রুশ কমিউনিস্ট পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেসে গৃহীত হল। এই কাজে সাহায্য করার জন্য জার্মান কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিন ও হাঙ্গেরীর প্রখ্যাত নেতা বেলা কুন এগিয়ে এলেন। এই রচনাবলী প্রকাশের কাজে একটা পর্যায়ে স্পেনের গৃহযুদ্ধের শহীদ প্রখ্যাত ব্রিটিশ সাহিত্যিক রালফ্ ফক্স এবং জার্মানীর অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবী লোথার বোলৎস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সম্পাদনার কাজে বড় বাধা ছিল মার্কসের হস্তলিপির পাঠোদ্ধার। অনেক সময় মার্কস নিজেই নিজের হাতের লেখা পড়তে পারতেন না। এঙ্গেলসকে লিখিত একটি চিঠিতে মার্কস লিখেছেন, "অর্থনীতির উপর আমার নোটগুলো পড়তে গিয়ে আমার চোখের অসুখ দেখা দিয়েছে।" মস্কো থেকে জার্মান ভাষায় রচনাবলীর দুটি খণ্ড প্রকাশের পর কাজ সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে। কিন্তু রুশ ভাষায় রচনাবলী প্রকাশের কাজ অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।

১৯৩৩-সাল শুধু জার্মানীতে নয় সমগ্র বিশ্বে উপস্থিত হল এক সংকটের কাল। নাৎসী বাহিনীর সর্দার হিটলার জার্মানীর শাসন ক্ষমতা দখল করল। শুরু হল জার্মানীর কমিউনিস্ট ও গণতন্ত্রীদের জীবনে চরম দুর্দিন। ১৯৩৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী জার্মান পার্টির সদর দপ্তর 'কার্ল লীবনেখ্ট ভবন' আক্রমণ করে নাৎসী বাহিনী দখল করে নিল। আক্রমণের অল্পসময় আগে দপ্তর সম্পাদক যোহান হিনরিখেন বহু কষ্টে মার্কস-এঙ্গেলসের পাণ্ডুলিপিগুলো কোনক্রমে প্যাকিং করে একজন সমর্থকের পুরনো কাগজের দোকানে লুকিয়ে রাখতে সমর্থ হলেন। অন্যান্য নেতারা এ বিষয়ে বেশী আগ্রহ দেখালেন না। কিন্তু হিনরিখেন নিশ্চিন্ত থাকতে

পারলেন না। তিনি সংসদ সদস্য রুডলফ ব্রাইটসাইডের ছেলে গেরহার্ডের মাধ্যমে বার্লিনের চার্চের একজন প্রথম সারির সদস্য রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত পুরনো দলিলপত্রের ব্যবসায়ী ডেভিড সলোমনের সাহায্য গ্রহণ করলেন। হিটলারী সন্ত্রাসের রাজত্বে প্রচণ্ড ঝুঁকি নেওয়া হবে জেনেও অরাজনৈতিক ডেভিড যত্ন সহকারে মার্কস-এঙ্গেলসের সমস্ত পাণ্ডুলিপি ও দলিল সংরক্ষণ করলেন, যদিও এর জন্য তাঁকে নানা কৌশল অবলম্বন করতে হল।

কিন্তু বেশীদিন জার্মানীতে এই সব মূল্যবান সম্পদ রাখা নিরাপদ নয়। যে ভাবেই হোক বিদেশে কোথাও সরিয়ে ফেলতে হবে। গেরহার্ড ব্রাইটসাইড ঠিক করলন ডেনিশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের তত্ত্বাবধানে দলিলগুলো ডেনমার্কে পাঠিয়ে দেবেন। ডেনিশ নেতা এণ্ডারসন এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিলেন। ফ্লেন্সবুর্গ সমুদ্র-বন্দর থেকে যেভাবে পাণ্ডুলিপির প্যাকেট ও বাক্সগুলো ডিঙ্গি নৌকো করে বা জাহাজে যাত্রীদের সঙ্গে পাচার করা হয়েছিল তা এক রোমাঞ্চকর ও নাটকীয় কাহিনী। দীর্ঘ ছয় মাস ধরে এই পাচারের কাজ নাৎসী বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে সংঘটিত হয়। উত্তরসূরীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রক্ষা পেল মার্কস-এঙ্গেলসের রেখে যাওয়া মহাসম্পদ।

এরপর বিতর্ক দেখা দিল এইসব সংরক্ষণের সমস্যা নিয়ে। বিদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী জার্মান সোশ্যালিস্ট নেতারা বিক্রীকরার বিষয় চিন্তা করছিলেন কেননা অর্থাভাবে তাঁরা তখন পার্টির কাজ পরিচালনা করতে পারছিলেন না। অনেক প্রতিষ্ঠানই আগ্রহ প্রকাশ করল। মস্কোর মার্কস-এঙ্গেলস ইনস্টিটিউট লোভনীয় প্রস্তাব দিল। প্রস্তাবে বলা হল আড়াই লক্ষ ডলারের বিনিময়ে ইনস্টিটিউট সমস্ত দলিল ক্রয় করতে সম্মত। যদি জার্মান নেতারা বিক্রী করতে রাজী না হন তাহলে ইনস্টিটিউট এই সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতেও সম্মত। বিনিময়ে জার্মান নেতাদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া হবে। কিন্তু জার্মান নেতারা বদনামের ভয় পেলেন। তাঁরা ভাবলেন অর্থের বিনিময়ে বলশেভিকদের হাতে এগুলো ছেড়ে দিলে ইণ্টারন্যাশনালের সামনে তাঁদের মাথা হেট হয়ে যাবে। তাঁরা মস্কোর প্রস্তাব বাতিল করলেন কিন্তু বিক্রি ঠিকই করলেন। বিক্রী করা হল আট হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে আমস্টারডামের 'ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল হিস্ট্রি' প্রতিষ্ঠানের কাছে। ১৯৪০ সালে নাৎসী বাহিনী যখন আমস্টারডামে প্রবেশ করে এই ইনস্টিটিউট ধ্বংস করার জন্য তার সামান্য আগেই এই সম্পদ পাচার করা হল ইংলণ্ডে। যুদ্ধের পরে ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ তা আবার ফিরিয়ে নিয়ে যান।

মস্কো মার্কস-এঙ্গেলস ইনস্টিটিউট মূল দলিলপত্র থেকে বঞ্চিত হলেও তারা আরও

কপি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন আমস্টারডাম থেকে। তাছাড়া রুশ সরকার দেশ বিদেশে বহু গবেষককে নিযুক্ত করেছিলেন মার্কস-এঙ্গেলসের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রচনা সংগ্রহের কাজে। এইভাবে পেয়েও ছিলেন তাঁরা অনেক লেখা। পরে মার্কস ও এঙ্গেলসের পরিবারের উত্তরসূরীদের কাছ থেকেও কিছু কিছু কাগজ বা চিঠিপত্র মস্কো ইনস্টিটিউট উপহার পেয়েছিলেন। ১৯৭১ সালেও প্যারি কমিউনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে মার্কসের প্রপৌত্র মার্সেল চার্লস লোগেঁ একটি বাক্সে সংরক্ষিত কিছু চিঠিপত্র মস্কো ইনস্টিটিউটকে উপহার দেন। এইভাবে মানব সভ্যতার ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সুরক্ষিত হয়েছে। রুশ ভাষায় ১৯৪৭ সালের মধ্যেই মার্কস-এঙ্গেলসের রচনাবলীর ২৯টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। জার্মানীতে প্রচেষ্টা চলছে ১০০ খণ্ডে সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের, কিছু খণ্ড প্রকাশিত হয়েও গেছে। ইংরেজী ভাষাতেও রচনাবলী প্রকাশিত হয়ে চলেছে। রুশিয়া থেকে বাংলা ভাষাতেও কিছু কিছু অনূদিত হয়ে এদেশে এসেছে। স্থানীয় ভাবেও কোন কোন গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় মার্কস-এঙ্গেলসের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশ এখনও স্বপ্ন। কোনও মহলে পরিকল্পনা আছে বলেও শোনা যায় নি। কতকাল অপেক্ষা করতে হবে কে জানে। হয়তো এদেশে বিপ্লবের বিজয় পর্যন্ত।[১]

---

১. এই অধ্যায়টি রচনায় 'ভারত ও সমাজতান্ত্রিক জি. ডি. আর' পত্রিকার ফেব্রুয়ারী-মার্চ ৮৩ সংখ্যার ডঃ পঞ্চানন সাহা রচিত প্রবন্ধটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

মার্কসবাদ পাঠের সহায়িকা

॥ এক ॥

দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

মার্কসবাদের দর্শন হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এবং সমাজ-বিশ্লেষণে এর প্রয়োগ হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলে যে, আমরা বিষয়গুলো সঠিকভাবে বুঝতে পারব না যদি না সেগুলো কেমনভাবে পরস্পর সম্পর্কিত, কেমন করে তারা বিকশিত ও পরিবর্তিত হচ্ছে জানি। কোন বস্তুই অপর বস্তুসমূহ থেকে বিযুক্ত নয়, কোন কিছুই স্থির ও অপরিবর্তনীয় নয় বরং সবকিছুই নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তন ও গতিধারার মধ্যে রয়েছে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বিপরীত এবং প্রকৃতি ও সমাজ থেকে উদ্ভূত পরস্পর বিরোধী প্রবণতার দিকে দৃষ্টি দিতে আমাদের শিক্ষা দেয়। এই দ্বন্দ্বের পরিণতিতে পরিবর্তন ও বিকাশ ঘটে। সমস্ত বিকাশের ক্ষেত্রেই ক্রমোন্নতির প্রক্রিয়া (পরিমাণগত পরিবর্তন) একটা নতুন কিছুর জন্ম দেয়, বিকাশের একটা নতুন স্তরে পৌঁছে দেয় (গুণগত পরিবর্তন)। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ মনে করে যে বিশ্বে গতি ও পরিবর্তনের কারবার উর্ধ্বজগতের কোন বিমূর্ত শক্তির উপর নির্ভরশীল নয় বরং সম্পূর্ণতই বস্তুজগতের উপর নির্ভরশীল। বস্তুই প্রথম আর মানস, মনন, চিন্তা ইত্যাদি গৌণ।

মানব সমাজের ক্ষেত্রে এইসব ধ্যানধারণা প্রয়োগের সূত্রেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আবিষ্কার। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলে সমস্ত সামাজিক বিকাশের নির্ধারক শক্তি সর্বদাই সমাজের বস্তুগত জীবনযাত্রার মধ্যে নিহিত রয়েছে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ আরও বলে যে জীবনধারণের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করার যে উপায় তাই হল এই শক্তি। সমাজের বাঁচার ও বিকাশের জন্য যা অবশ্য প্রয়োজন সেই খাদ্য, পরিধেয়, পাদুকা, বাসস্থান, জ্বালানি, উৎপাদনের উপকরণ প্রভৃতি বৈষয়িক দ্রব্যাদি উৎপাদনের পদ্ধতি হল এই শক্তি। উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশের ধারায় শ্রেণী সংগ্রামের উদ্ভব এবং শ্রেণীসংগ্রামই হল ইতিহাসের চালিকাশক্তি। এই গতিধারায় প্রতিটি ভাবাদর্শ বা প্রতিষ্ঠান হয় প্রতিক্রিয়াশীল কিংবা বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে, হয় পুরানো সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বা অব্যাহত রাখতে সহায়ক হয় কিংবা পুরানো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে জনগণকে সংগঠিত করে।

মার্কসবাদের প্রাথমিক পাঠ শুরু হওয়া উচিত 'সোশ্যালিজম, কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক', 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার' এবং 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির

(বলশেভিক) ইতিহাস' গ্রন্থগুলির মাধ্যমে। এইসব গ্রন্থে দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করা আছে। এবিষয়ে পূর্ণজ্ঞান লাভের জন্য এঙ্গেলস এর 'লুডভিক ফয়েরবাখ' লেনিনের 'ধর্ম প্রসঙ্গে', এঙ্গেলসের 'ইন্ট্রোডাকশান টু দি ডায়েলেকটিক্স অব নেচার' গ্রন্থগুলির পাঠ আবশ্যিক। এরপর পাঠ করা উচিত 'দি অরিজিন অব দি ফ্যামিলি, ডায়েলেক্টিক্স অব নেচার' লেনিনের—'মেটিরিয়ালিজম এ্যাণ্ড এম্পিরিও ক্রিটিসিজম', 'হোয়াট দি ফ্রেণ্ডস অব দি পিপল আর' এবং এঙ্গেলসের 'এ্যান্টি-ডুরিঙ্'-এর প্রথম ভাগ। একটু কঠিন হলেও 'দি জার্মান ইডিওলজি' ও 'পভার্টি অব ফিলজফি' গ্রন্থ দুটিও পাঠ করা কর্তব্য। কেননা মার্কস-এঙ্গেলস এই গ্রন্থ দুটির মধ্যে তত্ত্বগতভাবে দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বিশ্লেষণ করেছেন।

ক. স্তালিনের 'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' পুস্তিকা :

এটি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাসের চতুর্থ অধ্যায়। এই পুস্তিকাটি পৃথকভাবে ইংরেজী ও বাংলায় সহজলভ্য। পুস্তিকাটিতে সহজ সরল ভাবে স্তালিন দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করেছেন :

(১) তিনি দেখিয়েছেন কেমন করে মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বস্তুজগতকে পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্কে এবং গতির ধারায় বিশ্লেষণ করে। এই পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে সমাজে প্রতিনিয়ত ঘটমান পরিমাণগত পরিবর্তনসমূহ গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয় এবং এর মধ্য দিয়ে বস্তু ও ঘটনার মধ্যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের চেহারাটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। বস্তুজগতে সর্বদাই নতুনের আবির্ভাব হচ্ছে এবং পুরাতনের অবসান হচ্ছে সুতরাং এই নতুন ও পুরাতনের মধ্যে সংঘর্ষই অগ্রগতির চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে।

(২) তিনি দেখিয়েছেন যে বিশ্বজগৎ প্রকৃতিগত ভাবেই বস্তুগত। বস্তু হল প্রথম এবং মনন চিন্তা ইত্যাদি দ্বিতীয়। আর বস্তুজগৎ এবং তার নিয়মকানুন সবটাই জ্ঞান-গম্য। প্রসঙ্গত তিনি মার্কসের উক্তি দিয়েছেন : "আমার দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি হেগেলীয় পদ্ধতি থেকে শুধু স্বতন্ত্রই নয়, ঠিক তার বিপরীত। হেগেলের কাছে যে মনন পদ্ধতি যাকে তিনি 'মানস' (আইডিয়া) নাম দিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তায় রূপান্তরিত করেছেন সেই মনন পদ্ধতিই হল বস্তুজগতের স্রষ্টা এবং বস্তুজগৎ হল কেবলমাত্র এই 'মানসের'—বাহ্য, দৃশ্যমান রূপ। অপরপক্ষে, আমার মতে 'মানস' মানুষের মনে প্রতিফলিত এবং বিভিন্ন মনন-প্রকরণে রূপান্তরিত বস্তুজগৎ ভিন্ন কিছুই নয়।"

(ক্যাপিটাল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৯)

(৩) স্তালিন দেখিয়েছেন সমাজও কিভাবে কতকগুলি নিয়মানুসারে বিকশিত হয়, ফলে ইতিহাসের অনুশীলনও বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি ও সংগ্রাম সমাজ বিকাশের নিয়মাবলীর জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। সমাজ বিকাশের নির্ধারক শক্তিকে সবসময় সন্ধান করতে হবে সমাজের বাস্তব জীবনের মধ্যে এবং এর দ্বারাই মানুষের ভাবাদর্শ, তত্ত্ব ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাবে। তার অর্থ এই নয় যে সামাজিক জীবনে তত্ত্ব ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলির কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই। বরং বস্তুজগতের নতুন নতুন বিকাশমান শক্তিগুলি থেকে উদ্ভূত তত্ত্ব ও সংগঠনগুলি বিকাশের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় শক্তি হিসেবে কাজ করে।

সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে মূল শক্তি হল উৎপাদন পদ্ধতি। এর মধ্যে রয়েছে—১) উৎপাদন শক্তিসমূহ—ক) উৎপাদনের হাতিয়ারসমূহ (খ) উৎপাদনের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা, ২) উৎপাদক সম্পর্ক—যা সামগ্রিকভাবে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো গঠন করে।

তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে উৎপাদনের শক্তিসমূহ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিকশিত হয়। আর এই বিকাশধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাধারণভাবে পাঁচটি প্রধান উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে—আদিম সাম্যবাদ, দাস ব্যবস্থা, সামন্ত ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

উৎপাদনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

ক) উৎপাদন দীর্ঘদিন স্থিতাবস্থায় থাকে না, বরং সর্বদাই পরিবর্তন ও বিকাশের স্তরে থাকে।

খ) উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন ও বিকাশ সবসময় উৎপাদন শক্তিসমূহের পরিবর্তন ও বিকাশের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। প্রথমে উৎপাদন শক্তিসমূহের পরিবর্তন ও বিকাশ হয় এবং তারপরে এই পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে উৎপাদন সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়।

গ) নতুন উৎপাদন শক্তি ও নতুন উৎপাদন সম্পর্কের উদ্ভব হয় পুরাতন ব্যবস্থার মধ্যেই এবং মানুষের ইচ্ছা ও লক্ষ্য নিরপেক্ষভাবেই তা ঘটে থাকে।

ঘ) বিকাশের ধারায় একটি নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন সম্পর্ক বাধা হয়ে দাঁড়ায় উৎপাদন শক্তি সমূহের অগ্রগতির পথে। তখনই সমাজবিপ্লব ঘটে। পুরানো উৎপাদন সম্পর্কের বৈপ্লবিক উৎপাদনের মাধ্যমে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক

প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা ঘটে শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে এবং পুরানো শাসকশ্রেণীকে উৎখাত করে নতুন শাসকশ্রেণীর ক্ষমতায় আসীন হওয়ার মধ্য দিয়ে।

সমগ্র বিষয়টি কার্লমার্কসের 'অর্থতত্ত্বের সমালোচনা' নামক গ্রন্থের ভূমিকাংশের একটি উদ্ধৃতি দ্বারা স্তালিন স্পষ্ট করার প্রয়াস করেছেন :

"মানুষ যে সামাজিক উৎপাদন চালায় সেটা তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রভাবের ঊর্ধ্বে, অপরিহার্য পারস্পরিক কতকগুলো নির্দিষ্ট সম্পর্ক তারা মেনে নেয়।

"এই উৎপাদন সম্পর্কগুলো উৎপাদন ব্যবস্থার বাস্তব শক্তির বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই গড়ে ওঠে। এই উৎপাদন সম্পর্কগুলো একত্রিত করে সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সৃষ্টি হয়; এই বনিয়াদের সঙ্গে নির্দিষ্ট ধরনের সমাজ চেতনার সামঞ্জস্য আছে, এবং এই বাস্তব ভিত্তির উপরই আইনগত ও রাজনৈতিক ইমারত গড়ে ওঠে। সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাধারণভাবে জীবনধারাকে বাস্তব জীবনের উৎপাদন পদ্ধতিই নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের চেতনা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে না বরং বিপরীত দিক থেকে মানুষের সামাজিক সত্তাই তার চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিকাশের একটি বিশিষ্ট স্তরে সমাজ উৎপাদনের শক্তির সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্কগুলোর বিরোধ ঘটে, কিংবা ঐ একই ব্যাপারকে আইনের ভাষায় বলতে গেলে, যে সম্পত্তিসম্পর্কের গণ্ডীতে উৎপাদন শক্তি সক্রিয় ছিল তার সঙ্গেই বিরোধ বাধে। উৎপাদন শক্তির বিকাশের বিভিন্ন রূপ থেকে এখন এই সম্পর্কগুলোই সেই শক্তির শৃঙ্খলে পরিণত হয়। তখন আরম্ভ হয় সামাজিক বিপ্লবের যুগ। অর্থনৈতিক বনিয়াদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিরাট ইমারত অল্পাধিক দ্রুতবেগে বদলে যেতে থাকে। এই রূপান্তরের কথা আলোচনা করতে গেলে দুটি বিষয়ের পার্থক্য লক্ষ্য করতে হবে; একটি হল উৎপাদনের অর্থনৈতিক অবস্থার বাস্তব রূপান্তর, যাকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের মত অনিবার্য নিয়ম মাফিক জানা যায়; আর একটি হল মানুষের চিন্তাধারার স্বরূপ—আইন, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম, নন্দন-তত্ত্ব, দর্শন—যার সাহায্যে মানুষ এই বিরোধ সম্পর্কে সচেতন হয় ও বিরোধ নিরসনের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়। কোনো মানুষ নিজের সম্পর্কে কি ভাবে, তার উপর নির্ভর করে যেমন তার সম্বন্ধে কোনো মত স্থির করা চলে না; তেমনই পরিবর্তনের কোনো যুগকে তার নিজস্ব চেতনা দিয়ে বিচার করা যায় না; বরং সে-যুগের চেতনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে বাস্তব জীবনের স্ববিরোধিতা দিয়ে, সে যুগের সামাজিক উৎপাদন শক্তির ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যকার সংঘর্ষ দিয়ে। উৎপাদন শক্তির পূর্ণতম বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত কোনো বিশেষ সমাজব্যবস্থার লোপ হতে পারে না; পুরাতন সমাজব্যবস্থার গর্ভে নতুন ব্যবস্থার অস্তিত্বের উপযোগী অবস্থা যতদিন

না পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ততদিন উৎপাদনের উচ্চতর নতুন সম্পর্কগুলি আবির্ভূত হতে পারে না। সুতরাং মানুষ সেই কাজেরই ভার গ্রহণ করে, যে-কাজের জটিলতার সমাধান সে করতে পারে; কারণ একটু মনোযোগের সঙ্গে দেখলেই আমরা বুঝতে পারি যে, কোনো একটি কর্তব্য তখনই আমাদের সামনে দেখা দেয়, যখন সে কর্তব্য সমাধা করার পক্ষে অনুকূল বাস্তব অবস্থা উদ্ভূত হয়েছে কিংবা হবার সম্ভাবনা রয়েছে।"

সামাজিক জীবনে ও সামাজিক ইতিহাসে প্রয়োগ করলে মার্কসীয় বস্তুবাদের এটাই স্বরূপ।

খ. এঙ্গেলস: লুডভিক ফয়েরবাখ

'লুডভিক ফয়েরবাখ এবং চিরায়ত জার্মান দর্শনের ফলাফল' বা সংক্ষেপে 'লুডভিক ফয়েরবাখ' গ্রন্থে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, কেমন করে হেগেলীয় ভাববাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব থেকে বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বে এবং যান্ত্রিক বস্তুবাদ থেকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে অগ্রগতি ঘটেছে। ফয়েরবাখ হলেন উনবিংশ শতাব্দীর একজন জার্মান দার্শনিক, যিনি হেগেলীয় ভাববাদের প্রভাব কাটিয়ে বস্তুবাদে উপনীত হয়েছিলেন। ফয়েরবাখের উপর সি.এন. স্টার্কে লিখিত একটি গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে এঙ্গেলস এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু:

১) বস্তুবাদ ও ভাববাদের মৌলিক পার্থক্য এঙ্গেলস এখানে আলোচনা করেছেন। প্রকৃতি না চেতনা কোনটি আগে এই নিয়ে আলোচনার শুরু। এঙ্গেলস বলেন বস্তুসত্তার স্থান মানস ও ভাবের আগে। আধুনিক ভাববাদের সামনে মূল বিষয় হল আমরা বস্তুজগৎ, বহিঃপৃথিবী সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম কিনা এবং তাদের দেওয়া সমাধান হল—এটা সম্ভব নয়। এঙ্গেলস এই মত অগ্রাহ্য করে প্রমাণ করেছেন যে চেতনা বস্তুজগৎকে প্রতিফলিত করে মাত্র এবং মানুষের পক্ষে প্রয়াস করলে যে কোন কিছু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব, এর জন্য কোন অতীন্দ্রিয় শক্তির উপর নির্ভরশীল হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

২) এঙ্গেলস আরও দেখিয়েছেন অতীতের বস্তুবাদ যান্ত্রিক বস্তুবাদ ছাড়া কিছু নয়। এই যান্ত্রিক বস্তুবাদের প্রধান প্রধান সীমাবদ্ধতা হল:

ক) এর দ্বারা বস্তুর গতিকে সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিক গতি হিসেবে দেখা হয়েছে এবং রাসায়নিক ও জৈবিক ক্ষেত্রে বস্তুর এই গতিকে বিবেচনা করা হয় নি।

খ) প্রকৃতি বা ইতিহাস কিংবা মানব সমাজের বিকাশ ও বিবর্তনের কোন ব্যাখ্যা যান্ত্রিক বস্তুবাদে নেই।

৩) তিনি হেগেলের দর্শনের মূল কথাগুলি ব্যাখ্যা করে হেগেল থেকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দিকে এগিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, "দ্বন্দ্বতত্ত্ব হল উভয়ত, বহির্জগৎ ও মানুষের চেতনার সাধারণ গতির নিয়মের বিজ্ঞান।" মানব সমাজের ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রয়োগস্বরূপ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল ধারণাটি তিনি এই গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে শ্রেণীসংগ্রামই হল ইতিহাসের চালিকাশক্তি এবং শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণীসংগ্রামের শিকড় নিহিত রয়েছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে। রাষ্ট্র, আইন, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদির বিকাশের অর্থনৈতিক ভিত্তির পরম্পরাগত আলোচনা করেছেন তিনি এই গ্রন্থে। সমাজ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে মানুষকে বিচার না করে বিমূর্ত মানবতার দৃষ্টিতে সবকিছু দেখার ফয়েরবাখের পদ্ধতির তিনি তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে মার্কসের 'ফয়েরবাখ প্রসঙ্গে গবেষণা' পর্যায়ে এগারটি মন্তব্যমূলক নিবন্ধ যুক্ত করা হয়েছে। এই ছোট নিবন্ধগুলিতে মার্কস যান্ত্রিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে তাঁর মতামতগুলি প্রকাশ করেছেন।

গ. এঙ্গেলস : দি অরিজিন অব দি ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি এ্যাণ্ড দি স্টেট।

এই গ্রন্থে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন কেমন করে আদিম সাম্যবাদী সমাজ ও সভ্যতার উন্মেষ কালের অগ্রগতির ব্যাখ্যায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সূত্রগুলির প্রয়োগ করা যায়। ১৮৮৪ সালে বইটি প্রকাশিত হয়ে জার্মান সোশ্যালিস্ট পার্টির মধ্যে সংস্কারবাদী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। সংস্কারবাদী চিন্তাধারা থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে মুক্ত করে অতীত ও বর্তমান ইতিহাস সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক ধ্যানধারণায় উদ্বুদ্ধ করতে এর অবদান অসামান্য। আমেরিকান নৃতাত্ত্বিক লুই মরগানের 'প্রাচীন সমাজ'-এর ঐতিহাসিক আবিষ্কারসমূহের ভিত্তিতে এঙ্গেলস তাঁর বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন।

ঘ. এঙ্গেলস : ডায়েলেক্‌টিক্‌স অব নেচার।

এটি এঙ্গেলসের একটি অসমাপ্ত বই। এই বইএ তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে কেমন করে প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার প্রমাণ করছে যে একই দ্বান্দ্বিক নিয়ম মানব সমাজ ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে সমভাবে ক্রিয়াশীল এবং কেমন করে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি প্রকৃতি বিজ্ঞানের এক তাত্ত্বিক হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। ১৮৯৫ সালে এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর এই পাণ্ডুলিপি সংশোধনবাদী বার্ণস্টাইনের হাতে পড়ে। তিনি এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশের কোন আগ্রহই দেখান নি। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে

মস্কোর মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন ইনস্টিটিউট থেকে। এই বইয়ের ভূমিকা অংশ, দ্বিতীয়, নবম ও দশম অধ্যায়গুলি দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রসঙ্গে অবশ্যপাঠ্য, বিশেষ করে নবম অধ্যায়টি যেখানে বানর থেকে মানুষে উত্তরণে শ্রমের ভূমিকা বিশ্লেষিত হয়েছে। অন্যান্য অধ্যায়গুলি কঠোরভাবে বিজ্ঞানের আলোচনায় নিবদ্ধ যদিও দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

ঙ. কমিউনিস্ট ইস্তাহারের পূর্বে রচিত মার্কস-এঙ্গেলসের কয়েকটি গ্রন্থ।

কমিউনিস্ট ইস্তাহার প্রকাশের পূর্বে তিন বছরে মার্কস-এঙ্গেলস যৌথভাবে দুখানি বই লিখেছেন: দি হোলি ফ্যামিলি এবং দি জার্মান ইডিওলজি। এছাড়া মার্কস লিখেছেন 'দি পভার্টি অব ফিলজফি' এবং এঙ্গেলস লিখেছেন 'দি কণ্ডিশন অব দি ওয়ার্কিং ক্লাশ ইন ইংলণ্ড'। এই সময় রাইনিশে ৎসাইটুঙ্ক, জার্মান-ফরাসী ইয়ার বুক, ফরওয়ার্ড প্রভৃতি পত্রিকায় মার্কস-এঙ্গেলস অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন যার মুখ্য বিষয় দর্শন ও দ্বন্দ্বতত্ত্ব। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনা মার্কসের 'ক্রিটিসিজম অব হেগেলস ফিলজফি অব ল' এবং 'দি জিউইশ কোশ্চেন'। এই পর্যায়ে রচিত মার্কসের অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি সংকলিত হয়ে 'ইকনমিক-ফিলজফিকাল ম্যানাস্ক্রিপটস' শিরোনামে জার্মান ও পরে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়।

'হোলি ফ্যামিলি' ও 'জার্মান ইডিওলজি' দুটিই বিতর্কমূলক রচনা। এই গ্রন্থ দুটি মার্কসের জীবনে পালাবদলের দৃষ্টান্ত। হেগেলপন্থী মার্কস হেগেলের মতবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজস্ব দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন গ্রন্থদুটির মধ্যে। মার্কসের 'দর্শনের দারিদ্র্য' গ্রন্থটি প্রুঁধোর 'দারিদ্র্যের দর্শন' গ্রন্থের বিরুদ্ধ মতবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে রচিত। এই গ্রন্থে তিনি ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের তত্ত্বের সুস্পষ্ট রূপরেখা রচনা করেন। শ্রেণীসংগ্রামের চিন্তাও এই গ্রন্থে প্রথম তত্ত্বাকারে লিপিবদ্ধ হয়। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ ও শ্রমিকশ্রেণীর গণসংগ্রামের সঙ্গে তাকে যুক্ত করার পরামর্শ রয়েছে এই গ্রন্থে।

চ. লেনিন: 'হোয়াট দি ফ্রেণ্ডস অব দি পিপল আর এ্যাণ্ড হাউ দে ফাইট দি সোশ্যাল ডেমোক্রাটস।

১৮৯৪ সালে প্রকাশিত লেনিনের এই গ্রন্থ দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সপক্ষে এক উল্লেখযোগ্য অবদান। মার্কসবাদের ভিত্তিতে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি প্রতিষ্ঠার পর্যায়ে সমকালীন নারদনিকদের সঙ্গে বিতর্কের সূত্রে এই গ্রন্থ

রচিত। নব্বই-এর দশকে নারদনিকরা জার সরকারের বিরুদ্ধে কোনরকম বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং কুলাকদের সপক্ষে ছিল। তাঁরা নানাভাবে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে কুৎসায় অবতীর্ণ হয়েছিল। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ একটা ফাঁকা বুলি এবং মার্কস কখনও এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা করেন নি—নারদনিকদের এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে লেনিন বলেন, 'ইতিহাসের বস্তুবাদী তত্ত্ব মার্কস কোথায় না প্রতিষ্ঠা করেছেন'? এরপর তিনি ক্যাপিটাল সহ বিভিন্ন রচনা বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পদ্ধতিগত স্বরূপ তুলে ধরেছেন। দ্বন্দ্বতত্ত্ব একটি আরোপিত ও বিমূর্ত তত্ত্ব এই অপপ্রচারেরও সমুচিত জবাব দিয়েছেন তিনি। এরপর তিনি রুশিয়ার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির মধ্যে পুঁজিবাদের বিকাশ কেমন করে ঘটছে তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন শ্রমিকশ্রেণী নিপীড়িত কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে একযোগে জারতন্ত্রের পতন ঘটাবে।

ছ. লেনিন : মেটিরিয়ালিজম এ্যাণ্ড এম্পিরিও ক্রিটিসিজম।

লেনিনের এই মহামূল্যবান গ্রন্থ সম্পর্কে এ. এ. ঝানভ বলেছেন, "এর প্রতিটি বাক্য যেন ছুঁচালো তলোয়ারের মতো প্রতিপক্ষকে খতম করতে সমর্থ। আধুনিক ভাববাদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুবাদী মতাদর্শ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী তত্ত্বের প্রতি সমর্থন জানান হয়েছে। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর ১৯০৮ সালে এটি রচিত। এই গ্রন্থ পাঠের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথম অংশ পড়ে নেওয়া ভাল। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর রুশিয়ায় একদল বুদ্ধিজীবীর উদ্ভব হয়, যাঁরা মার্কসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বলতে থাকেন যে মার্কসবাদ পুরানো হয়ে গেছে, সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে একে যুগোপযোগী করে তুলতে হবে। এই সব বক্তব্যের আড়ালে তাঁরা কার্যত মার্কসবাদের ভিত্তি মূলেই আঘাত করেন।

এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই 'মেটিরিয়ালিজম এ্যাণ্ড এম্পিরিও ক্রিটিসিজম' গ্রন্থটি রচিত। লেনিন সংশোধনবাদী ও রেনিগেডদের আক্রমণ থেকে মার্কসবাদের অমূল্য শিক্ষাগুলিকে রক্ষা করেন। এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর মার্কসবাদের বিশ্লেষণ ও তাত্ত্বিক ভিত্তি দৃঢ় করতে এমন মূল্যবান গ্রন্থ আর রচিত হয় নি। লেনিন লক্ষ্য করেন এইসব নয়া ভাববাদীরা এ্যাংলো-আইরিশ দার্শনিক জর্জ বার্কলে, জার্মান দার্শনিক ইমান্যুয়েল কাণ্ট, অস্ট্রিয়ান বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আর্নস্ট ম্যাক প্রমুখের ভাববাদী দর্শন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নতুন করে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন।

তাই তিনি এই সব দার্শনিকদের গ্রন্থ থেকে ব্যাপক উদ্ধৃতি দিয়ে সেগুলিকে খণ্ডন করে মার্কসবাদের উন্নত যুগোপযোগিতা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রন্থের বৈশিষ্টাগুলি :

(১) ভাববাদের আধুনিক সংস্করণ 'বিজ্ঞানের দর্শন'—যেখানে বলা হয়েছে আমাদের চতুর্দিকে বস্তুজগৎ বিমূর্তমাত্র, একমাত্র যা মূর্ত তা হল 'অনুভূতি সমূহের জটিলতা'। এই বক্তব্যের মেকী স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন লেনিন। এই মতবাদের বৈজ্ঞানিক মুখোশ খুলে দিয়ে লেনিন ব্যঙ্গাত্মক প্রশ্ন করেছেন, "প্রকৃতি কি মানুষের আগে ছিল? মানুষ কি মস্তিষ্কের সাহায্যে চিন্তা করে?" বিজ্ঞান নিশ্চয়ই এই দুটি প্রশ্নের হাঁ বোধক উত্তর দেবে। তাহলে সহজেই প্রমাণ হয়ে যায় মানুষের চেতনা ও অনুভূতির বহু আগে থেকে বস্তু জগতের অস্তিত্ব রয়েছে।

(২) প্রকৃতর বস্তুবাদী ধ্যানধারণার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে—ক) জ্ঞানের বাস্তব অনুশীলন, খ) আপেক্ষিক ও চূড়ান্ত সত্যের মধ্যে সম্পর্ক, গ) বস্তুর অস্তিত্ব ও মানুষের অনুভূতিতে তার বাস্তব প্রতিফলন।

(৩) পদার্থ বিদ্যার পুরানো ও নতুন আবিষ্কারগুলির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লেনিন ব্যাখ্যা করেছেন। এর মধ্য থেকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের কিভাবে জন্ম হচ্ছে তাও তিনি দেখিয়েছেন।

(৪) প্রত্যেক দর্শনের শ্রেণীচরিত্র এবং বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের আপোষহীনতা তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি সুন্দরভাবে বলেছেন মার্কসবাদ হল বস্তুবাদ যা সমস্তরকম ভাববাদ এবং ভাববাদ ও বস্তুবাদের আপোষ চেষ্টার বিরোধী।

জ. ধর্ম প্রসঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ।

ভাববাদ ও বস্তুবাদের আলোচনায় অনিবার্যভাবেই ধর্ম একটা স্থান জুড়ে আছে, কেননা মানুষের সমাজ ও জীবনেও এর স্থান বিরাট। স্বভাবতই ভাববাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছাড়া হতে পারে না। মার্কস-এঙ্গেলসের আলোচনায় বহুবার ধর্মের প্রসঙ্গ এসেছে এবং এর ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়াও আছে। লেনিন তিনটি প্রবন্ধে বিষয়টি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির দৃষ্টিকোণ থেকে সুস্পষ্ট করেছেন—'সোশ্যালিজম এ্যাণ্ড রিলিজিয়নস' 'দি এ্যাটিচুড অব দি ওয়ার্কাস পার্টি টুয়ার্ডস রিলিজিয়ন', 'দি এ্যাটিচুড অব ক্লাসেস এ্যাণ্ড পার্টি'স টুওয়ার্ড রিলিজিয়ন'। এই সব প্রবন্ধে লেনিনের মূল প্রতিপাদ্য :

(১) সমস্ত ধর্মই একধরনের 'আত্মিক নিপীড়ন', 'জনগণের মধ্যে আফিং-এর ক্রিয়া'।

(২) মার্কসবাদী পার্টির কর্মসূচীর ভিত্তি হচ্ছে বস্তুবাদী দর্শন।

(৩) মার্কসবাদী পার্টি দৃঢ়ভাবে মন্দির, মসজিদ, চার্চকে রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করার দাবী জানাবে এবং জনগণের মনের উপর ধর্মীয় আচ্ছাদন সৃষ্টির চেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে।

(৪) ধর্মের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির যে কোন অপপ্রয়াসকে মার্কসবাদীরা বাধা দেবে।

ঝ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ প্রসঙ্গে লেনিনের বিভিন্ন প্রবন্ধ, চিঠি ও মন্তব্য।

লেনিনের 'ফিলজফিকাল নোটবুকস' সংকলনে এবিষয়ে প্রচুর উপাদান ও আলোচনা রয়েছে। এর একটি অংশ 'অন ডায়েলেক্টিক্স' নামে ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে। ১৯২২ সালে লিখিত 'দি সিগনিফিক্যান্স অব মিলিটাণ্ট মেটিরিয়ালিজম' নামক রচনায় লেনিন বস্তুবাদের সপক্ষে সংগ্রামে সদা সতর্কতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন এবং যাঁরাই বস্তুবাদী চিন্তাধারা নিয়ে চলেন তাদেরই সঙ্গে একসাথে চলার পরামর্শ দেন।

ম্যাক্সিম গোর্কীকে লিখিত দুটি চিঠিতে লেনিন 'ঈশ্বর সন্ধানীদের' সঙ্গে তাঁর দহরম মহরম নিয়ে অনুযোগ করেন এবং বস্তুবাদী শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'লিও তলস্তয় : রুশ বিপ্লবের দর্পণ' প্রবন্ধে লেনিন সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রয়োগকৌশল প্রদর্শন করেন। দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতির মূল্যবান ব্যাখ্যা রয়েছে লেনিনের 'এক পা আগে দুপা পিছে' গ্রন্থের 'ডায়েলেকটিকস ও ইলেক্টিসিজম' অংশে। নৈতিকতা প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেনিন 'ইয়ুথ লীগের কর্তব্য' নামক রচনায় আলোচনা করেছেন।

ঞ. স্তালিন : ভাষাতত্ত্বে মার্কসবাদ।

ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে যখন রুশিয়ায় বিতর্ক দেখা দিয়েছিল তখন স্তালিন কয়েকটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থিত করেন, যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। ভাষা অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্যতম উপরিকাঠামো এবং সমস্ত ভাষারই শ্রেণীরূপ রয়েছে তৎকালীন এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করে স্তালিন বলেন, ভাষা সমগ্র সমাজের যোগাযোগের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হয় এবং এর পরিবর্তন ও বিকাশ হয় খুব ধীরে ধীরে। ভাষার কোন শ্রেণীরূপ নেই। সমাজের কাঠামো ও

উপরি কাঠামো বিষয়ে স্তালিনের এই আলোচনা শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতির ক্ষেত্রে মার্কসবাদের প্রয়োগ বোঝার পক্ষে অপরিসীম মূল্যবান। জাতিগত ঐক্যবিধানে ভাষার স্থানও স্তালিন নির্দেশ করেছেন।

ট. মার্কস-এঙ্গেলস পত্রাবলী।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রসঙ্গে মার্কসবাদী বক্তব্য মার্কস-এঙ্গেল'সর অনেকগুলি পত্রে বিধৃত রয়েছে। সেগুলি প্রধানত মার্কস-এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) আনেনকভকে লিখিত মার্কসের চিঠি—সমাজ বিষয়ে প্রুধোঁর বিকৃত তত্ত্বের বিরুদ্ধে এখানে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রধান প্রধান সূত্রগুলি ব্যাখ্যাত হয়েছে।

(২) ক্যুগেলমানকে লিখিত মার্কসের চিঠি—প্রসঙ্গ প্যারিকমিউন। কমিউনের গৌরবজনক ভূমিকা ও ত্রুটিগুলি নির্দেশ করতে গিয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(৩) স্মিদ্‌ৎ, ব্লক, মেরিঙ্‌ ও দানিয়েলসন প্রমুখকে লিখিত এঙ্গেলসের কয়েকটি চিঠি—এই সব চিঠিতে তিনি ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতি কীভাবে বুঝতে ও প্রয়োগ করতে হয় তার ব্যাখ্যা করেন এবং এই পদ্ধতির অতি সরলীকরণ বিষয়ে তীব্র সমালোচনা করেন।

মার্কস-এঙ্গেলসের পত্রাবলীর মূল কেন্দ্রবিন্দু সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেনিন বলেছেন, যদি কেউ একটি শব্দে তা প্রকাশ করতে চান তাহলে সেটি হবে 'দ্বন্দ্বতত্ত্ব'। সুতরাং মার্কস-এঙ্গেলসের পত্রাবলী 'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' প্রসঙ্গে জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে মণিপূর্ণ খনি স্বরূপ।

॥ দুই ॥

মার্কসীয় অর্থনীতি

মানব সমাজের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের উৎপাদন ও বিনিময়ের নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মগুলির বিজ্ঞান হল রাজনৈতিক অর্থনীতি। আর উৎপাদন পদ্ধতি ও বিনিময়ের বিকাশ অর্থাৎ সমাজে অর্থনৈতিক অগ্রগতি হল সমগ্র সমাজের বিকাশের ভিত্তি। এই ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই মার্কসবাদ পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশের নিয়মাবলী অনুসন্ধান করেছে এবং উদ্বৃত্তমূল্যের তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে যা হল পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বোঝার চাবিকাঠি।

মার্কস তাঁর আগে এবং সমকালে তিন ধরনের অর্থনীতিবিদদের পেয়েছিলেন, যাঁদের মতামত খণ্ডন করে নিজের চিন্তাভাবনা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রথম দলে রয়েছেন অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো, সিসমন্দি, সিস্‌মন্দি প্রমুখ ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা। দ্বিতীয় দলে রয়েছেন রবার্ট ওয়েন, স্যাঁসিমঁ, ফুরিয়ে প্রমুখ ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রীরা। তৃতীয়টি হল মার্কসের ভাষায় মেকী অর্থনীতিবিদদের দল। এঁদের মধ্যে রয়েছেন সমকালের বড় ছোট অর্থনীতিবিদ, যাঁদের ভূমিকা ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় নিঃশেষিত। মেকী অর্থনীতিবিদদের ছলচাতুরি উদ্‌ঘাটন করে, ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে এবং কল্পনাবিলাসীদের সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে মার্কস তাঁর অর্থনীতি বিজ্ঞানকে উত্তরকালের মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন। বেশীর ভাগ অর্থনীতিবিদই মানব ইতিহাসের বিভিন্ন সমাজস্তরকে পৃথকভাবে বিচার করতে ব্যর্থ হয়ে একাকার করে ফেলেছেন। মার্কস কিন্তু তা করেননি। তিনি প্রতিটি সমাজব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যগুলি ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। দাস ব্যবস্থা থেকে সামন্ত ব্যবস্থা, সামন্ত ব্যবস্থা থেকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পার্থক্য দেখিয়ে একটি থেকে আরেকটির উত্তরণ কীভাবে ঘটেছে বা কীভাবে ঘটবে তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন সামন্ত সমাজের গর্ভে পুঁজিবাদের জন্ম পুষ্টি বিকাশ এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পথে তার বিলুপ্তির ইতিবৃত্ত তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। মার্কসের অর্থনীতি তাই সমাজ বিপ্লবের হাতিয়ার।

মার্কসীয় অর্থনীতি দেখিয়েছে যে বিপ্লবের অগ্রণী পতাকাবাহী হবে বৃহৎ শিল্প শ্রমিকশ্রেণী, এদের সঙ্গে শাসকশ্রেণীর কখনও আপোষ হবে না এবং এরাই উন্নত

উৎপাদন ব্যবস্থার বাহন হিসেবে সমাজের অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণীকে নেতৃত্ব দিতে পারে। মার্কস বলেছেন, "পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে উৎপাদনের শক্তির বিরোধ রয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানার কারণে উৎপাদনের শক্তি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের রূপ নেওয়া সত্ত্বেও পদে পদে প্রসারের পথে বাধা পাচ্ছে। কিন্তু উৎপাদনের শক্তির বিকাশের চাহিদা প্রবল। এই সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিপ্লবী অনিবার্যতা সৃষ্টি হয়। আর এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অগ্রদূত হল শ্রমিকশ্রেণী।

মার্কসীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ক্যাপিটাল'। এই গ্রন্থ রচনায় মার্কস তাঁর কর্মময় জীবনের দীর্ঘসময় নিয়োগ করেছেন। কিন্তু এই গ্রন্থ প্রাথমিক পাঠের জন্য নয়। 'ক্যাপিটাল' পাঠে প্রবেশের আগে মার্কসের দুটি পুস্তিকা অবশ্য পাঠ্য— 'মজুরি, মূল্য ও মুনাফা' এবং 'মজুরিশ্রম ও পুঁজি।' দুটিই ইংরেজী ও বাংলায় পাওয়া যায়। এর সঙ্গে এঙ্গেলস ও লেনিনের লেখা 'কার্লমার্কস' নিবন্ধ দুটি পাঠ্য। 'ক্যাপিটাল' এবং 'রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনা'র উপর এঙ্গেলসের আলোচনা দুটিও পড়ে নেওয়া উচিত। এইগুলি অধীত হওয়ার পর 'ক্যাপিটাল' পাঠে আত্মনিয়োগ করা যেতে পারে। 'ক্যাপিটাল' যে দুরূহ এবং কষ্টসাধ্য তা মার্কস নিজেই স্বীকার করে গেছেন। কোন পাঠকের পক্ষে যদি সমগ্র প্রথম খণ্ডটি পাঠ কষ্টকর হয় তাহলে কোন কোন অংশ পড়তে হবে তা মার্কস কুগেলমানকে লিখিত পত্রে নিজেই বলেছেন। ওয়ার্কিং ডে, কো-অপারেশন, দি ডিভিশন অব লেবার এ্যাণ্ড ম্যানুফেকচার, মেশিনারি, প্রিমিটিভ এ্যাকুমুলেশন ইত্যাদি পরিচ্ছেদ পড়লেই হবে। ভিক্টর এ্যাডলারকে লিখিত একটিপত্রে এঙ্গেলস বলেছেন, দ্বিতীয় খণ্ডের এক, চার, সাত, আট, নয় এবং তৃতীয় খণ্ডের এক, চার, আট, নয়, তের থেকে সাতাশ, সাইত্রিশ, আটত্রিশ এবং চুয়াল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ পরিচ্ছেদগুলি অবশ্যপাঠ্য। মার্কস পরিকল্পিত চতুর্থ খণ্ডটি পৃথকভাবে 'থিওরিস অফ সারপ্লাস ভ্যালু' বা উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব শিরোনামে প্রকাশিত। মার্কসীয় অর্থনীতির মূল কথা এই গ্রন্থে রয়েছে যা অবশ্যপাঠ্য। 'ক্যাপিটাল' পাঠের সহায়িকা হিসেবে পাঠক অবশ্যই এঙ্গেলসের 'সিনপসিস অফ্ ক্যাপিটাল' বা ক্যাপিটালের সংক্ষিপ্ত সার অনুসরণ করবেন। মার্কসীয় অর্থনীতির মূল্যবান কয়েকটি দিকের আলোচনা রয়েছে এঙ্গেলসের 'এ্যান্টিডুরিং' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে। এছাড়া এঙ্গেলসের 'দি হাউসিং কোশ্চেন', লেনিনের 'ডেভেলপমেন্ট অফ্ ক্যাপিটালিজম ইন রাশিয়া', 'ক্যারেক্টারাইজেশন অব ইকনমিক রোমান্টিসিজম,' 'অন দি এ্যাগ্রেরিয়ান কোশ্চেন' ইত্যাদি রচনাগুলির পাঠও প্রয়োজনীয়।

॥ তিন ॥

শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি

মার্কসবাদ থেকে আমরা শিখেছি যে, নিজস্ব রাজনৈতিক পার্টি ছাড়া শ্রমিকশ্রেণী ধনতন্ত্রকে পরাজিত করে ক্ষমতা দখল করতে এবং সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে পারে না। সমস্ত কিছুর উপরে শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পার্টির উপর মার্কস-এঙ্গেলস অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রথম আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলীতে বলা হয়েছে, "সম্পদশালী শ্রেণীগুলি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমস্ত পুরানো পার্টিগুলির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট-ভাবে একটি রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করেই একমাত্র শ্রেণী হিসেবে শ্রমিকশ্রেণী তার ভূমিকা পালন করতে পারে।" শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির মধ্যে যে কোন রকম বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে শ্রেণী সমন্বয়ের পার্টিতে পরিণত করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে মার্কস-এঙ্গেলস সব সময় সংগ্রাম করে গেছেন। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের ভিত্তিতে পার্টি গঠন করতে এবং তার পিছনে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর সমাবেশ ঘটাতে তাঁরা সারাজীবন প্রয়াস করেছেন। শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র কারা হবে বিশেষ করে কৃষক সম্প্রদায়ের কথা তাঁরা বলে গেছেন। প্রথম আন্তর্জাতিকের সায়াহ্নকাল থেকে এবং অবসানের পরে দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পার্টি গঠনে উৎসাহ ও পরামর্শ দানই ছিল মার্কস-এঙ্গেলসের প্রধান কাজ।

পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী স্তরে উত্তরণের কালে লেনিন রাশিয়ায় বলশেভিক পার্টি গড়ে তুলেছিলেন—এটা ছিল সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি। মার্কসবাদের ভিত্তিতে গঠিত এই পার্টি কঠোর শৃঙ্খলা ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিতে পরিচালিত।

এই পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী এবং ক্ষমতা দখল ও সমাজতন্ত্র গঠনের মূল লক্ষ্যের দিকে শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত ধরনের গণসংগঠনকে পরিচালনা করতে সমর্থ। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের হাতিয়ার হিসেবে এই পার্টি কাজ করে। উপদলীয় চক্রান্ত করে সংগ্রামকে দুর্বল করার অপচেষ্টা সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকে এবং সুবিধাবাদীদের বিতাড়িত করতে প্রস্তুত থাকে। সংগ্রামের প্রতিটি স্তরে শত্রুর প্রতিআক্রমণের বিরুদ্ধে এমন রণকৌশল এই পার্টি নির্ধারণ করে থাকে যাতে সম্ভাব্য সমস্ত মিত্রকে সাথী রূপে পাওয়া যায়। শ্রেণী সমন্বয়বাদ, অর্থনীতিবাদ ও সংকীর্ণতা বাদের বিরুদ্ধে পার্টির সদাসতর্কতা অন্যতম প্রধান শর্ত। প্রথম আন্তর্জাতিকের পর্যায়ে মার্কস-এঙ্গেলসকে এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের স্তরে লেনিনকে এই সব প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছে।

শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের জন্য পাঠককে প্রথমে কমিউনিস্ট ইস্তাহার, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাস, লেনিনবাদের ভিত্তি গ্রন্থের ৭ম ও ৮ম পরিচ্ছেদ পড়তে হবে। এর পরে লেনিনের 'কী করতে হবে' ও 'বামপন্থী কমিউনিজম একটি শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা' এবং 'এক পা আগে দুপা পিছে' পাঠ করা উচিত। সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৭ ও ১৮ তম পার্টি কংগ্রেসে পার্টি সংগঠন সম্পর্কিত স্তালিনের প্রতিবেদন অনুসরণ করা যেতে পারে।

॥ পার্টি প্রসঙ্গে মার্কস এঙ্গেলস ॥

ক. মার্কস: ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস এ্যাসোসিয়েশনের উদ্বোধনী ভাষণ।

এই ভাষণে প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠিত করার নীতিসমূহ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, পুঁজিবাদের ক্রমান্বয় শ্রীবৃদ্ধির অর্থ হল শ্রমিকদের দুঃখকষ্টের বৃদ্ধি। এই পুঁজিবাদের চূড়ান্ত পরাজয় একমাত্র সম্ভব রাজনৈতিক সংগ্রামের দ্বারা। আর এই রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন দেশে দেশে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠন ও রাজনৈতিক চেতনা। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গঠনের মার্কস প্রদত্ত সূত্রগুলি নিম্নরূপ:

১. শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির বিষয়টি একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীরই কাজ;

২. পুঁজিবাদের নিগড় থেকে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির বিষয়টিই হবে সেই মহৎ চূড়ান্ত লক্ষ্য যার অধীনস্থ হবে অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক সংগ্রাম;

৩ সমস্ত দেশের শ্রমিকদের সংহতির দ্বারাই এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব;

৪. মালিকশ্রেণীর দ্বারা গঠিত সমস্ত পুরনো পার্টির বিরুদ্ধে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করেই একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী একটি শ্রেণী হিসেবে কাজ করতে পারে;

৫ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তির জন্য এই জাতীয় পার্টি একটি অনিবার্য হাতিয়ার;

৬. পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা জয়ের জন্য সংগ্রামে চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করবে অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত শ্রমিকশ্রেণীর সংহতি।

খ. *এঙ্গেলস*: অন অথরিটি।

১৮৭৪ সালে নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে একটি ইতালীয় পত্রিকায় এঙ্গেলস এই ছোট প্রবন্ধটি লেখেন। এখানে বলা হয়েছে শ্রমিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ রচনার

জন্য শ্রমিকশ্রেণীর একটি কেন্দ্রীয় ও সুশৃঙ্খল পার্টি প্রয়োজন। এর সঙ্গে অনুসরণ করা যেতে পারে মস্কো থেকে প্রকাশিত মার্কস-এঙ্গেলস রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত নৈরাজ্যবাদ প্রসঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলসের কয়েকটি পত্র, বিশেষ করে বোলটকে লিখিত মার্কসের পত্র (১৮৭১) এবং কুনোকে লিখিত এঙ্গেলসের পত্র (১৮৭২)।

গ. এঙ্গেলস : মার্কস ও নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্ক।

১৮৮৪ সালে লিখিত এই প্রবন্ধে এঙ্গেলস বিপ্লবী আন্দোলনে কীভাবে একটি আদর্শ শ্রমিকশ্রেণীর মুখপত্র পরিচালনা করতে হয় তার বিবরণ দিয়েছেন। মার্কস সম্পাদিত 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্ক' পত্রিকার অভিজ্ঞতার আলোকে এই শিক্ষামূলক প্রবন্ধটি লিখিত।

ঘ. মার্কস ও এঙ্গেলস : সার্কুলার লেটার।

১৮৭৯ সালে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতাদের কাছে মার্কস-এঙ্গেলস একটি পত্র পাঠিয়ে ছিলেন, এর লক্ষ্য ছিল শ্রেণীসমন্বয় বাদের পথে শ্রমিক শ্রেণীকে চালিত করার পেটি-বুর্জোয়া নেতাদের অপচেষ্টার বিরুদ্ধতা করা। তাঁরা বলেন, শ্রেণী সংগ্রামের আদর্শ থেকে বিচ্যুত নেতাদের সঙ্গে একই পার্টিতে কাজ করা যায় না।

ঙ. এঙ্গেলস : 'দি লেবার স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধাবলী

ব্রিটিশ ট্রেডস কাউন্সিলের এই মুখপত্রে এঙ্গেলস দশটি প্রবন্ধ লেখেন। পুঁজি-বাদের অবসান ও শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনৈতিক পার্টি গঠনের উদ্দেশ্যে ট্রেডইউনিয়নগুলির প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

চ. এঙ্গেলস : 'জার্মানীর কৃষক যুদ্ধ' গ্রন্থের ভূমিকা।

১৮৭৪ সালে লিখিত এই ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শহুরে পেটিবুর্জোয়া, লুম্পেন প্রলেতারিয়েত, ক্ষুদ্র চাষী ও ক্ষেত মজুর সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীর মনোভাব কী হওয়া উচিত তার আলোচনা করেছেন এঙ্গেলস এই প্রবন্ধে। এখানে শ্রমিকশ্রেণীর নিম্ন লিখিত দিকগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে :

১. প্রাচীন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত সুস্পষ্ট তাত্ত্বিক জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি, কারণ সমাজবাদ একটি বিশ্ববিজ্ঞান এবং তার অনুশীলন অবশ্যই প্রয়োজন ;

২. রাজনৈতিক ও ট্রেডইউনিয়ন উভয় সংগঠনকেই শক্তিশালী করে তুলতে হবে ;

৩. আইনসভার ভিতরে যেমন বাইরেও তেমনি সংগ্রাম চালাতে হবে ;

৪. আন্তর্জাতিকের আদর্শ রক্ষা করতে হবে।

ছ. এঙ্গেলস : ফ্রান্স ও জার্মানীতে কৃষক প্রসঙ্গ।

১৮৯৪ সালে লিখিত এই প্রবন্ধে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের সম্পর্ক এবং সংগ্রামী মোর্চার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এঙ্গেলস বলেছেন, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে শহর থেকে গ্রামে যেতে হবে এবং গ্রামাঞ্চলেও নিজেদের ঘাঁটি গড়ে তুলতে হবে। কৃষক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করতে হবে। ক্ষুদ্র চাষী ও ক্ষেত মজুরই হবে শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান মিত্র, কিন্তু মাঝারি ও বড় কৃষকদের একটি অংশকেও জয় করা বা নিরপেক্ষ করে দেওয়া সম্ভব।

॥ চাব ॥

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

শ্রেণী সংগ্রামের মার্কসবাদী তত্ত্ব বুর্জোয়া বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। অর্থনীতি ক্ষেত্রে বুর্জোয়া বিপ্লবের কাজ হল সামন্ততন্ত্রের সমস্ত অবশেষগুলির অবসান করা এবং পুঁজিবাদের স্বাধীন বিকাশের পরিবেশ রচনা করা। আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাজ হল স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের অবশেষ গুলির বিলোপ সাধন এবং সর্বজনীন ভোটাধিকার, সংসদীয় গণতন্ত্র, সমস্ত নাগরিকের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। রাজনৈতিক ভূমিকা স্মরণে রেখেই বুর্জোয়া বিপ্লবকে প্রায়শই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলা হয়ে থাকে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ হল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপায় সমূহে পুঁজিবাদী মালিকানার উচ্ছেদ করা ও সমাজতান্ত্রিক মালিকানা কায়েম করা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রলেতারিয় গণতন্ত্র ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। মার্কস শিখিয়েছেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রগতির কাজকে বুর্জোয়া বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কাজ থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। সামন্ততন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্রের সপক্ষে সংগ্রাম পরিচালনা না করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারে না। তাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্য সমাধা করার আহ্বান শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশে মার্কস সর্বদাই রেখেছেন। সঙ্গেসঙ্গে সতর্কও করে দিয়েছেন যে গণতান্ত্রিক দাবীদাওয়ার পক্ষে যখনই শ্রমিকশ্রেণী সংগ্রাম করে তখন বুর্জোয়াদের একটি অংশ তা থেকে সরে দাঁড়ায় এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে।

মার্কস আরও শিখিয়েছেন যে বুর্জোয়া বিপ্লবের বিজয়ের অর্থ এই নয় যে বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় দৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পুঁজিবাদ দীর্ঘকাল যাবৎ বজায় থাকবে এবং সমৃদ্ধ হবে। বরং বুর্জোয়া বিপ্লবের সংগ্রাম থেকে শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াদের ভালভাবে ক্ষমতায় বসার সুযোগ না দিয়ে সরাসরি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাবে। মার্কসের এই তত্ত্বকেই সাধারণতঃ স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লব বলা হয়ে থাকে। ১৮৪৮-৫০ সালের বৈপ্লবিক সময়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে বুর্জোয়াদের সমর্থন ও উদ্বুদ্ধ করতে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন মার্কস। এই বিপ্লবের সাফল্য বুর্জোয়াদের ক্ষমতায় বসাবে। আর শ্রমিকশ্রেণী এই অবকাশে নিজস্ব স্বতন্ত্র শ্রেণী সংগঠন, নিজস্ব পার্টি গঠন করবে, নিজস্ব দাবী নিয়ে সংগ্রাম করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জিত হয়।

মার্কসের এই শিক্ষাকে আরও বিকশিত করে সাম্রাজ্যবাদের যুগে নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে লেনিন ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের কালে এক নতুন লাইন অনুসরণ করেন। লেনিন শেখালেন, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কৃষক সম্প্রদায়কে প্রধান মিত্র রূপে গ্রহণ করে শ্রমিকশ্রেণীকেই নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। এইভাবে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় বুর্জোয়াদের ক্ষমতায় বসাবে না বরং শ্রমিক ও কৃষকের হাতে ক্ষমতা এনে দেবে। এই ক্ষমতাকে লেনিন 'শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব' বলে অভিহিত করেছেন। সামন্ততন্ত্রের সমস্ত অবশেষ অবলুপ্ত করার কাজে সমগ্র কৃষক সমাজের সঙ্গে অভিযান করে শ্রমিকশ্রেণী ক্রমশঃ দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে জোট বেঁধে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে এবং পুঁজিবাদ নির্মূল করে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করতে এগিয়ে যাবে। এই ভাবে বিপ্লব কয়েকটি স্তরের মধ্যদিয়ে এগিয়ে যাবে, শ্রমিকশ্রেণী নেতা ও প্রধান শক্তি হিসেবে প্রতিটি স্তরে সম্ভাব্য মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে একের পর এক আঘাত হানবে। প্রথম আঘাত হানবে সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ ও সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরশক্তির উপর, তার পরে পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের বিরুদ্ধে। এই ভাবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিপ্লবের বিজয় মুকুট অর্জিত হবে। যে শ্রমিকশ্রেণী গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম শুরু করে সেই শ্রমিকশ্রেণীই একনায়কত্বের স্তরে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের তুলনায় এক উচ্চপর্যায়ের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা এবং বুর্জোয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষা বিষয়ে জানতে হলে প্রাথমিক ভাবে পড়তে হবে—ক) কমিউনিস্ট ইস্তাহার, খ) লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব', গ) স্তালিনের 'লেনিনবাদের ভিত্তি', ও 'লেনিনবাদের সমস্যা', ঘ) সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাস। ১৮৪৮-৫০ সালের বিপ্লবী পরিস্থিতিতে মার্কস-এঙ্গেলসের কৌশলগত লাইন বিধৃত রয়েছে ১৮৫০ সালে কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রদত্ত ভাষণে। ১৮৪৮ থেকে ১৮৭১ সালের মধ্যে সংঘটিত ফ্রান্সের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে মার্কস-এঙ্গেলসের শিক্ষা সমূহ ছড়িয়ে রয়েছে নীচের গ্রন্থগুলির মধ্যে :

ক) ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম, খ) লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার, ও গ) ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা, বুর্জোয়া শ্রেণীর সুবিধাবাদী চরিত্রের উদ্ঘাটন এবং প্যারি কমিউনে বিশ্বের প্রথম ক্ষণস্থায়ী শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য বিশ্লেষণ ইত্যাদি রয়েছে। পরবর্তী পাঠ হিসেবে মার্কস-এঙ্গেলসের 'জার্মানী, বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব', 'জার্মানীর

কৃষক যুদ্ধ', 'স্পেনের বিপ্লব', 'যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ' প্রভৃতি গ্রন্থ গ্রহণ করা কর্তব্য। লেনিনের 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডেমোক্রাসির দুটি কৌশল' আলোচনাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ সহায়ক। লেনিনের এই দুই কৌশলের নীতি অনুসৃত হয়েছে রুশ ও চীনের বিপ্লবে। উপনিবেশিক দেশে জাতীয় বিপ্লবের বিষয়টিও এখানে আলোচিত হয়েছে।

অক্টোবর বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার পর জিগির উঠেছিল যে গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে গেল। এর জবাব দিয়েছিলেন লেনিন দুটি রচনায়—ক) দি ডিসেপশান অফ্ দি পিপল বাই স্লোগান্স অফ্ ফ্রিডম এ্যাণ্ড ইকুয়ালিটি' এবং খ) দি প্রলেটারিয়ান রেভোলিউশন এ্যাণ্ড কাউটস্কি দি রেনিগেড'।

॥ পাঁচ ॥

শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গে

১) শিল্পতত্ত্বের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে মানুষের শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা পরিবর্তনশীল। অনুকৃতিবাদ, কল্পনাবাদ, রূপকৈবল্যবাদ ইত্যাদি নানা মতবাদ এসেছে। বিভিন্ন যুগে দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শিল্পতাত্ত্বিক মতবাদের পরিবর্তন ঘটেছে। প্লেটোর দার্শনিক মত ছিল-জগৎটা পরমসত্তার প্রতিভাস। অর্থাৎ এই মত অনুসারে পরমসত্তার প্রতিভাস জগৎ, আর জগতের প্রতিভাস হল শিল্প, কাজেই শিল্প অনুকরণের অনুকরণ (Art is the copy of the copy)। প্লেটোর মতে শিল্পসৃষ্টির মূল উৎস হল 'ডিভাইন ম্যাডনেস'।

২) দার্শনিক এরিস্টটলের মত অনুসারে শিল্পতত্ত্ব পরিবর্তিত হল। তাঁর মতে লেখক শিল্পী অনুকৃতিবাদী, তাই তাঁকে এই তিনটির একটিকে অনুকরণ করতে হবে —ক) Things as they were or are ; খ) Things as they are said or thought to be ; গ) Things as they ought to be। শুধু ডিভাইন ম্যাডনেস দিয়ে বস্তুর সম্ভাব্য বিকাশ কল্পনা করা যায় না। প্রয়োজন 'ডিডাকটিভ' বোধবৃত্তি। এরিস্টটলের দার্শনিক মতবাদে প্লেটোর ভাববাদের সঙ্গে ডেমোক্রিটাসের জড়বাদ মিশ্রিত হয়েছিল। হেরাক্লিটাসের 'বৈপরীত্যের সংঘাত' তত্ত্বও তাঁকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। তাই তাঁর 'as they ought to be'-র মধ্যে শিল্পের সামাজিক উপযোগিতাবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৩) মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠার পরে দার্শনিক মত ও তার পরিবাহী শিল্পতত্ত্ব প্রধানত তিনটি ধারায় প্রবাহিত : ক) ভাববাদ খ) যান্ত্রিক জড়বাদ গ) ঐতিহাসিক ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ।

ক) ভাববাদী দার্শনিকরা সাবজেক্ট বা বিষয়ীকে অবজেক্ট বা বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন। স্বভাবতই ভাববাদী শিল্পী বা শিল্পতাত্ত্বিকরা সমাজ থেকে শিল্পকে বিচ্ছিন্ন করে কলা-কৈবল্যবাদের প্রচার করেছেন।

খ) যান্ত্রিক জড়বাদ দর্শনের ক্ষেত্রে অবজেক্ট বা বিষয়কে, সাবজেক্ট বা বিষয়ী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছে। তাই যান্ত্রিক জড়বাদী শিল্পতত্ত্ব হল 'শিল্পই শিল্পের লক্ষ্য' বা রূপকৈবল্যবাদ বা আঙ্গিকবাদ।

এই উভয় মতবাদই কার্যতঃ সমাজ নিরপেক্ষ শিল্প-সাহিত্যের প্রবক্তা। তবে এঁদের মধ্যে যে সামাজিক শুভাশুভের চিন্তাভাবনা উদয় হয় নি তাও নয়।

রামায়ণ, মহাভারত তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আধুনিক কালেও সমাজ নিরপেক্ষতা ও সাপেক্ষতা-উভয় দৃষ্টিকোণের সহাবস্থান বহু সাহিত্যিকের মধ্যে লক্ষ্য করা যাবে।

গ) মার্কসবাদী শিল্পতত্ত্ব এই উভয় মতবাদের থেকে মূলগতভাবে স্বতন্ত্র। বিষয় ও বিষয়ী, তত্ত্ব ও প্রয়োগ-এর যথার্থ উপলব্ধি থেকে উপজাত 'ভিত্তি ও উপরিতলের' তত্ত্বের উপর মার্কসবাদী শিল্পতত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে। ভাববাদীদের 'চৈতন্য বস্তুর নিয়ন্তা' তত্ত্বের বিপরীতে মার্কস বললেন, "মানুষের চেতনা তাদের অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে না বরং তাদের সামাজিক অস্তিত্বই তাদের চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে।"

৪) শিল্পতত্ত্ব প্রসঙ্গে মার্কস বা এঙ্গেলসের কোন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ নেই। কিন্তু বিভিন্ন প্রবন্ধ, ভাষণ, মন্তব্য, চিঠিপত্র ইত্যাদিতে বহু স্থানে শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গে তাঁরা মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যা করেছেন। কৈশোর থেকেই শিল্প-সাহিত্যের প্রতি মার্কসের অনুরাগ সুবিদিত। এক্ষেত্রে তাঁর শশুরমশাই ব্যারন ফন ভেস্টফালনের ভূমিকা অসামান্য। এই ভদ্রলোক কিশোর মার্কসের সামনে দেশ বিদেশের সাহিত্যের সম্পদ উজাড় করে দিয়েছিলেন। মার্কস কৈশোর ও যৌবনে বহু কবিতা, কাব্যনাট্য ও একটি উপন্যাসের খসড়া রচনা করেন। যদিও উত্তর জীবনে এগুলিকে অকিঞ্চিৎকর বিবেচনায় তিনি প্রায় বাতিল করেছেন বলা চলে।

৫) মার্কস-এঙ্গেলসের রচনাবলী লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে কী অনায়াসে তাঁরা দার্শনিক, অর্থনৈতিক বিষয় আলোচনার সময় চিরায়ত সাহিত্য, প্রচলিত লোককথা, লোকসঙ্গীত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনাকে তুলনামূলক ও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। এস্কাইলাস, সেক্সপীয়র, ডিকেন্স, ফিল্ডিং, গ্যেটে, সার্ভেনটিস, বালজাক, দান্তে, হাইনে প্রমুখ নামী লেখক ছাড়াও বহু অনামী লেখকের সাহিত্যের ইতস্তত: মূল্যায়ন বা উল্লেখ কিংবা ব্যবহার মার্কসের সৃষ্টিতে সুপ্রচুর।

৬) নন্দনতত্ত্বের সর্বাপেক্ষা প্রধান সমস্যা শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে বস্তু জগতের সম্পর্ক নির্ণয়। এই সমস্যাটি মার্কস সমাধান করেছেন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে। মার্কস শিল্পসাহিত্যকে মানুষের সামাজিক অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত করেই চিন্তা করে এসেছেন। তাঁদের মতে শিল্প সাহিত্যের উৎস, তাৎপর্য, বিকাশ এবং সামাজিক ভূমিকা বোঝা একমাত্র সম্ভব সমাজব্যবস্থার সামগ্রিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে, যে বিশ্লেষণের মধ্যে অর্থনৈতিক উপাদান মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সুতরাং শিল্পসৃষ্টি হল সামাজিক চৈতন্যের প্রকাশ তাই তার বিকাশধারা অনুসন্ধান করতে হবে মানবজাতির সামাজিক অস্তিত্বের মধ্যে।

৭) মার্কস-এঙ্গেলস দেখিয়েছেন শ্রেণীবিসম সমাজে শিল্প-সাহিত্য বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর রাজনীতি, আদর্শ ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের দ্বারা প্রভাবিত। তাঁরা আরও

দেখালেন মানুষের শৈল্পিক ক্ষমতা, বিশ্বকে শিল্পগতভাবে অনুভব করার সামর্থ্য, তার শিল্পসৃষ্টি প্রক্রিয়া সমস্ত কিছুই মানবসমাজের সুদীর্ঘ গতিধারার ফলশ্রুতি এবং মানুষের শ্রমশক্তির ফসল।

'ইকনমিক এ্যাণ্ড ফিলজফিক ম্যানাস্ক্রিপ্টস অফ ১৮৪৪' গ্রন্থে মার্কস সুন্দরভাবে এর ব্যাখ্যা রেখেছেন। এঙ্গেলসের 'ডায়েলেকটিকস অফ নেচার' গ্রন্থেও সুন্দর বিশ্লেষণ রয়েছে।

৮) মার্কস-এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, শিল্পের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক বাস্তব জগৎ ও মানব সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। প্রত্যেক ঐতিহাসিক স্তরেই নিজস্ব শৈল্পিক বৈশিষ্ট থাকে যা যুগ বিধৃত এবং পরিবর্তিত সামাজিক স্তরে তার পুনরাবৃত্তি ঘটেনা। রাফায়েল, দা ভিঞ্চি বা তিতিয়ানের শিল্পকর্মের যুগধর্মের বৈশিষ্ট্য মার্কস ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন প্রাচীন গ্রীসের পরিবেশে রচিত মহাকাব্য উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত হওয়া সম্ভব নয়।

৯) একটা সমাজের উৎপাদন সম্পর্কের উপর সেই সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ধ্যানধারণা নির্ভর করে। উৎপাদন সম্পর্ক এবং উৎপাদন শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন বা বিপ্লব দেখা দেয়। ভিতের বদল ঘটে, আর ভিত বদলের সঙ্গে সঙ্গে উপরিতলের অর্থাৎ রাজনীতি, দর্শন, সাহিত্য শিল্পের পরিবর্তন ঘটে যায়।

১০) আবার এ-ধারণা ভুল যে সমাজের আর্থিক কাঠামোই সবকিছুর জন্মদাতা এবং উপরিতল নির্বিকার ও স্থানু। উপরিতল অর্থাৎ রাজনীতি, আইনকানুন, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন-এসব কিছুর প্রভাব আবার পড়েছে কাঠামোর উপর। সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের আর্থিক কাঠামো ভিন্ন, ঠিক তেমনি উপরিতলের বিষয়গুলির রূপও ভিন্ন হয়ে যায়।

১১) মার্কস-এঙ্গেলসের মতে 'শিল্পসাহিত্য হল আত্মেতর বাস্তবের প্রতিফলন।' বাস্তবতা শিল্প-সাহিত্যের চূড়ান্ত সার্থকতা এনে দেয়। তাঁদের মতে বস্তুবাদী উপস্থাপনা মানে বাস্তবের হুবহু রূপায়ণ নয়, ঘটনাবলীর অন্তর্সনে প্রবেশ করে শৈল্পিক সাধারণীকরণের পদ্ধতিতে একটি বিশেষ যুগের বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রতিভাত করা। বাস্তব উপস্থাপনার এই গুণাবলী লক্ষ্য করেই মার্কস-এঙ্গেলস বিভিন্ন সময় সেক্সপীয়র, সার্ভেন্টিস, গ্যেটে, বালজাক, পুশকিন প্রমুখের প্রশংসা করেছেন। মার্কস বালজাকের 'কৃষিজীবী' উপন্যাস থেকে দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন ক্যাপিটালের ৩য় খণ্ডে এবং মন্তব্য করেছেন, "যে সমাজ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন দ্বারা শাসিত, সেই সমাজে যে মূলধনের মালিক নয় এমন উৎপাদনকারীও ধনিকশ্রেণীর চিন্তায় প্রভাবিত হয়।"

১২) শিল্প-সাহিত্যে চিন্তার যান্ত্রিক উপস্থাপনা ও জীবনের অভাব মার্কসকে পীড়িত করতো। নাট্যকার লাসালকে লিখিত মার্কস-এঙ্গেলসের পত্র প্রমাণ করে যে শিল্পগুণকে মার্কসবাদীরা ছোট করে কখনও দেখেন না। লাসালের 'ফ্রানৎস ফন সিকিনগেন' নাটক প্রসঙ্গে মার্কস বলেন, তাতে জীবনের অভাব ঘটেছে এবং নাট্যকারের চিন্তার যান্ত্রিক চিত্রণ ঘটেছে। চরিত্রগুলি যুগবিধৃত বাস্তবতার সাধারণীকৃত রূপ লাভ করেনি। তাঁর মতে সাহিত্যিক সাহিত্যের মধ্যে শুষ্ক দর্শন প্রচারণা করে বৈপ্লবিক প্রকাশের মাধ্যমে এমন ঘনিষ্ঠ বাস্তব চিত্র অংকন করবেন যা সহজেই পাঠকের অভিজ্ঞতা ও আবেগকে নাড়া দেবে। সমাজ মানবের অন্তরে আছে যে গভীর দ্বন্দ্ব, যা বাস্তব জগতের শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফল, তাকে যিনি রূপায়িত করতে পারেন তিনিই মহৎ সাহিত্যিক। আর এই রূপায়ন অবশ্যই শিল্প সম্মত হবে, নতুবা পাঠকের হৃদয় জয় করতে ব্যর্থ হবে। এ প্রসঙ্গেই তিনি শিলারের পরিবর্তে সেক্সপীয়রের রচনাশৈলী অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

১৩) সাহিত্য রাজনীতির উর্ধ্বে এবং শিল্পের জন্য শিল্প-এই বক্তব্যের বিরোধী ছিলেন মার্কস-এঙ্গেলস। মার্কসবাদ দেখিয়েছে, কোন শিল্পসৃষ্টিই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রবণতা বর্জিত নয়। এঙ্গেলস মিনা কাউটস্কিকে লিখিত পত্রে বলেছেন, "ট্রাজেডির জনক এসকাইলাস, কমেডির জনক এ্যারিস্টোফেনিস ছিলেন চূড়ান্ত শ্রেণীপক্ষপাতী কবি, দান্তে ও সার্ভেন্টিসও কিছু কম ছিলেন না। শিলারের 'কাবালা আন্ত লেবি' সম্পর্কে সর্বোচ্চ যা ভাবা যায় তাহল এটি জার্মানীর সর্বপ্রথম রাজনৈতিক সমস্যামূলক নাটক হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছে। আধুনিক রুশ ও নরওয়ের লেখকগণ, যাঁরা চমৎকার উপন্যাস লিখছেন, সকলেই উদ্দেশ্য প্রবণতা নিয়ে লিখেছেন।"

১৪) কিন্তু শিল্প সম্মত না হয়ে যদি সাহিত্য শুধুমাত্র আত্মদর্শন ও আত্ম-রাজনীতির প্রচারমূলক হয় তাহলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়—এটাই মার্কস-এঙ্গেলসের শিক্ষা। এঙ্গেলস কাউটস্কিকে বলেছেন, "আমি মনে করি যে নগ্নভাবে দেখিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে পরিবেশ ও ভূমিকার মধ্য থেকে উদ্দেশ্য স্বতঃ প্রকাশিত হবে, লেখককে থালায় করে পাঠকের মধ্যে সামাজিক দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তসমূহ পরিবেশন করতে হবে না।"

১৫) রাজনৈতিক-সামাজিক সত্য যে অনেক সময় রাজনৈতিক দলিলের চেয়েও শিল্প-সাহিত্যে অধিকতর সত্য হয়ে দেখা দেয় মার্কস তাও লক্ষ্য করেছেন : "সকল পেশাদারী রাজনীতিবিদ, প্রচারক এবং নীতিবিদরা-একযোগে যা করতে পেরেছিলেন তার চেয়েও বেশি রাজনৈতিক ও সামাজিক সত্য প্রমাণিত হয়েছে

ইংলণ্ডের সমসাময়িক প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিকদের দেশের অবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট সুলিখিত রচনাগুলির মাধ্যমে। খুবই সম্ভ্রান্ত এবং পেনশন ও সরকারী তমসুকভোগী মধ্যবিত্তশ্রেণীর সকল অংশের যথাযথ ছবি তাঁরা একেছেন। ... ডিকেন্স, থ্যাকারে শারলট ব্রন্টি, মিসেস গ্যাসকেল কি চমৎকার ভাবেই না তাদের চিত্রিত করেছেন। দাম্ভিকতা, ভণ্ডামি, জুলুমবাজি এবং অজ্ঞতায় পূর্ণ এই শ্রেণী। সভ্য জগৎ যে একটি মাত্র ব্যঙ্গোক্তিতে এই শ্রেণী সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দিয়েছে তা হচ্ছে, এরা উচ্চপদস্থের প্রতি দাসভাবাপন্ন এবং নিম্নপদস্থের প্রতি অত্যাচারী।" (ইংরেজ মধ্যবিত্তশ্রেণী—মার্কস)।

১৬) মার্কস-এঙ্গেলস মহান ফরাসী বিপ্লবের পরে বৈপ্লবিক শিল্প-সাহিত্যে রোমান্টিকতার স্বার্থকতা বিষয়ে উচ্চমূল্য দিয়েছেন। যে সমস্ত রোমান্টিক লেখক প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজের গুণগান করেছেন তাদের প্রচণ্ড সমালোচনা করে রোমান্টিকতার দৃষ্টিতে গণতান্ত্রিকতার জয়গান করেছেন যাঁরা তাদের সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাই শেলীর রোমান্টিক সত্তা, মোপাসাঁর সমাজ বাস্তবতা এবং পুশকিন, তুর্গেনিভ, চের্নিশেভস্কি প্রমুখ রুশ লেখকদের উচ্চমানের সৎ সাহিত্য তাঁদের প্রশংসা লাভ করেছে।

১৭) শিল্প-সাহিত্য বিচারে মার্কস-এঙ্গেলস ছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদী। তাঁদের উৎসাহী দৃষ্টি বিশ্বের সমস্ত উন্নত দেশের শিল্প-সাহিত্যের জগতে পৌঁছেছে এবং সেখান থেকে মণি-মাণিক্য আহরণ করে তার মধ্য থেকে বৈপ্লবিক ও প্রগতিশীল উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। শিল্প ও সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রাচীন ঐতিহ্য বিচার ও তা থেকে পাথেয় সংগ্রহ করে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সে শিক্ষা জগৎবাসীকে দিয়ে গেছেন মার্কস-এঙ্গেলস।

১৮) লেখকের স্বাধীনতা ও পেশার অজুহাতে জনস্বার্থ ও জীবন বিরোধী সাহিত্য রচনা সম্পর্কে মার্কসের মত হল, একজন লেখক শুধু পাঠকের মনোরঞ্জন ও সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রশ্ন তুলে জীবন বিরোধী সংস্কৃতি প্রচার করবেন এ হতে পারে না। এসব লেখকের তথাকথিত স্বাধীনতা খর্ব করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মার্কস সচেতন করে দিয়েছেন। লেখকের পেশা সম্পর্কে মার্কসের ঐতিহাসিক শিক্ষা: "নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং লেখার কাজ চালিয়ে যাবার জন্য লেখককে স্বভাবতই উপার্জন করতে হবে, কিন্তু উপার্জন করার জন্যই যে তাকে বেঁচে থাকতে ও লিখতে হবে, তা নয়।"

১৯) সাহিত্যে প্রেমের ব্যবহার প্রসঙ্গে মার্কস সুন্দর বলেছেন: "প্রেমের প্রথম স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে এই যে ব্যবসা করাটাই এর আসল কথা নয়। যে

লেখক প্রেমকে শুধু একটি বাস্তব উপায়ের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে আসেন, মনের দিক থেকে তাঁর এই স্বাধীনতার শাস্তিস্বরূপ তাঁকে বাইরের দিকের স্বাধীনতার অভাব ভোগ করতে হবে অর্থাৎ তাঁর উপর সেন্সরবিধি আরোপ করা হবে, অথবা আগে থেকেই যদি এই সেন্সরবিধি থেকে থাকে তাহলে সেটিই হবে লেখকের শাস্তি।"

২০) মার্কস-এঙ্গেলস একথাও সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবেই শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম হতে পারে এবং সেই শোষণমুক্ত সমাজেই শিল্পী সাহিত্যিক বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পেতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা শিল্প-সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ইঙ্গিতও দিয়েছেন।

২১) মার্কসবাদ মানবতাবাদ অস্বীকার করেনা, কিন্তু যে মানবতাবাদ শ্রেণীসমন্বয়বাদী তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করে। সর্বহারাশ্রেণী বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করবে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করবে, সাম্যবাদ কায়েম করবে—এ এক নতুন মার্কসবাদী জীবন দর্শন, এক নতুন সাংস্কৃতিক বিপ্লব। শিল্পী সাহিত্যিকরা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কুশীলব, তাঁদের কাজ শ্রমজীবী মানুষের পাশে থেকে ইতিহাসের গতিকে এগিয়ে দেওয়া, প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয়ী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ সংস্কৃতির সৃষ্টি ও প্রচারের মাধ্যমে বিপ্লবী চেতনা গড়ে তোলা। মার্কস-এঙ্গেলসের শিক্ষা সংস্কৃতিকর্মীদের সুসজ্জিত করুক যাতে তাঁরা বৈষম্যমূলক এই সমাজ কাঠামো পরিবর্তনের সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর পাশে দাঁড়িয়ে যোগ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হন।

॥ ছয় ॥

ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে কার্লমার্কস

কার্লমার্কসের বিশ্বপ্লাবী দৃষ্টি থেকে সমকালীন পৃথিবীর খুব কম জিনিষই এড়িয়ে গেছে। যে মানুষ কোনদিন ভারতবর্ষে আসেন নি তিনিই লণ্ডনে বসে ব্রিটিশ শাসনের সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপ এবং তার ভবিষ্যৎ বৈপ্লবিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। বলতে গেলে তিনিই ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনার প্রাণ-সন্ধানী রীতির প্রবর্তন করেন। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ও ব্রিটিশ শাসনকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক চালক শক্তির ওপরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আলোক সম্পাত তিনিই প্রথম করেন। ১৮৫০ এর দশকের শুরু থেকেই মার্কস ও এঙ্গেলস পুঁজিবাদী দেশগুলির উপনিবেশিক শোষণ ও পরাধীন দেশগুলির জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রতি আগ্রহ নিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন। এর মধ্যে চীন ও ভারত সম্পর্কে তাঁদের অভিনিবেশ খুবই উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধগুলি ১৮৫৩ সাল থেকে প্রধানত 'নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলি 'ভারত ইতিহাসের কালপঞ্জী' ও 'প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৮৫৭-৫৯' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং বাংলা ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে মার্কস প্রায় পঞ্চাশ বার ভারতের কথা উল্লেখ করেছেন এবং মার্কস-এঙ্গেলসের পত্রাবলীর মধ্যেও পঞ্চাশ বারের বেশী প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে। মার্কস রচিত ভারতীয় ইতিহাসের খসড়াতে ৬৬৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে।

১) ভারত প্রসঙ্গে আলোচনায় মার্কসের সবচেয়ে বড় অবদান হল ভারতের বিশেষ ধরনের অর্থনীতি তথা এশিয়ার বিশিষ্ট অর্থনীতির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। "সমগ্র প্রাচ্যের মূল বৈশিষ্ট্যই এই যে, সেখানে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব নেই।" (এঙ্গেলসকে লিখিত মার্কসের পত্র)। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন মালিকানাভিত্তিক জমিদারির পত্তন হল। ভারতবর্ষের এই গ্রাম্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মার্কস বলেছেন :

"এই সব ছোট ছোট এবং অত্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় গোষ্ঠীর ভিত্তি হল জমির ওপর সাধারণ মালিকানার ব্যবস্থা। নতুন কোন গোষ্ঠীর প্রবর্তন হলে তারা হাতের কাছে একটি তৈরি পরিকল্পনা হিসেবেই এটাকে পেয়ে থাকে। এরা একশত থেকে কয়েক হাজার একর জমি অধিকার করে বসবাস করে এবং নিজেদের

প্রয়োজনীয় সব জিনিষ উৎপাদন করে একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ সমাজ হিসেবেই চলে থাকে। উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকাংশই সাধারণের ব্যবহারের জন্য। সেটা বিনিময়ের দ্রব্যের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না। কাজেই ভারতীয় সমাজকে মোটামুটিভাবে ধরলে, দ্রব্য বিনিময়ের দরুন যে শ্রমবিভাগ হয়ে থাকে, এখানকার উৎপাদন ব্যবস্থা তার ওপর নির্ভর করে না। কেবল বাড়তি জিনিষটুকুই বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। তারও এক অংশ যতক্ষণ না রাষ্ট্রের হাতে গিয়ে পড়ছে ততক্ষণ বিনিময়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। স্মরণাতীত কাল থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের একাংশ জমির খাজনা হিসেবে রাষ্ট্রের হাতে গিয়ে পড়ছে।" (ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড,১৪ অধ্যায়)

২) ব্রিটিশ শাসন এই ভারতীয় সমাজের ভিত্তিমূল ধ্বংস করে দিল। মার্কসের ভাষায় :

"ইংলণ্ড ভারতের সমাজের সমস্ত কাঠামোই ভেঙ্গে দিয়েছে, তার পুনঃ সংগঠনের কোনো লক্ষণও এখন পর্যন্ত দেখা দেয় নি। হিন্দুর পুরাতন জগৎ হারিয়ে গিয়েছে, কোনও নতুন জগৎও সে পায়নি, এইটাই তার বর্তমান দুর্দশার সঙ্গে এক বিচিত্র বিষাদ মিশিয়ে দিয়েছে এবং বৃটিশ শাসিত হিন্দুস্থানকে তার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এবং তার সমস্ত অতীত ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।" (ভারতে ব্রিটিশ শাসন)

৩) ব্রিটিশ শাসনের ফলে যে সামাজিক বিপ্লব সাধিত হয় তার স্বরূপ সম্পর্কে মার্কস বলেছেন :

"এটা ঠিক যে, হিন্দুস্থানে সামাজিক বিপ্লব সাধন করার সময় ইংলণ্ড জঘন্যতম উদ্দেশ্য দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল এবং নির্বোধের মতোই সেই উদ্দেশ্য কাজে পরিণত করার উপায় প্রয়োগ করেছিল। প্রশ্নটা কিন্তু তা নয়। প্রশ্নটা হচ্ছে এশিয়ার সামাজিক অবস্থায় একটা আমূল বিপ্লব ছাড়া আর কি মনুষ্যজাতি তার উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে? যদি তা না হয়, তাহলে ইংলণ্ডের যত অপরাধই হয়ে থাক, সেই বিপ্লব সাধন করে সে অজ্ঞাতসারে ইতিহাসের যন্ত্র হিসেবেই কাজ করেছে।" (ভারতে ব্রিটিশ শাসন)

৪) ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল সম্পর্কে মার্কস বলেছেন :

"যে সব জাতি পূর্বে ভারতবর্ষে অভিযান করেছে তাদের মধ্যে ব্রিটিশদের সভ্যতাই ছিল ভারতীয় সভ্যতার চেয়ে উন্নত। ব্রিটিশরা ভারতীয় গ্রামসমাজের ভিত ভেঙে দিয়েছে, শিল্প বাণিজ্য উচ্ছেদ করেছে এবং ভারতীয় সভ্যতার যা কিছু মহৎ ও গৌরবের বস্তু তা সমস্তই প্রায় ধ্বংস করেছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি এই ধ্বংসের কাহিনীতে কলঙ্কিত। বিরাট এই ধ্বংসস্তূপের

মধ্যে নবজাগরণের আলোকরশ্মি প্রবেশ করতে পারে না। তাহলেও স্বীকার করতেই হবে, ভারতের নবজাগরণ শুরু হয়েছে।" "(ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল)

৫) ভারতে শিল্পায়ন ও তার ফলাফল সম্পর্কে মার্কস বলেছেন: "আমি জানি যে কেবল নিজেদের জিনিসপত্র তৈরির জন্য কম খরচে তুলা বা অন্যান্য কাঁচা মালের আশাতেই ব্রিটিশ মিল মালিকরা ভারতে রেলপথ গড়তে চায়। কিন্তু যে দেশে লৌহ এবং কয়লা আছে, সে দেশের যানবাহন ব্যবস্থায় একবার যন্ত্রের আমদানি করলে সেখানে যন্ত্রপাতি তৈরি আর রোধ করা যাবে না। রেলপথ চালু রাখার জন্যে যে সব শিল্প প্রক্রিয়ার প্রয়োজন তার ব্যবস্থা না করে একটা বিরাট দেশে রেলপথ চালান যায় না। এ থেকেই রেলপথের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে নয়, এমন সব শিল্পতেও যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয়ে যায়। সেই জন্যই রেলপথ ভারতে আধুনিক শিল্পের প্রকৃত অগ্রদূত হিসেবে পরিগণিত হবে। …যে বংশগত শ্রম বিভাগের ওপর ভারতের জাতিবর্ণগুলি আশ্রয় করে আছে, ভারতের অগ্রগতি ও ভারতের শক্তির পথে যে সব চরম বাধা বর্তমান রয়েছে, রেলপথ থেকে উদ্ভূত আধুনিক শিল্প তাদের সকলেরই বিলোপ সাধন করবে।" (ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল)

৬) ভারতের জনগণের মুক্তির পথ সম্পর্কে মার্কস বলেছেন: "যতদিন না ব্রিটেনে বর্তমান শাসকশ্রেণী শিল্পে নিয়োজিত সর্বহারা কর্তৃক অপসারিত হচ্ছে অথবা হিন্দুরা ব্রিটিশের জোয়াল টেনে ফেলে দেবার শক্তি অর্জন করতে পারছে, ততদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ কর্তৃক ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নতুন সমাজের বীজের ফলাফল ভারতবাসীরা ভোগ করতে পারবে না।" (ঐ)

৭) তাই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সিপাহীবিদ্রোহকে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ রূপে অভিহিত করে দেখিয়েছেন যে, এটা হল জনগণের বিপ্লব। এই বিদ্রোহের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বিশ্লেষণ করে মার্কস বলেছেন, "এই প্রথম সিপাহীবাহিনী হত্যা করল তাদের ইয়োরোপীয় অফিসারদের, মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের পারস্পরিক বিদ্বেষ পরিহার করে মিলিত হয়েছে সাধারণ মনিবদের বিরুদ্ধে; হিন্দুদের মধ্যে থেকে হাঙ্গামা শুরু হয়ে আসলে তা শেষ হয়ছে দিল্লীর সিংহাসনে এক মুসলমান সম্রাটকে বসিয়ে।"

৮) ব্রিটিশ ভারতে স্বাধীন সংবাদপত্রের আবির্ভাব ও ভূমিকা সম্পর্কে মার্কস বলেন, "এশিয় সমাজে এই প্রথম প্রবর্তিত এবং হিন্দু ইয়োরোপীয়দের যুগ্ম সন্তানদের দ্বারা যা প্রধানত পরিচালিত সেই স্বাধীন সংবাদপত্র হল সেই সমাজের পুনর্নির্মাণের এক নতুন ও শক্তিশালী কারিকা।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মার্কসবাদ পাঠ ঃ সন্ধান সূত্র

এ পরিচ্ছেদ মার্কসবাদ অনুশীলনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয়ে পাঠকের সুবিধার্থে সন্ধান সূত্র দেওয়া হয়েছে। মার্কস-এঙ্গেলস লেনিন স্তালিন প্রমুখের কোন্ কোন্ প্রবন্ধ ও গ্রন্থের মধ্যে বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে এখানে নির্দেশ করা হয়েছে।

১. অভ্যুত্থান ঃ মার্কস—কুগেলমানকে লিখিত পত্র, ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ।

এঙ্গেলস ঃ 'ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম' গ্রন্থের ভূমিকা।

লেনিন ঃ মার্কসবাদ ও অভ্যুত্থান, মস্কো অভ্যুত্থানের শিক্ষা, পার্টিজান যুদ্ধ।

২. আন্তর্জাতিক ও শ্রমিকশ্রেণীর নীতি ঃ

মার্কস-এঙ্গেলস ঃ কমিউনিস্ট ইস্তাহার, ২য় পরিচ্ছেদ।

মার্কস ঃ গোথা কর্মসূচীর সমালোচনী, ইণ্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেন এ্যাসোসিয়েশনের উদ্বোধনী ভাষণ।

লেনিন ঃ জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের আলোচনার জবাবী ভাষণ।

স্তালিন ঃ মার্কসবাদ ও জাতীয় প্রশ্ন।

৩. কৃষি প্রসঙ্গ ঃ

মার্কস ঃ ক্যাপিটাল, প্রথম খণ্ড-চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম ভাগ; তৃতীয় খণ্ড-ষষ্ঠ ভাগ, অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার-সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এঙ্গেলস ঃ ফ্রান্স ও জার্মানীর কৃষক প্রশ্ন।

লেনিন ঃ কৃষিতে পুঁজিবাদ, রুশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ, কৃষি প্রশ্ন ও মার্কসের সমালোচকরা, প্রথম রুশ বিপ্লবে সোশ্যাল ডেমোক্রাসির কৃষি কর্মসূচী, সমবায় প্রসঙ্গে।

স্তালিন ঃ রুশ পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসের প্রতিবেদন এবং বিপ্লবোত্তর রুশিয়ার কৃষি উন্নতি বিষয়ক বিভিন্ন রচনা ও ভাষণ।

৪. কৃষক সম্প্রদায় ঃ

ক. পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক কৃষকের মৈত্রীর প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে—

মার্কস : অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার-৭ম পরিচ্ছেদ, ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ।

এঙ্গেলস : ফ্রান্স ও জার্মানীর কৃষক প্রশ্ন, জার্মানীর কৃষক যুদ্ধ-এর ভূমিকা।

লেনিন : জনগণের বন্ধু কারা?, রুশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ, সোশ্যাল ডেমোক্রাসির দুটি কৌশল, কৃষি প্রশ্নে থিসিস।

স্তালিন : লেনিনবাদের ভিত্তি-৫ম পরিচ্ছেদ, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস-২, ৩, ৭ পরিচ্ছেদ।

খ : শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের স্তরে শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীর প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে—

লেনিন : প্রলেতারিয় বিপ্লব ও রেনিগেড কাউটস্কি; আর.সি.পি.র কৌশল প্রসঙ্গে প্রতিবেদন।

স্তালিন : সোঃ ই.ক.পা.ই—৯,১০,১১,১২ পরিচ্ছেদ, লেনিনবাদের ভিত্তি-৫ম পরিচ্ছেদ; অক্টোবর বিপ্লব ও রুশ কমিউনিস্টদের কৌশল; ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮তম কংগ্রেসের প্রতিবেদন; কৃষক সমস্যা প্রসঙ্গে পার্টির তিনটি মূল শ্লোগান; শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের শ্লোগান ও গরীব কৃষক; লেনিন ও মধ্য চাষী প্রসঙ্গ।

৫. গণতন্ত্র :

ক : শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের গণতান্ত্রিক লক্ষ্য এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের তুলনায় প্রলেতারিয় সোশ্যালিস্ট গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে—

মার্কস-এঙ্গেলস : কমিউনিস্ট ইস্তাহার-২য় পরিচ্ছেদ।

লেনিন : রাষ্ট্র; রাষ্ট্র ও বিপ্লব-৩, ৪, ৫ম পরিচ্ছেদ; প্রলেতারিয় বিপ্লব ও রেনিগেড কাউটস্কি; জনগণের প্রতি প্রতারণা।

স্তালিন : লেনিনবাদের ভিত্তি-৪র্থ পরিচ্ছেদ; সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের খসড়া সংবিধান প্রসঙ্গে।

খ : জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের গণতান্ত্রিক লক্ষ্য প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে—

স্তালিন : মার্কসবাদ ও জাতীয় প্রশ্ন; চীন প্রসঙ্গে।

গ : পেটিবুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা—

মার্কস : অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার-৩, ৪, ৫ম পরিচ্ছেদ।

মার্কস-এঙ্গেলস : কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ভাষণ।

৬. ধর্ম :

এঙ্গেলস : এ্যান্টি ডুরিং—তৃতীয় ভাগ ৫ম পরিচ্ছেদ; লুডভিগ ফয়েরবাখ ৩য় পরিচ্ছেদ

লেনিন : ধর্ম প্রসঙ্গে শ্রমিক পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজবাদ ও ধর্ম, ধর্ম প্রসঙ্গে শ্রেণী সমূহ ও পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি, ম্যাক্সিম গোর্কীকে লিখিত দুটি পত্র।

৭. নৈরাজ্যবাদ :

মার্কস : স্পেনে বিপ্লব, বোল্ট-এর কাছে পত্র (১৮৭১)।

এঙ্গেলস : কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে, কুনোর কাছে পত্র (১৮৭২)।

লেনিন : রাষ্ট্র ও বিপ্লব-৪ ও ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

স্তালিন : নৈরাজ্যবাদ অথবা সমাজবাদ।

৮ নৈতিকতা :

এঙ্গেলস : এ্যান্টি ডুরিং-প্রথম ভাগ ৯ম পরিচ্ছেদ, তৃতীয় ভাগ ৫ম পরিচ্ছেদ।

লেনিন : যুব লীগের কর্তব্য।

৯. ট্রেডইউনিয়ন :

ক : পুঁজিবাদী স্তরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রসঙ্গে—

মার্কস : দর্শনের দারিদ্র্য ২য় পরিচ্ছেদ, আন্তর্জাতিকের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ভাষণ।

এঙ্গেলস : জার্মানীর কৃষক যুদ্ধ-এর ভূমিকা, লেবার স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধ সমূহ।

মার্কস-এঙ্গেলস পত্রাবলী।

লেনিন : কী করতে হবে, বামপন্থী কমিউনিজম-৭ম ও ৯ম পরিচ্ছেদ।

খ : সমাজতন্ত্রের স্তরে ট্রেডইউনিয়ন প্রসঙ্গে আলোচনা :

লেনিন : নেপের যুগে ট্রেডইউনিয়নের ভূমিকা ও কার্যাবলী, ট্রেডইউনিয়ন সমূহ, আবার ট্রেডইউনিয়ন প্রসঙ্গে, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস-৯ম পরিচ্ছেদ।

১০. পরিবার :

এঙ্গেলস : এ্যান্টি ডুরিং-তৃতীয় ভাগ ৫ম পরিচ্ছেদ, অরিজিন অফ দি ফ্যামিলি ইত্যাদি।

মার্কস : ক্যাপিটাল-প্রথম খণ্ড ১৫ পরিচ্ছেদ।

মার্কস-এঙ্গেলস : কমিউনিস্ট ইস্তাহার-২য় পরিচ্ছেদ।

১১ পুঁজিবাদ :

ক : পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সাধারণ রূপ ও শ্রমিকশ্রেণীর শোষণ প্রসঙ্গে—

মার্কস : মজুরি মূল্য ও মুনাফা, মজুরিশ্রম ও পুঁজি; ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ড।

লেনিন : কার্ল মার্কস।

খ : পুঁজিবাদের মৌলিক দ্বন্দ্ব সমূহ প্রসঙ্গে—

মার্কস : ক্যাপিটাল তৃতীয় খণ্ড ১৫শ পরিচ্ছেদ।

এঙ্গেলস : সমাজতন্ত্র কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক।

গ : পুঁজিবাদের বিকাশ ও পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সাধারণ নিয়ম প্রসঙ্গে—

মার্কস : আন্তর্জাতিকের উদ্বোধনী ভাষণ; ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ড-৪, ৭, ও ৮ম ভাগ; মার্কস-এঙ্গেলস : কমিউনিস্ট ইস্তাহার-প্রথম পরিচ্ছেদ।

এঙ্গেলস : হাউসিং কোশ্চেন; ১৮৪৪ সালে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা।

লেনিন : রুশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ; জনগণের বন্ধু কারা; অর্থনৈতিক রোমান্টিসিজমের মূল্যায়ন।

স্তালিন : নৈরাজ্যবাদ অথবা সমাজবাদ।

ঘ : পুঁজিবাদের স্তরে উৎপাদন পদ্ধতির ওপর সম্পদের বণ্টনের নির্ভরতা প্রসঙ্গে—

মার্কস : গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা, ক্যাপিটাল তৃতীয় খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ।

এঙ্গেলস : এ্যান্টি ডুরিং দ্বিতীয় ভাগ ১, ২, ৩, ও ৪র্থ পরিচ্ছেদ, তৃতীয় ভাগ ৩ ও ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

ঙ : পুঁজির পুঞ্জীভবন : ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ড ৭ম ও ৮ম ভাগ।

চ : পুঁজির প্রচলন : ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ড ৭ম ভাগ এবং দ্বিতীয় খণ্ড।

ছ : ঋণ ব্যবস্থা : ক্যাপিটাল তৃতীয় খণ্ড, ৫ম ভাগ।

জ : সুদ : ক্যাপিটাল তৃতীয় খণ্ড, ৫ম ভাগ।

ঝ : অর্থ : ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ড, ১ম ও ২য় ভাগ।

ঞ : মূল্য : ক্যাপিটাল তৃতীয় খণ্ড ২য় ভাগ; মজুরি, মূল্য ও মুনাফা; মজুরি শ্রম ও পুঁজি; উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব।

ট : মুনাফা : ক্যাপিটাল তৃতীয় খণ্ড ১ম ২য় ও ৩য় ভাগ, উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব।

১২. প্যারি কমিউন :

মার্কস : ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ; কুগেলমানকে লিখিত পত্র।

লেনিন : রাষ্ট্র ও বিপ্লব-৩য় পরিচ্ছেদ।

১৩. মজুরি :

মার্কস : ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ড ৬ষ্ঠ ভাগ; মজুরি শ্রম ও পুঁজি; মজুরি, মূল্য ও মুনাফা; গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা।

১৪. যুদ্ধ :

যুদ্ধ প্রসঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি—

মার্কস : ফ্রান্সের গৃহ যুদ্ধ।

লেনিন : সমাজবাদ ও যুদ্ধ ; যুদ্ধ প্রসঙ্গে ভাষণ ; দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন ; প্রলেতারিয় বিপ্লবের যুদ্ধকর্মসূচী ; প্রলেতারিয় বিপ্লব ও রেনিগেড কাউটস্কি।

স্তালিন : সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস।

১৫. রাষ্ট্র :

মার্কস-এঙ্গেলস : কমিউনিস্ট ইস্তাহার ২য় পরিচ্ছেদ।

মার্কস : গোথা কর্মসূচীর সমালোচনী ; অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার ৭ম পরিচ্ছেদ ; ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ।

এঙ্গেলস : সোশ্যালিজম, কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক ৩য় পরিচ্ছেদ ; এ্যান্টি ডুরিং দ্বিতীয় ভাগ ৪র্থ পরিচ্ছেদ, তৃতীয় ভাগ ২য় পরিচ্ছেদ ; পরিবারের উৎপত্তি ৫ থেকে ৯ম পরিচ্ছেদ।

লেনিন : রাষ্ট্র ও বিপ্লব ; রাষ্ট্র।

স্তালিন : অষ্টাদশ কংগ্রেসের প্রতিবেদন।

১৬. শ্রম :

মানব শ্রমের প্রকৃতি ও তার ভূমিকা—

মার্কস : ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ড ৩য় ভাগ।

মার্কস-এঙ্গেলস : জার্মান মতাদর্শ ১ম পরিচ্ছেদ।

এঙ্গেলস : প্রকৃতির দ্বন্দ্বতত্ত্ব ৯ম পরিচ্ছেদ।

১৭. শ্রামকশ্রেণীর মিত্র :

ক : শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র সম্পর্কে মৌল দৃষ্টিভঙ্গি—

মার্কস : কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ভাষণ ; গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা। মার্কস-এঙ্গেলস : কমিউনিস্ট ইস্তাহার ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

এঙ্গেলস : জার্মানীর কৃষক যুদ্ধের ভূমিকা ; ফ্রান্স ও জার্মানীর কৃষক প্রশ্ন।

লেনিন : সোশ্যাল ডেমোক্রাসির দুই কৌশল ; জনগণের বন্ধু কারা।

স্তালিন : সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস ৩য় পরিচ্ছেদ ; চীন প্রসঙ্গে ; লেনিনবাদের ভিত্তি ৭ম পরিচ্ছেদ।

খ : সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় মৈত্রীর প্রশ্ন—

লেনিন : আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের আলোচনীর সংক্ষিপ্তসার ; প্রলেতারিয় বিপ্লব ও রেনিগেড কাউটস্কি ; রুশ কমিউনিস্টদের কৌশল ; চতুর্দশ ও পঞ্চদশ কংগ্রেসের প্রতিবেদন ; রুশিয়ায় জাতীয় প্রশ্নে সোভিয়েত সরকারের নীতি ; অক্টোবর বিপ্লব ও রুশ কমিউনিস্টদের জাতীয় নীতি ; অক্টোবর বিপ্লব ও মধ্যবিত্ত।

১৮. শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব :

ক : শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের স্বরূপ ও কাজ এবং এর ঐতিহাসিক প্রয়োজনিয়তা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে—

মার্কস : গোথা কর্মসূচীর সমালোচনী ; ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ ; কমিউনিস্ট ইস্তাহার। লেনিন : রাষ্ট্র ; রাষ্ট্র ও বিপ্লব ; কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে পরীভুক্তির শর্তসমূহ ; তৃতীয় আন্তর্জাতিক ও ইতিহাসে তার স্থান ; বামপন্থী কমিউনিজম ২য় পরিচ্ছেদ; প্রলেতারিয় বিপ্লব ও রেনিগেড কাউটস্কি ; কার্ল মার্কস।

স্তালিন : লেনিনবাদের ভিত্তি ৪র্থ পরিচ্ছেদ ; অক্টোবর বিপ্লব ও রুশ কমিউনিস্টদের কৌশল ; নৈরাজ্যবাদ অথবা সমাজবাদ ৩য় পরিচ্ছেদ।

খ : গণতান্ত্রিক চরিত্র ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের কর্তব্য—

লেনিন : বলশেভিকরা কি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল রাখতে পারে ; অক্টোবর বিপ্লবের চতুর্থ বার্ষিকী ; শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের যুগের অর্থনীতি ও রাজনীতি।

স্তালিন : সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের খসড়া সংবিধান প্রসঙ্গে ; চতুর্দশ কংগ্রেসের প্রতিবেদন।

১৯. শ্রেণী :

শ্রেণীর সংজ্ঞা : লেনিন—একটি মহান সূত্রপাত।

শ্রেণীর উৎস : এঙ্গেলস—পরিবারের উৎপত্তি ৯ম পরিচ্ছেদ ; এ্যান্টি ডুরিং -২য় ভাগ ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

শোষক ও শোষিত : মার্কস-এঙ্গেলস—কমিউনিস্ট ইস্তাহার ১ম পরিচ্ছেদ।

মতাদর্শ ও রাজনীতিতে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন : মার্কস—অষ্টাদশ ক্রমেয়ার ৩য় পরিচ্ছেদ।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী : সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের খসড়া সংবিধান প্রসঙ্গে।

১০. শ্রেণীসংগ্রাম :

ক : সাধারণ তত্ত্ব—

মার্কস : মজুরি, মূল্য ও মুনাফা ; ইণ্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেনস এ্যাসোসিয়েশনের নিয়মাবলী ;

মার্কস-এঙ্গেলস : কমিউনিস্ট ইস্তাহার।

এঙ্গেলস : সোশ্যালিজম : কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক ; ১৮৪৪ সালে ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা।

লেনিন : কার্ল মার্কস ; মার্কসবাদের তিনটি উৎস।

খ : শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশের বিশ্লেষণ :

মার্কস : ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম, অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার ; ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ।

এঙ্গেলস : জার্মানীর কৃষক যুদ্ধ।

মার্কস-এঙ্গেলস : জার্মানী-বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব ; স্পেনের বিপ্লব ; মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ।

লেনিন : ১৯০৫ সালের বিপ্লব প্রসঙ্গে ভাষণ।

গ : সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশল প্রসঙ্গে উপরের বইগুলি ছাড়াও নীচের প্রবন্ধ ও বইগুলি অনুসরণীয়—

মার্কস : আন্তর্জাতিকের উদ্বোধনী ভাষণ ; দর্শনের দারিদ্র্য ২য় পরিচ্ছেদ।

লেনিন : সোশ্যাল ডেমোক্রাসির দুই কৌশল ; বামপন্থী কমিউনিজম।

স্তালিন : লেনিনবাদের ভিত্তি ৭ম পরিচ্ছেদ ; নৈরাজ্যবাদ অথবা সমাজবাদ।

ঘ : সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরে শ্রেণীসংগ্রাম প্রসঙ্গে—

লেনিন : বামপন্থী কমিউনিজম ২য় ও ৮ম পরিচ্ছেদ ; জনগণের প্রতি প্রতারণা ; শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের যুগের অর্থনীতি ও রাজনীতি

স্তালিন : ষোড়শ কংগ্রেসের প্রতিবেদন ; সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি ; সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস ৯-১২ পরিচ্ছেদ।

২১. সংসদ ও শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি :

ক : বুর্জোয়া সংসদীয় প্রজাতন্ত্রের স্বরূপ প্রসঙ্গে—

মার্কস : অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার-১ম, ৩য় ও ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

মার্কস-এঙ্গেলস : কমিউনিস্ট ইস্তাহার।

লেনিন : রাষ্ট্র ও বিপ্লব, প্রলেতারিয় বিপ্লব ও রেনিগেড কাউটস্কি।

খ : প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া সংসদে কীভাবে কাজ করতে হয়—

লেনিন : বামপন্থী কমিউনিজম-৭ম পরিচ্ছেদ ; তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কর্তব্য।

স্তালিন : লেনিনবাদের ভিত্তি ২য় পরিচ্ছেদ ; সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস ৪র্থ ও ৫ম পরিচ্ছেদ।

২২. সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা প্রসঙ্গে :

লেনিন : বামপন্থী কমিউনিজম ৭ম পরিচ্ছেদ।

স্তালিন : লেনিন প্রসঙ্গে ; সংগঠক ও নেতা লেনিন ; পঞ্চদশ কংগ্রেসের প্রতিবেদন ; মফস্বল জেলাগুলিতে কাজকর্ম প্রসঙ্গে ; ভাষা প্রসঙ্গে ; সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস-উপসংহার অংশ।

২৩. সুবিধাবাদ, সংস্কারবাদ ইত্যাদি প্রসঙ্গে :

ক. সংজ্ঞা : লেনিন—দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অবসান।

খ. মতাদর্শগত উৎস : লেনিন—কী করতে হবে ১, ২, ৩য় পরিচ্ছেদ ; সোঃ কঃ ই—২য় পরিচ্ছেদ।

গ. সুবিধাবাদী সংগঠন : লেনিন—এক পা আগে দুপা পিছে ; সোঃ কঃ ই-২য় পরিচ্ছেদ।

ঘ. শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে সুবিধাবাদী প্রবণতা—

মার্কস-এঙ্গেলস : সার্কুলার লেটার ;

লেনিন : কার্লমার্কসের শিক্ষার ঐতিহাসিক পরিণতি ; মার্কসবাদ ও সংশোধনবাদ ; রুশ সোশ্যাল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংস্কারবাদ।

স্তালিন : লেনিনবাদের ভিত্তি ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদ ; অক্টোবর বিপ্লবের আন্তর্জাতিক চরিত্র ; সোঃ কঃ ই—২য় ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ঙ : সুবিধাবাদের অর্থনৈতিক উৎস :

লেনিন : সাম্রাজ্যবাদ-ভূমিকা ও ৮ম ও ১০ম পরিচ্ছেদ ; সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজবাদে ভাঙন ; ইয়োরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনে মতপার্থক্য।

চ : সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিতে মতপার্থক্য প্রসঙ্গে :

স্তালিন : ষোড়শ কংগ্রেসের প্রতিবেদন ; সোঃ কঃ পা-তে দক্ষিণ পন্থী বিপদ ; সোঃ কঃ পা-তে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি।

২৪. সমাজতন্ত্র

ক : সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্বরূপ—

মার্কস-এঙ্গেলস : কমিউনিস্ট ইস্তাহার ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদ।

মার্কস : গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা।

এঙ্গেলস : সোশ্যালিজম : কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক ; এ্যান্টিডুরিং তৃতীয় ভাগ ও হাউসিং কোশ্চেন।

লেনিন : কার্লমার্কস ; রাষ্ট্র ও বিপ্লব ৫ম পরিচ্ছেদ।

স্তালিন : নৈরাজ্যবাদ অথবা সমাজবাদ ; অক্টোবর বিপ্লবের আন্তর্জাতিক চরিত্র ; সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের খসড়া সংবিধান প্রসঙ্গে।

খ : সমাজতন্ত্র গঠনের সমস্যা—

লেনিন : শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের যুগের অর্থনীতি ও রাজনীতি ; অক্টোবর বিপ্লবের চতুর্থ বার্ষিকী ; বামপন্থী কমিউনিজম এক থেকে পাঁচ পরিচ্ছেদ ;

বলশেভিকরা কি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল রাখতে পারে, সোভিয়েত সরকারের আশু কাজ জনগণের প্রতি প্রতারণা।

গ : একক একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় :

লেনিন : ইয়োরোপের যুক্তরাষ্ট্রের শ্লোগান।

স্তালিন : লেনিনবাদের ভিত্তি ১ম ও ৩য় পরিচ্ছেদ, অক্টোবর বিপ্লব ও র কমিউনিস্টদের কৌশল, সোঃ কঃ ই ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

২৫ : সাম্যবাদ

মার্কস-এঙ্গেলস—কমিউনিস্ট ইস্তাহার।

মার্কস : গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা।

এঙ্গেলস : এ্যান্টিডুরিং ৩য় ভাগ, হাউসিং কোশ্চেন।

লেনিন : রাষ্ট্র ও বিপ্লব ৫ম পরিচ্ছেদ।

স্তালিন : প্রথম নিখিল রুশ স্টাখানোভাইট সম্মেলনে ভাষণ, অষ্টাদশ কংগ্রে প্রতিবেদন।

পরিশিষ্ট

কার্ল মার্কস : জীবন পঞ্জী

১৮১৮ : ৫মে-রাইন প্রদেশের ট্রির শহরে কার্লমার্কসেব জন্ম।

১৮৩০ : ট্রির 'জিমন্যাসিয়াম' বিদ্যালয়ে ছাত্রজীবন শুরু।

১৮৩৫ : স্নাতক পর্যায় অতিক্রম করে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পাঠ শুরু।

১৮৩৬ : বন ত্যাগ করে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে প্রবেশ।

১৮৩৮ : পিতা হাইনরিখ মার্কসের মৃত্যু।

১৮৪১ : 'ডেমোক্রিটীয় ও এপিকিউরিয় দর্শনের মধ্যে পার্থক্য' বিষয়ে ইয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ।

১৮৪২ : 'রাইনিশে ৎসাইটুঙ্গ' পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক। নভেম্বরে পত্রিকা দপ্তরে এঙ্গেলসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ।

১৮৪৩ : মার্চ-মুখ্য সম্পাদকের পদ ত্যাগ।

জুন মাসে জেনীর সঙ্গে বিয়ে।

১৮৪৪ : 'জার্মান-ফরাসী ইয়ারবুক' পত্রিকা প্যারিস থেকে প্রকাশ করলেন। মার্কসের বড় মেয়ে জেনী চেনের জন্ম। এঙ্গেলসের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা।

১৮৪৫ : প্যারিস থেকে মার্কস বহিষ্কৃত ও ব্রাসেলসে আগমন।

'পবিত্র পরিবার' গ্রন্থ এঙ্গেলসের সঙ্গে যৌথভাবে রচনা। এঙ্গেলসের সঙ্গে লণ্ডন ও ম্যানচেস্টারে ভ্রমণ। মার্কসের দ্বিতীয় কন্যা লরার জন্ম।

১৮৪৬ : মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক ব্রাসেলসে 'কমিউনিস্ট যোগাযোগ কমিটি' গঠন।

'জার্মান মতাদর্শ' গ্রন্থ রচনা শেষ হল।

১৮৪৭ : মার্কসের পুত্র এডগারের জন্ম। লীগ অব জাস্টে যোগদান। লণ্ডনে কমিউনিস্ট লীগের প্রথম কংগ্রেস। প্রুঁধোর 'দারিদ্র্যের দর্শন' এর উত্তরে মার্কসের 'দর্শনের দারিদ্র্য' গ্রন্থ রচনা ও ফরাসী ভাষায় প্রকাশ। মার্কস ব্রাসেলস গণতান্ত্রিক সমিতির সহসভাপতি নির্বাচিত। লণ্ডনে কমিউনিস্ট লীগের দ্বিতীয় কংগ্রেসে মার্কস ও এঙ্গেলসের যোগদান এবং খসড়া কর্মসূচী রচনার ভার প্রাপ্তি।

১৮৪৮ : ফ্রান্সে বিপ্লবী অভ্যুত্থান। লণ্ডনে কমিউনিস্ট লীগের কর্মসূচী রূপে কমিউনিস্ট ইস্তাহার-এর প্রকাশ। ব্রাসেলস থেকে মার্কস বহিষ্কৃত ও প্যারিসে আগমন। মার্কসের নেতৃত্বে প্যারিসে কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় ব্যুরো প্রতিষ্ঠা।

এঙ্গেলসের প্যারিসে আগমন। মার্কস-এঙ্গেলস লিখলেন 'জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টির দাবীসমূহ।' মার্কস-এঙ্গেলসের প্যারিস ত্যাগ ও কোলোনে আগমন। ১জুন 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্ক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ। মূল সম্পাদক মার্কস, অন্যতম সম্পাদক এঙ্গেলস। অক্টোবর মাসে ভিয়েনায় জনগণের অভ্যুত্থান কিন্তু প্রতিবিপ্লবের জয়। প্রুশিয়ায় প্রতিবিপ্লবের আক্রমণ তীব্র হল।

১৮৪৯ : 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্ক' পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক হিসেবে আদালতে অভিযুক্ত। পত্রিকার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উত্তর-পশ্চিম জার্মানী ও ভেস্টফেলিয়ায় ভ্রমণ। জুন মাসে প্যারিসে আগমন। ২৬ আগস্ট প্যারিস থেকে বিতাড়িত ও লণ্ডনে গমন। ৫ নভেম্বর দ্বিতীয় পুত্র গুইডোর জন্ম।

১৮৫০ : ৬মার্চ 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্ক, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমালোচনা' পত্রিকার প্রকাশ ও নভেম্বরে প্রকাশ বন্ধ। 'লীগের কাছে কেন্দ্রীয় ব্যুরোর বক্তব্য-১৮৫০' বিষয়ে দুটি ভাষণ রচনা। দ্বিতীয় পুত্র গুইডোর মৃত্যু।

১৮৫১ : কন্যা ফ্রান্‌ৎসিসকার জন্ম। নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউনে মার্কসের নিয়মিত লেখা শুরু।

১৮৫২ : কন্যা ফ্রান্‌ৎসিসকার মৃত্যু। মে মাসে 'লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার' প্রকাশিত হল নিউইয়র্কে। নভেম্বরে মার্কসের সুপারিশে কমিউনিস্ট লীগের অস্তিত্বের অবসান।

১৮৫৩ : 'কোলোনে কমিউনিস্ট বিচার সম্পর্কে সত্যকথা' পুস্তিকার প্রকাশ। পুস্তিকাটি পুলিশ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয় সংস্করণ আমেরিকায় প্রকাশিত হয়।

১৮৫৪ : 'নয়ে ওডের ৎসাইটুঙ্ক' পত্রিকায় লিখতে থাকেন।

১৮৫৫ : কন্যা এলিয়ানর-এর জন্ম। ৬ এপ্রিল পুত্র এডগার-এর মৃত্যু।

১৮৫৬ : 'ফ্রিপ্রেস' ও 'ডিপ্লোমেটিক রিভিউ' পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা।

১৮৫৭ : 'গ্রাণ্ডরিসির সাধারণ ভূমিকা' রচনা।

১৮৫৮ : রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনার রূপরেখা রচনা।

১৮৫৮-৫৯ : 'নিউ আমেরিকান সাইক্লোপেডিয়ার' জন্য লেখা।

১৮৫৯ : 'ডাস ফোলক' পত্রিকায় লেখা ও সম্পাদনার কাজ। 'রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনার' প্রথম খণ্ড প্রকাশ।

১৮৬০ : লণ্ডনে বিতর্ক মূলক রচনা হের ফোগ্‌ট প্রকাশিত হয়।

১৮৬১ : ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল হল্যাণ্ড থেকে বার্লিন, সেখান থেকে এলবেরফেলট, কোলোন, ট্রির, আখেন ও হল্যাণ্ড হয়ে লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন। ভিয়েনা 'প্রেসে' নিয়মিত লেখা।

১৮৬২ : হল্যাণ্ড, কোলোন ও ট্রির ভ্রমণ।

১৮৬৩ : পোল্যাণ্ডের অভ্যুত্থানের সমর্থনে মার্কসের আবেদন। নভেম্বরে মার্কসের মা-র মৃত্যু। ডিসেম্বরে ট্রির, ফ্রাঙ্কফুর্ট ও হল্যাণ্ডে ভ্রমণ।

১৮৬৪ : ২৮ সেপ্টেম্বরে লণ্ডনের সেণ্ট মার্টিন হলে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতি গঠন। সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটিতে মার্কস নির্বাচিত। আন্তর্জাতিকের উদ্বোধনী ভাষণ ও নিয়মাবলী রচনা ও প্রকাশ। 'সোশ্যাল ডেমোক্রাট' পত্রিকায় নিয়মিত লেখা

১৮৬৬ : আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেস। প্রতিনিধিদের জন্য নির্দেশাবলী মার্কসের রচনা।

১৮৬৭ : সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিকের লুসান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত। ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ড প্রকাশ। ইংরেজ শ্রমিকদের মধ্যে আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তি সংগ্রামের সপক্ষে প্রচারাভিযান সংগঠিত করা।

১৮৬৮ : কন্যা লরার সঙ্গে পল লাফার্গের বিবাহ। নুরেমবার্গে জার্মান শ্রমিক সমিতির সম্মেলন। বেবেল ও লীবনেখ্‌টকে প্রয়োজনীয় পরামর্শদান।

১৮৬৯ : আইজেনাখ-এ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির প্রতিষ্ঠা। সেপ্টেম্বরে আখেন, মাইনৎস, হানোভার প্রভৃতি স্থানে বড় মেয়ে জেনী চেন সহ ভ্রমণ। কুগেলমান ও ব্রাকের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা। অক্টোবরে 'ডেয়ার ফোল্‌কস্টাট' পত্রিকায় লেখা শুরু।

১৮৭০ : উত্তর জার্মান রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘোষণা—'জার্মান ফরাসী যুদ্ধ সম্পর্কে সাধারণ পরিষদের প্রথম ভাষণ ও দ্বিতীয় ভাষণ রচনা।'

১৮৭১ : ১৮ মার্চ থেকে ২৮ মে-প্যারিস কমিউন। মার্কসের ভাষণ 'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ' আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদে গৃহীত ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ১৭-২৩ সেপ্টেম্বর মার্কস-এঙ্গেলসের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিকের সম্মেলন।

১৮৭২ : আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেসে যোগদান। সাধারণ পরিষদের সদর দপ্তর নিউইয়র্কে স্থানান্তরিত। ১০ অক্টোবর কন্যা জেনী চেনের সঙ্গে শার্ল লোঁগের বিবাহ। কমিউনিস্ট ইস্তাহারের নতুন করে ভূমিকা রচনা।

১৮৭৪ : স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কার্লসবাদে গমন এবং ফেরার পথে লাইপ্‌ৎসিক, বার্লিন ও হামবুর্গ সফর।

১৮৭৫ : মে মাসে জার্মান শ্রমিক পার্টির কর্মসূচী সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্য ব্রাকে, লীবনেখ্‌ট, বেবেল প্রমুখের কাছে প্রেরণ। ২২-২৭ মে গোথায় ঐক্য কংগ্রেস, জার্মানীর সোস্যালিস্ট শ্রমিক পার্টি প্রতিষ্ঠা। ঐক্য কংগ্রেস সম্পর্কে 'গোথা

কর্মসূচীর সমালোচনা' গ্রন্থ প্রকাশিত। আগস্ট মাসে আবার স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কার্লসবাদে গমন।

১৮৭৬ : বাকুনিনের রাষ্ট্রীয় মতবাদ ও নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কে মন্তব্য। চিকিৎসার জন্য কার্লসবাদে গমন।

১৮৭৭ : আগস্ট মাসে নয়েন আর-এর সবুজ অরণ্যে চিকিৎসার জন্য অবকাশ যাপন।

১৮৭৮ : এঙ্গেলসের এ্যান্টি ডুরিং গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের ১০ম পরিচ্ছেদ রচনা।

১৮৭৯ : জার্মানীর নেতৃবৃন্দের কাছে বিজ্ঞপ্তি পত্র বা সার্কুলার লেটার প্রেরণ। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাসির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'ডেথার সোৎসিয়াল ডেমোক্রাট'-এ প্রবন্ধ লেখেন।

১৮৮০ : ফরাসী শ্রমিক পার্টির কর্মসূচীর তত্ত্বগত সূত্র রচনা। ডিসেম্বরে মার্কস-এঙ্গেলসের সঙ্গে আগস্ট বেবেলের প্রথম সাক্ষাৎ।

১৮৮১ : ২ ডিসেম্বর মার্কসের স্ত্রী জেনীর মৃত্যু।

১৮৮২ : আলজিয়ার্স, দক্ষিণ ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য মার্কসের ভ্রমণ। মেয়ে জেনী ও লবার পরিবারের সঙ্গে কয়েকদিন যাপন।

১৮৮৩ : ১১ জানুয়ারী প্যারিসে বড় মেয়ে জেনী চেনের মৃত্যু।

১৪ মার্চ—লণ্ডনে মার্কসের জীবনাবসান।

১৭ মার্চ—লণ্ডন হাইগেট সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত।

কার্ল মার্কস ঃ রচনাপঞ্জী

১৮১৮ ঃ মার্কসের জন্ম, ৫ মে।

১৮৩৫ ঃ স্নাতক পরীক্ষায় প্রবন্ধ—"পেশা নির্বাচনে একজন তরুণের ভাবনা।"

১৮৩৫-৩৭ ঃ কবিতা ও অন্যান্য সাহিত্য কর্ম।

১৮৩৮-৪১ ঃ ডক্টরেটের থিসিস। বিষয় ঃ ডেমোক্রিটিয় ও এপিকিউরীয় দর্শনের মধ্যে পার্থক্য। ইয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ।

১৮৪২ ঃ 'রাইনিশে ৎসাইটুঙ্ক' পত্রিকার প্রবন্ধাবলী ও সম্পাদকীয়।

১৮৪৩ ঃ হেগেলের বৈধানিক দর্শনের সমালোচনী। ইহুদী প্রশ্ন সম্পর্কে।

১৮৪৪ ঃ 'জার্মান-ফরাসী ইয়ার বুক' পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয়। জার্মান ভাষায় প্রকাশিত 'ফোর ভের্টস' ও রুগের 'আনেক ডোটা' পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধ। হেগেলের বৈধানিক দর্শনের সমালোচনীর ভূমিকা। 'প্রুশিয়ার রাজা ও সমাজ সংস্কার' সম্পর্কিত সমালোচনামূলক নোট। পবিত্র পরিবার (এঙ্গেলসের সঙ্গে যৌথভাবে) বা সমালোচনামূলক সমালোচনীর সমালোচনা। অর্থনৈতিক-দার্শনিক পাণ্ডুলিপি ১৮৪৪।

১৮৪৫ ঃ ফয়েরবাখ প্রসঙ্গে গবেষণা।

১৮৪৬ ঃ জার্মান মতাদর্শ (এঙ্গেলসের সঙ্গে যৌথ ভাবে)।
আনেনকভকে লিখিত পত্র।

১৮৪৭ ঃ দর্শনের দারিদ্র্য। ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত।
'ডয়েটশে ব্রাসেলের ৎসাইটুঙ্ক' পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধ।

১৮৪৮ ঃ কমিউনিস্ট ইস্তাহার (এঙ্গেলসের সঙ্গে যৌথ ভাবে)
'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্ক' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী।

১৮৪৯ ঃ 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্ক' পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় ও বিভিন্ন নিবন্ধ। মজুরিশ্রম ও পুঁজি।

১৮৫০ ঃ কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ভাষণ।
'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্ক, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমালোচনা' পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধ। ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম।

১৮৫১-৬২ ঃ 'নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন' পত্রিকায় পাঁচ শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ।

১৮৫২ ঃ লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার।

১৮৫৩ ঃ কোলোনে কমিউনিস্ট বিচার সম্পর্কে সত্যকথা।

১৮৫৪-৫৫ ঃ 'নয়ে ওডের ৎসাইটুঙ্ক' পত্রিকায় প্রবন্ধাবলী।

১৮৫৬-৫৮ : 'ফ্রিপ্রেস' ও 'ডিপ্লোমেটিক রিভিউ' পত্রিকায় লেখা।

১৮৫৭ : গ্রাণ্ডরিসির সাধারণ ভূমিকা।

১৮৫৮ : রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনীর রূপরেখা।

১৮৫৮-৫৯ : 'নিউ আমেরিকান সাইক্লোপেডিয়া'র জন্য লেখা।

১৮৫৯ : 'রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনী'র ভূমিকা।

'রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনী'র প্রথম খণ্ড প্রকাশ।

'ডাস ফোল্‌ক' পত্রিকায় লেখা।

১৮৬০ : বিতর্ক মূলক রচনা 'হের ফোগ্‌ট' প্রকাশ।

১৮৬১ : ভিয়েনা 'প্রেসে' লেখা।

১৮৬২-৮৩ : ক্যাপিটাল রচনার কাজে আত্মনিয়োগ।

১৮৬৪ : আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির উদ্বোধনী ভাষণ ও খসড়া নিয়মাবলী।

'সোশ্যাল ডেমোক্রাট' পত্রিকায় লেখা।

১৮৬৫ : আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদে ভাষণ—'মূল্য, দাম ও মুনাফা' নামে প্রকাশিত।

১৮৬৭ : ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব খণ্ডগুলি মার্কসের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

১৮৬৭-৭৩ : আন্তর্জাতিকের কর্মসূচী, ঘোষণাপত্র ইত্যাদি রচনা।

১৮৬৯ : 'ডেয়ার ফোল্‌কস্টাট' পত্রিকায় লেখা।

১৮৭০ : জার্মান-ফরাসী যুদ্ধ সম্পর্কে আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষণ রচনা।

১৮৭১ : ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ।

১৮৭২ : কমিউনিস্ট ইস্তাহারের নতুন করে ভূমিকা রচনা।

১৮৭৫ : গোথা কর্মসূচীর সমালোচনী।

১৮৭৬ : বাকুনিনের রাষ্ট্রীয় মতবাদ ও নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কে মন্তব্য।

১৮৭৮ : এঙ্গেলসের 'এ্যাণ্টি ডুরিং' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের দশম পরিচ্ছেদ রচনা।

১৮৭৯ : জার্মানীর নেতৃবৃন্দের প্রতি বিজ্ঞপ্তি পত্র (সার্কুলার লেটার) রচনা এঙ্গেলসের সঙ্গে যৌথ ভাবে। 'ডেয়ার সোৎসিয়াল ডেমোক্রাট' পত্রিকায় লেখা।

১৮৮০ : ফরাসী শ্রমিক পার্টির কর্মসূচীর সূত্র রচনা।

১৮৮১ : ভেরা জাসুলিচের কাছে লিখিত পত্র।

১৮৮২ : কমিউনিস্ট ইস্তাহারের দ্বিতীয় রুশ সংস্করণের মুখবন্ধ রচনা।

১৮৮৩ : মার্কসের মৃত্যু

নির্দেশিকা